













# ছান্দোগ্যোপনিষদ্

প্রথমার্দ্ধ—প্রথম চারি অধ্যায়

# A SYSTEM OF RATIONAL THEOLOGY

## IN SIX BOOKS

IN HARMONY WITH THE FUNDAMENTAL TEACHINGS  
OF THE HIGHER HINDU SCRIPTURES

BY SITANATH TATTVABHUSHAN

*Lecturer, Theological Society, Sadharan Brahma Samaj.*

1. **Brahmajijnasa** (in English) ; An Exposition of the Philosophical Basis of Theism. Rs. 1-8.
2. **Brahmasadhan** (in English) or Endeavours after the Life Divine : Twelve lectures on spiritual culture. Rs. 1-8.
3. **The Philosophy of Brahmalam** : Twelve lectures on Brahma doctrine, *sadhan* and social ideals. Rs. 2-8.
4. **The Vedanta and its Relation to Modern Thought** : Twelve lectures on all aspects of Vedantism. Rs. 2-4.
5. **Krishna and the Gita** : Twelve lectures on the authorship, philosophy and religion of the *Bhagavadgita*. Rs. 2-8.
6. **The Theism of the Upanishads and other Subjects** : Six lectures on the religion of the *Upanishads* and the religious aspect of Hegel's philosophy. Rs. 2.
7. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal English translation :—The *Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, Taittiriya, Aitareya* and *Kaushitaki* Upanishads in Devanagar characters Rs. 2-8. (Second Edition).
8. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal Bengali translation :—উপনিষদ্ ১ম খণ্ড—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। ২য় খণ্ড—শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কোষীতকি। মূল্য প্রতি খণ্ড ১/৬ টাকা। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ২।০ টাকা।

*All elegantly bound. To be had of the author and editor,  
210-3-2, Cornwallis Street, Calcutta. Books marked  
with an asterisk are out of print.*

# ছান্দোগ্যোপনিষদ্

শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি কর্তৃক

পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্যাদি  
বহুল মন্তব্য সহ বাখ্যাত

দশোপনিষদের টীকা ও-অনুবাদকার

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-কর্তৃক

খণ্ডশীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের  
দার্শনিক ভিত্তি-বিষয়ক ভূমিকা সহ সম্পাদিত

প্রথমার্দ্ধ—প্রথম চারি অধ্যায়

কলিকাতা ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

‘দেবালয়’ নামক ভবনের ত্রিতলগৃহে সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য পাঁচ টাকা

---

---

২১১ কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট, কলিকাতা।  
ব্রাহ্মগিণন প্রেসে ত্রিভিঞ্জনানাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

---

---

Chatterjee Sanskrita Public Library,

Acc. No. ৬১২৬ Date ২.১০.৭৫

# উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি

## ১। শ্রদ্ধা ও বিচার

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ দুই ভাবে গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ উপনিষদ্বাক্যের অবিগণের প্রতি প্ৰভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের উক্তি-সমূহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এই বিশ্বাসে সন্দেহ ও বিচারের স্থান নাই। এমন কি ইহাতে অর্থবোধেরও বিশেষ অপেক্ষা নাই। অধিবাক্য বিশেষভাবে না বুঝিলেও বোধ হইতে পারে ইহা কোন না কোন অর্থে সত্য। তাঁহাদের উক্তিতে পরস্পরবিরুদ্ধ মত দেখিলেও মনে হইতে পারে এই সকল মতের মধ্যে কোন না কোন সামঞ্জস্য আছে। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসীদিগের অন্য উপনিষদুক্ত মতসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। অস্বপ্ন, পদচ্ছেদ, অমৃতবাদ ও মস্তব্য যোগে উপনিষদ্বাক্যের শাস্ত্রিক ব্যাখ্যাই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যাহারা কেবল একরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চান যে উপনিষদুক্ত মত বিচারদ্বারা সমর্থিত বা খণ্ডিত হয়। যদি অবিদের মধ্যে প্রকৃত মতভেদ থাকে তবে এই শ্রেণীর পাঠকদের ইচ্ছা যে 'তাহা' স্পষ্টরূপে দেখান হয় এবং তাহার কারণ প্রদর্শিত হয়। যদি সেই মতভেদ আপাত হয় তবে তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে আপাতবিরুদ্ধ মতসমূহের সামঞ্জস্য যুক্তির সহিত ব্যাখ্যাত হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা একরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়োক্তন মনে করেন অথবা ইহাকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক বলিয়া উপেক্ষা করেন তাঁহারা

ইহা পরিহার করিয়া শাস্ত্রিক ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিতে পারেন।  
 বাহ্যদ্বিগ্নের নিকট এক্ষণ ব্যাখ্যা আদৃত তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক  
 যে আমার পূর্বে প্রচারিত গ্রন্থসমূহে আমার দার্শনিক মত কথঞ্চিৎ  
 বিস্তৃতভাবে যথাসাধ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদের দর্শন বিশেষভাবে  
 ("The Vedanta and its Relation to Modern Thought,"  
 "The Theism of the Upanishads" এবং "অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য  
 ও পাশ্চাত্য" এই তিন খানা পুস্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছি, সুতরাং বর্তমান  
 গ্রন্থের বিস্তৃতিভয়ে এই ক্ষমিক। অনিবার্যরূপেই সংক্ষিপ্ত হইবে। আশা  
 এই যে ইহাতে প্রদত্ত ইঙ্গিতগুলি অবলম্বন করিয়া পাঠকগণ উল্লিখিত  
 গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন।

## ২। চিন্তার তিন স্তর

অগৎ, জীব ও জৈবর,—বিষয়, বিষয়ী ও ব্রহ্ম,—এই তিনের সম্বন্ধে  
 ব্রহ্মবিদ্যার উপজীব্য বিষয়। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া  
 মানবচিন্তা তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। এই তিনটি স্তরকে  
 বিষয়স্তর (Objective Stage), বিষয়ীস্তর (Subjective Stage), ও  
 ব্রহ্মস্তর (Absolute Stage) এই তিন নামে অভিহিত করা যায়।  
 ধর্মমত ও ধর্মসাধন সকল স্তরেই সম্ভব। কিন্তু উচ্চতম স্তরে না উঠিলে  
 উপনিষদের ব্রহ্মবাদ সম্যকরূপে বোঝা ও সম্যকরূপে সাধন করা সম্ভব  
 হয় না। সংক্ষেপে স্তরগুলির বর্ণনা করিতেছি এবং এক স্তর হইতে  
 অপর স্তরে উঠার ক্রম প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম স্তরে কেবল ইঞ্জিয়-  
 গ্রাহ্য বস্তুসমূহকেই সত্য বলিয়া মনে হয়। যাহা দেখা যায়, শোনা  
 যায়, স্পর্শ করা যায়, আশ্রয় করা যায় এবং আশ্রয়ন করা যায়,



কেবল তাহাই আছে বলিয়া বোধ হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্যেও স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ আছে, যেমন প্রস্তর স্থূল, বায়ু সূক্ষ্ম। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুই দেশে আছে এবং ইহাদের পরিবর্তন কালে ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুই আয়তন, পরিমাণ ও বিকার আছে। চিন্তার প্রথমস্তরে মানববুদ্ধি এরূপ বস্তুতেই আবদ্ধ থাকে,—দেশের অতীত, কালের অতীত, অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুর স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না। এই স্তরে যে আত্মার চিন্তা, বিষয়ীর চিন্তা, থাকে না তাহা নচে। কিন্তু আত্মা বা বিষয়ীকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়াই বোধ হয়। এই স্তরেই লোকে জিজ্ঞাসা করে আত্মা শরীরের কোন্ স্থানে থাকে? কোন্ দ্বার দিয়া প্রবেশ করে এবং কোন্ দ্বার দিয়া শরীর হইতে নির্গত হয়? মৃত্যুর পরে কোন্ লোকে গমন করে? ইত্যাদি। আত্মা সহজে এরূপ ধারণা উপনিষদেও বিরল নহে। কিন্তু উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা এই স্তরের উর্দ্ধে স্থিত। এই স্তরে মানুষ যে সকল দেবতা কল্পনা করে তাহারাও শরীরী,—স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরধারী, দেশ ও কালের অধীন। চিন্তার দ্বিতীয় স্তরে মানুষ অগ্নি ও জীব, জড় ও আত্মা, বিষয় ও বিষয়ী, এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ বুদ্ধিতে পারে। জড়, অচেতন ও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। বিষয় কেবল আছে, কিন্তু আছে বলিয়া জানে না, বিষয়ী বিষয়কে জানে, নিজেকেও জানে। বিষয় দেশে ব্যাপ্ত, কালে বিকৃত, কিন্তু বিষয়ী দেশে ব্যাপ্ত নহে, কালেও প্রবাহিত নহে। বিষয় ও বিষয়ীকে পরস্পর হইতে এরূপ ভিন্ন ভাবিতে যাইয়া মানবচিন্তা তাহাদিগকে এমন পৃথক্ করিয়া দেয় যে অবশেষে আর তাহাদিগকে জোড়া দিতে পারে না, অগতেও মানবজীবনে তাহাদের মিলনকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পরাস্ত হয় এবং ইহাকে মায়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। এই চিন্তার শেষ সীমার অগ্নি ও সসীম



চৈতন্য মায়িক বলিয়াই ব্যাখ্যাত হয়, এবং এক নির্দিষ্ট চৈতন্যই প্রকৃত সত্তা বলিয়া নির্ণীত হয়। কোন কোন উপনিষদ্-ব্যাখ্যাকার এরূপ চিন্তাকেই উপনিষদের সর্বোচ্চ চিন্তা বলিয়া শিক্ষা দেন, কিন্তু এই বিষয়ে যে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ আছে তাহাও সুপ্রসিদ্ধ। চিন্তার ত্রিতীর স্তরে বিষয় বিষয়ী, সসীম অসীম, এক ও বহু, ইহাদের ভেদ স্বীকার করিয়াও ইহার মধ্যে ইহার অবিরোধী একটি অভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে পরস্পর হইতে ভিন্ন বস্তুসমূহের মধ্যেও সম্বন্ধ আছে। ফলতঃ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভেদ দৃষ্ট হয়, সম্বন্ধ না থাকিলে ভেদও থাকিত না, ভেদ দৃষ্টও হইত না। কিন্তু সম্বন্ধ কেবল ভেদমূলক নহে। সম্বন্ধে যেমন ভেদ আছে তেমনই অভেদও আছে। এই কথাটি বুঝিলে দর্শনরাজ্যের অনেক যাবতীয় ভ্রম চলিয়া যায়। জগৎ জীব নহে, জীবও জগৎ নহে। জীব জগৎকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে। ভিন্ন বলিয়া না জানিলে জানাই সম্ভব হইত না। জ্ঞান ভেদমূলক। যেখানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ নাই এমন কোন অবস্থা যদি থাকে তবে তাহা জ্ঞান নামের উপযুক্ত নহে। কিন্তু জীব জগৎকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে যাইয়া ইহার সহিত নিজের সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধের মধ্যে যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহা যে ভেদগত অভেদ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রবৃত্ত জীব দেশ কাল এবং দেশকালে সীমাবদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে আপনার অভেদ অনুভব করিয়াও দেখিতে পারে এই দেশকালগত জগৎ তাহারই অন্তরঙ্গ দেশকালাতীত অখণ্ড জ্ঞানের অন্তর্গত। এই অখণ্ড জ্ঞানই ব্রহ্ম। এই ভেদগত অভেদ ব্রহ্মবাদই উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা। এই পর্য্যন্ত আয়ত্তা এই চিন্তার আভাসমাত্র দিলাম। এখন কিকিৎ বিকৃতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিব।

### ৩। তিন প্রকার স্তায়

এই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাদের অবলম্বিত স্তায় বা যুক্তিপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলি। চিন্তার প্রথম স্তরে মানুষ যে যুক্তিধারা চালিত হয় তাহাকে বলা যায় অভেদস্তায় (Logic of Abstract Unity)। বস্তুসমূহের মধ্যে অবাস্তব ভেদ দেখিলেও মূলে সমুদায়কেই একপ্রকার বলিয়া বোধ হয়। মূল স্তর সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সদৃশ। সমুদায়ই দেশকালের অধীন। সমুদায়ই এক বস্তুর রূপান্তর মাত্র। সমুদায় ভেদের মধ্যে এই অভেদ-বন্ধনাবশতঃই এই স্তরের স্তায়কে অভেদ-স্তায় বলা যায়। দ্বিতীয় স্তরের যুক্তিপ্রণালীকে বলা যায় ভেদস্তায়। এই স্তরে বিনয়-বিষয়ীর মধ্যে, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীতের মধ্যে একান্ত ভেদ করা হয়। এই ভেদদর্শন হইতেই এই চিন্তাপ্রণালীর নাম করা হয় ভেদস্তায় (Logic of Difference or Exclusion)। প্রথম স্তরের অভেদস্তায়ের সম্মুখে মূলবস্তুর যে একটি আদর্শ থাকে,—‘মূলবস্তু অভেদ’ এই আদর্শটি,—ইহা দ্বিতীয়স্তরেও থাকে। এই আদর্শধারা চালিত হইয়াই দ্বিতীয়স্তরের চিন্তা অবশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দেশকালের অধীন বিষয়ের বস্তুবোধ পরিত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় নির্বিষয় চৈতন্যকে একমাত্র মূলবস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তৃতীয় স্তরের যুক্তিপ্রণালীকে বলা যায় ভেদাভেদস্তায় (Logic of Unity-in-Difference or Logic of Comprehension)। দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা ভেদ (distinction) কে বিভাগ (division) বলিয়া গ্রহণ করে। এই ভ্রম হইতেই বৈতবাদ আসে এবং অভেদ বস্তুর আদর্শধারা

চালিত হইলে বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্বিঘ্ন বা অভেদ চৈতন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তৃতীয় স্তরের চিন্তা দেখিতে পায় ভেদ ও বিভাগ এক ব্যাপার নহে, ভেদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবিকল্পরূপে বর্তমান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়, দেশগত ও দেশাতীত, কালগত ও কালাতীত, সসীম ও অসীম, কাব্য ও কৰ্ত্তা, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—ঈদৃশ ভেদসমূহের মধ্যে ভেদের অবিকল্প অভেদ বর্তমান। পরস্পর হইতে ভিন্ন বস্তুসমূহ ভিন্ন হইয়াও অবিকল্প। এক সৰ্ব্বগত সম্বন্ধে সমুদয় বস্তু সংযুক্ত হইয়া আছে। এক অখণ্ড মূলবস্তু খুঁজিতে যাইয়া তৃতীয় স্তরের চিন্তা। এই সৰ্ব্বগত সম্বন্ধ বা সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতেই চরম তুঙ্গিলাভ করে এবং ইহাকেই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু বা 'তুমা' বলে। এই অভেদভাব উপনিষদে ব্যাখ্যাত হয় নাই। উপনিষদের ব্যাখ্যাতা-দিগের মধ্যে ইহার পারচয় পাই না। রামানুজদর্শনে ইহার আভাস-মাত্র দেখা যায়। কিন্তু উপনিষদের উচ্চতম চিন্তা এই ভ্রাম্যদ্বারাই নিয়মিত বলিয়া বোধ হয়। অতঃ আমি যে এই চিন্তাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি তাহার কারণ এই যে ইহা এই ভ্রাম্যদ্বারা স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই ভ্রাম্য উপনিষদে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত না হইলেও উপনিষদের নানাস্থানে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সকল ইঙ্গিতে এই প্রমাণ হয় যে ঋষিদের মধ্যে এই ভ্রাম্য প্রচলিত ছিল, কিন্তু কাল-প্রবাহে নষ্ট হইয়াছে। বাহ্য হউক, আমি এখন ঋষিদের প্রদত্ত ইঙ্গিতসমূহ গ্রহণ করিয়া এই ন্যায়ের সাহায্যে উপনিষদ্রুত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রদর্শন করিতেছি।

## ৪। আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয়—

### আত্মা সকল বস্তুর আশ্রয়

উপনিষদের অনেক স্থলেই ‘আত্মা’ ও ‘ব্রহ্ম’ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদে ব্রহ্ম ‘সর্বভূতাত্তরাত্মা’ (পঞ্চমীবল্লী) রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মাতৃক্যোপনিষদে লিখিত হইয়াছে ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ (দ্বিতীয় মন্ত্র) অর্থাৎ যিনি জীবের আত্মা তিনিই সর্বাধার বৃহদবস্ত্র। এই ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদালক আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন “তৎত্বমসি শ্বেতকেতো”—‘হে শ্বেতকেতো, সেই বস্তু তুমি।’ এই উপনিষদেই শাণ্ডিল্যবিশ্বামিত্র (৩।১৪) কথিত হইয়াছে ‘সর্বং বিদং ব্রহ্ম’,—‘নিশ্চয়ই এই সমুদয় ব্রহ্ম’। বিহ্ব ব্রহ্ম সর্বরূপী হইলেও আমরা নিজ নিজ আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষ্য প্রকাশ দেখিতে পাই। মাতৃক্য উপনিষদের সপ্তম মন্ত্রে ব্রহ্মকে ‘একাত্মা-প্রত্যয়সারম্’,—‘একমাত্র আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মজ্ঞানই মূলে ব্রহ্মজ্ঞান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

“যদা ধ্যতেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং

দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।

অনং ক্রবং সর্বতদ্বৈববিশুদ্ধং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥”

অর্থাৎ “যখন বোগযুক্ত সাধক এখানে দীপস্থানীর আত্মতত্ত্বদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি অন্তরহিত, ক্রব এবং সর্ববিষয়দ্বারা অসংলগ্ন হইবারকৈ জানিয়া সমুদায় বস্তুই হইতে মুক্ত হন।” আত্মজ্ঞানই অস্ত্র সকলপ্রকার জ্ঞানের মূল। আত্মজ্ঞানেই সমুদায় বস্তু প্রকাশিত

হয়। আত্মাকে না জানিয়া আর কোন বস্তুকেই জানা যায় না।  
আত্মা সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বর্ণিতাছেন :—

“ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণং

নেমা বিদ্বাতো ভাস্তি কুতোহরশ্মিঃ ।

তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং

তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিজাতি” ॥ (৫।১৫)

অর্থাৎ “সূর্য, চন্দ্র, বিদ্বাৎ ও অশ্মি কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; সমুদায় বস্তু সেই প্রকাশবরূপের অহুপ্রকাশ মাত্র ; এই সমস্ত তাঁহাষারাই প্রকাশিত হইতেছে।” আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয়। আত্মাকে না জানিয়া অন্য কোন বস্তুই জানা যায় না। সমুদয় জ্ঞানই ‘আমি জানি’ এই জ্ঞানদ্বারা অর্জিত। রূপ বা বর্ণের অর্থ ‘যাহা আমি দেখি।’ শব্দের অর্থ ‘যাহা আমি শুনি।’ স্পৃষ্টবস্তুর অর্থ ‘যাহা আমি স্পর্শ করি।’ ভ্রূণের অর্থ ‘যাহা আমি আশ্রয় করি।’ আশ্রয়নের অর্থ ‘যাহা আমি আশ্রয় করি।’ স্মরণের অর্থ ‘যাহা আমি স্মরণ করি।’ বিচারের অর্থ ‘যাহা আমি বিচার করি।’ আমিকে ছাড়িয়া কোন জ্ঞান সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে পাঠক ‘ব্রহ্মসূত্রের’ দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পাদ সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য-শঙ্করের উক্তি দেখিতে পারেন। সমুদয় বস্তু আত্মার আশ্রিত হইয়াই প্রকাশ পায়। আত্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোনবস্তুই প্রকাশ পায় না। যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা আত্মার আশ্রয়ে, আত্মার সহিত সম্বন্ধভাবেই, প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারে ‘আমরা রূপরসাদি বিষয়সম্বন্ধিত আত্মাকেই প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আত্মাদেশ জ্ঞানের সমগ্র

বিষয় জগৎসম্বন্ধিত আত্মা, শাস্ত্রীয় ভাবার, সত্ত্ব আত্মা। এই আত্মা কোন অসাক্ষ্য গোপ আত্মা নহে; আমরা প্রত্যেক বাহ্যকে নিজ আত্মা বলি ইহা সেই আত্মাই। বাহ্যকে নিজ আত্মা বলি তাহাই প্রত্যেক বিষয়ের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়। “প্রাপ্যোহেব যঃ সৰ্ব্বভূতৈ-  
 বিভাতি” ( যুক্ত ৩।১৮ ),—‘যিনি সৰ্ব্বভূতের সঙ্গে বা সৰ্ব্বভূতরূপে, প্রকাশিত হন তিনি প্রাণ’। যিনি সৰ্ব্বভূতের সঙ্গে প্রকাশিত হন তাহাকে আমরা অবশ্যতঃ সূত্র আত্মা বলিয়া মনে করি, কাজেই ‘অয়-  
 মাত্মা ব্রহ্ম’ বাক্যটা আমাদের কাছে অসঙ্গত মনে হয়। ‘অয়মাত্মা’ বস্তুটা যে কত বড় বস্তু তাহা পাঠক এখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। এই ‘অয়মাত্মা’কে আমরা সকল দেশে, সকল কালে, সকল বস্তুতে, প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক করি। জানেই বস্তুর প্রকাশ। প্রত্যেক জানেই যখন আত্মজ্ঞানের আশ্রিত, তখন প্রত্যেক বস্তুই, প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক অংশই, আত্মাতে আশ্রিত। বস্তুর স্বরূপ জানেই প্রকাশিত হয়, নচেৎ জান জান নামেরই উপযুক্ত হইত না। জানে বস্তুর যে স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখি বস্তু আত্মার সহিত অচ্ছেদ্যযোগে আবদ্ধ। আত্মাকে ছাড়িয়া কোন বস্তুই জানিতে পারি না। যাহা জানিতে পারি না তাহা ভাবিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও পারি না। ‘ক্যাবি এবং বিশ্বাস করি বলিয়া বে মনে করি তাহা চিন্তার ভুল, আত্মপ্রবন্ধনা। দৃষ্ট, শ্রুত, স্মৃষ্ট, অভ্যাসিত, আশ্রয়িত, স্মৃত, বিচারিত বস্তু কেবল দৃষ্ট, শ্রুত, স্মৃতি রূপেই জানা এবং বিশ্বাস করা যায়, কেবল স্মৃত্যার আশ্রিতরূপেই জানা এবং বিশ্বাস করা যায়, অন্তরূপে করা যায় না। এক দেশে, এক কালে, জগতের অতি সূত্র, অংশমাত্র। আমাদের নিকটে প্রকাশিত হয়। সূত্র আত্মার পরীক্ষিতের পক্ষপাতি সূত্রের বস্তুকে জানে তাহাই জানে। আমরা প্রত্যেক করি। সেই প্রত্যেক বস্তুকে



মূহুর্তের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে জগতের অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করি সে জগৎ ক্ষুদ্র নহে, কণক্ষায়ীও নহে। জগতের প্রত্যেক অংশ এক অনন্ত দেশস্থিত বস্তুর অংশরূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক অংশের সঙ্গে আমরা সেই অংশের আশ্রয়ভূত সমষ্টি জগৎকেও জানি। জগতের প্রত্যেক ঘটনা এক অনাদি অনন্ত কালপ্রান্তের অংশরূপে প্রকাশিত হয়। আমরা প্রত্যেক ঘটনাকে জানিতে গিয়া তাহার আশ্রয়ভূত অনন্তকালকেও জানি। অনন্ত দেশ ও অনন্তকালকে জানিতে গিয়া ইহাদিগকে এক অনন্ত অখণ্ড আত্মার আশ্রিত বলিয়াই জানি। এই অনন্ত অখণ্ড আত্মাকে আমরা প্রত্যেকে ‘অমরাত্মা’ নিজ আত্মারূপেই জানি, অল্প কোন প্রকারে জানিতে ও ভাবিতে পারি না। অনন্ত অখণ্ড আত্মা একের বেশী হইতে পারে না। এক অনন্ত আত্মা কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আত্মা হইলেন তাহা পরে বিবেচ্য। এখন বিশেষরূপে লক্ষ্য এই যে আমরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ক্রিয়াতে, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ের উপরে উঠি,—ইন্দ্রিয়যোগে যে অতি ক্ষুদ্র বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর বস্তুকে জানি,—এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অনন্ত দেশগত ও অনন্তকালগত জগৎকে জানি। সেই এক অনন্ত আত্মাকে নিজ আত্মারূপেই জানি। ‘নিজ আত্মাকে সকল দেশ এবং সকল কালের আশ্রয়রূপে জানি’ এই কথাটা অসম্ভবত বোধ হইতে পারে। এই অসম্ভবতা দোষ আমরা পরে পরিহার করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভ্রান্তি পাঠক এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করুন যে আমাদের চক্ষুর্গোচর ইন্দ্রিয়ের অতীত, অনন্ত দেশগত এবং অনন্ত কালগত জগৎ আছে ইহা ভাবিতে গেলে, বিশ্বাস করিতে গেলে, অব্যক্ততাবীরূপেই ভাবিতে, ও বিশ্বাস করিতে হয় যে বাহ্যকে আমরা নিজ আত্মা বলি তাহাই অনন্ত দেশ কাল এবং সমগ্র বিশ্ব ও ঘটনার

আজ্ঞার। এই অর্থেই ছান্দোগ্যের সপ্তমাধ্যায়ের ২৫ তম শ্লোকে ঋষি  
 জনকুমার বলিয়াছেন,—“অহমেবাধস্তাদ্ অহমুপরিষ্টাদ্ অহং পশ্চাদ্  
 অহং পূরস্তাদ্ অহং দক্ষিণতোহহমুত্তরতোহহমেবেদং সৰ্ব্বম্”—“আমিই  
 অধোতে, আমি উর্ধ্বে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে,  
 আমি উত্তরে, আমিই এই সমস্ত।” বিষয়কে ছাড়িয়া যে বিষয়কে  
 জানা যায় না, বিষয়কে ছাড়িয়াও যে বিষয়কে জানা যায় না,  
 বিষয়-বিষয়ী যে মূলে দুই নহে, একই, এই বিষয়ে পাঠক  
 ‘কৌষীতকি’ উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায় পাঠ করিতে পারেন। তাহাতে  
 দেখিবেন বিষয়ীর দর্শনাদি দশ শক্তিকে ঋষি দশ প্রজামাত্রা বলিয়াছেন,  
 এবং জ্ঞানের দশপ্রকার বিষয়কে তিনি দশভূতমাত্রা বলিয়াছেন।  
 এই বিবিধ বস্তুর পরস্পররের সাপেক্ষতা দেখাইয়া ঋষি উপসংহার  
 করিতেছেন,—“তা বা এতাদশৈব ভূতমাত্রা অধিগচ্ছং দশ প্রজামাত্রা  
 অধিভূতম্। যচ্চি ভূতমাত্রা ন স্যা ন্ প্রজামাত্রাঃ স্যা ব্বা প্রজামাত্রা ন  
 স্যা ন্ ভূতমাত্রাঃ স্যাঃ। ন হস্তত্তরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যৎ। নো  
 এতদ্বানা। তদ্বথা রথস্যাক্ষে নৈমিরপিতো নাতাবরা অপিতা এব-  
 মেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজামাত্রাস্ অপিতাঃ প্রজামাত্রা গোণে অপিতাঃ,  
 স এষঃ গোণ এব প্রজাশ্চানন্দোহরোহিমূতঃ।...এষ লোকপালঃ, এষ  
 লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশঃ। স ম আশ্বেতি বিদ্যাৎ। স ম  
 আশ্বেতি বিদ্যাৎ।”—অর্থাৎ “এই দশভূতমাত্রা প্রজাধিষ্ঠিত, এবং  
 এই দশ প্রজামাত্রা ভূতাধিষ্ঠিত। যদি ভূত মাত্রা না থাকিত  
 তবে প্রজামাত্রা থাকিতে পারিত না। যদি প্রজামাত্রা না থাকিত  
 তবে ভূতমাত্রা থাকিতে পারিত না। এই দুইয়ের কেবল  
 একটিতে কোন রূপ বা বস্তু সম্ভব নহে। অথচ ইহা (প্রকৃত বস্তু)  
 নানা নহে (একমাত্র)। যেমন রথের নৈমি অঙ্গসমূহে স্থাপিত



এবং অরসমূহ নাতিতে স্থাপিত, তেমনি এই সকল তৃপ্তমাত্রা প্রকামাত্রা সমূহে স্থাপিত, এবং প্রকামাত্রাসমূহ প্রাণে স্থাপিত। এই প্রাণই আনন্দময়, অমর ও অমর প্রকামাত্রা।...ইনি লোকপাল। ইনি লোকাধিপতি। সর্বেশ। 'তিনি আমার আত্মা' তাঁহাকে এইরূপে জানিবে। 'তিনি আমার আত্মা' তাঁহাকে এইরূপে জানিবে।"



### ৩। সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক অণু

লৌকিক চিন্তা এই ভেদভেদমূলক অথও অদ্বিতীয় বস্তুর ধারণায় উঠিতে পারেনা। ইহা বিশ্বকে অসংখ্য বস্তুর জড়বস্তুর ও অসংখ্য স্বতন্ত্র আত্মাতে বিভক্ত করে। দেশীয় চার্লস দার্বিন ও বিদেশীয় জড়বাদ দর্শন আত্মাকে সূত্র জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই চিন্তার চালক অভেদমাত্র। দেশীয় জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শন লৌকিক বহুবাদকে কিঞ্চিৎ দার্শনিক সাজে সজ্জিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের ভান করে। এই প্রণীত চিন্তার ভেদন্যায় অবল। দেশীয় সাংখ্যদর্শন এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক এই ভেদমাত্রা অবলম্বন করিয়াই কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্তরে উত্থিত হয়। 'শৈবোক্ত' ইতি বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। ইহাঃ অর্থ বুঝিতে পারিলে সাংখ্যদর্শনের 'মৌলিক ভ্রম'ও বোঝা যায়। এই মত বলে যে রূপ (বর্ণ), স্বাদ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইত্যাদি অসংখ্য 'sensations or feelings and emotions' (বৌদ্ধ

দার্শনিকদের ভাষায়—‘বিজ্ঞান,’ এই সমূহাই আমাদের সাক্ষর জ্ঞানের বিষয়। এই সমূহাই আত্মা বা মনের অবস্থাপরম্পরা (states of consciousness)। আত্মা বা মন ইহাদের আধার। কিন্তু আত্মা ইহাদিগকে নিষ্ক্রিয়ভাবে (passively) গ্রহণ করে, স্বয়ং উৎপাদন করে না। সুতরাং ইহাদের উৎপাদনের কারণকপিণী শক্তি অসম্মান করা আবশ্যিক। এই অতীন্দ্রিয় শক্তিই জড়। ইহাই সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের কারণ এবং কারণ অর্থেই আধার। দার্শনিক দৈতবাদ এই রূপে লৌকিক মূল দৈতবাদকে সমর্থন করে। উপনিষদ্রুত ভেদাভেদবিধিই অখণ্ড অমিত্যের আত্মবাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা প্রকারান্তরে এই বৈজ্ঞানিক দৈতবাদের ভ্রম দেখাইয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোচনা আবশ্যিক। এই দৈতবাদ ভেদভাষ্যের বশবর্তী হইয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাত-আত্মাকে প্রকারান্তরে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া কল্পনা করে, ইহাদের একত্র অস্বীকার করে বা ভুলিয়া যায়। এই ভ্রমই ইহার মূল ভ্রম। একটি রূপ দৃষ্ট হইল বা একটি শব্দ শ্রুত হইল ইহার অর্থ কি? ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে রূপযুক্ত বা শব্দযুক্ত মস্তক আত্মা আত্ম-প্রকাশ করিল। রূপ এবং রূপদর্শকের মধ্যে, শব্দ এবং শব্দশ্রোতার মধ্যে, ভেদ আছে, কিন্তু বিভাগ নাই। এক অখণ্ড বস্তুই আত্মপ্রকাশ করিল। এই ব্যাপারের আত্মা এবং আত্মাতিরিক্ত কোন শক্তির স্বতন্ত্রতা কল্পনা করিবার কোন অবসর নাই। স্বতন্ত্রতাকল্পনার বধন অসমর্থ নাই। তখন একটি নিষ্ক্রিয় অপরিচিতি ক্রিয়াবান্ একপ বিভাগেরও অবসর নাই। এই আত্মপ্রকাশকে ক্রিয়া বলিতে চাই। কিন্তু এই ক্রিয়া আত্মাই, আত্মকাহারো মতে। এই আত্মপ্রকাশরূপ কার্য আত্মা সঙ্গীদাই করিতেছে, সুতরাং আত্মার স্বরূপ কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। ক্রিয়াবান্ লৌকিক বস্তুকে বিশেষ কার্য পূর্ণে করে নাই, এমন

করিল, ইহাতে তাহাকে স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। এই বিশেষ কার্য সম্বন্ধে সে পূর্বে নিষ্ক্রিয় ছিল, এখন ক্রিয়াবান্ হইয়াছে, এই কথা বলিতে চাও বলিতে পার। কার্যের লক্ষণই এই যে তাহা অকৃত অবস্থা হইতে কৃত অবস্থায় আসে। ইহাতে কর্তার নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানরূপে বিজ্ঞাত-আত্মার আত্মপ্রকাশে তাহার সক্রিয়ত্বই সিদ্ধ হয়। সে নিজেই যখন নিজ কার্যের কারণ তখন বিজ্ঞান-প্রকাশরূপ কার্যের কারণরূপে বৈজ্ঞানিকের জড় শক্তি বা সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতির কল্পনা করিবার কোন হেতুই নাই। এরূপ অসুস্থান সম্পূর্ণই অমূলক। বিজ্ঞানাধার বা বিজ্ঞানরূপী আত্মা অসুস্থানের বিষয় নহে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ,—বিজ্ঞাতহীন বিজ্ঞান অর্ধশূন্য শব্দ মাত্র। বৈজ্ঞানিক বা দ্বাংধ্য দ্বৈতবাদী কেন যে আত্মাকে নিষ্ক্রিয় ভাবেই এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে একটি অনাত্মবস্তু কল্পনা করেন তাহা বোঝা কঠিন নহে, তিনি দেখিয়াছেন মৃত্তিকা বা গালা নিষ্ক্রিয়-ভাবে ক্রিয়াবান্ শিল্পীর হস্তস্থিত ছাঁচ বা শীলমোহরের মূত্রাকন প্রাপ্ত করে। তিনি বিজ্ঞানোৎপত্তিকে এই ব্যাপারের অসুস্থরূপ বলিয়া কল্পনা করেন। বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞান বা sensationকে impressions (মূত্রাকন) বা mental states (মানসিক অবস্থা) বলেন ইহাতে এরূপ ভাবনার স্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানোৎপত্তি আত্মা এই প্রকার ব্যাপার নহে। ইহা কোন বিশেষভাবে বিজ্ঞাত আত্মার আত্ম-প্রকাশ। ইহাসর্বভৌতাবেই সচেতন ব্যাপার; ইহাতে আত্মা-অনাত্মা, চেতন অচেতন, নিষ্ক্রিয় সক্রিয়, এরূপ দুই প্রকার বস্তুর সহযোগিতা কল্পনা করিবার কোন অবসর নাই। ইহাতে যে একটা জেন-জাতার ভেদ আছে অথচ বিভাগ নাই, তাহা আত্মা দেখাইয়াছি; ইহাতে যে একটা সমীক অসীমের ভেদও আছে, অথচ বিভাগ নাই, তাহা বখা-

স্থানে দেখাইবে। তালাতে সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দৈতবাদীর মতের বহু আত্মবাদ খণ্ডিত হইবে, যেমন বিজ্ঞানোৎপত্তির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা-  
ধারা ভড় ও আত্মার, প্রকৃতি ও পুরুষের, দৈতবাদ খণ্ডিত হইল।

### ৬। কপিকবিজ্ঞানবাদ ও অভ্যন্তরীণতাবাদ অংশ

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে রূপরসাদি বিজ্ঞানতো ক্রমাগতই উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। অর্থাৎ কি হবে এরূপ কপিকবিজ্ঞান-  
পরম্পরামাত্র? কপিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদার্শনিক এবং পাশ্চাত্য  
sensationalist ইহাই বলেন যটে। কিন্তু তাঁহাদের মতও  
ভেদশ্রাব্যধারাই নিয়মিত। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতর মধ্যে, কর্তা ও  
কার্যের মধ্যে, কাল ও কাল্যাতীতের মধ্যে যে ভেদাভেদ আছে  
তাঁহা তাঁহারা বুঝেন না। অনিত্য কার্য বা ঘটনা যে নিজেকে  
জানিতে পারে না তাঁহাও তাঁহারা বুঝেন না। ঘটনাকে ঘটনা বলিয়া  
জানিতে পারে কেবল সেই যে নিজে ঘটনা নহে। যে বলে 'ঘটনা  
চলিয়া গিয়াছে' সে ঘটনা নহে। এক, দুই, তিন এই পরম্পরাগত  
ঘটনাগুলিকে যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বলিয়া জানে তাঁহার স্বতিতে  
অতীত ঘটনাগুলির জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নচেৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়,  
এই শব্দগুলির কোন অর্থই থাকে না। এই জ্ঞানকে কপিক বিজ্ঞান-  
বাদী প্রকৃত করিয়া ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; পূর্ব ঘটনার  
স্বতিকে সেই ঘটনা নষ্টের পুনর্জীবন বা প্রতিরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা

করেন। কিন্তু যাহা চলিয়া গিয়াছে, অতীত হইয়াছে, তাহার পুনর্জীবন হইতে পারে না এবং তাহার বিনাশবশতঃ বর্তমান কোন বিজ্ঞানকে তাহার প্রতিরূপও বলা যাইতে পারে না। বর্তমানে যাহা ঘটতেছে তাহা নূতন, তাহা অতীত নহে। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যে যোগ আছে তাহাও ঠিক, তাহা না হইলে আমরা বর্তমানে অতীতের কথা বলিতে পারিতাম না। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের এই যোগসূত্র ঘটনা নহে, কার্য্য নহে, কণিক বিজ্ঞান নহে। এই যোগসূত্র কালাতীত স্থায়ী বিজ্ঞান বা বিজ্ঞাতা। বিজ্ঞাতা ঘটনা জানে, কিন্তু সে নিজে ঘটনা নহে। সে কার্য্য উৎপাদন করে, কিন্তু নিজে কার্য্য নহে। ভেদান্তের দ্বারা এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের একটা দিক্ ছাড়িয়া দিলেই কণিক বিজ্ঞানবাদের ভ্রমে পড়িতে হয়। এই বিষয়ে পাঠক ‘ব্রহ্মসূত্রের’ শাকরভাষ্যে বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়পাদে বৌদ্ধ কণিক-বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন দেখিতে পারেন। যাহা হউক, এখন উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। আমাদের প্রবাহময় জীবনে, আমাদের প্রবাহময় জীবনরূপে, বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয়ে মূল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতার অন্বায়িত্ব প্রমাণ হয় না। মূল বিজ্ঞাতা তাঁহার অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞান লইয়া নিত্যই বর্তমান আছেন। স্থায়ী বিজ্ঞান তাঁহার স্বরূপগত। সেই স্বরূপে কোন পরিবর্তন নাই। তাহাতে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ভেদ নাই, অথবা তাহা চিরবর্তমান, তাহাতে ভূত ভবিষ্যতের প্রবাহ নাই। কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎও মিথ্যা নহে, ইহারাও চিরবর্তমানের সহিত ভেদাভেদভাবে নিত্যসম্বন্ধ হইয়া আছে। অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত নিত্যের কোন অর্থ নাই। ভেদাভেদভাৱে অমুসারে নিত্য ও অনিত্য উভয়ই সত্য। কর্তা নিত্য, কর্ম অনিত্য কিন্তু কর্তা ও কর্ম ভেদাভেদরূপে সম্বন্ধ। ‘সুতরাং উক্ত প্রশ্নের উত্তর

এই যে আমরা যে স্বায়ী জগতে বিশ্বাস করি সেই বিশ্বাস অমূলক  
 নহে। কিন্তু চিন্তাবিহীন লোক যে জগৎকে জ্ঞাননিরপেক্ষ ও অচেতন  
 মনে করে তাহাই ভুল। জগৎকে বুঝিতে গেলেই দেখা যায় জগৎ  
 ব্রহ্মাণ্ডিত এবং সেই অর্থেই ব্রহ্মের সহিত এক। ‘সর্বং ধর্মিণং ব্রহ্ম’  
 প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের সহিত জগতের এই ঐক্য দর্শিত  
 হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যে গতিশীল (kinetic) ও স্থিতিশীল (static)  
 শক্তিশক্তির কল্পনা করেন তাহা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।  
 আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবীাদি যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি, ধাতু, পাণীয়  
 প্রভৃতি যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, সেই সমস্তই ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্ম  
 যে এত নিকট, এত সুলভ, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধি বুঝিতে পারে না, বিশ্বাস  
 করিতেও পারে না। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি সর্বত্রই পরম তত্ত্বসম্মুখে  
 নিদ্রিত। অধ্যবসায়যুক্ত সাধনদ্বারা ক্রমশঃ ইহাকে পরমার্থতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ  
 করিতে হইবে। এখন কেবল এই মাত্র বোঝা আবশ্যক যে বৈজ্ঞানিকের  
 অজ্ঞেয় জড়শক্তি অপেক্ষা সর্বগত ও সর্বময় ব্রহ্ম অধিকতর অবোধ্য হওয়া  
 দূরে থাক, বরঞ্চ অনেক ভাবে অধিকতর সুবোধ্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে  
 যে জগতের বস্তুসমূহ আমাদের সম্মুখে যে ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা  
 তাহাদের স্বায়ী রূপ নহে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমস্ত আকার  
 ধারণ করিয়া বস্তুসমূহ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সমস্তই  
 অস্থায়ী বিজ্ঞানমাত্র, আমাদের মনোবিকার মাত্র। এই সমুদায়ের  
 কারণ যে স্বায়ী জড়বস্তু তাহাতে এই সমস্ত মনোবিকার থাকা অসম্ভব।  
 মনোনিরপেক্ষ স্বায়ী জড়বস্তুকে আমরা জীবিতের সময় এত সকল বিকার-  
 সংযুক্ত বলিয়াই ভাবি, কিন্তু এই ভাবনা বিজ্ঞানের চক্ষে ভুল। মনো-  
 নিরপেক্ষ জড়শক্তিকে আমরা এই সমুদয় মনো বিকারের অজ্ঞেয় অচিন্ত্য  
 কারণ বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি, আর কোন প্রকারে পারি না।



সুতরাং বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকের মতে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃক্ষলতা ঘরবাড়ী, চেয়ার টেবিল, খাতা পাণীয়, সমস্ত বস্তুই স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় অচিন্ত্য। বস্তু অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অথচ স্থায়ী ও নিত্য, একরূপ বস্তুবাদ (Realism) অপেক্ষা উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অনেকদূরে অধিকতর যৌথগম্য নহে কি? তাহা বলে যে আমাদের ব্যাটি জীবনে রূপরসাদি যে সমস্ত বিজ্ঞান অস্বাধীনভাবে প্রকাশিত হয় সে সমস্তই পরব্রহ্মে স্থায়ীভাবে বর্তমান আছে। তাহার নিত্য ক্রিয়ামূল্য শক্তিই জগতের অসংখ্য বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানসমূহ আপাততঃ অনিত্য অস্থায়ী বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ যে সমুদায়ই স্থায়ী ও নিত্য, নিত্য ব্রহ্মরূপের আশ্রিত, তাহা আমরা কিঞ্চিৎ বিশদরূপে দেখাইতেছি। আমাদের ব্যাটি জীবনে বিজ্ঞানসমূহ ক্রমাগত আবির্ভূত ও তিরোহিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্থায়ী জগতে বিশ্বাস করি কেন? বিশ্বাস করি এই জন্য যে আমরা দেখি যে যে সকল বিজ্ঞান তিরোহিত হয় সেই সকলই পুনরায় প্রকাশিত হয়। পূর্বে অনাবির্ভূত অনেক নূতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরাতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞান যদি ক্ষণিক হইত, বিনাশশীল হইত, তবে তিরোহিত বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইত। বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবেই প্রমাণ হয় যে তাহা ক্ষণিক নহে, তাহা স্থায়ী বিজ্ঞানত্বে স্থায়ীভাবে বর্তমান, ব্যাটিজীবনে তাহার প্রকাশমাত্রই ক্ষণিক। ‘যাহা পুরাতন বিজ্ঞান বলিয়া মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ পুরাতন নহে, পুরাতনের সদৃশ মাত্রই’ এই কথা বলিবার যো নাই। পুরাতন বিজ্ঞান পুনরাবির্ভূত হইয়া নূতন বিজ্ঞানের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে, তাহার সঙ্কীর্ণ নূতন বিজ্ঞানের তুলনা করিতে না পারিলে, নূতন পুরাতনের সাদৃশ্যবোধ সম্ভব নহে। অতএব সাদৃশ্য হলেও পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব

একান্ত আবশ্যক। সুতরাং পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্তাবে তাহার পুরাতনত্বের পরিচয় পাইয়াই আমরা তাহাকে স্থায়ী বলি। লৌকিক চিন্তা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে না, বিজ্ঞান বলিয়া জানে না, জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বস্তুকে বিজ্ঞানই বলি আর বস্তুই বলি, তার স্থায়িত্বে বিশ্বাস এক ভাবেই উৎপন্ন হয়। পুরাতনের পরিচয় পাইয়াই তাহাকে স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস হয়। বস্তু যখন প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান, এবং বিজ্ঞাতর আশ্রয়েই আবির্ভূত হয়, তখন বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব অর্থই বিজ্ঞাতর স্থায়িত্ব। বিজ্ঞানসমষ্টিরূপী জগৎ স্থায়ী, ইহার অর্থ বিজ্ঞান সমষ্টির আশ্রয়ভূত বিজ্ঞাত পরমাত্মার স্থায়িত্ব। এবং পরমাত্মার স্থায়িত্বের অর্থ নিত্যত্ব। কাল কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কাল কার্য বা ঘটনার ক্রমমাত্র। কার্য কর্তৃসাপেক্ষ, কর্তার অধীন, সুতরাং কর্তা কাল-প্রবাহের অতীত, অর্থাৎ নিত্য। দেশও কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, দেশ রূপরূপাদি বিজ্ঞান সংস্থানের প্রকার মাত্র। বিজ্ঞান যখন আত্মার অধীন, তখন দেশও আত্মার অধীন, আত্মা দেশের অধীন নহেন। যিনি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানকে জানেন, 'এখানে'কে জানেন ওখানেকেও জানেন, 'দূর'কেও জানেন 'নিকটে'কেও জানেন, তিনি 'এখানে' আবদ্ধ নহেন, 'ওখানে'ও আবদ্ধ নহেন, 'নিকটে'ও আবদ্ধ নহেন, 'দূরে'ও আবদ্ধ নহেন, তাঁহার কাছে দূর নিকটের প্রভেদ নাই। তিনি দেশরূপ সীমার অতীত। 'যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদসিহ' (কঠ ৪।১০) 'তদেজতি তদৈজতি তদূরে তদস্বিতিকে' (ঈশা ৫)।



## ৭। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ

এখন ব্যাটি বা সসীম আকার সহিত সমষ্টি বা অসীম আকার সম্বন্ধ বিষয়ে উপনিষদের মত ব্যাখ্যা করা যাক। আমরা দেখিযাচ্ছি যে রূপরসাদি বিষয়ের সহিত আকার ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আমরা বলিয়াছি যে জ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। জীবাত্মা পরমাআর সম্বন্ধেও এই ভেদাভেদ বর্তমান। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। ব্রহ্মের জীব সঙ্গীয় জ্ঞান ও ভেদাভেদমূলক। আমাদের ব্যাটি জীবনে বিজ্ঞানোৎপত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আমরা উপনিষদের অগন্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিজ্ঞানোৎপত্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধও বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উপনিষদের নানা স্থানে নানা ভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যশব্দের মতে এই সকল নানা বর্ণনার সার মর্ম এই মাত্র যে ব্রহ্ম জগতের কারণ ও আশ্রয়। ফলতঃ সুদূর অতীতে কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস বা বিজ্ঞানই বলিতে পারে। দর্শন তাহার কি বলিবে? জ্ঞানের সমক্ষে যাহা ঘটিতেছে এবং তাহার সঙ্গে পরোক্ষ বা দূরের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, দর্শন তাহারই কথা বলিতে পারে। জীবের জীবনে কোন্ সময়ে জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ হইল তাহা কেহই বলিতে পারেনা। আমাদের বর্তমান জ্ঞান কিরূপ বিকাশক্রমের ভিতর দিয়া আসিয়াছে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞানের একটা মৌলিক লক্ষণ আছে যাহা না থাকিলে জ্ঞান জ্ঞানই নহে। বিষয়-বিষয়ীর ভেদাভেদ বোধই সেই মৌলিক লক্ষণ, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। এই মৌলিক লক্ষণযুক্ত জ্ঞানের ব্যাটি আকারে প্রথম প্রকাশের আভাস আমরা পাই স্রষ্টি অর্থাৎ স্বপ্নশূন্য

নিদ্রা হইতে জাগরণের অবস্থায়। সুষুপ্তিতে আমাদের আত্মজ্ঞানও থাকে না বিষয়জ্ঞানও থাকে না। যাহারা বলেন ‘আমি সুষুপ্তে নিদ্রা যাইতেছি, সুষুপ্তিতে একরূপ বোধ হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুষুপ্তির পূর্ব ও পরের জাগরণবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা মধ্যান্তরী সুষুপ্তির বিজ্ঞানশূন্যতা ও ক্লেশশূন্যতা উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিকালে একরূপ কিছুই বোধ হয় না। ‘ছন্দোগো’র অষ্টম অধ্যায় একাদশ পঙক্তিতে সুষুপ্তি সম্বন্ধে ইন্দ্র প্রজ্ঞাপতিকেকে সত্যাই বলিয়াছেন, ‘ন হি ধন্বয়ং ভগবৎ এবং সংপ্রত্যাক্সানং জানাত্যায়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি,’—অর্থাৎ “হে ভগবন্, এই অবস্থাতে নিশ্চয়ই এই পুরুষ নিজেকে ‘এই আমি’ এই ভাবে জানে না এবং এই সকল বস্তুকেও জানে না।” সুষুপ্তিতে সর্বপ্রকার বাষ্টিগত জ্ঞান বিলুপ্ত থাকে। বাষ্টি জীবনের এই শূন্যময় ভাব হইতে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয় তাহাতে আমরা সৃষ্টির আভাস পাই। আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই তখন সম্বন্ধভাবে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তির পূর্বকার জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বুঝিতে পারি যে সেই জ্ঞান অবিনষ্ট অব্যাহতই ছিল। তাহা বিনষ্ট ও ব্যাহত হইলে আর পুনঃ প্রকাশিত হইত না এবং পূর্বের জ্ঞান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেও পারিত না। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় তাহা কি আকারে ছিল? ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞান কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া পুনরায় জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয় এই কথা অসঙ্গত, অবিরুদ্ধ। কেহ যদি বলে যে একখানা কঁটি রাস্তাতে ভাঁড়ারে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা মাধম হইয়া যায়, প্রভাতে ভাঁড়ার হইতে খুলিলে তাহা আবার কটির রূপ ধারণ করে, তবে এই কথা যেমন অসঙ্গত, পূর্বোক্ত কথা তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক অসঙ্গত। জ্ঞানমাত্রই আত্মজ্ঞান

অর্থাৎ ‘আমি জানি’ এই তত্ত্বদ্বারা জড়িত। আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের স্মৃতির পূর্বকার জ্ঞান স্মৃতির সময়ে অব্যাহত ছিল ইহা যদি সত্য হয় তবে তাহা জ্ঞানাকারেই ছিল, আত্মজ্ঞানদ্বারা জড়িত হইয়াই ছিল, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু স্মৃতির সময়ে আমাদের ব্যক্তি আত্মজ্ঞান যে বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের ব্যক্তি আত্মজ্ঞান সমষ্টি আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়া ছিল,—এমন এক আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়া ছিল যাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না, নির্দ্রিত হয় না, যাহা কোন প্রকারে কাল বা অবস্থার অধীন নহে। এই সত্যটিই অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আত্মজ্ঞানের দুটি দিক আছে,—একটি ব্যক্তি, আর একটি সমষ্টি। ব্যক্তি দিকটি কাল ও অবস্থার অধীন। এমন এক সময় আসে যখন শরীরস্থ স্নায়ুতন্ত্রের ক্রান্তি ও অবসাদবশতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সমষ্টি দিকটি এরূপ কাল ও অবস্থার অধীন নহে। ইহা কোনও কালে, কোনও অবস্থায়, বিলুপ্ত হয় না। ইহা কাল ও অবস্থার অধীন নহে, কাল ও অবস্থাই ইহার অধীন। এই সত্য আমরা পূর্বে বিচারসহ বুঝাইয়াছি। আত্মজ্ঞানের এই সমষ্টি দিক বা প্রকারই ব্যক্তির স্মৃতিকালে জাগ্রত থাকে এবং ব্যক্তিকে নিজ আশ্রয়ে রক্ষা করে। “য এষ স্ত্রেণ্যু জাগতি কামং কামং পুরুষো নির্ধিয়ানঃ” (কঠ ৫।৮)। আত্মজ্ঞানের এই দুই রূপের ভেদ ও অভেদ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। স্মৃতি হইতে জাগ্রত হইয়া আমি সেই পূর্বকার পুরাতন আমি বলিয়াই নিজেকে জানি, আমি আর এক জন বলিয়া জানি না। বিবরজপাতের যে অংশকে জানি তাহাকেও এই এক ‘আমি’ দ্বারা জড়িত বলিয়াই জানি। বিনাশ্যাকে আমার আত্মা বলিয়াই জানি। এই সকল কথা পূর্বেই বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ব্যাষ্টি সমষ্টির তেদও তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ব্যাষ্টি নিদ্রিত হয়, সমষ্টি কখনও নিদ্রিত হয় না। ব্যাষ্টি সকল সময়ে জগৎকে তো জানেই না, যখন জানে তখনও অতি অল্পই জানে, এবং যতটুকু জানে তাহা ক্রমে ক্রমে জানে। তাহার বিষয়জ্ঞান দেশকালের সীমার অধীন। সে যেমন জানে তেমনই অজানো। কিন্তু সমষ্টি আত্মা সমুদয় জানেন এবং সকল সময়েই জানেন। তাহার জ্ঞান দেশ-কাল-ধারা অপরিচ্ছিন্ন। তৃতীয়াতঃ, ব্যাষ্টি আত্মা জাগ্রদবস্থায়ও সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত নহে। সে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে বলিয়া বলে তাহাও সকল সময়ে তাহার নিজায়ত্ত থাকে না। আমরা যখন যে বিষয়ে মন দিই তাহা ছাড়া অল্প সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয় আমাদের জ্ঞান হইতে চলিয়া যায়,—ব্যাষ্টি আত্মজ্ঞানের বেটেন ছাড়িয়া যায়। স্মৃতির সময় যেমন আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, বিস্মৃতির সময় তেমনই বিষয়জ্ঞানের অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়। বিলুপ্ত জ্ঞান ক্রমশঃ খণ্ডাकारে আসিয়া আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য সম্ভব করে। আমরা সকলেই এই বিস্মৃতির অধীন। এই বিষয়ে পণ্ডিত ও মুর্খ কোনও প্রভেদ নাই। এমন মহাজ্ঞানী কেহই নাই যিনি তাঁহার অর্জিত সমস্ত জ্ঞান এককালে একত্র ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু সমষ্টি আত্মাতে বিস্মৃতি নাই। সমস্ত বিষয়, সমগ্র দেশ সমগ্র কাল তাঁহার জ্ঞানে চির-বর্তমান। তাঁহার জ্ঞানে সমস্ত বিধৃত থাকে বলিয়াই পুনরায় আমাদের স্মরণ হয়। আমাদের ভোলায় সবে তিনি ভুলিলে কিছুই আমাদের স্মরণ হইত না। জ্ঞান যে কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে তাহা পূর্বেই বুঝান হইয়াছে। চতুর্থতঃ নৈতিক ভেদ। এই সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বলিবার আবকাশ নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে আমাদের হিতাহিতবিরেক যাহা ‘তদ্বৎ অপাপবিদ্ধ’ (দেখা ৮) ‘ধর্ম্মাবহ পাপমুদ’

( খেতাবতর ৬:৬ ) পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী—তাহা আমাদের সমক্ষে প্রেম-পুণ্যের যে পূর্ণ আদর্শ প্রকাশিত করে, আমরা সেই আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যতই কলঙ্কিত হই না কেন সেই আদর্শ কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না এবং আমাদের পাপের জন্য আমাদেরকে তিরস্কার করিতে কখনই নিরত্ব হয় না। আমাদের জীবনে পাপ-পুণ্যের সংগ্রামদ্বারা নিশ্চিত-রূপেই সিদ্ধান্ত হয় যে জীব অপূর্ণ, ত্রুষ্ক পূর্ণ। ত্রুষ্ক যে জীবের মুক্তির অন্ত ব্যাঘ্র, এই সত্যের দুটি সুন্দর বর্ণনা পাঠক 'বেন' উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এবং কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন।

## ৮। সৃষ্টিভিত্তিক

জগৎ ও জীবের সহিত ত্রুষ্কের ভেদাভেদ ব্যাখ্যা করিয়া এখন সৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলি। এই বিষয়েও আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান, অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের আকর। যাহারা আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া কল্পনা করেন তাহারা সৃষ্টি বিষয়ে বড়ই ভ্রম করেন। তাহারা হয় সৃষ্টি কোনও অনাত্মশক্তিতে আরোপ করেন অথবা সৃষ্টিকে মিথ্যা, মায়িক বলেন। মায়াবাদী বৈদ্যান্তিক অদ্বৈতবাদী হইয়াও সাংখ্যের প্রভাবে ত্রুষ্কাতিরিক্ত 'মায়ী' শক্তিতে সৃষ্টি আরোপ করেন। কিন্তু উপনিষদে সর্বত্রই সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং বহু ব্রহ্মকেই সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে আত্মা ক্রিয়া-বান্, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আত্মা স্বয়ংই ব্যাধি আকারে আপনাকে

প্রকাশ করেন। যেটি জীবনে সর্বদাই আমরা আশ্রয় ক্রিয়াকর্তার  
 প্রমাণ পাই। এই ভূমিকা আশ্রাই লিখিতেছে। ইহা আশ্রাই  
 পড়িতেছে। জীবন ক্রিয়াময়। ক্রিয়া বলিতেই এমন কিছু বুঝায়  
 যাহা ছিল না, কিন্তু হইল। যাহা পূর্বে ছিল না, পরে হয়, তাহাকেই  
 সৃষ্টি বলে। এই অর্থে সৃষ্টি ক্রমাগতই হইতেছে, ইহা অস্বীকার  
 করিবার যো নাই। আমাদের যে সৃষ্টিশক্তি আছে, তাহাও অস্বীকার  
 করিবার যো নাই। বস্তুতঃ আমাদের সৃষ্টি শক্তি আছে বলিয়াই আমরা  
 সৃষ্টি বুঝিতে পারি এবং সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা কি সৃষ্টি করি?  
 বস্তু সৃষ্টি করি না কার্য সৃষ্টি করি? উপাদান সৃষ্টি করি না আকৃতি সৃষ্টি  
 করি? আমরা দেখিয়াছি যে মূল বস্তু একটিই—এক অখণ্ড দেশ  
 কালে অপরিচ্ছিন্ন বিষয়-বিষয়ি-সমন্বিত সমীম-অসীম-ভেদাভেদশিষ্ট  
 পরমাত্মা। আমাদের সমুদায় জ্ঞানে সেই অখণ্ড বস্তুই প্রকাশিত হন।  
 আমাদের কোন জ্ঞান সেই অধিতীম অখণ্ড বস্তুকে অতিক্রম করিতে পারে  
 না। আমাদের কোনও কার্য তাহা পারে কি? না, আমরা যাহা কিছু  
 করি তাহাতে মূলবস্তুর আকৃতি, মূলবস্তুর প্রকাশক্রম-মাত্র, পরিবর্তিত হয়,  
 বস্তুর মূল স্বরূপ অপরিবর্তিতই থাকে। সমুদায় আকার পরিবর্তনের মধ্যে  
 বস্তুস্বরূপ যে অপরিবর্তিত থাকে, জড় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকেই বলে  
 'Conservation of Energy'—শক্তির অক্ষয়। যাহা হউক, আমরা  
 যাহা করিতে পারি না—বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন—ঈশ্বর তাহা করিতে  
 পারেন কিনা? কিরূপে করিবেন? তিনিই তো মূলবস্তু এবং তাঁহার স্বরূপ  
 বা স্বভাব এবং তিনি তো একই? তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন অসম্ভব,  
 তিনি তাহা কিরূপে করিবেন? তিনি অসৎ ও অীষের উপাদান।  
 উপাদানের পরিবর্তন অসম্ভব। দূরে থাক, তাহাধারাও সম্ভব নহে। কিন্তু  
 প্রকারের, আকৃতির, সংখ্যানের, অঙ্গাঙ্গর রূপের, প্রকাশক্রমের, পরিবর্তন



আমরাই করিতেছি, তিনি করিতে পারিবেন না কেন ? সুতরাং এই আকার-পরিবর্তনই সৃষ্টি । আকার-পরিবর্তনেও পূর্বে যাহা ছিল না পরে তাহা ঘটে । সুতরাং সৃষ্টি যে ভাবে, যে অর্থে, সম্ভব, সেই ভাবে, সেই অর্থে সর্বদাই হইতেছে । আমাদের দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে, ঈশ্বর দ্বারা অচিস্তনীয় বিশাল পরিমাণে, হইতেছে । সৃষ্টির প্রকৃতত্ব অস্বীকার করা 'অসম্ভব' । বাহারা বলেন প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় বলিয়া বোধ হয় মাত্র, তাহারাও একরাস্তরে সৃষ্টি স্বীকার করেন । কারণ এই বোধ হওয়াটাও সৃষ্টি । যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি যে সৃষ্টির পরে বিশ্বাত্মা তাহার নিত্যবিজ্ঞানের একাংশ লইয়া আমাদের আত্মরূপে প্রকাশিত হন, এবং এই প্রকাশেই আমরা ঐশী সৃষ্টির প্রথম স্পৃহাস পাই । তাহার পরে যত বিজ্ঞান আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় সমুদায়ের সঙ্গে মূল বিজ্ঞাতর অধিক হইতে অধিকতর আত্মপ্রকাশ হয় । আপাততঃ মনে হইতে পারে যে একবার আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হইবার পর আর যত প্রকাশ হয় সমুদায়ই কেবল বিজ্ঞানের প্রকাশ, আত্মার প্রকাশ নহে । কিন্তু প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে যে আত্মজ্ঞান অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত রহিয়াছে তাহা আমরা ইতি পূর্বে বিশেষরূপে দেখাইয়াছি, প্রত্যেক বিজ্ঞান যখন প্রকাশিত হয় তখন তাহার সঙ্গে 'আমি ইহা জানি' এই আত্মজ্ঞানও প্রকাশিত হয় । কোন বিজ্ঞান যখন তিরোহিত হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি ইহা জানি' এই আত্মজ্ঞানও তিরোহিত হয় । সুতরাং অধিক হইতে অধিকতর বিজ্ঞান প্রকাশের সঙ্গে বিশ্বাত্মা আমাদের নিকট অধিক হইতে অধিকতররূপে আত্মপ্রকাশ করেন ইহাও নিশ্চয় । খণ্ডা-কারে নিজ বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি যে খণ্ডাকারে নিজেকেই প্রকাশ করেন ইহা আপাততঃ শুনিতে অসম্ভব হইলেও কথাটা

নিশ্চয়ই সত্য। অনন্ত অর্থও আত্মা অনন্ত এবং অর্থও থাকিয়াও কিরূপে আপনাকে খণ্ডাকারে ব্যক্ত করেন এই 'রহস্য' মানব-চিন্তা এখনও ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্য তাহাতে বিস্ময় সন্দেহ নাই। এই সত্যকে মাধ্যমী 'পারমার্থিক' না বলিয়া 'ব্যবহারিক' বা 'মাত্ৰিক' বলিতে চান। এরূপ নামকরণে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে, কিন্তু সম্প্রতি আপত্তির কারণ-প্রদর্শনের অবকাশ নাই। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত বলি যে এরূপ নামকরণ সত্ত্বেও মাধ্যমী এই ব্যাপারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যা হউক জীবহট্টরূপ ব্যাপারটির প্রকৃতি আরো কিছুৎ আলোচনা করা যাক। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নূতন কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না, ইহা নিশ্চয়। নূতন বস্তু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সকলই ব্রহ্মের। কিন্তু ইহাতে যে একটি নূতন কার্য্য হইল, ঘটনা হইল, তাহা নিশ্চিত। ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি এই বিশেষ আকারে পূর্বে কখনও ব্যক্ত হয় নাই। এই বিশেষ আকারের সহিত অন্য সকল আকারের স্পষ্ট প্রভেদ আছে। অনন্ত অর্থওর সহিত যে প্রভেদ আছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বিশেষত্বেই জীবের ব্যক্তিত্ব (personality)। এই ব্যক্তিত্বের উপরেই পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, অজাতীয় জীবন, বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ধর্ম, ভক্তি, যোগ, সমস্ত নির্ভর করে। ইহাকে লঘু করা এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমাকে লঘু করা একই। মানবের ব্যক্তিত্ব যে স্রষ্টার প্রিয় তাহা প্রত্যেক মানবের আত্মপ্রেম ও পরপ্রেম এবং ব্যক্তিবিকাশে অগতির অক্ষুণ্ণতা সপ্রমাণ করে। ইহা যে স্রষ্টার সময়েও প্রকারান্তরে অঙ্গুর থাকে তাহাও নিশ্চিত। ঐ সময়ে যদি



সকল জীবাত্মা অভিন্নভাবে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকে। তবে পুনর্জাগরণে আমরা আপন আপন বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ শক্তি,— বিশেষ ব্যক্তিত্ব,—পুনঃপ্রাপ্ত হইতাম না। জাগরণে যেমন ব্রহ্ম জানেন ‘আমার সন্তানেরা আয়া হইতে এবং পরস্পর হইতে ভিন্ন’ তেমনি নিদ্রাতেও জানেন তাহারা ভিন্ন। ভিন্ন বলিয়া, না জানিলে, ভিন্নরূপে কাগজ করিতে পারিতেন না। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের বুদ্ধিমান যেমন, ভেদাভেদবুদ্ধি ব্রহ্মের জীবজানও তেমনি ভেদাভেদবুদ্ধি। বাহ্য হউক, ব্রহ্মের মানবসৃষ্টি আমাদের নিকট সুপরিচিত বলিয়া, সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। অন্য জীব এবং অন্ত বস্তুর সৃষ্টি আমাদের নিকট অজ্ঞাধিক পরিমাণে অস্পষ্ট। ক্ষুদ্র জীব বা বস্তু আমাদের হইতে যে পরিমাণে, ভিন্ন তাহার সৃষ্টি আমাদের নিকট সেই পরিমাণে, অস্পষ্ট। কিন্তু মানবই সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্ট বস্তু নহে। অষ্টা তাহার নিত্যবিজ্ঞানকে অসংখ্য আকার ও পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন, ও করিতেছেন। মানবের নিম্নে অসংখ্য প্রকার জীব। মানবের উপরেও অসংখ্য প্রকার জীব থাকা কিছুই বিচিত্র নহে, যদিও আমরা তাহাদের অস্তিত্বের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই না। জীবের নিম্নে অসংখ্য প্রকার বস্তু আছে যাহাদিগকে আমরা অচেতন বলি। আমরা তাহাদিগকে অচেতন বলি এই জন্য যে তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও স্ববুদ্ধি অমুভবের প্রকাশ দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিকপ্রবর অগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক বস্তুর সাহায্যে খাতুখণ্ডের মধ্যেও প্রাণের প্রকাশ ধরা পড়িয়াছে। উচ্চ দর্শনশাস্ত্র বরাবরই বলিতেছে কোন বস্তুই অচেতন নহে; যে সকল বস্তুকে আমরা অচেতন বলি তাহারাও আমাদের মধ্যে রূপ, রস প্রভৃতি বিজ্ঞান উপর করিয়া তাহাদের যৌলিক চেতনবস্তুর পরিচয় দেয়। বিজ্ঞানোৎপত্তি ছাড়া অন্ত প্রকার

কার্য অত্যন্তই অস্পষ্ট। পাঠক ভাবিলেই দেখিবেন আমাদের ব্যাটি জীবনের বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক কার্য হইতেছে সেই সমস্তকেই আমরা ব্যাটীজীবনে বিজ্ঞানোৎপত্তির আকারে চিন্তা করি। একপাচিন্তাকে পরিষ্কৃত করিলে এই দাঁড়ায় যে এক বিরাট পুরুষ আছেন যাহার সমক্ষে পরমেশ্বর সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য বিজ্ঞানরূপে প্রকাশ করিতেছেন। জগৎবিকাশের সমস্তক্রম এই বিরাটপুরুষেরই বিজ্ঞানপরম্পরা। এই চিন্তা আমাদের ভারতীয় এবং পশ্চাত্য উভয় দর্শনেই বর্তমান আছে। উপনিষদে এই বিরাট পুরুষ তেজ, অগ্নি, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ত, কার্যব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত। প্রতীচ্য দর্শনে টনি Logos, Word, Cosmic Soul প্রভৃতি নামে পরিচিত। উপনিষৎকার ঋষিগণ একপা একজন বিরাট পুরুষ,—সমস্ত বিশ্ব যাহার দেহ,—তাহাকেই প্রথম সৃষ্ট বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু শব্দ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও বলেন সৃষ্টি অনাদি; উপনিষদে সৃষ্টি আরম্ভের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ কর্মারম্ভের কথা। প্রতি কর্মারম্ভে ব্রহ্মা জাগ্রত এবং কর্মারম্ভে নিদ্রিত হন। পুরাণকারগণ বলেন জগৎ অসংখ্য, ব্রহ্মাও অসংখ্য। জগতের অসংখ্য বা একই জগতের অসংখ্য বিভাগ ও বিচিত্র ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত। কালের প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় কাল অনাদি অনন্ত, এবং কাল যখন ঘটনাপ্রবাহের ক্রমমাত্র তখন ঘটনাপ্রবাহও অনাদি অনন্ত। ঈশ্বর পূর্বে নিষ্ক্রিয় ছিলেন পরে কোন সময়ে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন একপা চিন্তা দর্শনসম্মত নহে। এই তত্ত্ব আমার ‘ব্রহ্মবিজ্ঞানসার’ ‘নিত্যানিত্য-বিবেক’ নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিস্তৃত বিচার সহ বুঝাইয়াছি। ঈশ্বর নিত্যক্রিয়শীল, তাহার পক্ষে নিষ্ক্রিয়প্রকৃতি অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ ঘটনাপ্রবাহের আরম্ভ আছে শেষও আছে। কিন্তু সাধারণ সৃষ্টিপ্রবাহ

অনাদি অনন্ত । ছান্দোগ্যের বহু অধ্যায় এবং উপনিষদের অন্যান্য স্থানে সৃষ্টির যে সকল বর্ণনা আছে সেই সকল বর্ণনাতে এক ও বহু, কর্তা ও ক্রিয়ার নিত্য সম্বন্ধের তত্ত্ব রূপকের ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতঃতঃ আমি এই ভাবেই সেই সকল বর্ণনার মৌলিক সত্যতা স্বীকার করি ।

### ৯। অক্ষবাক্যেই ধ্যান

পূর্বেই বলিয়াছি উপনিষদে নানা স্তরের চিন্তাই দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু তাহাতে দুটি চিন্তাধারা প্রধান । একটির প্রধান উপদেশটি যাক্ষবক্য, অপরটির প্রধান উপদেশটীর প্রকাশটি ও ইহা । ‘বৃহদারণ্যক’ উপনিষদের নানা স্থানে, বিশেষভাবে ‘মৈত্রেয়ী—ব্রাহ্মণে’ (২।৪ ও ৪।৫) এবং ‘জনক যাক্ষবক-সংবাদে’ (৪।৭, ৪) যাক্ষবকের মত ব্যক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ যে আত্মাশ্রিত এবং অগতঃ পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃই যে পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সমুদায় বস্তু প্রিয়, পরমাত্মাই যে একমাত্র সাধনের বস্তু, এই সমস্ত বিষয়ে যাক্ষবকের শিক্ষা অতি উপদেশের । কিন্তু তিনি পরমাত্মার আশ্রয়ে অগতঃ ও জীবের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করেন নাই । বিষয়বিষয়ীর ভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ীর ভেদকে তিনি অস্বাধীন এবং প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছেন । অর্থাৎ এবং স্বপ্নেই এই ভেদ দৃষ্ট হয়, সুষুপ্তিতে দৃষ্ট হয় না, ইহা বইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অতএবই আত্মার মূল স্বরূপ এবং বাসনা সমূলে অস্ব হয় বা বোহাও হইলে আত্মা এই অতএব তাই

প্রাপ্ত হইবে। এই অত্বেদ ভাবকেই তিনি অমৃতত্ব বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মত হইতেই যে গৌড়পাদ এবং শঙ্কর প্রভৃতি পরবর্তী দার্শনিকগণের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং লস্ববাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। প্রজ্ঞাপতির মত ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে ( ৭ম — ১২শ খণ্ড ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে শরীরে মগ্ন আত্মার অবস্থাত্রয় বলিয়াছেন। আত্মা নিজের অশরীরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখিতে পায় চক্ষুহাদি শারীরিক ইন্দ্রিয় ছাড়া তারার মনরূপ এক নৈব চক্ষু আছে। সেই চক্ষুদ্বারা সে সমুদায় লোক দেখিতে পায় এবং সমুদায় কাম্যবস্ত্র উপভোগ করিতে পারে। একরূপ আত্মার পক্ষে ব্রহ্মলোকে বাস ইহজীবনেই আরম্ভ হয়। প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মলোকের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় সেখানে মুক্ত আত্মার ভোগ ও বিশেষ বিজ্ঞান সমস্তই অব্যাহত থাকে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁহার উপাস্ত-উপাসক ভেদও থাকে। অত্বেদ-ভাবে ব্রহ্মে লীন হইবার কথা প্রজ্ঞাপতি কিছুই বলেন নাই। ইন্দ্রের মত 'কৌষীতকি' উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠক ইতিপূর্বে ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদবাদী, নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের বিরোধী। কৌষীতকির প্রথমাধ্যায়ে চিত্রনামক রাজর্ষি রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোকের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। রূপকটি অতি স্বচ্ছ, সহজেই রূপক বলিয়া বোঝা যায়। মুক্ত আত্মা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে দেবতাদিগের সহবাসে ব্রহ্মসন্নিধানে উপাসনারূপিণী নদীতীরে চিরবাস করেন। এই বর্ণনাতেও স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রব্দের উক্তরে জীবাত্মা বলিতেছেন,—‘তুমি যাহা আমিও তাহা’। মূল অত্বেদ মানিয়াও ‘তুমি’ ‘আমি’র ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। লয়ের কথা কিছুই নাই।

চিত্রের 'বর্ণিত ব্রহ্মলোক' দেখাতে গয়া কোন বিশেষ লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ণনা দেখিয়া ইহাকে একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়াই বোধ হয়,—যে অবস্থা প্রাপ্তি দেহের বর্তমানেও সম্ভব। ছান্দোগ্যোপ (৮।৪-৬) ব্রহ্মলোকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এই উপনিষদের অষ্টমাধ্যায় সপ্তদশখণ্ডে ব্রহ্মচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোকপর্যন্ত মানব জীবনের কর্তব্য পরম্পরার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নির্কাম-মুক্তির কোন উল্লেখ নাই। 'ন চ পুনরাবর্ততে, ন চ পুনরাবর্ততে' বলিয়া ঋষি উপনিষদ্ শেষ করিয়াছেন। এষ্ট দ্বিতীয় চিন্তাধারা হইতেই যে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিক-গণের বিশিষ্টাষ্টেতবাদ বিকলিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভূমিকার অতিদীর্ঘতা পরিহারের জন্য উপনিষদের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যার ইচ্ছা<sup>১</sup> পরিত্যাগ করিলাম। ঐশ্বর্য্যেচ্ছা থাকিলে এই গ্রন্থেও দ্বিতীয়ার্ধের ভূমিকার তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদক

---

# বিষয়ানুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মুখবন্ধ	১০
কৃত্তিকা	১১/০
প্রথমোধ্যায়	১—৬৯
প্রথম খণ্ড— উগ্গীধোপাসনা	১
দ্বিতীয় খণ্ড— দেবগণের উগ্গীধোপাসনা	৭
তৃতীয় খণ্ড— উগ্গীধের অধিদৈব উপাসনা	১৬
চতুর্থ খণ্ড— দেবগণের ওকার উপাসনা	২৭
পঞ্চম খণ্ড— উগ্গীধরূপে আদিত্য ও	...
প্রাণের উপাসনা	৩০
ষষ্ঠ খণ্ড— আদিত্যমণ্ডলবাসী হিরন্ময় পুরুষ	৫৩
সপ্তম খণ্ড— চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্য পুরুষের একতা	৩৮
অষ্টম খণ্ড— আদিকারণের অন্বেষণ	৫৩
নবম খণ্ড— আকাশ বা অনন্ত	৪৯
দশম খণ্ড— উষষ্টি চাক্ষুষপের আখ্যায়িকা (১)	৫২
একাদশ খণ্ড— উষষ্টি চাক্ষুষপের আখ্যায়িকা (২)	৫৯
দ্বাদশ খণ্ড— কুকুরগণের সামগান	৬৫
ত্রয়োদশ খণ্ড— স্তোভাকর সমূহের ওৎসর্গ	৬৮
দ্বিতীয়াধ্যায়	৭০—১২৮
প্রথম খণ্ড— 'সাম' শব্দের অর্থ	৭০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দ্বিতীয় খণ্ড—পৃথিব্যাদি পঞ্চ লোকের সহিত	
পঞ্চবিধ সামের একতা করনা ...	৭৩
তৃতীয় খণ্ড—বৃষ্টিাদি পঞ্চ ভৌমিক ক্রিয়ার সহিত	
পঞ্চবিধ সামের একতা করনা ...	৭৫
চতুর্থ খণ্ড—জলের পঞ্চবিধ আকারের সহিত	
পঞ্চবিধ সামের একতা করনা ...	৭৬
পঞ্চম খণ্ড—পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের	
একতা করনা ...	৭৮
ষষ্ঠ খণ্ড—পঞ্চবিধ পশুর সহিত পঞ্চবিধ	
সামের একতা করনা ...	৭৯
সপ্তম খণ্ড—প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ার সহিত	
পঞ্চবিধ সামের একতা করনা ...	৮০
অষ্টম খণ্ড—বাক্যের পঞ্চবিভাগের সহিত	
পঞ্চবিধ সামের একতা করনা ...	৮১
নবম খণ্ড—আদিত্যের সপ্তরূপের সহিত	
পঞ্চবিধ সামের একতা করনা ...	৮৩
দশম খণ্ড—সপ্তবিধ সামের অক্ষর সংখ্যা	
চিহ্ননদ্বারা আদিত্যজর ...	৮৯
একাদশ খণ্ড—মন-আদি পঞ্চেন্দ্রিয়ার সহিত	
পঞ্চবিধ সামের একতা করনা ...	৯৩
দ্বাদশ খণ্ড—যজ্ঞাদির সহিত পঞ্চবিধ সামের	
একতা-করনা ...	৯৫
ত্রয়োদশ খণ্ড—বিধুনে বায়বেবা সাম উপাসনা	৯৭



বিষয়	পৃষ্ঠাক
চতুর্দশ খণ্ড—আদিত্যের পঞ্চবিধ আবহানের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	৯৯
পঞ্চদশ খণ্ড—মেঘোৎপত্তি প্রভৃতি পঞ্চ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০০
ষোড়শ খণ্ড—পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা	১০২
সপ্তদশ খণ্ড—পৃথিব্যাদি লোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৩
অষ্টাদশ খণ্ড—অজাদি পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৫
একোবিংশ খণ্ড—লোমাদি দেহাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৬
বিংশখণ্ড—অগ্ন্যাদি দেবতার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা ...	১০৮
একবিংশ খণ্ড—বিভাগজন্মযুক্ত পঞ্চবিধ বস্তুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা এবং সর্ববস্তুর সহিত আত্মার ঐক্য ধ্যান ...	১১০
দ্বাবিংশ খণ্ড—সামের বিবিধ স্বরের ধ্যান ও সাধনা ...	১১৩
ত্রয়োবিংশ খণ্ড—ধর্মস্বরূপ ও প্রজাপতির তপস্তা ...	১১৮
চতুর্বিংশ খণ্ড—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সাহংকালীন সর্বনাম ...	১২১
তৃতীয়াধ্যায় ...	১২২—২০৩
প্রথম খণ্ড—মধুবিজ্ঞা ( আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ১ )	১২২
দ্বিতীয় খণ্ড—মধুবিজ্ঞা ( আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ২ )	১৩১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
তৃতীয় খণ্ড—মধুবিদ্যা ( আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ৩ )	১৩৩
চতুর্থ খণ্ড—মধুবিদ্যা ( আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ৪ )	১৩৫
পঞ্চম খণ্ড—মধুবিদ্যা ( আদিত্যাদিতে মধ্বাদি কল্পনা ৫ )	১৩৭
ষষ্ঠ খণ্ড—মধুবিদ্যা ( প্রথমামৃত বসুগণের ভোগ্য ) ...	১৩৯
সপ্তম খণ্ড—মধুবিদ্যা ( দ্বিতীয়ামৃত ব্রহ্মদেবগণের ভোগ্য )	১৪৩
অষ্টম খণ্ড—মধুবিদ্যা ( দ্বিতীয়ামৃত আদিত্যদেবগণের ভোগ্য )	১৪৬
নবম খণ্ড—মধুবিদ্যা ( চতুর্থামৃত মরুৎদেবগণের ভোগ্য )	১৪৯
দশম খণ্ড—মধুবিদ্যা ( পঞ্চমামৃত সাধ্যদেবগণের ভোগ্য )	১৫১
একাদশ খণ্ড—মধুবিদ্যার উপসংহার ...	১৫৩
দ্বাদশ খণ্ড—পায়ত্রী অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তা ...	১৬১
ত্রয়োদশ খণ্ড—পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ দ্বারপাল ( অন্তর্জ্যোতি ও বহির্জ্যোতির একতা ) ...	১৬৬
চতুর্দশ খণ্ড—শাণ্ডিল্য বিদ্যা ...	১৭২
পঞ্চদশ খণ্ড—পুত্রের মঙ্গল কামনার বিরাট কোণের চিন্তা	১৭৭
ষোড়শ খণ্ড—নিজ জীবনের দীর্ঘত্ব কামনার পুরুষ-যজ্ঞ	১৮২
সপ্তদশ খণ্ড—পুরুষ-যজ্ঞ ( দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ) ...	১৮৮
অষ্টাদশ খণ্ড—মন, আকাশ প্রভৃতিতে ব্রহ্ম-দৃষ্টি ...	১৯৬
একোন বিংশতি খণ্ড—আদিত্যে ব্রহ্ম দৃষ্টি ...	২০০

চতুর্থাধ্যায় ... ২০৪—২৬৭

প্রথম খণ্ড—জানকতি পৌত্রায়ণ ও রৈকেব আখ্যায়িকা (১)	২০৪
দ্বিতীয় খণ্ড—জানকতি পৌত্রায়ণ ও রৈকেব আখ্যায়িকা (২)	২১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় খণ্ড—ঐশ্বর্য-কথিত সর্গ-বিদ্যা ( বায়ু ও প্রাণের প্রাধান্য ) ...	২১৬
চতুর্থ খণ্ড—সত্যকাম জীবালের আধ্যাত্মিক ...	২২২
পঞ্চম খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ প্রথম পাদ ('প্রকাশবান্') ...	২২৮
ষষ্ঠ খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ দ্বিতীয় পাদ ('অনন্তবান্') ...	২৩০
সপ্তম খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ তৃতীয় পাদ ('জ্যোতিমান্') ...	২৩৩
অষ্টম খণ্ড—ব্রহ্মের চতুর্দশ চতুর্থ পাদ ('আয়তনবান্') ...	২৩৫
নবম খণ্ড—সত্যকাম জীবালের প্রকৃতির ও মানব-লক্ষণ ...	২৩৭
দশম খণ্ড—উপকোসল কামলায়ন প্রাপ্ত অগ্নিবিদ্যা ...	২৪২
একাদশ খণ্ড—গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা ( ব্রহ্ম সর্গগত ) ...	২৪৪
দ্বাদশ খণ্ড—দক্ষিণাগ্নিবিদ্যা ( ব্রহ্ম সর্গগত ) ...	২৪৬
ত্রয়োদশ খণ্ড—আহবনীয়াগ্নিবিদ্যা ( ব্রহ্ম সর্গগত ) ...	২৪৮
চতুর্দশ খণ্ড—অগ্নিবিদ্যার কল ...	২৫০
পঞ্চদশ খণ্ড—অগ্নি পুরুষ ও দেব পথ ...	২৫৪
ষোড়শ খণ্ড—যজ্ঞ-সফলতার নিয়ম ...	২৫৮
সপ্তদশ খণ্ড—যজ্ঞশোধনে ব্যাহতি ব্যবহার ...	২৬২

## মুখবন্ধ

অপ্রসিদ্ধ ঋষি বৈশম্পায়নের নর অন শিষ্যের মধ্যে এক জনের নাম তাণ্ড্য। ঋষি তাণ্ড্য সামবেদের একটি শাখার প্রবর্তক। এই শাখার নাম তাণ্ড্যশাখা। এই শাখার অন্তর্গত একখানা 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের নাম 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ'। বাহারা ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ গান করেন তাঁহাদিগের নাম 'ছন্দোগ'। ছন্দোগদিগের ধর্ম ও শাস্ত্রকে 'ছান্দোগ্য' বলা হয়। সাধারণ ভাবে সামবেদের সমুদায় শাখার নামই 'ছান্দোগ্য' হইতে পারে; কিন্তু এই শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে' দশটি অধ্যায় আছে। শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্।' বর্তমান পুস্তকে উপনিষদভাগের প্রথম চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইল। যত শীঘ্র সম্ভব শেষ চারি অধ্যায় প্রকাশ করিব। যে দ্বাদশ উপনিষদের উপর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে 'ছান্দোগ্য' এক খানা প্রধান ও প্রাচীনতম। এই উপনিষদ্ পদপাদ, অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি সহ যে ভাবে এবং যে পণ্ডিত প্রবর দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ্ও সেই ভাবে এবং সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়া মুদ্রাকনের অঙ্ক প্রস্তুত আছে। দৈবরেজ্ঞা থাকিলে তাহাও অনতিবিলম্বে সম্পাদনপূর্বক প্রকাশ করিব। তাহা হইলেই আমার সংস্করণে অসিদ্ধ দ্বাদশ খানা উপনিষদই স্থান পাইবে এবং ঈশ্বর কৃপায় বহু দিনের পোষিত মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। পূর্বে প্রকাশিত দশখানা উপনিষদের সঙ্গে শেষ দুখানা উপনিষদের ব্যাখ্যা বহুটি প্রভেদ এইমাত্র যে এই দুখানাতে সংস্কৃতীকরে পরিবর্তে বাঙ্গালা পদপাঠ অর্থাৎ প্রত্যেক পদের অর্থ বাঙ্গালা

অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে ইহাতে এই দুই উপনিষদ্ পূর্ব প্রকাশিত দশখানা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পাঠকের পক্ষে সুগমতর হইবে। বহুল আখ্যায়িকা এবং দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে এই দুই উপনিষদ্ প্রথম দশ খানা অপেক্ষা অধিকতর উপাদেশ। সুতরাং আশা করি ইহাদের দীর্ঘতা সত্ত্বেও শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিগণ এই উপনিষদ্বয়ের অধ্যয়নে পশ্চাৎপদ হইবেন না। পুরাতত্ত্ববিদ্বাদিগের মতে এই দুখানা উপনিষদ্ সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। তাঁহাদের মতে অস্ফাট উপনিষদের অন্তর্গত সত্যসমূহ অনেকাংশেই এই দুখানা হইতে সংগৃহীত। সুতরাং ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রাচীনতম আকার দেখিতে হইলে ‘ছান্দোগ্য’ ও ‘বৃহদারণ্যক’ অধ্যয়ন করা একান্তই আবশ্যক।

‘ছান্দোগ্য’র প্রায় প্রত্যেক অংশই এক একটি ‘বিজ্ঞা’ বা ‘উপাসনা’। ৩ উপনিষদে ‘বিজ্ঞা’ ও ‘উপাসনা’ পরমার্থ-চিন্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ছান্দোগ্যভাষ্যের উপক্রমণিকায় এই সকল ‘উপাসনা’কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর উপাসনা যজ্ঞ ও সামগানের সহিত সংবদ্ধ। আর এক শ্রেণীর ‘উপাসনা’ সঙ্গীত ব্রহ্মবিষয়ক। তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনা নিরুপা ব্রহ্মবিষয়ক। প্রথম শ্রেণীর উপাসনাগুলি আধুনিক পাঠকের তেমন আকর্ষণ দা হইতে পারে। বর্তমান সময়ে ইহাদের আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বাহ্যিক অমুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম হইতে ধ্যানপ্রধান ধর্মে প্রান্তীয় ক্রমোন্নতির ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলি ভগবতের বিচিত্র বস্তুতে ব্রহ্মের উপলব্ধি-সাধনে নিশ্চয়ই উপযোগী। ব্রহ্মের অগম্যত্ব বৈশ্বকালের সীমাতীত, অনন্ত, অখণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি-বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর উপাসনাগুলি নিশ্চয়ই উপযোগী। ‘ছান্দোগ্য’র এই প্রথমার্কে

ସେ ସକଳ ଆଧ୍ୟାୟିକା আছে ଶେଷାଂଶ ବେଦାନ୍ତସାହିତ୍ୟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ  
 ପରମାର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେ ବହୁମୂଳ କରିବାର ପক্ষে ବିଶେଷ ସହାୟ । ଇହାର ଆରମ୍ଭେ  
 ସେ ଦୀର୍ଘ ଭୂମିକା ଦେଖା ହଇଲ, ଆଶା କରି ଇହା ଉପନିଷଦ୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବାଦେ  
 ନାଶନିକ ଭିତ୍ତି ବୁଝିବାର ପক্ষে ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ନାଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱବ୍ୟାଖ୍ୟା  
 ମଧ୍ୟରେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟର ଶେଷ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ସର୍ବୋପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ୍ । ସପ୍ତାଧ୍ୟାୟେ  
 ଉଦ୍ଦାମକ ଆକାଶର 'ତତ୍ତ୍ୱମସି' ମହାବାକ୍ୟର ବିବୃତି ; ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟେ  
 ସନତ୍କୁମାରର ଭୂମାତତ୍ତ୍ୱ-ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ନବମାଧ୍ୟାୟେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରଜାପତି ସଂବାଦେ  
 ପ୍ରଜାପତିର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ-ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଏହି ତିନିଟି ବେଦାନ୍ତ-ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ  
 ଗ୍ରନ୍ଥ । ଯାହାତେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟର ବିଭୀଷାଙ୍କୁ ଅବିଳାସେ ପାଠକଗଣେର ହସ୍ତଗତ  
 କରିତେ ପାରି ତତ୍ତ୍ୱବିଷୟେ ତାହାମାନଙ୍କର ସକଳେର ଆଶୀର୍ବାଦ ଡିଙ୍କା କରି ।

ସମ୍ପାଦକ



# ছান্দোগ্যোপনিষৎ

## প্রথমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

### উদগীথোপাসনা

১। ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদগায়তি  
তসোপব্যাখ্যানম্ ।

২। এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসোহ-  
পামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্ রসো বাচ  
ঋগ্ রস ঋচঃ সাম রসঃ সান্ন উদগীথো রসঃ ।

১। ‘ওম্’ ইতি ( ‘ওম্’ এই ) এতৎ অক্ষরম্ ( এই অক্ষরকে )  
উদগীথম্ ( উদগীথরূপে ) উপাসীত ( উপাসনা করিবে ), ‘ওম্’  
ইতি ( ‘ওম্’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ) হি ( যেহেতু ) উদগায়তি  
( উদগীথ গান করে )। ত্যা ( তাহার ) উপব্যাখ্যানম্ ( ব্যাখ্যা  
‘এই’ :— )।

২। এষাম্ ভূতানাম্ ( এই ভূতসমূহের ) পৃথিবী রসঃ ( রস, জীবন-  
দায়িনী শক্তি ) ; পৃথিব্যাঃ ( পৃথিবীর ) আপঃ ( জলসমূহ ) রসঃ  
( সার ) ; অপাম্ ( জলসমূহের ) ওষধয়ঃ ( ওষধিসমূহ ) রসঃ ; ওষধী-

১। ‘ওম্’ এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে ;  
কারণ প্রথমে ‘ওম্’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে উদগান করা হয় ।  
ইহার ব্যাখ্যা এই :—

২। পৃথিবী এই ভূতসমূহের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধি-



৩। সঃএষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্থোইষ্টমো  
যদুদগীথঃ ।

৪। কতমা কতমা ঋক্ কতমং কতমং সাম কতমঃ কতম  
উদগীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি ।

নাম্ ( ওষধিসমূহের ) পুরুষঃ ( মানব ) রসঃ ; পুরুষনা ( পুরুষের ) বাক্  
রসঃ ; বাচঃ ( বাক্যের ) ঋক্ ( ঋগ্বেদ ) রসঃ ; ঋচঃ ( ঋকের ) সাম  
( সামবেদ ) রসঃ ; সায়ঃ ( সামবেদের ) উদগীথঃ ( উদগীথ-নামক  
অংশ ) রসঃ ।

৩। সঃ ( সেই ) এষঃ ( এই ) রসানাম্ ( রসসমূহের মধ্যে ) রস-  
তমঃ ( শ্রেষ্ঠ রস ), পরমঃ ( পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ ) পরাধ্ব্যঃ ( 'অর্ধ' শব্দ স্থানবাচী,  
ছাঃ ৫।৩।৪, ৬ ; পরাধ্ব্য=পরম স্থান ; পরাধ্ব্যঃ=পরাধ্ব্য+পাৎ=পরম  
স্থানের উপযুক্ত বিং ) অষ্টমঃ ( অষ্টম ; পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্,  
ঋক্ ও সাম—এই সাতটির পরবর্তী ) যৎ ( ক্রাঃ বৈদিক প্রয়োগ ;  
যঃ=যে ) উদগীথঃ ।

৪। কতমা ( ক্রীঃ, কোন্টি ) কতমা ঋক্ ? কতমং ( ক্রাঃ কোন্টি )  
কতমং সাম ? কতমঃ ( পুং, কোন্টি ) কতমঃ উদগীথঃ ? ইতি  
( এই প্রকার প্রশ্ন ) বিমৃষ্টম্ ( বি+মৃশ্+ক্ত, শ্ স্থানে ষ্, পাং  
৮।২।৩৬ )—জিজ্ঞাস্ত ) ভবতি ( হয় ) ।

সমূহ জলের রস, পুরুষ ওষধিসমূহের রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ  
বাক্যের রস ; সামবেদ ঋগ্বেদের রস এবং উদগীথ সামবেদের রস ।

৩। এই যে উদগীথ, ইহা রসসমূহের মধ্যে পরম রস, ( ইহা )  
পরম বস্তু, পরম ধাম এবং ( পৃথিব্যাदि রসসমূহের মধ্যে  
ইহার স্থান ) অষ্টম ।

৪। ঋক্ কি, সাম কি, উদগীথ কি—( এখন ) ইহাই  
জিজ্ঞাস্ত ।

৫। বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম ঋক্ ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথস্তদ্ধা  
এতন্মিথুনঃ যদ্বাক্ চ প্রাণচ্চ ঋক্ চ সাম চ ।

৬। তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতন্মিথুনকরে সংস্রজ্যতে যদা বৈ  
মিথুনো সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্তোশ্রুত কামম্ ।

৭। আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান-  
ক্ষরমুদগীথমুপাস্তে ।

৫। বাক্ এব ( বাক্যই ) ঋক্, প্রাণঃ সাম, ( প্রাণই সাম ) ‘ওম্’  
ইতি ( ‘ওম্’ এই ) এতৎ ( এই ) অক্ষরম্ ( অক্ষর ) উদগীথঃ । তৎ  
( তাহা ) বৈ এতৎ মিথুনম্ ( এই মিথুন, যুগল বস্তু ), যৎ ( যাহা ) বাক্  
চ প্রাণাঃ চ ( বাক্য ও প্রাণ ) ঋক্ চ সাম চ ( ঋক্ ও সাম ) ।  
পাঠান্তর—‘সাম চ’ স্থলে ‘সাম চেতি’ ।

৬। তৎ ( সেই ) এতৎ ( এই ) মিথুনম্ ‘ওম্’ ইতি ( ‘ওম্’ ইহা )  
এতন্মিথুন অক্ষরে ( এই অক্ষরে ) সংস্রজ্যতে ( যুক্ত হয় ) । যদা ( যখন )  
বৈ মিথুনো ( মিথুন, দুই জন ) সমাগচ্ছতঃ ( সঙ্গত হয় ) আপয়তঃ  
( আপু, পিচ ; সম্পন্ন করে ) বৈ তৌ ( দুইজন ) অবন্তোশ্রুত ( অশ্রু ও  
অশ্রু ; হইতে, ৬।১ ;—পরস্পরের ) কামম্ ( কামনাকে ) ।

৭। আপয়িতা ( প্রাপক ) হ বৈ কামানাম্ ( কাম্যবস্তুসমূহের )

৫। বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম, ‘ওম্’ এই অক্ষরই উদগীথ ।  
যাহা বাক্ ও প্রাণ, ( অথবা ) ঋক্ ও সাম—তাহাই মিথুন ।

৬। এই মিথুন ( বাক্ ও প্রাণ ), ‘ওম্’ এই অক্ষরে সম্মিলিত  
হয় । যখনই মিথুন সম্মিলিত হয়, তখনই তাহার পরস্পরের  
কামনা পূর্ণ করে ।

৭। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ওঁকারকে উদগীথরূপে উপাসনা  
করেন, তিনি কাম্য বস্তুসমূহ লাভ করেন ।

৮। তদ্বা এতদনুজ্ঞাকরং যন্ধি কিঞ্চানুজ্ঞানাত্যোমিত্যেব  
তদাহৈষা এব সমুন্ধিৰ্যদনুজ্ঞা সমুন্ধয়িতা ই বৈ কামানাং ভবতি য  
এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথমুপাশ্বে ।

৯। তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্জতে ওমিত্যাশ্রাবরত্যোমিতি  
শংসত্যোমিত্যুদগায়তেত্যতশ্চৈবানক্ষরশ্চাপচিঠৈত্য় মহিম্না রসেন ।

ভবতি ( হন ), যঃ ( যিনি ) এতৎ ( ইহাকে ) এবম্ ( এই প্রকার )  
বিদ্বান্ ( জানিয়া ) অক্ষরম্ ( 'ওম্' অক্ষরকে ) উদগীথম্ ( উদগীথরূপে,  
২।১ ) উপাশ্বে ( উপাসনা করে ) ।

৮। তৎ ( সেই ) বৈ এতৎ ( এই ) অনুজ্ঞা + অক্ষরম্ ( অনুমতি-  
সূচক অক্ষর ); যৎ ( যাহা, ২।১; কিংবা যখন ) ই কিম্ চ ( ২।১, কিছু )  
অনুজ্ঞানাত্তি ( অনু + জ্ঞা ; = অনুমতি প্রকাশ করেন ) 'ওম্' ইতি ( 'ওম্'  
ইহা ) এব তদ্বা ( তখন, কিংবা তৎ = তখন ) আহ ( বলেন ) । এষা  
উ এব ( ইহাই ) সমুন্ধিঃ ( শ্রেয়ঃ, ঐশ্বর্য ) যৎ ( ক্রৌঃ প্রয়োগ বৈদিক,  
'যা' = যাহা ) অনুজ্ঞা ( অনুমতি ) । সমুন্ধয়িতা ( সম্ + কৃৎ; গিচ,  
ভৃচ্; যিনি সম্যক্ বুদ্ধি করেন, তিনি ) ই বৈ কামানাম্ ( কামাবস্তাসমূহের )  
ভবতি ( হন ), যঃ ( যিনি ) এতৎ ( ইহাকে ) এবম্ ( এই প্রকার )  
বিদ্বান্ ( জানিয়া ) অক্ষরম্ উদগীথম্ উপাশ্বে ( ৭ম যঃ স্রষ্টব্য ) ।

৯। তেন ( সেই অক্ষর দ্বারা ) ইমম্ ( এই ) ত্রয়ী ( তিন ) বিদ্যা  
বর্জতে ( প্রবর্তিত হয় ); 'ওম্' ইতি ( 'ওম্' এই বলিয়া ) আশ্রা-

৮। সেই অক্ষর ( = ওম্ ) অনুমতি-জ্ঞাপক । যখনই কোন বিষয়ে  
অনুমতি দেওয়া হয়, তখনই বলা হয় 'ওম্' । এই বে অনুজ্ঞা অক্ষর,  
ইহাই শ্রেয়োলাভের হেতু । যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া এই  
অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয় কামনা পূর্ণ  
করিয়া থাকেন ।

৯। সেই অক্ষর দ্বারাই এই ত্রয়ী বিদ্যা ( = বেদত্রয়বিহিত যজ্ঞ )

১০। তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ।  
নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যায়া করোতি শ্রদ্ধায়োপনিষদা  
তদেব বীৰ্য্যবন্তরং ভবতীতি খল্বেতশ্চৈবাক্ষরশ্চোপব্যাখ্যানং  
ভবতি।

বয়তি (আ + ঞ্, পিচ্; অক্ষম্ শ্রবণ করান), 'ওম্' ইতি শংসতি  
(হোতা যন্ত্র পাঠ করেন) 'ওম্' ইতি উদগায়তি (উদগাতা উদগান  
করেন। এতস্ত এব অক্ষরস্ত (এই অক্ষরেরই) অপচিট্য (অপ +  
চি + ক্তি = অপচিতি, ৪।১; পুজার জন্ত) মহিমা (মহিমা দ্বারা;  
শব্দর ও আনন্দগিরির মতে মহিমা = ঋদ্ধিক, যজমান ও যজমানপত্নী—  
এই সকলের প্রাণ) রসেন (রস দ্বারা; শব্দের মতে ঔহি-ববাদির  
রস দ্বারা যে হবিঃ প্রস্তুত হয়, তাহাই এ স্থলে রস)।

১০। তেন (এই অক্ষর দ্বারা) উভৌ (দুই জনেই) কুরুতঃ (করেন),  
যঃ চ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন),  
যঃ চ ন (না) বেদ। নানা (বিভিন্নপ্রকার) তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ।  
যৎ এব (যাহাকে, যে কর্মকে) বিদ্যায়া (বিদ্যাবুক্ত হইয়া) করোতি  
(করে), শ্রদ্ধায়া (শ্রদ্ধাবুক্ত হইয়া) উপনিষদা (উপনিষদবুক্ত  
হইয়া), তৎ এব (তাহাই) বীৰ্য্যবন্তরম্ (অধিকতর বীৰ্য্যবুক্ত)  
ভবতি (হয়) ইতি। খলু এতস্ত এব অক্ষরস্ত (এই অক্ষরেরই)  
উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা) ভবতি।

প্রবর্তিত হয়। 'ওম্' উচ্চারণ করিয়াই শ্রবণ করান হয়; ওম্ উচ্চারণ  
করিয়াই যজ্ঞপাঠ করা হয় এবং ওম্ উচ্চারণ করিয়াই উদগান  
করা হয়। এ সমুদয়ই এই অক্ষরের পুজার জন্ত; (এ সমুদয়ই  
ইহার) মহিমা ও রস দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

১০। যাহারা ইহা জানেন এবং যাহারা ইহা জানেন না—ইহারা  
উভয়েই এই অক্ষর দ্বারা [যজ্ঞাদি কর্ম] সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

[ কিত্ত ] বিদ্যা ও অবিদ্যা বিভিন্ন। বিদ্যায়ুক্ত, শ্রদ্ধায়ুক্ত ও উপনিষদ-যুক্ত হইয়া বাহা সম্পন্ন করা হয়, তাহাই অধিকতর বীৰ্য্যযুক্ত হয়। ইহাই এই অক্ষরের ব্যাখ্যা।

### মন্তব্য

(১) ‘ওম্’ অক্ষরের মৌলিক অর্থ কি, বলা কঠিন। সম্ভবতঃ সম্ভতি-স্মৃচক অব্যয়রূপেই ইহা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। (প্রবাসী ১৩২৭ পৌষ পৃঃ ২৪৫, ২৪৬ প্রট্যব্য)। উপাদি স্মৃজে (১।১৪২) আছে—ওম্=অব্+মন্; অব্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কেহ কেহ বলেন, ওম্=অ+উ+ম্ (মাণ্ডুক্য ৮; প্রত্ন, ৫।৫; মৈত্রি, ৬।৩; এবং আধুনিক অনেক উপনিষদে; মনু ২।৭৬ ইত্যাদি)।

(২) সামবেদের একটি অংশের নাম ‘উদগীথ’। এই অংশ গান করার নাম ‘উদগান করা’।

(৩) এই অংশে কোনও স্থলে রস শব্দের অর্থ ‘কারণ’ এবং কোনও স্থলে সার বা পরিণাম (কার্য)।

(৪) ‘ওম্’ ইত্যোব তদাহ—এই স্থলে ‘তদাহ’ অংশের দুই প্রকার পদপাঠ হইতে পারে; (১) তদা+আহ, (২) তৎ+আহ।

(৫) অক্ষর দ্বারা যাগহোমাদি কৰ্ম সম্পাদিত হয়। এই কৰ্ম আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়, আদিত্য বৃষ্টি প্রেরণ করেন, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি। ইহাই ‘ওম্’ শব্দের মহিমা ও রস (শব্দ)।

# ছান্দোগ্যোপনিষৎ

## প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

### দেবগণের উদগীথোপাসনা

১। দেবাসুরা ই বৈ সত্র সংযেতির উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তু  
দেবা উদগীথমাজহুঃ রনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ।

২। তে হ নাসিক্যঃ প্রাণমুদগীথমুপাসাক্রিরে তংহাসুরাঃ  
পাপুনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিহ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ  
পাপুনা হোষ বিদ্ধঃ ।

১। দেবাসুরাঃ ( দেব ও অসুরগণ ) ই বৈ সত্র ( যখন, বা যে  
নিমিত্ত ) সংযেতিরে ( সম্ + যৎ লিট্ = সংগ্রাম করিয়াছিল ) উভয়ে  
( বহুবচন দুই ) প্রাজাপত্যঃ ( প্রাজাপতির সন্তানগণ ), তং ( তখন,  
বা সেই বিষয়ে ) ই দেবাঃ ( দেবগণ ) উদগীথম্ ( উদগীথকে )  
আজহুঃ ( আ + হৃ. লিট্ = গ্রহণ করিয়াছিলেন, ) অনেন ( এই উদগীথ  
দ্বারা ) এনান্ ( ইহাদিগকে ) অভিভবিষ্যামঃ ( অভি + ভূ. ভবিষ্যৎ,  
পরাস্তব করিব ) ইতি ( এই ভাবিয়া ) ।

২। তে (দেবগণ) ই নাসিক্যম্ (২।১, নাসিক্য) প্রাণম্ (প্রাণকে)  
উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাসাক্রিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন) ।

১। প্রাজাপতির সন্তান দেবতা ও অসুর—এই উভয় দল পরস্পর  
যুদ্ধ করিয়াছিল। ‘আমরা উদগীথ দ্বারা অসুরদিগকে পরাস্তব করিব’  
এই ভাবিয়া দেবগণ উদগীথ গ্রহণ করিলেন।

২। দেবগণ নাসিক্য প্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-

৩। অথ হ বাচমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাংহাসুরাঃ পাপুনা  
বিবিধুস্তস্মাত্তোভয়ং বদতি সত্যং চানৃতং চ পাপুনা হেঘা বিদ্ধা।

৪। অথ হ চক্ষুঃদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তঙ্কাসুরাঃ পাপুনা  
বিবিধুস্তস্মাত্তোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপুনা  
হ্যেতদ্বিক্রম্।

তম্ (সেই প্রাণকে) হ অসুরাঃ (অসুরগণ) পাপুনা (পা+মন্  
উপাদি ৪।১৫০) বিবিধুঃ (বাধ্, গিট্; বিদ্ধ করিয়াছিল)। তস্মাৎ  
(সেই জন্ত) তেন (তাহা দ্বারা) উভয়ম্ (উভয়কে) ক্ষিত্বতি  
(ভ্রা ধাতু; আত্মাণ করে)—সুগন্ধি চ (সুগন্ধিকে) দুর্গন্ধি চ (এবং  
দুর্গন্ধিকে); পাপুনা হি এষঃ (ইহা) বিদ্ধঃ (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

৩। অথ (অনন্তর) [দেবা] হ বাচম্ (বাক্যকে) উদগীথম্ উপাসাঞ্চ-  
ক্রিরে, তাম্ (তাহাকে) হ অসুরাঃ পাপুনা বিবিধুঃ; তস্মাৎ তয়া (বাক্য  
দ্বারা) উভয়ম্ বদতি (বলে)—সত্যম্ চ (সত্যকে) অনৃতম্ চ (এবং  
অসত্যকে)। পাপুনা হি এষা (এই বাক্য) বিদ্ধা (বিদ্ধ হইয়াছিল)।

৪। অথ [দেবা] হ চক্ষুঃ (চক্ষুকে) উদগীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে, তৎ  
(তাহাকে) হ অসুরাঃ পাপুনা বিবিধুঃ। তস্মাৎ তেন (সেই চক্ষু দ্বারা)  
উভয়ম্ পশ্যতি (দেখে)—দর্শনীয়ম্ চ (দর্শনীয় বস্তুকে) অদর্শনীয়ম্ চ

ছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ এই প্রাণকে আপদ্বারা বিদ্ধ করিল।  
এই জন্ত লোকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি উভয়ই আত্মাণ  
করিয়া থাকে; [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৩। অনন্তর [দেবগণ] বাগ্নিহ্মকে উদগীথরূপে উপাসনা  
করিয়াছিলেন, [কিন্তু] অসুরগণ তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল।  
এই জন্ত লোকে বাগ্নিহ্ম দ্বারা সত্য ও অসত্য উভয়ই লিখিয়া  
থাকে, [কারণ] ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল।

৪। অনন্তর [দেবগণ] চক্ষুকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,



৫। অথ হ শ্রোত্রমুদগীথমুপাসাক্রিরে তদ্বাসুরাঃ পাপ্যনা  
বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ং চাশ্রবণীয়ং চ পাপ্যনা  
হ্যেতদ্বিক্রম্ ।

৬। অথ হ মন উদগীথমুপাসাক্রিরে তদ্বাসুরাঃ পাপ্যনা  
বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সকল্লয়তে সকল্লনীয়ং চাসকল্লনীয়ং চ  
পাপ্যনা হ্যেতদ্বিক্রম্ ।

( এবং অদর্শনীয় বস্তুকে ) ; পাপ্যনা হি এতৎ ( ইহা ) বিক্রম্  
( বিক্র হইয়াছিল ) ।

৫। অথ [দেবাঃ] হ শ্রোত্রম্ (কর্ণকে) উদগীথম্ উপাসাক্রিরে, তৎ  
চ অসুরাঃ পাপ্যনা বিবিধুঃ ; তস্মাৎ তেন ( সেই কর্ণ দ্বারা ) উভয়ম্  
শৃণোতি ( শ্রবণ করে )—শ্রবণীয়ম্ চ ( শ্রবণীয় বিষয়কে, প্রিয়  
বিষয়কে ) অশ্রবণীয়ম্ চ ( এবং অপ্রিয় বিষয়কে ) ; পাপ্যনা হি এতৎ  
বিক্রম্ ।

৬। অথ [দেবাঃ] হ মনঃ (মনকে) উদগীথম্ উপাসাক্রিরে ; তৎ হ  
(সেই মনকে) অসুরাঃ পাপ্যনা বিবিধুঃ । তস্মাৎ তেন ( সেই মন দ্বারা )

[ ক্রিক্ত ] অসুরগণ ইহাকে পাপদ্বারা বিক্র করিল । এই জন্ত লোকে  
চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই দর্শন করে ; [ কারণ ] ইহা  
পাপবিক্র হইয়াছিল ।

৫। অনস্তর [ দেবগণ ] শ্রোত্রকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-  
ছিলেন, [ ক্রিক্ত ] অসুরগণ ইহাকে পাপ দ্বারা বিক্র করিল । এই  
জন্ত লোকে শ্রোত্র দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই শ্রবণ করে ; [ কারণ ]  
ইহা পাপবিক্র হইয়াছিল ।

৬। অনস্তর দেবগণ মনকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,  
[ ক্রিক্ত ] অসুরগণ ইহাকে পাপ দ্বারা বিক্র করিল । এই জন্ত লোকে

৭। অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে  
তংহাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুৰ্যথান্মানমাখণমূহা বিদধ্বংসেৎ ।

৮। এবং যথান্মানমাখণমূহা বিদধ্বংসত এবং হৈব স  
বিদধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈচনমভিদাসতি  
। এষোহশ্মাখণঃ ।

উভয়ম্ সংকল্পয়তে ( চিন্তা করিয়া থাকে )—সংকল্পনৌহম্ চ ( সাধু  
বিষয়কে ) অসংকল্পনৌহম্ চ ( এবং অসাধু বিষয়কে ) ; পাপুনা হি  
এতৎ বিদম্ ।

৭। অথ [দেবাঃ] হ যঃ (যে) এব অয়ম্ (এই) মুখ্যঃ (মুখে উৎপন্ন ;  
শ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ, তম্ ( তাহাকে ) উদগীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে ; তম্ হ অসুরাঃ  
ঋত্বা ( ঋ ধাতু, 'তাহার নিকটে' গমন করিয়া ) বিদধ্বংসুঃ ( বি + ধ্বংস,  
লিট্ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ) ; যথা (যেমন) অশ্মানম্ (প্রস্তরকে) আখণম্  
( দুর্ভেদ্য ২।১ : যাহা খণন করা যায় না, তাহার নাম 'আখণ' ) ঋত্বা  
( প্রাপ্ত হইয়া ) বিদধ্বংসতে ( ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ; বি + ধ্বংস,  
বিধিঃ ইড ) । \*

৮। এবম্ (এই প্রকার) যথা (যেমন) অশ্মানম্ আখণম্ ( দুর্ভেদ্য  
মন দ্বারা সাধু ও অসাধু উভয় বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে ; [কারণ]  
ইহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল ।

৭। অনন্তর যাহা এই মুখ্যপ্রাণ, [দেবগণ] তাহাকেই উদগীথরূপে  
উপাসনা করিয়াছিলেন । [ কিছু লোষ্ট্রাদি ] যেমন কঠিন প্রস্তরকে  
আঘাত করিতে গিয়া নিজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তেমনি অসুরগণ  
মুখ্যপ্রাণকে বিদ্ধ করিতে গিয়া আপনারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

৮। কঠিন প্রস্তরকে আঘাত করিতে যাইয়া যেমন [ লোষ্ট্রাদি ]

\* বৃহস্পত্যাক উপনিষদে ( ১।৩।৭ ) এইরূপ হলে "আগন্তঃ প্রাণঃ" ব্যবহৃত  
হইয়াছে । 'আগন্ত=মুখ' ।

৯। নৈবৈতেন স্মরতি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপা হ্যেব  
তেন ষদশ্রুতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতোতমু এবাস্ত-  
তোহবিদ্বোংক্রামতি ব্যাদদাত্যেবাস্তুত ইতি ।

প্রস্তরকে ) শ্রুত্বা ( গমন করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া ) বিধ্বংসতে ( ধ্বংস  
প্রাপ্ত হয় ), এবম্ ( এই প্রকার ) হ এব সঃ ( সে ) বিধ্বংসতে  
যঃ ( যে ) এবম্+বিদ্ ( এই প্রকার যিনি জানেন তাহার প্রতি )  
পাপম্ ( পাপকে ) কাময়তে ( কামনা করে ), যঃ চ এনম্ ( ইহাকে )  
অভিদাসতি ( অতি+দাস্ ; হিংসা করে ) । সঃ এবঃ ( এই ) অশ্রা  
( প্রস্তর ) আখণঃ ( কঠিন ) ।

১০। ন ( না ) এব এতেন ( মুখ্যপ্রাণ দ্বারা ) স্মরতি ( স্মরণিক ) ন  
দুর্গন্ধি ( দুর্গন্ধিক ) বিজানাতি ( জানে ) । অপহতপাপা ( নিপাপ )  
তি এবঃ ( এই ) । তেন ( তাহা দ্বারা ) যৎ ( যে বস্তুকে ) অশ্রুতি  
( ভোজন করে ), যৎ পিবতি ( পান করে ), তেন ( সেই ভোজন পান  
দ্বারা ) ইতরান্ প্রাণান্ ( অপর প্রাণসমূহকে ) অবতি ( অব-  
ধাতু ; পালন করে ) ; এতম্ ( ইহাকে ) উ এব অস্ততঃ ( অস্তকালে )  
অবিদ্বা ( অ+বিদ্+ক্তা ) লাভ না করিয়া ) উংক্রামতি ( উৎ-  
ক্রমণ করে ), ব্যাদদাতি ( বি+আ+দা ; মুখব্যাদান করে ) এব  
অস্ততঃ ইতি ।

বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির  
প্রতি পাপ কামনা করে এবং তাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে,  
সেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; [ কারণ ] সেই ব্যক্তি দুর্ভেদ্য পাষণ ( বৎ ) ।

১১। এই মুখ্য প্রাণদ্বারা স্মরতি বা দুর্গন্ধি কিছুই জানা যায়  
না ; কারণ এই প্রাণ অপাপবিদ্ধ । এই প্রাণদ্বারা যাহা ভোজন  
করা হয়, যাহা পান করা হয়, তাহাতেই অপরোপর প্রাণ ( = ভ্রাণাদি )  
প্রতিপালিত হইয়া থাকে । অস্তকালে যখন লোকে এই মুখ্য

১০। তংহাজিরা উদগীথমুপাসাক্ত্র এতমু এবাঙ্গিরসঃ  
মন্ত্ৰেণ্ডেহজানানং যদ্রসঃ।

১১। তেন তংহ বৃহস্পতিকদগীথমুপাসাক্ত্র এতমু এব  
বৃহস্পতিং মন্ত্ৰেণ্ডে বাগ্ধি বৃহতী তন্ত্ৰা এষ পতিঃ।

৬

১০। তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ আজিরা (অজিরা-নামক ঋষি) উদগীথম্  
( উদগীথরূপে ) উপাসাক্ত্রে ( উপাসনা করিয়াছিলেন )। এতম্ ( এই  
ঋষিকে কিংবা মুখ্যপ্রাণকে ) উ এব আঙ্গিরসম্ ( অজিরা নামে )  
মন্ত্ৰেণ্ডে ( লোকে বলে ) ; অজানানাম্ ( অঙ্গসমূহের ) যৎ ( যেহেতু )  
রসঃ ( রস )।

১১। তেন (সেইজন) তম্ (মুখ্যপ্রাণকে) হ বৃহস্পতিঃ ( বৃহস্পতি  
নামক ঋষি ) উদগীথম্ উপাসাক্ত্রে ; এতম্ ( এই প্রাণকে কিংবা  
ঋষিকে ) উ এব বৃহস্পতিম্ ( ২১ ) মন্ত্ৰেণ্ডে। বাক্ হি ( বাক্‌ই )

প্রাণকে লাভ করিতে পারে না, তখন সে দেহ হইতে উৎক্রমণ  
করে। এই জন্ত্বই মৃত্যুকালে লোকে মুখবাদান করে।

১০। অজিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা  
করিয়াছিলেন ; এই জন্ত্ব এই প্রাণকেই অজিরা বলিয়া মনে করা  
হয়, যেহেতু ইহা অঙ্গসমূহের রস। [ এই মন্ত্ৰের অন্য অর্থও হইতে  
পারে—“অজিরা ঋষি এই মুখ্যপ্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-  
ছিলেন। এই প্রাণই অজিরা অর্থাৎ অঙ্গসমূহের রস ; এই জন্ত্ব  
( উপাসক ) ঋষিকেও অজিরা বলা হয়। ]

১১। সেই জন্ত্ব বৃহস্পতি এই মুখ্য প্রাণকে উদগীথরূপে  
উপাসনা করিয়াছিলেন। এই জন্ত্ব এই প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হয় ;  
[ কারণ ] বাক্‌ই বৃহতী এবং এই প্রাণ তাহার পতি। ( অর্থান্তর—

১২। তেন তংহায়াস্ত উদগীথমুপাসাক্ত্র এতম্ এবায়াস্তং  
মন্তুস্ত আস্তাদ্ বদয়তে ।

১৩। তেন তংহ বকো দাল্ভ্যো বিদাক্কার । স হ  
নৈমিষীয়াণামুদগাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ।

বৃহতী ( মহতী ), তন্ম্যাঃ ( তাহার ) এষঃ ( এই ) পতিঃ ( পতি )  
( ১০ম মন্ত্র উষ্টব্য ) ।

১২। তেন ( সেই জন্ত ) তম্ হ আয়াস্যঃ ( আয়াস্য ঋষি ) উদগীথম্  
উপাসাক্ত্রে । এতম্ ( এই প্রাণকে বা ঋষিকে ) উ এব আয়াস্যাম্  
( ২।১ ) মন্তুস্তে ; আস্যাস্তং ( আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে ) বং ( ঘেহেতু )  
অয়তে ( অয়্ ধাতু, গমন করে ) ( ১০ম মঃ ভ্রঃ ) ।

১৩। তেন ( সেই জন্ত ) তম্ ( সেই মুখ্যপ্রাণকে ) হ বকঃ দাল্ভ্যঃ  
( দল্ভের পুত্র বক ঋষি ) বিদাক্কার ( বিদিত হইয়াছিলেন ) । সঃ  
( তিনি ) হ নৈমিষীয়াণাম্ ( নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের ) উদগাতা  
( উদগীথ-গাতা ) বভূব ( হইয়াছিলেন ) । সঃ হ এভ্যঃ ( ইহাদিগের  
জন্ত ) কামান্ ( কাম্যবস্তুসমূহকে ; আগায়তি স্ম ( গান করিয়াছিলেন ) ।  
[ পাঠান্তর—‘নৈমিষীয়াণাম্, স্থলে নৈমিষীয়াণাম্, নৈমিষীয়াণাম্ । ]

এই জন্ত এই ঋষিকে বৃহস্পতি বলা হয় ; কারণ বাকুই বৃহতী এবং  
ঋষি এই বাক্যের পতি । )

১২। সেই জন্ত আয়াস্য ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে উদগীথরূপে  
উপাসনা করিয়াছিলেন । এই জন্ত এই প্রাণকে আয়াস্য বলা হয়,  
কারণ ইহা আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে নির্গত হয় । [ অর্থান্তর—এই জন্ত  
ঋষিকে আয়াস্য বলা হয় ; কারণ তাঁহার উপাস্য প্রাণ আস্য হইতে  
নির্গত হয় । ]

১৩। সেই জন্ত দল্ভের পুত্র বকঋষি সেই প্রাণকে অবগত  
হইয়াছিলেন । তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের উদগাতা হইয়াছিলেন

১৪। আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান-  
ক্ষরমুদগীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্।

১২। আগাতা ( গানকর্তা ) হ বৈ কামানাম্ ( কাম্যবস্তুসমূহের )  
ভবতি ( হন ), যঃ ( যিনি ) এতৎ ( ইহাকে ) এবম্ ( জানিয়া )  
‘অক্ষরম্’ ( ‘ওম্’ এই অক্ষরকে ) উদগীথম্ ( উদগীথরূপে ) উপাস্তে  
( উপাসনা করেন )।

ইতি অধ্যাত্মম্ ( দেহ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা )।

এবং তাহাদিগের অস্ত্র কাম্য বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষার উদগান  
করিয়াছিলেন।

১৪। যিনি মুখ্য প্রাণকে এই প্রকার জানিয়া অক্ষরকে  
উদগীথরূপে উপাসনা করেন, তিনি উদগান করিয়া কাম্য বস্তু লাভ  
করেন।

ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।

### মন্তব্য

( ১ ) বিভিন্ন উপনিষদে ( বৃহঃ ৬.১ ; ছাঃ ৫.১ ) বর্ণিত আছে  
যে, নাসিকা, বাক, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও মুখ্যপ্রাণ এই সমুদয়ের মধ্যে  
কে শ্রেষ্ঠ—এই বিষয় লইয়া তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত  
হইয়াছিল ( কোঃ উঃ ৩.৩, প্রশ্ন ২ ব্রহ্মব্য )। শেষে প্রমাণিত  
হইয়াছিল যে, মুখ্যপ্রাণই শ্রেষ্ঠ। এই অংশেও অত্র একটি উপাখ্যান  
দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

( ২ ) ‘অধ্যাত্ম’ শব্দের অর্থ আত্মসংক্রান্ত। এখানে ‘দেহ’ অর্থে  
‘আত্মা’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এই প্রকার  
ব্যবহার বহুল দৃষ্ট হয় ( অথৈদ ১০।১৩৩ ৫, ৬ ; শতঃ ব্রাঃ ১০।৪।৪।৬ ;

বৃহঃ ১।২।৪ ; ছাঃ ৮।৮।৪ ইত্যাদি ) । উপনিষদাদি গ্রন্থের অনেক স্থলে অধিদৈবত, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম—এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে । যখন আপ, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, জ্যো প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাকে অধিদৈব বলা হয় । ভূতসমূহ লইয়া যে ব্যাখ্যা, তাহার নাম অধিভূত । যখন চক্ষু, শ্রোত্রাদি লইয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেই ব্যাখ্যাকে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা বলা হয় ( বৃহঃ উঃ ৩।৭।১৪, ১৫ ; ছাঃ ৩।১৮।১, ২ ; কোঃ উঃ ৪।১০ ইত্যাদি ) ।

Digitized by srujanika@gmail.com  
Accession No. 6121-2010 ০.৭৫



# ছান্দোগ্যোপনিষৎ

## প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

### উদগীথের অধিদৈবোপাসনা

১। অথাধিদৈবতং য এবাসৌ তপতি তমুদগীথমুপাসীতোদ্যম্  
এষ প্রজ্ঞাত্য উদগায়তি উদ্যন্তমোভয়মপহন্ত্যপহন্ত্য ই বৈ  
ভয়সা তমসো ভবতি য এবং বেদ ।

১। অব (অনন্তর) অধিদৈবতম্ (দেবতাসংক্রান্ত ব্যাখ্যা) : —  
যঃ এব অসৌ (এই যিনি, এহ যে সূর্য্য) তপতি (উত্তাপ  
দিতেছেন), তম্ (তাহাকে) উদগীথম্ (উদগীথরূপে) উপাসীত  
(উপাসনা করিবে)। উদগন্ (উৎ + ই + গৃহ = উদিত হইয়া) বৈ  
এষঃ (এই সূর্য্য) প্রজ্ঞাতাঃ (প্রাণীদিগের জ্ঞাত) উদগায়তি (উদগান  
করেন)। উদগন্ তমঃ ভয়ম্ (অন্ধকারের ভয়কে ; কিংবা অন্ধকার  
ও ভয়কে) অপহন্তি (বিনাশ করেন)। অপহন্ত্য (বিনাশক) ই  
বৈ ভয়ন্ত তমসঃ (অন্ধকারের ভয়ের, কিংবা অন্ধকারের এবং ভয়ের)  
ভবতি (হন), যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকার) বেদ  
(জানেন)।

১। অনন্তর অধিদৈবত দৃষ্টিতে [উদগীথের উপাসনা ব্যাখ্যাত  
হইতেছে] :—এ য়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছেন উহাকে উদগীথরূপে  
উপাসনা করিবে। এই সূর্য্য উদিত হইয়া জীবগণের জ্ঞাত উদগান  
করিয়া থাকেন। সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকারের ভয় (কিংবা অন্ধকার  
ও ভয়) বিনাশ করে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি অন্ধকারের  
ভয় (কিংবা অন্ধকার ও ভয়কে) বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

২। সমান উ এবারং চাসৌ চোক্ষোহরমুক্ষোহসৌ স্বর ইতীমমাচকতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্ভা . এতমিমমমুং চোদগীথমুপাসৌত ।

৩। অথ খলু ব্যানমেবোদগীথমুপাসৌত বদৈ প্রাণিতি স প্রাণো বদপানিতি সোহপানোহথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো যো ব্যানঃ সা বাক্ তস্মাদপ্রাণন্নপানম্ভিচ্যাহরতি ।

২। সমানঃ ( সমান ) উ এব অমম্ চ ( এই প্রাণ ) অসৌ চ ( ঐ সূর্য্য ) ; উক্ষঃ ( উক্ষ ) অমম্ ( এই প্রাণ ) উক্ষঃ অসৌ ( ঐ সূর্য্য ) । স্বরঃ ( স্বর ) ইতি ইমম্ ( ইহাকে, প্রাণকে ) আচকতে ( বলা হয় ) ; স্বরঃ ইতি, প্রত্যাস্বরঃ ইতি অমম্ ( উহাকে, সূর্য্যকে ) । তস্মাদ্ভে ( সেই জন্য ) এতম্ ইমম্ ( এই ইহাকে, প্রাণকে ) অমম্ চ ( ঐ সূর্য্যকে ) উদগীথম্ ( উদগীথরূপে ) উপাসৌত ( উপাসনা করিবে ) ।

৩। অথ খলু ব্যানম্ এব ( ব্যানকেই ) উদগীথম্ উপাসৌত ( উদগীথরূপে উপাসনা করিবে ) । যৎ ( ক্লীঃ বৈদিক ; = যঃ যাহা ) বৈ প্রাণিতি ( প্রাণন কার্য্য করে, শ্বাস গ্রহণ করে ), সঃ ( তাহা ) প্রাণঃ ; যৎ ( ক্লীঃ বৈদিক ; = যঃ = যাহা ) অপানিতি ( বায়ুকে অধোগামী করে ), সঃ অপানঃ । অথ যঃ ( যাহা ) প্রাণ + অপানয়োঃ ( প্রাণ ও অপানের ) সন্ধিঃ ( সংযোগ ) সঃ ব্যানঃ । যঃ ব্যানঃ, সা ( তাহা ) বাক্ । তস্মাদ্ভে ( সেইজন্য ) অপ্রাণন্ ( প্রাণন কার্য্য না করিয়া ) অনপানন্ ( অপান

২। এই প্রাণ এবং ঐ সূর্য্য উভয়েই সমান ; ইহাও উক্ষ এবং উহাও উক্ষ ; ইহাকে স্বর বলে এবং উহাকে স্বর ও প্রত্যাস্বর বলে । এই জন্য এই প্রাণকে এবং ঐ সূর্য্যকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে ।

৩। অনন্তর ব্যানকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিবে । যাহা প্রাণন কার্য্য করে, তাহাই প্রাণ ; যাহা অপানন কার্য্য করে, তাহাই অপান ; যাহা প্রাণ ও অপানের সন্ধি, তাহাই ব্যান । যাহা ব্যান,

৪। যা বাক্ সা ঋক্ তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ চমভিব্যাহরতি  
যা ঋক্ তৎ সাম তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম স  
উদগীথস্তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ উদগায়তি ।

৫। অতো যান্মানি বীৰ্য্যবন্তি কৰ্ম্মাণি যথাগ্নেৰ্মহ্ননমাজেঃ  
সরণং দৃঢ়ন্ত ধনুষ আবমনমপ্রাণন্নপানন্তানি কৰোত্যেতন্ত  
হেতোৰ্যানমেবোদগীথমুপাসীত ।

কার্ধা না করিষা ) বাচম্ ( বাক্যকে ) অভিব্যাহরতি ( অভি + বি + অ।  
+ হ্র ; উচ্চারণ করে ) ।

৪। যা ( যাহা ) বাক্, সা ( তাহা ) ঋক্ । তস্মাৎ ( সেইজন্য )  
অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋক্ ( ঋক্, মন্ত্রকে ) অভিব্যাহরতি ( ৩য় যঃ হ্রঃ ) ।  
যা ঋক্, তৎ সাম ; তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম ( সামকে ) গায়তি  
( গান করে ) । যৎ ( যাহা ) সাম, সঃ ( তাহা ) উদগীথঃ । তস্মাৎ  
অপ্রাণন্ অনপানন্ উদগায়তি ( উদগান করে ) । [ প্রাণ-ব্যানাদি  
বিষয়ে যন্তব্য এই খণ্ডের শেষে দেওয়া হইল । ‘যৎ বৈ প্রাণিতি’  
ইত্যাদি—‘যৎ’ শব্দের নানা অর্থ করা হইয়াছে ; যেমন—‘যথন’,  
‘যেহেতু’, ‘যে বায়ুকে’ ইত্যাদি । ]

৫। অতঃ ( এইজন্য ) যানি ( যে সমুদয় ) যান্মানি ( অন্য সমুদয় )  
তাহাই বাক্ ; সেইজন্য বাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে ( লোকে )  
প্রাণন ও অপানন কার্য্য স্থগিত রাখে ।

৬। যাহা বাক্, তাহাই ঋক্ ; এইজন্য ঋক্ উচ্চারণ করিবার  
সময়ে প্রাণন ও অপানন কার্য্য স্থগিত থাকে । যাহা ঋক্, তাহাই সাম ;  
এইজন্য সামগান করিবার সময় প্রাণন ও অপাননকার্য্য স্থগিত থাকে ।  
যাহা সাম তাহাই উদগীথ ; এইজন্য উদগান করিবার সময়ে প্রাণন ও  
অপানন কার্য্য স্থগিত থাকে ।

৭। এইজন্য অগ্নিধ্বন, লক্ষ্যসীমার ধারণ, দৃঢ়ধনু অবমনন,

৬। খলুগৌথাকরাণুপাসীতোদগীথ ইতি প্রাণ এবোৎ-  
প্রাণেন ত্যতিষ্ঠতি বাগ্গৌবাচো হ গির ইত্যচকতেহন্নং থমন্নে  
হীদং সর্বং স্থিতম্।

বীৰ্য্যবস্তি ( শক্তিসাধ্য ) কৰ্ম্মাণি ( কৰ্ম্মসমূহ )—যথা ( যেমন ) অগ্নেঃ  
( অগ্নির ) যজ্ঞনম্ ( যজ্ঞন, ঘৰ্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন ) আভেঃ ( ‘আজি’  
শব্দ ; ৬ষ্ঠী ;—লক্ষ্যসীমার ) সরণম্ ( গমন, লজ্জন ) দৃঢ়স্য ধনুষঃ  
( দৃঢ় ধনুর ) আয়মনম্ ( আ+যম্ ধাতু হইতে—অবনমন ) অপ্রাণন্  
অনপানন্ ( ৩য় মঃ দ্রঃ ) তানি ( সেই সমুদয়কে ) করোতি ( করে )।  
এতস্য হেতোঃ ( এই হেতুতে ) ব্যানম্ এব ( ব্যানকেই ) উদগীথম্  
উপাসীত ( ২য় মঃ দ্রঃ )।

৬। অথ খলু উদগীথ+অকরাণি ( উদগীথের অক্ষরসমূহকে ;  
উদগীথ—উৎ+গৌ+থ এই তিনটি অক্ষরকে ) উপাসীত ( উপাসনা  
করিবে )। উদগীথঃ ইতি ( উদগীথ এই ) :—প্রাণঃ এব উৎ ( ‘উৎ’  
এই অক্ষর ) ; প্রাণেন হি ( প্রাণ দ্বারাই ) উৎ+তিষ্ঠতি ( উত্থিত হয় )।  
বাক্ ( বাক্ই ) গীঃ ( গৌ এই অক্ষর ) ; বাচঃ ( বাক্যসমূহ ) হ গিরঃ  
( গীঃ এই নাম ) ইতি আচকতে ( বলে )। অন্নম্ ( অন্নই ) থম্  
( থম্ এই অক্ষর ) ; অগ্নে হি ( অগ্নেই ) ইদম্ সর্বম্ ( এই সমুদয় )  
স্থিতম্ ( অবস্থিত )।

ইত্যাদি অন্য শক্তিসাধ্য কার্য্য করিবার সময় প্রাণ ও অপানের কার্য্য  
বন্ধ থাকে। এইজন্য ব্যানকেই উদগীথরূপে উপাসনা করিবে।

৬। অনন্তর উদগীথের অক্ষরসমূহকে ( অর্থাৎ উৎ, গৌ ও থ  
এই তিনটি অক্ষরকে ) উপাসনা করিবে। উদগীথ এই :—প্রাণই  
‘উৎ’ কারণ প্রাণদ্বারাই সকলের উত্থান হয় ; বাক্ ই ‘গীঃ’ কারণ  
বাক্যকেই ‘গীঃ’ বলা হয়। অগ্নেই ‘থ’ কারণ অগ্নেই এ সমুদয়  
প্রতিষ্ঠিত।

৭। ছৌরেবোদন্তুরিষ্কং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্বায়ুর্গী-  
রগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্বযজুর্বেদো গীঃ ঋগ্বেদস্থং হুক্ষেহস্মৈ  
বান্দোহং যো বাচো দোহোহন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্ণেবং  
বিদ্বানুদগীথাকরাণ্যাপাস্ত উদগীথ ইতি ।

৮। অথ খলু আশীঃ সমুচ্ছিক্রপসরণানীতুাপাসীত যেন সাম্না  
স্তোষ্যন্ স্তুতং সামোপধাবেৎ ।

৭। ছৌঃ এব 'উৎ' ; অস্তুরিষ্কং গীঃ ; পৃথিবী থম্ । আদিত্যঃ  
এব উৎ ; বায়ুঃ গীঃ ; অগ্নিঃ থম্ । সামবেদঃ এব উৎ ; যজুর্বেদঃ গীঃ ;  
ঋগ্বেদঃ থম্ । হুক্ষে ( দোহন করে : কর্তৃকর্মবাচ্য, পাঃ ৩।১।৮২ ;  
আপনার হৃৎ আপনি দোহন করে ) অস্মৈ ( উপাসকের জন্য ) বাক্  
( ১।১ ) দোহম্ ( হৃৎকে ), যঃ ( যাহা ) বাচঃ ( বাক্যের ) দোহঃ  
( হৃৎ ) । অন্নবান্ অন্নাদঃ ( অন্নভোক্তা ) ভবতি ( হন ), যঃ  
( যিনি ) এতানি ( এই সমুদয়কে ) এবম্ ( এই প্রকার ) বিদ্বান্  
( জানিয়া ) উদগীথ + অকরাণি ( উদগীথের অক্ষরসমূহকে ) উপাস্তে  
( উপাসনা করেন )—উদগীথঃ ইতি ( ইহাই উদগীথের অক্ষরসমূহের  
ব্যাখ্যা ) ।

৮। অথ খলু আশীঃ + সমুচ্ছিক্র : ( কামনার পরিতৃপ্তি ; আশীঃ=

৭। 'ছৌ'ই 'উৎ' ; অস্তুরিষ্ক 'গী' এবং পৃথিবীই 'থ' ।  
আদিত্যই 'উৎ' ; বায়ুই 'গী' ; অগ্নিই 'থ' । সামবেদই 'উৎ' ;  
যজুর্বেদই 'গী' ; ঋগ্বেদই 'থ' । বাক্যের যে হৃৎ, সেই হৃৎকে বাক্  
ব্রহ্ম উপাসকের জন্য দোহন করেন । যিনি এই প্রকার জানিয়া  
উদগীথের অক্ষরসমূহের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা  
হন ।

৮। অনন্তর কাম্যবস্তুরাত ( বিষয়ে এই উপদেশ ) :—উপসরণকে

৯। যস্তামৃচি তামৃচং যদার্ঘ্যম্ তমৃষিং যাম্ দেবতা-  
মভিষ্টোষ্যন্ শ্রাত্বাং দেবতামুপধাবেৎ ।

১০। যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ শ্রাত্বচ্ছন্দ উপধাবেদেন স্তোমেন  
স্তোষ্যমাণঃ শ্রাত্বাং স্তোমমুপধাবেৎ ।

কাম্যফল ; সমৃদ্ধিঃ=বৃদ্ধি) :—উপসরণানি ( ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয় ) ইতি ( এইরূপে ) উপাসীত ( উপাসনা করিবে ), যেন সামা ( যে সাম দ্বারা ) স্তোষ্যন্ শ্রাৎ ( শু + শত্ ;=স্ততি করিবে ) তৎ সাম ( সেই সামকে ) উপধাবেৎ ( ধ্যান করিবে ) ।

৯। যস্তামৃ ঋচি ( যে ঋকে ), তামৃ ঋচম্ ( সেই ঋককে ) ;  
যৎ আর্ঘ্যম্ ( এই সাম যে ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট ), তমৃ ঋষিম্ ( সেই ঋষিকে ) ;  
যাম্ দেবতাম্ ( যে দেবতাকে ) অভিষ্টোষ্যন্ শ্রাৎ ( অভি + শু ;=স্ততি করিতে হইবে ),  
তাম্ দেবতাম্ ( সেই দেবতাকে ) উপধাবেৎ ( ধ্যান করিবে ) ।

১০। যেন ছন্দসা ( যে ছন্দ দ্বারা ) স্তোষ্যন্ শ্রাৎ, তৎছন্দঃ ( সেই ছন্দকে ) উপধাবেৎ ( ধ্যান করিবে ) ।  
যেন স্তোমেন ( যে স্তোম দ্বারা ) স্তোষ্যমাণঃ শ্রাৎ ( স্তব করিবে ), তম্ স্তোমম্ ( সেই স্তোমকে ) উপধাবেৎ ।

( ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়কে ) উপাসনা করিবে । যে সামদ্বারা স্ততি করা হইবে, সেই সামকে ধ্যান করিবে । . . .

৯। এই সাম যে ঋকের অন্তর্গত, সেই ঋককে, যে ঋষি ইহার জ্ঞাতা সেই ঋষিকে ; এবং যে দেবতার স্তব করিতে হইবে সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে ।

১০। যে ছন্দদ্বারা স্তব করিবে সেই ছন্দকে এবং যে স্তোমদ্বারা স্তব করিবে সেই স্তোমকে ধ্যান করিবে ।



১১। যাং দিশমভিষ্টোষান্ স্যাস্তাং দিশমুপধাবেৎ ।

১২। আত্মানমন্তত উপমৃত্য স্তবীত কামং ধ্যায়ন্নগ্রমস্তোহ-  
ভ্যাশো হ যদন্যৈ স কামঃ সমুদ্যোত যৎকামঃ স্তবীতেতি  
সৎকামঃ স্তবীতেতি ।

১১। যাম্ দিশম্ (যে দিক্কে) অভিষ্টোষান্ স্তাং তাম্ দিশম্  
(সেই দিক্কে) উপধাবেৎ (২য় যঃ ভ্রষ্টব্য)

১২। আত্মানম্ (আপনাকে) অন্ততঃ (সর্বশেষে) উপমৃত্য  
(চিন্তা করিয়া, নাম গোত্রাদি চিন্তা করিয়া) স্তবীত (স্তব করিবে)  
কামম্ (কাম্যবস্তুর) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিয়া) অগ্রমন্তঃ (অগ্রমন্ত  
হইয়া, বর্ণাদি উচ্চারণ বিষয়ে ভুল না করিয়া) । অভ্যাশঃ (নীত্র  
অভি + অশ্, লাতার্থে; কলত এই; শব্দের মতে) হ যৎ (যখন)  
অন্যৈ (ইহার অন্ত) সঃ কামঃ (সেই কামনা) সমুদ্যোত (সম্ + অধ্  
কর্মবাচ্য; পূর্ণ হইবে) যৎকামঃ (যে কামনার বশবর্তী হইয়া) স্তবীত  
(স্তব করিবে) ইতি—যৎকামঃ স্তবীত । “অভ্যাশঃ”—ইহার পাঠান্তর  
“অভ্যাসঃ” ।

১১। যে দিক্কে স্তব করিবে (কিংবা যে দিকে মুখ ফিরাইয়া স্তব  
করিবে), সেই দিকের ধ্যান করিবে ।

১২। সর্বশেষে আত্মবিষয়ে চিন্তা করিয়া, কাম্যবস্তুর ধ্যান করিয়া,  
(উচ্চারণাদি বিষয়ে) প্রমাদরহিত হইয়া স্ততি করিবে । তাহা  
হইলে যে ব্যক্তি যে কামনা লইয়া স্তব করিবে, তাহার সেই কামনা  
শীঘ্র পূর্ণ হইবে ।

### মন্তব্য

১।৩।১ এখানে নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে ‘স্বর’ বলা হইয়াছে । স্বর বলেন  
‘স্বর’ শব্দ গতিমুচক; আণ মুক্তার সময় নির্গত হয় (স্বরতি), এইজন্য  
ইহার নাম ‘স্বর’ । শ্রব্য প্রতিদিন অন্তর্ভুক্ত হয় এই অন্ত ইহার নামও



স্বর। কিন্তু সূর্য্য আবার প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রত্যাগমন করে। এই জন্য সূর্য্যকে প্রত্যাস্বরও বলা হয়। মোক্ষমুগার বলেন—“সম্ভবতঃ ‘স্বর’ অর্থ নিশ্বাসের শব্দ। ‘ওম্’ কে এই ছানোগা উপনিষদেই (১।৪।৩) ‘স্বর’ বলা হইয়াছে। স্বর্গের প্রতিশাখ্যে ইহার একটি নাম ‘প্রসার’। যখন সূর্য্য সম্বন্ধে ‘স্বর’ ও ‘প্রত্যাস্বর’ বলা হয়, তখন সম্ভবতঃ ইহার অর্থ সূর্য্যের কিরণ এবং ইহার প্রতিফলিত কিরণ।”

১।৩।৬। ‘উৎ + তিষ্ঠতি’ পদে ‘উৎ’ রহিয়াছে এইজন্য প্রাপ্তই ‘উৎ’। ‘গীঃ’ শব্দের অর্থ বাক্য, এই জন্য বাক্যই ‘গী’। ‘স্থিতম্’ শব্দে ‘থ’ আছে, এই জন্য বলা হইয়াছে অরুই ‘থ’। এই রূপে উদগীথের উৎ, গী এবং থ অক্ষরকে প্রাণ, বাক্ ও অন্ন বলা হইল।

১।৩।৭। ‘দুগ্ধে অষ্টৌ বাক্ দোহম্, যঃ বাচঃ দোহঃ’ এইস্থলে আমরা ‘দুগ্ধ’ অর্থে ‘দোহঃ’ গ্রহণ করিয়াছি। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে এই :—

বাক্যের যে দুগ্ধ, বাক্ উপাসকের, অন্য নিজের সেই দুগ্ধ দোহন করেন।

কেহ কেহ বলেন ‘দোহঃ’ অর্থ দোহা। তাহা হইলে এই প্রকার অর্থ হইবে :—

যিনি বাক্যের দোহা (অর্থাৎ যিনি বাক্যকে দোহন করিতে সমর্থ বা কৃতসম্মত), বাক্ নিজেরই তাহার অন্য আপনার দুগ্ধ দোহন করেন।

১।৩।১০। এস্থলে স্তোষ্যান্ (পরস্মৈপদ) এবং স্তোষ্যমাণঃ (আত্মনেপদ) উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে অপরে কিরূপ কল ভোগ করে, সেখানে পরস্মৈপদ; এবং যেখানে কর্তা স্বয়ং এই কল ভোগ করে, সেখানে আত্মনেপদ ব্যবহৃত হয়। কর্তা কিরূপ কলভোগী

হইবে, এইজন্য আত্মনেপদ দ্ব্যয্যমাণঃ ব্যবহৃত হইয়াছে ( শব্দর ও আনন্দগিরি ) ।

### প্রাণ-অপানাদি বিষয়ে মন্তব্য ( ১।৩।৩ ) .

প্রাণকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, (৪) উদান, (৫) সমান । কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে কোন স্থলে চারি, কোন স্থলে তিন এবং কোন স্থলে বা কেবল দুইটা প্রাণের উল্লেখ আছে ।

#### চারি প্রাণ :—

- (১) প্রাণ, অপান, ব্যান ও সমান ( অধ্বঃ বেদ ১০।২।১৩ )
- (২) প্রাণ, অপান, উদান ও ব্যান ( বৃহঃ উঃ ৩।৪।১ ইত্যাদি ) ।

#### তিন প্রাণ :—

- (১) প্রাণ, অপান, ব্যান ( অধ্বঃ বেদ ১৩।৪৬ ; বাজসনেয়ি সং ২২।২৩ ; মৈত্রাঃ সং ৪।৫।৩০ ; ঐতঃ ব্রাঃ ২।২০ ; কোঃ ব্রাঃ ৬।১০ ইত্যাদি ) ।

- (২) প্রাণ, উদান, ব্যান ( বাজঃ সং ১।২০, ৭।২৭ ; শঃ ব্রাঃ ৯।৪।১।১০ ইত্যাদি ) ।

- (৩) প্রাণ, উদান, সমান ( ঐতঃ ব্রাঃ ১।৭।২ ইত্যাদি ) ।

#### দুই প্রাণ :—

- (১) প্রাণ, অপান ( অধ্বঃ বেদ ২।২।১০ ; ৫।৪।৭ ; ৭।৫।৩।৩, ৪ ; ঐতঃ সং ৩।৪।১।৪ ইত্যাদি ) ।

(২) প্রাণ ও ব্যান ( অথঃ বেঃ ৫।৪।৭ ; ৬।৪।১২ ইত্যাদি )।

(৩) প্রাণ ও উদান ( বাজঃ সং ৬।২০ ; শঃ ব্রাঃ ৪।১।২।২ ; ২।২।৪ ৫ ইত্যাদি )।

### প্রাণাদির অর্থ :—

(ক) শরীর বলেন, মুখ ও নাসিকা দ্বারা যে বায়ুকে নিঃসরণ করা হয়, তাহার নাম প্রাণ ( উচ্ছ্বাস )। সার্বণ ও কল্পদত্তও এই অর্থ করেন।

(খ) অপানের অর্থ বিষয়ে শরীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করা হয়, তাহাই অপান ( ছাঃ উঃ ভাঃ ১।৩৩ )।

(২) যে বায়ুদ্বারা মূত্রপুত্রীষাদি অপনয়ন করা হয়, তাহাই অপান ( ছাঃ উঃ ভাঃ ৩।১৩।৩ ; বৃঃ উঃ ভাঃ ৩।২।২৬ ; প্রঃ উঃ ভাঃ ৩।৫ )।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে ( ৩।২।২ ) ‘অপান বায়ুদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়’। ইহা দ্বারা প্রথম অর্থ সমর্থিত হইতেছে। প্রাণ ও পরবর্তী অনেক উপনিষদে এবং বেদান্তসারে দ্বিতীয় অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

(গ) প্রাণ ও অপানের সন্ধিকে ব্যান বলা হয়। কোন ভার উত্তোলন করিতে হইলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সঙ্গিত থাকে। বায়ুর এই অবস্থাকে ব্যান বলে। অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ ও বেদান্তসারাদি গ্রন্থের মতে যে বায়ু শরীরব্যাপী, তাহাই ব্যান। প্রত্নোপনিষদে (৩.৬) লিখিত আছে যে, হৃদয়ে ১০১টী নাড়ী আছে এবং ইহার ৭২০০০ শাখানাড়ী আছে ; এই সমুদয়ে ব্যান বায়ু বিচরণ করে।

(ঘ) যে বায়ুদ্বারা পরিপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই সমান

বায়ু ( প্রঃ উঃ ৩।৫ ; মৈঃ উঃ ২।৬ ; বেদান্তসার ৩২ ) । প্রহ্নোপনিষদের এক স্থলে ( ৪।৪ ) লিখিত আছে যে, সমান বায়ু নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সমতা প্রাপ্ত করায় ।

( ৬ ) প্রহ্নোপনিষদের এক স্থলে ( ৩।৭ ) লিখিত আছে ( ৩।৭ ) উদান বায়ু জীবাাত্মাকে পরলোকে লইয়া যায় । অন্য এক স্থলে ( ৪।৪ ) আছে, এই বায়ু জন্মস্থিকালে মানবকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায় । বেদান্তসারের মতে এই বায়ু কর্তৃহানীর এবং উর্দ্ধগমনশীল ( ৩২ ) ।

---

## প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

### দেবগণের ওঙ্কারোপাসনা

১। ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীতোমিতি হ্যদুগায়তি

তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥

২। দেবা বৈ মৃত্যোর্বিত্যতজ্জয়ীং বিত্যাং প্রাবিশন্তে ছন্দো-  
ভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ন্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্বম্ ।

১। 'ওম্' ইতি এতৎ অক্ষরম্ উদগীথম্ উপাসীত ; 'ওম্' ইতি  
হি উদুগায়তি । তন্ত উপব্যাখ্যানম্ ( ১।১।১ অঃ ) ।

২। দেবাঃ ( দেবগণ ) বৈ মৃত্যাঃ ( মৃত্যু হইতে ) বিত্যাং  
( পাঃ ৭।১।৭৮, ভীত হইয়া ) অয়ীম্ বিদ্যাম্ ( অয়ীবিদ্যাকে, তিন  
বেদকে ) প্রাবিশন্ ( প্রবিষ্ট হইয়াছিল ) । তে ( তাহারা ) ছন্দোভিঃ  
( ছন্দদ্বারা, মন্ত্র দ্বারা ) অচ্ছাদয়ন্ ( আচ্ছাদিত করিয়াছিল ) । যৎ  
( যেহেতু ) এভিঃ ( এই সমুদয় মন্ত্রদ্বারা ) অচ্ছাদয়ন্, তৎ ( সেই অমৃত )  
ছন্দসাম্ ( ছন্দসমূহের ) ছন্দস্বম্ ( ছন্দঃনাম ) ।

১। 'ওম্' এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে । 'ওম্'  
উচ্চারণ করিয়াই উদুগান করা হয় । ইহার ব্যাখ্যা এই :— ।

২। দেবগণ মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া অয়ীবিদ্যাতে প্রবিষ্ট  
হইয়াছিলেন ( অর্থাৎ মৃত্যুভয় অতিক্রম করিবার জন্য দেবগণ  
বেদবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ) । তাহারা ছন্দ দ্বারা  
( —মন্ত্রদ্বারা ) আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন । তাহারা  
এই সমুদয় দ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন এই অমৃত  
মন্ত্রসমূহের নাম ছন্দঃ ।

৩। তানু তত্র যুত্যাৰ্থা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্য্য-  
পশ্যদৃচি স্যামি যজুষি। তে নু বিদিত্বাঞ্চাঃ সান্মো যজুযঃ  
স্বরমেব প্রাবিশন্।

৪। যদা বা ঋচমাপ্রোত্যোমিতোবাতিস্বরতোবং সান্মৈবং  
যজুরেষ উ সরো যদেতৎকরমেতদমৃতমভয়াং তৎ প্রবিশ্চ দেবা অমৃত-  
ভয়া অভবন্।

৩। তান্ (তাহাদিগকে) উ তত্র (সেই স্থলে) যুত্যাঃ—যথা  
(যেমন) মৎস্যম্ (মৎসকে) উদকে (জলে) পরিপশ্যেৎ (দর্শন করে)  
—এবম্ (এই প্রকার) পর্য্যপশ্যৎ (পরি + অপশ্যৎ = দর্শন করিল)।  
ঋচি (ঋচ্ মন্ত্রে) স্যামি (সামমন্ত্রে) যজুসি (যজুর্মন্ত্রে) তে (তাহারা)  
নু বিদিত্বা (জানিয়া) উচ্চাঃ (উচ্চগামী হইয়া, অভ্যর্থিত হইয়া)  
ঋচঃ (ঋক্ হইতে), সায়ঃ (সাম হইতে), যজুযঃ (যজুঃ হইতে)  
স্বরম্ এব (স্বরে, ‘ওম্’ এই অক্ষরে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিয়াছিল)।  
‘বিদিত্বা’ স্থলে পাঠান্তর “বিদ্বা”।

৪। যদা (যখন) বৈ ঋচম্ (ঋককে) আপ্রোতি (প্রাপ্ত হয়),  
‘ওম্’ ইতি এব (‘ওম্’ ইহাই) অতিস্বরতি (উচ্চঃস্বরে উচ্চারণ  
করে); এবম্ (এই প্রকার) সাম (সামকে); এবম্ যজুঃ  
(যজুকে)। এষঃ (এই) উ সরঃ (স্বর) যৎ এতৎ অক্ষরম্ (এই

৩। কিন্তু জলে যেমন মৎসকে দেখা যায়, তেমনি যুত্যাও ঋক,  
সাম ও যজুতে দেবগণকে দেখিতে পাইল। দেবগণ ইহা জানিতে  
পারিয়া ঋক, সাম ও যজুঃ হইতে উত্থানপূর্ব্বক স্বরে (—ওম্ এই  
অক্ষরে) প্রবেশ করিলেন (অর্থাৎ দেবগণ যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া  
ওকারের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন)।

৪। যখন ঋক পাঠ করা হয়, তখন উচ্চঃস্বরে ‘ওম্’ উচ্চারণ  
করা হয়। যখন সাম (এবং) যখন যজুঃ (পাঠ করা হয়, তখনও)

৫। স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরং স্বরম-  
মৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎপ্রবিশ্য যদমৃতো দেবাস্তদমৃতো ভবতি।

যে ‘ওম্’ অক্ষর); এতৎ ( ইহা ) অমৃতম্ ( অমৃত ) অভয়ম্ ( অভয় )।  
তৎ ( ২।১, তাহাতে ) প্রবিশ্য ( প্রবেশ করিয়া ) দেবাঃ ( দেবগণ )  
অমৃতঃ ( অমৃত ) অভয়াঃ ( অভয় ) অভবন্ ( হইয়াছিলেন )। •

৫। সঃ যঃ ( তিনি যিনি; কিংবা ‘যে কোন ব্যক্তি’ ) এতৎ  
( ইহাকে ) একম্ ( এই প্রকার ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) অক্ষরম্ ( অক্ষরকে )  
প্রণৌতি ( প্র+নু=স্তুতিকা; পাঃ ৮।৪।১৪ অহুসারে ‘ণ’; স্তুতি  
করে ), এতৎ এব অক্ষরম্ স্বরম্ ( ২।১, এই ওকাররূপ স্বরে ) অমৃতম্  
( ২।১, অমৃতে ) অভয়ম্ ( ২।১, অভয়ে ) প্রবিশতি ( প্রবেশ করে )।  
তৎ ( ২।১, তাহাতে ) প্রবিশ্য ( প্রবেশ করিয়া ) যৎ ( যেমন;  
কাহারও মতে যেহেতু ) অমৃতঃ ( ১।৩, অমৃত ) দেবাঃ ( দেবগণ ),  
তৎ ( তেমনি; ) অমৃতঃ ( অমৃত ) ভবতি ( হন )। “অঃ যঃ”—  
‘যে কোন ব্যক্তি’ এই অর্থে “সঃ যঃ” ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ  
বলেন “সঃ” ‘প্রবিশতি’ ক্রিয়ার কর্তা।

এই প্রকারে। এই যে ‘ওম্’ অক্ষর, ইহাই স্বর; এই অক্ষর অমৃত ও  
অভয়। দেবগণ ইহাতে প্রবেশ করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন  
অর্থাৎ ওকারের ধ্যান করিয়া অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন। )

৫। যিনি এই প্রকার জানিয়া ‘ওম্’ অক্ষরের স্তুতি করেন, তিনি  
‘ওম্’ অক্ষররূপ, অমৃত, অভয় স্বরে প্রবেশ করেন। দেবগণ ইহাতে  
প্রবেশ করিয়া যেমন অমৃত হইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও অমৃত হন।

যন্তুব্য.

১।৪।২। প্রাচীন মত উদ্ধৃত করিয়া নিরুক্তকার বলেন “ছন্দাংসি  
ছাদনাৎ” অর্থাৎ আবরণ করা হয় এই অর্থে ছন্দ ( ১।১২ )। উপাদি সূত্রে  
( ৪।২।১৮ ) ছন্দম্=চন্দ+অনু; ‘চন্দ’ ধাতুর অর্থ “আনন্দ দেওয়া”।



## প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

### উদগীথরূপে আদিত্য ও প্রাণের উপাসনা

১। অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদগীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্রেষ স্বরস্মেতি ।

২। এতম্ এবাহমভ্যাগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোহসীতি হ কোষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্বং পর্য্যাবর্তয়াদ্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ।

১। অথ (অনন্তর) খলু যঃ (যাহা) উদগীথঃ, সঃ (তাহা) প্রণবঃ ; যঃ প্রণবঃ, সঃ উদগীথঃ, ইতি । অসৌ (ঐ) বৈ আদিত্যঃ উদগীথঃ, এষঃ (এই আদিত্য) প্রণবঃ । ‘ওম্’ ইতি (‘ওম্’ এই অক্ষর) হি এষঃ স্বরন্ (উচ্চারণ করিয়া) এতি (‘ই’ ধাতু—গতি-শ্লুচক ; গমন করেন) ।

২। ‘এতম্ (ইহাকে) উ এব অহম্ (আমি) অভি+অগাসিষম্ (অভি+গৈ, লুঙ ; গান করিয়াছিলাম), তস্মাৎ (সেইজন) মম (আমার) ত্বম্ (তুমি) একঃ অসি (হও) ইতি হ কোষীতকিঃ

১। যাহা উদগীথ, তাহাই প্রণব ; আর যাহা প্রণব, তাহাই উদগীথ । এই আদিত্যই উদগীথ এবং ইনিই প্রণব—কারণ আদিত্য ‘ওম্’ উচ্চারণ পূর্বক গমন করেন ।

২। কোষীতকি ঋষি, পুত্রকে বলিয়াছিলেন “আমি আদিত্যকে ভক্তি করিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি আমার একপুত্র হইয়াছ । তুমি

৩। অথাধ্যাত্মং য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসীতো-  
মিতি হ্যেব শ্রবয়েতি ।

৪। এতমু এবাহমভ্যাগাসিষং তস্মাশ্মম ত্বমেকোহসীতি হ  
কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণাংস্তং ভূমানমভিগায়তাদ্ভবো বৈ মে  
ভবিষ্যতীতি ।

পুত্রম্ ( পুত্রকে ) । উবাচ । ( বলিয়াছিলেন ) । রশ্মীন্ ( রশ্মিসমূহকে )  
ত্বম্ পরি + আবর্তয়াৎ ( বৈদিক প্রয়োগ ; = পর্যাবর্তয় = পরি + অ +  
বৃৎ, পিচ, = চারিদিকে আবর্তন কর ; চিন্তা কর ) । বহবঃ ( বহুপুত্র )  
বৈ তে ( তোমার ) ভবিষ্যন্তি ( হইবে ) ইতি অধিদৈবতম্ ( দেবতা-  
বিষয়ক এই ব্যাখ্যা ) ।

৩। অথ ( অনন্তর ) অধ্যাত্মম্ ( দেহসংক্রান্ত উপাসনা ) :—  
যঃ এব অয়ম্ ( এই যে ) মুখ্যঃ ( মুখে জাত ; শ্রেষ্ঠ ) প্রাণঃ  
তম্ ( তাহাকে ) উদগীথম্ ( উদগীথরূপে ) উপাসীত ( উপাসনা  
করিবে ) ; ‘ওম্’ ইতি হি এয়ঃ শ্রবন্ এতি ( ১ম মঃ ত্রঃ ) ।

৪। ‘এতম্ উ এব ( ইহাকেও ) অহম্ অভ্যাগাসিষম্ ; তস্মাৎ  
মম ত্বম্ একঃ অসি ইতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রম্ উবাচ । প্রাণান্

রশ্মিসমূহের ধ্যান কর, তোমার বহুপুত্র হইবে ( কিংবা যদি তুমি  
ইচ্ছা কর যে “আমার বহুপুত্র হউক”—তাহা হইলে তুমি ইহার রশ্মি-  
সমূহের ধ্যান কর ) ।” ইহাই অধিদৈবত ব্যাখ্যা ।

৩। অনন্তর অধ্যাত্ম উপাসনার উপদেশ—এই যে মুখ্যপ্রাণ,  
ইহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে, কারণ ইহা ‘ওম্’ উচ্চারণ করিতে  
করিতে গমন করে ।

৪। কৌষীতকি ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন “আমি  
( একমাত্র ) এই প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি আমার

৫। অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইতি হোতৃষদনাত্বেবাপি দুৰুদগাতমশুসমাহরতীত্যশুসমাহরতীতি ।

( প্রাণসমূহকে ) তুম্ ভূমানম্ ( মহান্ বলিয়া, নানাগুণবিশিষ্ট বলিয়া ) অভিগামতাং ( —অভিগাম; 'হি' বিভক্তিহলে 'তাং' পা: ৭।১।৩৫— জান কর, উপাসনা কর ), বহবঃ বৈ মে ( আমার ) ভবিষ্যন্তি ইতি ( ২য় মঃ ভ্র: ) ।

৫। অথ খলু যঃ ( যাহা ) উদগীথঃ সঃ ( তাহা ) প্রণবঃ ; যঃ প্রণবঃ সঃ উদগীথঃ ইতি । হোতৃষদনাং ( হোতৃ + সদনাং হোতৃস্থান হইতে, হোতৃকৃতকর্ম হইতে ) হ এব অপি দুঃ + উৎগীতম্ ( দোষযুক্ত গানকে ) অশুসমাহরতি ( সংশোধন করে ) ইতি, অশুসমাহরতি ইতি ( বিরক্তি সমাপ্তিচক ) । 'হোতৃষদনাং' এর 'য' বৈদিক প্রয়োগ ; অচলিত প্রয়োগ "হোতৃসদনাং" পাঠান্তর 'উৎগীতম্' হলে 'উৎগীথম্' ।

একমাত্র পুত্র হইয়াছে । 'আমার বহু পুত্র হউক' ইহা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তুমি প্রাণসমূহকে বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া উপাসনা কর ।"

৫। যাহা উদগীথ, তাহাই প্রণব এবং যাহা প্রণব, তাহাই উদগীথ । ( যদি এই প্রকার জ্ঞান হয় ) তাহা হইলে হোতার কর্মে দোষ হইলেও তাহা সংশোধিত হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই সংশোধিত হইয়া যায় ।

## প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

আদিত্যমণ্ডল-বাসী হিরণ্য পুরুষ

১। ইয়মেব ঋক্ অগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্বাঢ়ং  
সাম তস্মাদৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম গীয়তে ইয়মেব সাহগ্নিরমস্তং সাম।

২। অস্তরিকমেব ঋক্ বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্বাঢ়ং  
সাম তস্মাদৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম গীয়তেহস্তরিকমেব সা বায়ুরমস্তং সাম।

১। ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) ঋক্; অগ্নিঃ সাম; তৎ এতৎ  
(+ সাম—সেই এই সাম) এতস্যাম্ ঋচি (এই ঋকে) অধ্বাঢ়ম্ (অধি+  
বহ+ক্ত=প্রতিষ্ঠিত) সাম। তস্মাৎ (সেই জন্তু) ঋচি (ঋতুমন্ত্রে)  
অধ্বাঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত রূপে) সাম গীয়তে (সাম গান করা হয়)।  
ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) সা ('সাম' শব্দের 'সা' অক্ষর; সাম=  
সা+অম), অগ্নিঃ অমঃ (সাম শব্দের 'অম' অংশ); তৎ (তাহা;  
'সা+অম' এই সংমিলন) সাম।

২। অস্তরিকম্ (অস্তঃ+ঈকম্; 'ঈ' স্থলে 'ই') এব ঋক্; বায়ুঃ  
সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি অধ্বাঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্বাঢ়ম্  
সাম গীয়তে। অস্তরিকম্ এব 'সা'; বায়ুঃ 'অমঃ'; তৎ সাম (১ম মন্ত্রঃ দ্রঃ)।

১। এই পৃথিবীই ঋক্, অগ্নিই সাম। সেই সাম (অর্থাৎ  
অগ্নি) ঋকে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) অধিষ্ঠিত। এইজন্তু গীত হইয়া  
থাকে যে সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এই পৃথিবীই 'সা' (অর্থাৎ সাম  
শব্দের 'সা' অক্ষর); অগ্নিই 'অম' (অর্থাৎ সাম শব্দের 'অম' অংশ)।  
এইরূপে ('সা' এবং 'অম'—এই দুইয়ের সন্ধিতে) সাম হইয়াছে।

২। অস্তরিকই ঋক্, বায়ুই সাম। সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত।  
এইজন্তু গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। অস্তরিকই  
'সা' এবং বায়ুই 'অম'। এইরূপে সাম হইল।

৩। দ্যৌরেব ঋগাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম গীয়তে দ্যৌরেব সাদিত্যোহমস্তং সাম ।

৪। নক্ষত্রাণ্যেব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমস্তং সাম ।

৫। অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্রং ভাঃ সৈব ঋগথ বদ্বীলং পরঃ কৃষ্ণং তং সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্বাঢ়ং সাম গীয়তে ।

৩। দ্যৌঃ এব ( ছালোকই ) ঋক্, আদিত্যঃ সাম ; তং এতং এতস্যামৃ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে । দ্যৌঃ এব 'সা', আদিত্যঃ 'অমঃ' ; তং সাম ( ১ম মন্ত্রঃ ত্রঃ ) ।

৪। নক্ষত্রাণি এব ( নক্ষত্রসমূহই ) ঋক্ ; চন্দ্রমাঃ সাম ; তং এতং এতস্যামৃ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম ; তস্মাৎ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে । নক্ষত্রাণি এব 'সা' ; চন্দ্রমাঃ 'অমঃ' ; তং সাম ( ১ম মন্ত্রঃ ত্রঃ ) ।

৫। অথ যৎ এতং ( এই যে ) আদিত্যস্য ( সূর্য্যের ) শুক্রম্ ( শুক্রবর্ণ ) ভাঃ ( আভা ) সা এব ( তাহাই ) ঋক্ ; অথ যৎ নীলম্ ( আর যে নীল ) পরঃ সা ( 'পরস্' শব্দ ; অতিশয় ) কৃষ্ণম্ ( কৃষ্ণবর্ণ )

৩। ছালোকই ঋক্, আদিত্যই সাম । সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । এইজন্ত গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । দ্যৌই 'সা' এবং আদিত্যই 'অম' এইরূপে সাম হইয়াছে ।

৪। নক্ষত্রসমূহই ঋক্, চন্দ্রমা সাম । সেই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । এইজন্ত গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । দ্যৌই 'সা' আদিত্যই 'অম' । এইরূপে সাম হইয়াছে ।

৫। তাহার পর আদিত্যের এই যে শুক্র আভা ইহাই ঋক্ ; আর বাহা নীল—গভীর কৃষ্ণআভা, তাহাই সাম । এই সাম

৬। অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুরুঃ তাঃ সৈব সাধ যন্নৌলং  
পরঃ কৃষ্ণঃ তদমন্তুঃ সামাধ য এবোহস্তরাদিত্যে হিরণ্যয়ঃ পুরুষো  
দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আশ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ ।

৭। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিপী তস্যোদিত্তি  
নাম স এষ সর্বৈভ্যঃ পাপুভ্য উদিত উদেতি ই বৈ সর্বৈভ্যঃ  
পাপুভ্যো য এবং বেদ ।

তৎ সাম । তৎ এতৎ এতশ্চাম্ ঋচি অধ্যুত্ম সাম ; তন্মাৎ ঋচি অধ্যুত্ম  
সাম গায়ত্রে ( ১ম মঃ ত্রঃ ) ।

৬। অথ যৎ এব এতৎ আদিত্যস্য শুরুঃ তাঃ সা এব ( তাহাই )  
'সা' ( 'সাম' শব্দের 'সা' ) ; অথ যৎ নীলম্ পরঃ কৃষ্ণম্ ( ৫ম মঃ ত্রঃ ),  
তৎ ( তাহা ) অমঃ ( সাম শব্দের 'অম' অংশ ) ; তৎ সাম । অথ  
যঃ এষঃ ( এই যে ), অস্তঃ + আদিত্যো ( আদিত্যের অভ্যন্তরে ) হিরণ্যয়ঃ  
( সুবর্ণময় ) পুরুষঃ দৃশ্যতে ( দৃষ্ট হন ) হিরণ্যশ্মশ্রুঃ ( সুবর্ণের স্মার  
শ্মশ্রু যাহার তিনি ) হিরণ্যকেশঃ ( সুবর্ণের স্মার কেশ যাহার তিনি )  
আশ্রণখাৎ ( নখাগ্র হইতে ) সর্বঃ এব সুবর্ণঃ ।

৭। তস্য ( তাহার ) যথা ( যেমন ) কপ্যাসম্ ( কপি + আসম্  
= বানরপুচ্ছের নিম্নভাগ, কপিপৃষ্ঠের অধোভাগের স্মার আরক্তিম )  
ঋকে অধিষ্ঠিত । এইজন্তই গীত হইয়া থাকে যে, 'সাম ঋকে  
অধিষ্ঠিত ।'

৬। তাহার পর আদিত্যের এই যে শুরু আভা, ইহাই ( সাম  
শব্দের ) 'সা' ; আর যাহা নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই ( সাম  
শব্দের ) 'অম' ; এইরূপে সাম হইল । আর আদিত্যের অভ্যন্তরে  
এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, যিনি হিরণ্যময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ,  
যাহার নখাগ্র হইতে সমুদয় অঙ্গই সুবর্ণময়—।

৭। পুণ্ডরীক যেমন কপি-পৃষ্ঠের অধোভাগের স্মার আরক্তিম,

৮। তস্য ঋক্ চ সাম চ গেযো তস্মাদুদগীথস্তস্মাদ্ভেবো-  
দগাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুখ্যং পরাঞ্চ। লোকান্তেষাং  
চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্।

পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম), এবম্ (এই প্রকার) অক্ষিপী (চক্ষুঃ), তস্য  
'উৎ' ইতি ('উৎ' এই) নাম। সঃ এষঃ (সেই ইনি) সর্কেভাঃ  
'পাপ্যভাঃ' (সমুদয় পাপ হইতে) উদ্ভিতঃ (উৎখিত)। উদ্ভেতি (উৎ +  
ই; উৎখিত হয়, উত্তীর্ণ হয়) ই বৈ সর্কেভাঃ পাপ্যভাঃ যঃ (যিনি) এবম্  
(এই প্রকার) বেদ (জানেন)।

৮। তস্য (তাহার) ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম) গেযো (গায়ক-  
ধর); তস্মাৎ (সেইজন) উদগীথঃ। তস্মাৎ তু এব উদগাতা ('উদ-  
গাতা'-নামক গায়ক) এতস্য (ইহার) হি গাতা (গায়ক)। সঃ এষঃ  
(সেই ইনি) যে চ (যে সমুদয়) অমুখ্যং (ঐ আদিত্যলোক  
হইতে) পরাঞ্চঃ (উর্দ্ধতন) লোকাঃ (লোকসমূহ) তেষাম্ (সেই  
লোকসমূহকে; ঈশ্ ধাতুর যোগে কর্মকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি; পাঃ  
২।৩।৫২) চ ঈষ্টে (ঈশ্ + তে = শাসন করেন) দেবকামানাম্ চ (দেবগণের  
কামনার বিষয়েরও) ইতি অধিদৈবতম্ (ইহাই দেব-বিষয়ক)।

তাহার চক্ষু দুইটীও তেমনি। তাহার নাম 'উৎ', কারণ তিনি  
সমুদয় পাপ হইতে উৎখিত হইয়াছেন। যিনি এই প্রকার জানেন,  
তিনিও সমুদয় পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন।

৮। ঋক্ ও সাম সেই দেবতার গায়ক (বা দুই স্তুতি বা  
পর্যায়); এইজন্যই তিনি উদগীথ এবং এইজন্যই ইহার গায়কের  
নাম উদগাতা। ঐ আদিত্যের উর্দ্ধতন যে সমুদয় লোক আছে,  
তিনি সেই সমুদয় লোকের ঈশ্বর এবং দেবগণের কাম্যবস্তুরও ঈশ্বর।

### মন্তব্য

১।৬।৪। ভারতীয় জ্যোতির্শাস্ত্রের মতে যেখানে ১২টি রাশিতে ২৭টি  
(কাহারও কাহারও মতে ২৮টি) নক্ষত্র। চন্দ্র এই নক্ষত্রপথে গমন



করে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন, এই ‘নক্ষত্র’ অর্থই, এখানে “নক্ষত্রাণি” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই উপনিষদের সময়ে এই অর্থে নক্ষত্র শব্দ ব্যবহৃত হইত কি না, সন্দেহ।

১।৬।৫। এক দৃষ্টিতে সূর্যকে নিরীক্ষণ করিলে সূর্যের কৃষ্ণবর্ণ আভা লক্ষ্য করা যায় ( শব্দর )।

১।৬।৬। কপি+আস=কপ্যাস ; আস=আস্ (উপবেশনার্থক)+ যঞ্—যে অংশ দ্বারা উপবেশন করে—পৃষ্ঠের নিম্নভাগ। কপ্যাস কপিপৃষ্ঠের নিম্নভাগ। কপ্যাস-তুল্য পুণ্ডরীক যেমন অত্যন্ত তেজস্বী, দেবতার চন্দ্রও তেমনি অত্যন্ত তেজস্বী ( শব্দর )। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকার পুণ্ডরীকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—যথা রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম।

১।৬।৭। ঋষি বলিতেছেন, অগ্নি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ; অন্তরিক্ষ বায়ুতে, চন্দ্রমা নক্ষত্রে, সূর্যের কৃষ্ণ জ্যোতি ইহার তুল্য জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ অশ্রু কোন বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া পাপের অতীত হইয়া বর্তমান রহিয়াছেন। সংক্ষেপে এই জ্ঞান প্রকাশ করিবার জন্য ঋষি ইহার নাম দিয়াছেন ‘উৎ’। ‘উৎ’ শব্দ প্রেষ্ঠত্ব-প্রকাশক ; বর্তমান যুগে আমরা ‘অক্ষ’ বলিতে যাহা বুঝি, এই স্থলে রূপকচ্ছলে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

১।৬।৮। ‘চ ইষ্টে’—এই স্থলে ‘চ’ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি যে কেবল শাপনকর্তা, তাহা নহে, তিনি ধারণকর্তাও ( শব্দর )।

গেফো—পর্ষদ, Joints ( শব্দর ও যোক্ষমূলার )। রত্নরামানুজের মতে “গানধর”। গেফো এবং উদ্গীও উক্ত শব্দই গৈ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

## প্রথমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

### চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্যপুরুষের একতা

১। অথাধ্যাত্মং বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্য-  
ধ্যাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে বাগেব সা প্রাণোহমস্তৎ  
সাম।

২। চক্ষুরেব ঋগাত্মা সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম  
তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে চক্ষুরেব সাত্মাহমস্তৎ সাম।

১। অথ অধ্যাত্মম্ ( দেহ-বিষয়ক ) :—

বাক্ এব ( বাক্যই ) ঋক্, প্রাণঃ সাম ; তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি,  
( এই ঋকে ) অধ্যাঢ়ম্ ( অধিষ্ঠিত ) সাম। তস্মাৎ ( সেইজন্য ) ঋচি  
( ঋকে ) অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে। বাক্ এব 'সা' প্রাণঃ 'অমঃ' ; তৎ সাম  
( ১।৬।১ জট্টব্যা )।

২। চক্ষুঃ এব ঋক্, আত্মা সাম। তৎ এতৎ এতস্যাম্ ঋচি  
অধ্যাঢ়ম্ সাম। তস্মাৎ ঋচি অধ্যাঢ়ম্ সাম গীয়তে। চক্ষুঃ এব 'সা',  
আত্মা 'অমঃ' ; তৎ সাম ( ১।৬।১ জট্টব্যা )।

১। অনন্তর অধ্যাত্ম ( অর্থাৎ দেহ-বিষয়ক ) ব্যাখ্যা :—

বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত ; এইজন্য  
গীত হইয়া থাকে যে 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত'। বাক্যই 'সা' এবং  
প্রাণই 'অমঃ' ; এইরূপে 'সাম' হইল।

২। চক্ষুই ঋক্, আত্মাই ( অর্থাৎ চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহই )  
সাম। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। এইজন্য গীত হয় সাম ঋকে  
অধিষ্ঠিত। চক্ষুই 'সা' এবং আত্মাই 'অমঃ' ; এইরূপে সাম হইল।

৩। শ্রোত্রমেবত্‌ম্ননঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম  
তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে শ্রোত্রমেব সা মনোহ্মস্তুৎ সাম ।

৪। অথ যদেতদন্ধঃ শুক্লং ভাঃ সৈবগর্গথ যম্মীলং পরঃ কৃষ্ণং  
তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যাঢ়ং সাম গীয়তে  
অথ যদেবৈতদন্ধঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাহথ যম্মীলং পরঃ কৃষ্ণং  
তদমস্তুৎ সাম ।

৩। শ্রোত্রম্‌ এব (কর্ণই) ঋক্‌, মনঃ সাম ; তৎ এতৎ এতস্যাম্‌ ঋচি  
অধ্যাঢ়ম্‌ সাম । তস্মাৎ ঋচি অধ্যাঢ়ম্‌ সাম গীয়তে । শ্রোত্রম্‌ এব  
'সা,' মনঃ 'অমঃ' ; তৎ সাম ( ১।৬।১ জট্টব্য ) ।

৪। অথ যৎ এতৎ ( এই যে ) অন্ধঃ ( চক্ষুর ) শুক্লম্‌ ( শুক্ল )  
ভাঃ ( আভা ), সা এব ঋক্‌ । অথ যৎ নীলম্‌—পরঃ কৃষ্ণম্‌, তৎ  
সাম । তৎ এতৎ এতস্যাম্‌ ঋচি অধ্যাঢ়ম্‌ সাম । তস্মাৎ ঋচি  
অধ্যাঢ়ম্‌ সাম গীয়তে । অথ যৎ এব এতৎ অন্ধঃ শুক্লম্‌ ভাঃ, সা এব  
'সা', অথ যৎ নীলম্‌—পরঃ কৃষ্ণম্‌, তৎ 'অমঃ' । তৎ সাম । ১।৬।১  
টি জট্টব্য ।

৩। শ্রোত্রই ঋক্‌, মনই সাম । এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । এই  
অন্ত্রই গীত হইয়া থাকে যে, সাম ঋকে অধিষ্ঠিত । শ্রোত্রই 'সা',  
মনই 'অম' । এইরূপে সাম হইল ।

৪। তাহার পর চক্ষুর যে শুক্ল আভা, তাহাই ঋক্‌ ; আর  
( ইহার ) যে নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা, তাহাই সাম । এই সাম  
ঋকে অধিষ্ঠিত । এইঅন্ত্র গীত হয় যে, 'সাম ঋকে অধিষ্ঠিত' । এই  
যে চক্ষুর শুক্ল আভা হইয়াই 'সা', আর যে নীল—গভীর কৃষ্ণ আভা,  
হইয়াই 'অম' । এইরূপে সাম হইল ।

৫। অথ য এষোহস্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্বজ্রস্তদ্বজ্রা তস্মৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষো তৌ গেষো যন্নাম তন্নাম ।

৬। স এষ যে চৈতশ্বাদর্বাঞ্চো লোকাশ্চেষাং চেষ্টে মনুষ্য-  
'কামানাং চেতি তদ্ব ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি  
তশ্চাত্তে ধনসনয়ঃ ।

৫। অথ যঃ এষঃ ( এই যে ) অস্তঃ+অক্ষিণি ( চক্ষুর  
অভ্যন্তরে ) পুরুষঃ দৃশ্যতে ( দৃষ্ট হন ), সা এষ ঋক্, তৎ ( তাহা )  
সাম, তৎ উক্থম্ ( সামের অংশবিশেষ ), তৎ বজ্রঃ, তৎ বজ্র ( যজ্ঞ,  
বেদ ) । তস্য এতশ্চ ( সেই এই পুরুষের ) তৎ এষ ( তাহাই )  
রূপম্, যৎ ( যাহা ) অমুষ্য ( তাহার, মনুষ্য পুরুষের ) রূপম্ । যৌ  
( যে দুইজন ) অমুষ্য ( তাহার, মনুষ্য পুরুষের ) গেষো ( গায়কদ্বয়  
বা পর্কদ্বয় ), তৌ ( তাহারা দুইজন ) গেষো ( ইহারও গায়কদ্বয়  
বা পর্কদ্বয় ) । যৎ ( যাহা ) নাম ( 'তাহার' নাম অর্থাৎ 'উৎ' ),  
তৎ ( তাহা ) নাম ( 'ইহারও' নাম ) ।

৬। সঃ এষঃ ( সেই এই চাক্ষুষ পুরুষ )—যে চ ( যে সমুদয় )  
এতশ্চাৎ ( এই আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে ) অর্বাঞ্চঃ ( অধস্তন )  
লোকাঃ ( লোকসমূহ )—তেষাম্ চ ( তাহাদিগকেও ; ঈশ্, ধাতুর

৫। চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম,  
তিনিই উক্থ ( = সামের অংশবিশেষ ), তিনিই বজ্র ( = যজ্ঞ, বেদ ) ।  
আদিত্যপুরুষের যে রূপ, এই পুরুষের সেই রূপ । আদিত্যপুরুষের  
যাহা গেষ ( — গায়ক বা গান বা পর্কদ্বয় ), এই চাক্ষুষ পুরুষেরও  
তাহাই গেষ । আদিত্যপুরুষের যে নাম ( উৎ ), চাক্ষুষ পুরুষেরও  
সেই নাম ।

৬। আধ্যাত্মিক আত্মা হইতে অধস্তন যে সমুদয় লোক আছে,

৭। অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তুৰ্তৌ স গায়তি  
সোহমুনৈব স এষ তে চামুশ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংচাপ্নোতি  
দেবকামাস্তাংচ।

৮। অথানেনৈব যে চৈতশ্বাদর্বাঞ্চো লোকাস্তাংচাপ্নোতি  
মমুধ্যকামাংচ তস্মাদ্ হৈবংবিদ্বদগাতা ক্রয়াৎ।

৯। কং তে কামমাগায়ানীত্যেয হেব কামগানস্যেষ্টে য  
এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি।

যোগে কর্মকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি, পাঃ ২।৩।৫২) ঈষ্টে (ঈশ্+তে ;  
শাসন করেন) মমুধ্যকামানাম্ চ (মমুধ্যদিগের কামনাকেশ্ব ;  
কর্মকারকে ৬ষ্ঠী)। তৎ (সেই অস্ত) যে ইমে (এই সমুদয় যে  
লোক) বীণায়াম্ (বীণায়ত্রে) গায়ন্তি (গান করে), এতম্ (চান্দ্র  
পুরুষকে) তে (তাহারা) গায়ন্তি। তস্মাৎ (সেইঅস্ত) তে (তাহারা)  
ধনসনয়ঃ (ধনসনি ১।৩=ধনবান্ ; সনি=লাভ, সন্ ধাতু হইতে)।  
পাঠান্তরঃ—‘মমুধ্যকামানাম্ স্থলে ‘মমুধ্য-কামাণাম্’।

৭, ৮, ৯। অথ যঃ (যে) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্  
(জানিয়া) সাম (২।১) গায়তি (গান করে), উভৌ (উভয়কেই)  
সঃ গায়তি। সঃ অমুনা এব (আদিত্যদ্বারা) সঃ এষঃ (সেই এই  
গায়ক) যে চ (যে সমুদয়) অমুশ্মাৎ (আদিত্য অপেক্ষা) পরাঞ্চঃ  
(উর্দ্ধতন) লোকাঃ—তান্ চ (তাহাদিগকেও) আপ্নোতি (প্রাপ্ত

চান্দ্র পুরুষ সে সমুদয় লোকেবও ঈশ্বর এবং মমুধ্যদিগের কামনারও  
ঈশ্বর। সুতরাং তাহারা বীণা-সংযোগে গান করে, তাহারা ইহারই  
গান করে এবং এই অস্ত তাহারা ধনবান্ হইয়া থাকে।

৭, ৮, ৯। যে মানব ইহাকে এইরূপ জানিয়া সামগান করেন,  
(আদিত্যপুরুষ ও চান্দ্র পুরুষ এই) উভয়কেই (লক্ষ্য করিয়া)  
তাহার সামগান করা হয়। আদিত্যপুরুষ অপেক্ষা যে সমুদয় উর্দ্ধতন

হর ), দেবকামান্ চ ( তত্ত্ব দেবগণের কাম্যবস্ত্রসমূহকেও ) । অথ  
অনেন এব ( চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা ) যে চ ( যে সমুদয় ) ঐতন্মাৎ  
( চাক্ষুষ পুরুষ অপেক্ষা ) অর্কাক্ষঃ লোকাঃ ( অধস্তন লোক সমূহ  
তান্ চ ( সেই সমুদয় লোককেও ) আপ্রোতি যমুধ্যাকামান্ চ ( যমুধ্যা-  
গণের কাম্যবস্ত্রও ) । তন্মাৎ ( সেইজন্য ) উ হ এবংবিৎ ( এই  
প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ) উদ্গাতা ক্রমাৎ ( বলিবেন ) :—‘কম্ ( কি )  
তে ( তোমার জন্য ), কামম্ ( কাম্যবস্ত্রকে ) আগাম্যানি ( গান করিব ;  
আ+গৈ লোট্ ১।১ )’ ইতি । এবঃ হি ( ইনিই ) কামগানস্য ( কাম-  
গানকে, ঈন্ ধাতুর যোগে কর্ণে ৬ষ্ঠী পাঃ ২।৩।৫২ ) ঈটে ( শাসন  
করেন ), যঃ ( যিনি ) এবম্ ( এই প্রকার ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) সাম  
গায়তি, সাম গায়তি ।

লোক আছে, আদিত্যপুরুষ দ্বারা তিনি সেই সমুদয় লাভ করেন এবং  
দেবগণের কাম্য বস্ত্রসমূহও লাভ করিয়া থাকেন । আর চাক্ষুষ পুরুষ  
অপেক্ষা যে সমুদয় অধস্তন লোক আছে, চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা তিনি সেই  
সমুদয় লোক প্রাপ্ত হন এবং যমুধ্যদিগের কাম্য বস্ত্রও লাভ করেন ।  
সেইজন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা বলিবেন :—

‘তোমার কোন্ কাম্য বস্ত্র লাভের জন্য গান করিব ?’ যিনি এই  
প্রকার জানিয়া সামগান করেন, তিনি গান দ্বারা কাম্যবস্ত্র লাভ করিতে  
সমর্থ হন ।

### মন্তব্য

১।৭।২ । কোন লোকের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই চক্ষুর  
মধ্যে জটোর মূর্তি প্রতিবিম্বিত দেখা যায় । এই প্রতিবিম্বিত দেহকেই  
এখানে আত্মা বলা হইয়াছে । শঙ্করভাষ্যে, আত্মা—ছায়। আত্মা ।  
বৈদিক গ্রন্থে বহুস্থলে আত্মা—দেহ ( ঋগ্বেদ ১।১৬২।২০ ; ১০।১৬৩।৫, ৬ ;  
বৃহঃ উপঃ ১।২।৪ ইত্যাদি ) । এখানে ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই :—  
চক্ষুতে যেমন ছায়। আত্মা ( অর্থাৎ দেহ ) অবস্থিত, ঐকিঞ্চ তেমন  
সাম অবস্থিত ।



## প্রথমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

### আদিকারণের অন্বেষণ

১। অয়ো হোদগীথে কুশলা বভুবুঃ শিলকঃ শালাবত্য-  
চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদগীথে  
বৈ কুশলাঃ স্মো হস্তোদগীথে কথাম্ বদাম ইতি ।

২। তথেন্তি হ সমূপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ  
ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোব্রীচং শ্রোষ্যামীতি ।

১। অয়ঃ ( তিনজন ) হ উদগীথে ( উদগীথবিদ্যায় ) কুশলাঃ  
( কুশল ) বভুবুঃ ( ছিলেন ) :—শিলকঃ শালাবত্যঃ ( শলাবতের অপত্য  
শিলক ) চৈকিতায়নঃ ( চৈকিতায়নের অপত্য ) দাল্ভ্যঃ ( দল্ভ  
গোত্রের ), প্রবাহণঃ জৈবলিঃ ( জিবলের অপত্য প্রবাহণ ) ইতি ।  
তে ( তাঁহারা ) হ উচুঃ ( বলিয়াছিলেন ) “উদগীথে বৈ কুশলাঃ স্মঃ  
( হইয়াছি ) । হস্ত ( অর্থাৎ, সম্মতি ও জিজ্ঞাসাসূচক, ) উদগীথে  
কথাম্ বদামঃ ( বলি )” ইতি ।

২। ‘তথা’ ( তাহাই হউক ) ইতি হ সমূপবিবিশুঃ ( সম্+উপ-  
বিশ লিট্ ৩৩, একস্থলে উপবেশন করিলেন ) । সঃ হ প্রবাহণঃ জৈবলিঃ  
উবাচ ( বলিলেন )—“ভগবন্তৌ ( ভগবদ্বয় ) আগ্রে বদতাম্  
( বলুন ) ; ব্রাহ্মণয়োঃ ( দুইজন ব্রাহ্মণের ) বদতোঃ ( যে দুইজন

১। ( প্রাচীন কালে ) শালাবত্য শিলক, দাল্ভ্য চৈকিতায়ন,  
প্রবাহণ জৈবলি—এই তিনজন উদগীথবিদ্যায় কুশল ছিলেন । তাঁহারা  
বলিলেন :—“আমরা উদগীথবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছি ; আপনাদের  
যদি অশ্রুমতি হয়, তবে আমরা উদগীথ বিষয়ে আলোচনা করি ।”

২। “তাহাই হউক” এই বলিয়া তাঁহারা এক স্থানে উপবেশন



৩। স হ শিলকঃ শালাবত্যৈচকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ  
হস্তং বা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ ।

৪। কা সাম্নে। গতিরিত্তি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা  
গতিরিত্তি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্ত্যন্নমিত্তি  
হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্ত্যাপ ইতি হোবাচ ।

বলিতেছেন, তাঁহাদিগের ) বাচম্ ( বাক্যকে ) শ্রোষামি ( শ্রবণ করিব )”  
ইতি ।

৩। সঃ হ শিলকঃ শালাবতাঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ  
( বলিলেন ) :—“হস্ত ( যদি অনুমতি হয় ), বা ( তোমাকে ) পৃচ্ছানি  
( প্রশ্ন করি )” ইতি ।

‘পৃচ্ছ’ ইতি হ উবাচ ।

৪। কা ( কি ) সাম্নঃ ( সাম্নে ) গতিঃ ( গতি ) ? ইতি স্বরঃ  
( স্বর ) ইতি হ উবাচ স্বরস্য ( স্বরের ) কা গতিঃ ? ইতি ।

প্রাণঃ ইতি হ উবাচ ।

প্রাণস্য ( প্রাণের ) কা গতিঃ ? ইতি ।

অন্নম্ ( অন্ন ) ইতি হ উবাচ । অন্নস্ত ( অন্নের ) কা গতিঃ ? ইতি  
আপঃ ( জল ) ইতি হ উবাচ ।

করিলেন । প্রবাহণ কৈবলি বলিলেন—“মহাশয়গণই অগ্রে এবিষয়ে  
বলুন ; আমি ব্রাহ্মণদের বিচার শ্রবণ করিব ।”

৩। শালাবত্য শিলক দাল্ভ্য চৈকিতায়নকে বলিলেন—“যদি  
অনুমতি হয়, আমি তোমাকে প্রশ্ন করি ।”

দাল্ভ্য বলিলেন ‘প্রশ্ন কর’ ।

৪। শিলক বিজ্ঞাসা করিলেন—“সাম্নের গতি ( = প্রতিষ্ঠা ) কি ?”  
দাল্ভ্য বলিলেন—“স্বর” ।

৫। অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচামুষ্য  
লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং  
বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্থাবং হি সামেতি ।

৬। তং হ শিলকঃ শালাবত্যৈচকিতায়নং দাল্ভ্যমুবাচ-

৫। অপাম্ (অলের) কা গতিঃ ? ইতি । অসৌ লোকঃ (সেই  
লোক, স্বর্গলোক) ইতি হ উবাচ । অমুষ্য লোকস্য (সেই স্বর্গলোকের)  
কা গতিঃ ? ইতি ন (না) স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোককে) অতিনয়েৎ  
(অতিক্রম করিবে) ইতি হ উবাচ । স্বর্গম্ (+লোকম্; স্বর্গ-  
লোককে) বয়ম্ (আমরা) লোকম্ (স্বর্গম্+) সাম (সামকে)  
অভিসংস্থাপয়ামঃ (প্রতিষ্ঠিত করি); স্বর্গসংস্থাবম্ (স্বর্গরূপে স্থবনীয়)  
হি সাম ইতি ।

৬। তম্ হ শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ উবাচ—

শিলক—“অরের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“প্রাণ ।”

শিলক—“প্রাণের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“অন্ন ।”

শিলক—“অরের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“জল ।”

৫। শিলক—“অলের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“সেই লোক ( = স্বর্গলোক ) ।”

শিলক—“সেই লোকের গতি কি ?”

দাল্ভ্য—“স্বর্গলোককে অতিক্রম করিও না । আমরা  
সামকে স্বর্গলোক-প্রতিষ্ঠ বলিয়া জানি ; এই সাম  
স্বর্গরূপে স্থবনীয় ।”

প্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম যত্তেতর্হি ক্রয়ান্মূর্খা তে  
বিপতিষ্যতীতি মূর্খা তে বিপতেদিকি ।

৭। হস্তাহমেতন্তগবন্তো বেদানীতি বিদ্বীতি. হোবাচামুখ্য  
লোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচাস্য লোকস্য কা  
গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতি নয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং  
বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি ।

“অপ্রতিষ্ঠিতম্ ( প্রতিষ্ঠাবিহীন ) বৈ কিল তে ( তোমার ) দাল্ভ্য ( হে  
দাল্ভ্য ) সাম ; যঃ তু ( কেহ যদি ) এতর্হি ( ইদম্ + হি, পাঃ ৫।৩।  
১৬,৪ ; এই সময়ে ) ক্রয়াৎ ( বলে )—‘মূর্খা ( মস্তক ) তে ( তোমার )  
বিপতিষ্যতি ( পতিত হইবে )’ ইতি মূর্খা তে বিপতেৎ” ইতি  
( এই বিবৃতি নিশ্চয়মুক্ত ) ।

৭। হস্ত ( অব্যয়—অহুমতিপ্রার্থনাসূচক ) অহম্ ( আমি ) এতৎ  
( এই বিষয়কে ) ভগবতঃ ( ভগবানের অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে )  
বেদানি ( অবগত হই ) ইতি ।

বিদ্বি ( অবগত হও , ইতি হ উবাচ । অমুখ্য লোকস্ত ( সেই  
লোকের ) কাঃ গতিঃ ( গতি কি ) ? ইতি ।

অয়ম্ লোকঃ ( এই লোক ) ইতি হ উবাচ ।

৬। শালাবত্য শিলক চৈকিতারন দাল্ভ্যকে বলিলেন “হে  
দাল্ভ্য ! তোমার সাম প্রতিষ্ঠাবিহীন । এখন যদি কেহ বলে ‘(তোমার  
কথা যদি সত্য না হয়, তবে ) তোমার মস্তক নিপতিত হইবে,’ তাহা  
হইলে তোমার মস্তক নিশ্চয়ই নিপতিত হইবে ।”

৭। দাল্ভ্য বলিলেন :—

“যদি অহুমতি হয় আমি ভগবানের ( অর্থাৎ আপনার ) নিকটে ইহা  
অবগত হই ।”

৮। তং হ প্রবাহণো জৈবলিক্‌বাচাস্তবদৈ কিল তে শালা-  
বত্য সাম যন্তেতর্হি ক্রাস্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে  
বিপতেদিতি হস্তাহমেতদুগবন্তো বেদানীতি বিকীতি হোবাচ।

অস্ত্র লোকস্ত (এই লোকের) কা গতিঃ ? ইতি। ন (না) প্রতিষ্ঠাম্  
লোকম্ (প্রতিষ্ঠা লোককে অর্থাৎ পৃথিবীকে) অতিনয়েৎ (অতিক্রম  
করিবে) ইতি হ উবাচ।

প্রতিষ্ঠাম্ (+লোকম্—প্রতিষ্ঠা লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে, ২।১)  
বয়ম্ (আমরা) লোকম্ (প্রতিষ্ঠাম্+) সাম (সামকে) অভি-  
সংস্থাপয়ামঃ (সংস্থাপন করি)। প্রতিষ্ঠাসংস্তাবম্ (প্রতিষ্ঠারূপে স্তবনীয়)  
সাম ইতি।

৮। তম্ হ (তাঁহাকে) প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচঃ—অস্তবৎ  
(যাহার অস্ত্র আছে) বৈ কিল তে (তোমার) শালাবত্য (হে  
শালাবত্য) সাম। যঃ তু (যদি কেহ) এতর্হি (ইদম্+হির্ল, পাঃ

শালাবত্য বলিলেন—“অবগত হও”।

মালভ্য—“সেই লোকের (অর্থাৎ স্বর্গলোকের) প্রতিষ্ঠা কি ?”

শিলক—“এই পৃথিবীলোক।”

মালভ্য—“এই পৃথিবীলোকের প্রতিষ্ঠা কি ?”

শিলক—“(সামের প্রতিষ্ঠার জন্য) পৃথিবীলোককে অতিক্রম  
করিবে না। আমরা এই সামকে, প্রতিষ্ঠাভূত এই পৃথিবীলোকেই  
সংস্থাপন করি। প্রতিষ্ঠারূপেই এই সাম স্তবনীয়।”

৮। প্রবাহণ জৈবলি, শালাবত্যকে বলিলেন, “হে শালাবত্য !  
তোমার সাম অস্ত্রবৎ। এখন কেহ যদি বলে—‘(তোমার কথা সত্য না  
হইলে) তোমার যন্তক নিপতিত হইবে,’ তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার  
যন্তক নিপতিত হইবে।”

৫।৩।১৬,৪ : 'এখন ) ক্রমাৎ ( বলে ) 'যুচ্ছা ( যন্তক ) তে ( তোমার )  
 বিপত্তিব্যতি,' ( নিপত্তিত হইবে ) ইতি, যুচ্ছা তে ( তোমার ) বিপত্তেৎ  
 ( নিপত্তিত হইবে ) ইতি হ উবাচ ।

হস্ত ( অব্যয়—অসুখমতিপ্রার্থনাসূচক ) অহম্ এতৎ ( ইহাকে )  
 ভগবতঃ ( ভগবানেব অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে ) বেদানি ( অবগত  
 হই ) ইতি ।

' বিদ্ধি ( অবগত হও ) ইতি হ উবাচ ।

শালাযত্যা বলিলেন—“আমি ভগবানের ( = আপনার ) নিকট ইহা  
 অবগত হইতে চাই ।”

তিনি বলিলেন—“অবগত হও ।”

### মন্তব্য

১।৮।১ । 'শিলকঃ' স্থলে 'সিলকঃ' পাঠান্তর ।

St. Petersburg অভিধানের মতে চেকিভের অপত্য  
 চেকিতারিন ।

১।৮।২ । এই মন্ত্রে বুঝা যাইতেছে, প্রবাহন জৈবলি আশ্রয় ছিলেন  
 না । যেহেতু একস্থলে ( ৫।৩.৫ ) যুগান্তরে ইহাকে “রাজস্ব বন্ধু”  
 বলিয়াছেন ।

১।৮।৫ । 'বর্গ-সংস্কারম্' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে,  
 যেমন—যে বর্গকে স্তুতি করে, বাহাতে বর্গের স্তুতি হয়, বর্গে প্রতিষ্ঠিত  
 বলিয়া যে গুণনীয় ইত্যাদি ।

১।৮।৭ । “ভগবতঃ” এর পাঠান্তর “ভগবতঃ” ।

১।৮।৮ । “ভগবতঃ” ইহার পাঠান্তর “ভগবতঃ”, “ভগবতঃ” ।

## প্রথমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

### আকাশ বা অনন্ত

১। অস্ম্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ  
সর্বদাণি হ বা ইমানি ভূতান্‌আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশঃ •  
প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ।

২। স এষ পরোবরীয়াশুদগীথঃ স এষোহনন্তঃ পরো-  
বরীয়ে' হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাশ্চয়তি য এতদেবঃ  
বিদ্ধন্ পরোবরীয়াং সমুদগীথমুপাস্তে ।

১। অস্ম্য লোকস্য ( এই লোকের ) কা গতিঃ ? ইতি । 'আকাশঃ'  
ইতি উবাচ । সৰ্বদাণি ( সমুদয় ) হ বা ইমানি ভূতানি ( এই ভূত-  
সমূহ ) আকাশাৎ এব ( আকাশ হইতেই ) সমুৎপদ্যন্তে ( সমুৎপন্ন হয় ) ;  
আকাশঃ প্রতি ( আকাশে ) অস্তম্ যতি ( অস্ত যায়, বিলীন হয় ; "উ"  
ধাতু হইতে ) ; আকাশঃ হি এব এভ্যঃ ( এই সমুদয় অপেক্ষা ) জ্যায়ান্  
( শ্রেষ্ঠ ) ; আকাশঃ পরায়ণম্ ( পর + অয়নম্ = পরমা গতি ; অয়ন =  
গতিসূচক 'অয়্' বা 'ই' ধাতু + অনট্ = গ'ত ) ।

২। সঃ এষঃ ( সেই ইহা ) পরোবরীয়ান্ ( পরস্ + বর + ইয়ত্ব =

১। শালাবতা জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই লোকের অর্থাৎ এই  
পৃথিবীর কি গতি ?”

প্রবাহণ বলিলেন 'আকাশ' । ( কারণ ) এই সমুদয় ভূত আকাশ  
হইতেই সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয় । সুতরাং আকাশ  
এই সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ । আকাশই পরমগতি ।

২। এই আকাশই উদগীথ এবং শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহা অনন্ত ।

৩। তং হৈতমতিথয়া শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্তো<sup>১</sup>বাচ  
যাবন্ত এনং প্রজায়ামুদগীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদ-  
শ্মিন্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ।

পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কিংবা পর এবং বরীয়ান্ অর্থাৎ  
মহান্ ও শ্রেষ্ঠ ) উদগীথঃ । সঃ এষঃ অনন্তঃ । পরোবরীযঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ)  
হ অশ্রু ( ইহার ; অর্থাৎ ইহার জীবন ) ভবতি ( হয় ), পরোবরীযসঃ হ  
লোকান্ ( সর্বশ্রেষ্ঠ লোকসমূহকে ) জয়তি ( জয় করেন ), যঃ ( যিনি )  
এতং ক্লীং প্রত্যাগা<sup>২</sup> বৈদিক, এতন্ = ইহাকে ) এবম্ ( এই  
প্রকার ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) পরোবরীয়াংসম্ উদগীথম্ ( সর্বশ্রেষ্ঠ  
উদগীথকে ) উপাশ্তে ( উপাসনা করে ) ।

৩। তম্ হ এতম্ ( সেই এই উদগীথকে ) অতিথয়া শৌনকঃ  
( শুনকের পুত্র অতিথ্য নামক ঋষি ) উদরশাণ্ডিল্যায় ( উদরশাণ্ডিল্য  
নামক শিষ্যকে ) উক্তা ( শিক্ষা দিয়া ) উবাচ ( বলিয়াছিলেন )—  
“যাবৎ ( যে পর্যন্ত ) তে ( তোমার ) এনম্ ( ইহাকে ) প্রজায়াম্  
( সম্মানগণের মধ্যে ) উদগীথম্ ( এনম্ + ; = এই উদগীথকে ) বেদিষ্যন্তে  
( জানিবে ), পরোবরীযঃ ( সর্বশ্রেষ্ঠ ) হ এভ্যঃ ( এই সমুদয় সাধারণ  
লোক অপেক্ষা ) তাবৎ ( সে পর্যন্ত ) অশ্মিন্ লোকে ( এই পৃথিবীতে )  
জীবনম্ ( জীবন ) ভবিষ্যতি ( হইবে ) ।

যিনি এই প্রকার জানিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উদগীথকে উপাসনা করেন, তাঁহার  
জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন ।

৩। শুনকের পুত্র অতিথ্য উদরশাণ্ডিল্যকে উদগীথ-বিষয়ে  
উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন :—“যাবৎ তোমার বংশে এক উদগীথ-  
বিদ্যা জানিবে, তাবৎ এই পৃথিবীতে তাহাদিগের জীবন এই  
সমুদয় লোকের ( অর্থাৎ সাধারণ লোকের ) জীবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর  
হইবে ।



৪। তথামুশ্মিন্লোকে লোক ইতি স য এতমেবং বিদ্বানু-  
পাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিন্লোকে জীবনং ভবতি তথামুশ্মিন্  
লোকে। লোক ইতি লোকে লোক ইতি।

৪। তথা ( সেই প্রকার ) অমুশ্মিন্ লোকে ( সেই লোকে, পর-  
লোকে ) লোকঃ ( ইহার দুই অর্থ হইতে পারে (১) স্থান, বাসস্থান ;  
( ২ ) লোকী বা লোকবাসী ( পাঃ ৫১২।১২৭ ) ; উক্ত স্থলেই 'হস' ক্রিয়া  
উদ্য ইতি। সঃ যঃ ( মন্তব্য ) এতৎ এবম্ বিদ্বানু উপাস্তে, পরোবরীয়ঃ  
এব হ অস্ম্য অশ্মিন্ লোকে জীবনম্ ভবতি ; তথামুশ্মিন্ লোকে  
লোকঃ ইতি, লোকে লোকঃ ইতি + ( পুনর্কৃত সমাপ্তিসূচক ) ( ২৬,  
৩য় মঃ স্রষ্টব্য ) ।”

৪। ( যেমন ইহলোকে ) তেমনি পরলোকেও তাহার শ্রেষ্ঠ লোক  
লাভ হইবে। যিনি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, তাহার জীবন  
ইহলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং পরলোকেও তাহার শ্রেষ্ঠলোক হয়।”

### মন্তব্য

১।২।১। পাবিনির মতে প্রশস্ত + জৈয়ন্ত = জ্যায়ন্ত ( ৫।৩৬১ ;  
৬।৪।১৬০ ) ইহার পুংলিঙ্গে ১।১ জ্যায়ান্। বৃদ্ধ + জৈয়ন্ত হইতেও জ্যায়ন্ত  
হইতে পারে ( ৫।৩৬২ )। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন 'জ্যা' ধাতু  
হইতেই জ্যায়ন্ত নিপন্ন করা উচিত। 'জ্যা' ধাতু কিপ্ = জ্যা ; জ্যা  
শব্দ + জৈয়ন্ত = জ্যায়ন্ত ; এই প্রকারে জ্যা + ইচ্ = জ্যেচ্চ।

১।২।২। পাঠান্তর—‘এতৎ’ স্থলে ‘এতম্’।

‘পরোবরীয়ঃ হ অস্ম্য ভবতি’ এই অংশের অর্থ কেহ কেহ এত  
প্রকার করেন—পরোবরীয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ইহার হয়। কিন্তু  
দ্বিতীয় মন্ত্রে ‘জীবন’কে ই পরোবরীয় বলা হইয়াছে।

১।২।৩। বংশ ব্রাহ্মণেও অতিথিয়া এবং উদরশান্তিল্যের উল্লেখ আছে।

১।২।৪। পাঠান্তর (১) ‘এতৎ’ স্থলে ‘এতম্’

‘ইতি লোকে লোক ইতি’ স্থলে ‘ইতি লোক লোক ইতি’।

## প্রথমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

### ঔষন্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (১)

১। মটচীহতেষু কুরুষাটিক্যা সহ ভায়য়োষন্তির্হ চাক্রায়ণ ইত্যগ্রামে প্রজ্ঞাপক উবাস।

২। স হৈভ্যঃ কুল্মাষান্ খাদন্তুং বিভিক্ষে তং হোবাচ।  
নেতোহন্তো বিষ্ঠন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি।

১। মটচীহতেষু কুরুষু (শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট কুরুদেশে) আটিক্যা সহ ভায়য়া (ভ্রমণে সমর্থ জায়ার সহিত) ঔষন্তিঃ হ চাক্রায়ণঃ (চক্রতনয় ঔষন্তি) ইত্যগ্রামে (ইত্য নামক গ্রামে—ইত=ইতী; ইত্যা=ইতীর প্রভৃ. ইতিশালক. ধনী ব্যক্তি; ইত্যগ্রাম=এইপ্রকার ব্যক্তিদিগের গ্রাম।) প্রজ্ঞাপকঃ (প্র+জ্ঞা; জ্ঞা ধাতু কুৎসা অর্থে; কুৎসিত গতিপ্রাপ্ত, দুর্দিশাগ্রস্ত) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)।

২। সঃ হৈভ্যম্ (একজন ইতাকে) কুল্মাষান্ খাদন্তুম্ (কুৎসিত মাষকলায় খাইতেছে এমন লোককে) বিভিক্ষে (ভিক্ষা ধাতু; ভিক্ষা করিলেন)। তম্ হ (তাহাকে) উবাচ (‘সেই ইত্যা’ বলিল) ‘ন (না) ইতঃ (ইহা ব্যতীত; এই উচ্ছিষ্ট মাষকলায় ব্যতীত) অন্তে (অন্য মাষকলায়) বিষ্ঠন্তে (আছে), যৎ (বহুবচনান্ত অব্যয়—

১। কুরুদেশে শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে চক্রের পুত্র ঔষন্তি দেশভ্রমণে সমর্থ (অথবা অগ্রাগ্রযৌবন্য) জায়ার সহিত অত্যন্ত দুর্দিশা প্রাপ্ত হইয়া ইত্য-গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

২। একজন ইত্যা মাষকলায় খাইতেছে, ইত্যা দেখিয়া ঔষন্ত তাহার নিকট (মাষকলায়) ভিক্ষা করিলেন। ইত্যা বলিল—‘আমার ভোজন-

৩। এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানৈশ্চ প্রদদৌ হস্তা-  
নুপানমিত্যচ্ছিষ্টং নৈ মে পীতংস্যাদিতি হোবাচ ।

৪। ন শ্বিদেতেহপ্যচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবীবিষ্যমিমান-  
খাদন্নিতি হোবাচ কামো য উদপানমিতি ।

আনন্দগিরি ) চ বে ( যে সমুদয় ) যে ( আমার ) ইমে ( এই সমুদয় )  
উপনিহিতাঃ ( পাতে প্রক্ষিপ্ত ) ইতি ।

৩। এতেষাম্ ( এই সমুদয়ের ) [ কিমদংশ ] মে ( আমাকে )  
দেহি ( দাও ) ইতি হ উবাচ ( বলিলেন ) । তান্ ( সেই সমুদয়কে )  
অনৈশ্চ ( ইহাকে ) প্রদদৌ ( প্রদান করিল ) । হস্ত ( অব্যয়, অকুর্মাতি-  
প্রার্থনার ) অনুপানম্ ( খাচ্চা গ্রহণের পর যাহা পান করা হয়, তাহাই  
অনুপান ; কিংবা নিকটে যে পানীয়, তাহাই অনুপান ) ৭ ইতি ।  
উচ্ছিষ্টম্ বৈ মে ( আমার ) পীতম্ স্যাৎ ( পান করা হইবে ) ইতি হ  
উবাচ ।

৪। ন ( না ) শ্বিৎ ( কি ? ) এতে ( এই সমুদয় ) অপি উচ্ছিষ্টাঃ  
( উচ্ছিষ্ট ১.৩ ; ) ৭ ইতি ।

ন বৈ অজীবীবিষ্যম্ ( বাঁচিতাম ) ইমান্ ( এই সমুদয়কে ) অখাদন্  
( না পাইলে ) ইতি হ উবাচ ( 'উষন্তি' বলিলেন ) । 'কামঃ ( ইচ্ছা-  
ধীন বস্তু, বা সুখভোগ্য বস্তু ) মে ( আমার ) উদকপানম্ ইতি ।

পাঠে যে ( উচ্ছিষ্ট মাষকলায় ) প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছু  
নাই ।"

৩। উষন্তি বলিলেন—“এই সমুদয়ের [ কিমদংশ ] আমাকে প্রদান  
কর । ইত্য তাতাকে সেই সমুদয় প্রদান করিল । ( তাহার পর বিজ্ঞাসা  
করিল ) “এই পানীয় [ কি দিব ] ?” উষন্তি বলিলেন—“তাহা হইলে  
আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে ।” •

৪। ইত্য বলিল—“এই সমুদয় মাষকলায় কি উচ্ছিষ্ট নহে ?” উষন্তি

৫। স হ খাদিত্বাতিশেষাশ্চায়ান্না আজহার সাগ্রে এব স্তুভিক্কা  
বভুব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ ।

৬। স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্বতানস্য লভেমহি  
লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বেষাং হিৈজ্জব্ণী-  
তেতি ।

৫। সঃ হ খাদিত্বা ( খাইয়া ) অতিশেষান্ ( অবশিষ্ট মাষকলায়-  
গুলিকে ) আয়াটয় ( আয়ার জন্ত ) আজহার ( আ + হ লিট্—আনয়ন  
করিলেন ) । সা ( সে, আয়া ) অগ্রে এব ( পূর্বেই ) স্তুভিক্কা ( উত্তম  
ভিক্ষাপ্রাপ্ত ) বভুব ( হইয়াছিল ) ; তান্ ( সেই মাষকলায়সমূহকে )  
প্রতিগৃহ্য ( প্রতিগ্রহণ করিয়া ) নিদধৌ ( নি + ধা লিট্—রাখিয়া দিয়া  
ছিল ) ।

৬। সঃ হ প্রাতঃ ( প্রাতঃকালে ) সঞ্জিহানঃ ( শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ  
করিয়া ) উবাচ ( বলিলেন )—“যৎ ( যদি ) বত ( হার ! ) অরন্ধ্য  
( অঙ্গের কিয়ৎ পরিমাণ ) লভেমহি ( পাইতাম ), লভেমহি ধনমাত্রাম্  
( কিঞ্চিৎ ধনকে ) । রাজা অসৌ ( ঐ রাজা ) যক্ষ্যতে ( যজ্ধাতু ;  
যজ্ঞ করিবেন ), সঃ মা ( আমাকে ) সর্কেঃ আদ্বৈজ্যঃ ( ঋত্বিকগণের

বলিলেন—“তাহা না খাইলে আমি বাচিতাম না, [কিন্তু] অলপান আমার  
ইচ্ছাধীন” ।

৫। উবন্তি মাষকলায় ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ জীর জন্ত লইয়া  
আসিলেন । কিন্তু জী পূর্বেই উত্তম ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । স্তুতরাং  
সেই মাষকলায় আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া রাখিয়াদিলেন ।

৬। পরদিবস প্রাতঃকালে উবন্তি নিদ্রাত্যাগ করিয়া জীকে  
বলিলেন—“হার ! যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পাইতাম, [ তাহা হইলে তাহা  
আহার করিয়া, রাজসমীপে গমন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ]

৭। তং জায়োবাচ হস্ত পত ইম এব কুল্যাবা ইতি তান্  
খাদিহ্মমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়।

৮। তত্রোদগাতুনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ স হ  
প্রস্তোতারমুবাচ।

সমুদয় কৰ্ম সম্পাদন কৰিবাক্ষৰ ; আত্মিক্য ঋত্বিকের কৰ্ম ) বৃত্ত  
( ক্রাদিগণীঃ বৃ ধাতু + ঙ্গত = বরণ করিতে পারিতেন ) ইতি।

৭। তম্ ( তাহাকে ) জয়া উবাচ ( বলিল ) “হস্ত ( ব্যস্ততা-  
সূচক অব্যয় ) পতে! ( হে পতি ) ইমে ( এই ) এব কুল্যাবাঃ  
( মাবকলায় ) ইতি। তান্ ( সেই সমুদয়কে ) খাদিহ্মা ( খাইয়া )  
অমুম্ যজ্ঞম্ ( ২।১, ঐ যজ্ঞ ) বিততম্ ( বি + তন্, বিস্তার করা অর্থে ;  
বিস্তারিত, আরক। বিততম্ যজ্ঞম্ = আরক যজ্ঞ ) এয়ায় ( আ +  
ই ধাতু ; গমন করিয়াছিলেন )।

৮। তত্র ( সেই স্থলে ) উদগাতুন্ ( ২।৩, উদগাতাদিগের নিকট  
‘উপস্থিত হইয়া’ ) আস্তাবে ( আ + স্ত ; স্তুতিভূমিতে, যজ্ঞ ভূমিতে )  
স্তোষ্যমাণান্ উপ ( স্তুতিকারীদিগের নিকটে ; কিংবা “স্তোষ্যমাণান্  
শব্দ উদগাতুন্ শব্দের বিশেষণ ; উপ = সমীপে ) উপবিবেশ ( উপবেশন  
করিলেন )। সঃ হ ( তিনি ) প্রস্তোতারম্ ( প্রস্তোত শব্দ = ২।১ =

কিছু অর্থলাভ হইত। ঐ রাজা যজ্ঞ করিবেন ; ঋত্বিকৃগণের সমুদয়  
কার্য সম্পাদনের জন্ত তিনি আমাকে বরণ করিতে পারিতেন ”

৭। জয়া তাঁহাকে বলিলেন—“হে পতে! এই সেই কুল্যাব  
রহিয়াছে।”

তিনি তাহা স্বাক্ষর করিয়া সেই প্রারক যজ্ঞে গমন করিলেন।

৮। তিনি যজ্ঞস্থল গমন করিয়া স্তোত্রপাঠকারী উদগাতৃগণের  
সমীপে উপবেশন করিলেন। তৎপর প্রস্তোতাকে বলিলেন—

৯। প্রস্তোতর্য্য দেবতা প্রস্তাবমদ্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্  
প্রস্তোষ্যসি মুৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ।

১০। উদগাতারমুবাচোদগাতর্য্য দেবতোদগীথমদ্বায়ত্তা  
তাং চেদবিদ্বান্ উদগাস্যসি মুৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ।

১১। এবমেব প্রতিহর্তারমুবাচ প্রতিহর্তার্য্য দেবতা প্রতি-

প্রস্তোতাকে । সামবেদের অংশবিশেষের নাম 'প্রস্তাব' । যিনি এই  
অংশ গান করেন, তাঁহার নাম প্রস্তোতা ) উবাচ ( বলিলেন ) ।

৯। "প্রস্তোতঃ ( হে প্রস্তাব-পাঠক ) যা দেবতা ( যে দেবতা )  
প্রস্তাবম্ অদ্বায়ত্তা ( প্রস্তাবের অনুগত ; অদ্বায়ত্তা = অহু + আয়ত্তা, যৎ  
ধাতু হইতে ; 'অহু' যুগ্মে 'প্রস্তাবম্' বিতীর্ণ ) তাম্ ( তাহাকে ) চেৎ  
( যদি ) অবিদ্বান্ ( না জানিয়া ) প্রস্তোষ্যসি ( প্রস্তাব পাঠ কর ) মুৰ্দ্ধা  
( মস্তক ) তে ( তোমার ) বিপতিষ্যতি ( নিপতিত হইবে )" ইতি ।

১০। এবম্ এব ( এই প্রকারেই ) উদগাতারম্ ( উদগাতাকে )  
উবাচ :— "উদগাতঃ ( হে উদগাতঃ ) যা দেবতা উদগীথম্ অদ্বায়ত্তা  
( উদগীথের অনুগত 'হন' ), তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ উদগাস্যসি ( উদগান  
করিবে ) মুৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি ( ৯ম মঃ টীকা ) ।

১১। এবম্ এব প্রতিহর্তারম্ ( প্রতিহর্তাকে ; যিনি 'প্রতিহার'

৯। "হে প্রস্তোতঃ ! যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন, তাঁহাকে  
না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে ।"

১০। এই প্রকারে উদগাতাকে বলিলেন—

"হে উদগাতঃ ! যে দেবতা উদগীথের অনুগমন করেন, সেই  
দেবতাকে না জানিয়া যদি উদগান কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক  
নিপতিত হইবে ।"

১১। এইরূপে প্রতিহর্তাকেও বলিলেন—

হারমহায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিস্যসি মুক্কা তে বিপতিষ্য-  
তীতি তে হ সমারতাস্তু ক্ষীয়াসাক্রিরে ।

নামক অংশ পাঠ করেন, তাহার নাম প্রতিহর্তা ) উবাচ :—“প্রতিহর্তঃ  
( হে প্রতিহার-পাঠক ) যা দেবতা প্রতিহারম্ অরাদত্তা ( প্রতিহারের  
অমুগত ) তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিস্যসি ( প্রতিহার-কর্ম করিকে )  
মুক্কা তে বিপতিষ্যতি” ইতি ( ৯ম মঃ টীকা )

তে ( তাহারা ) হ সমারতাঃ ( নিবৃত্ত ‘হইয়া’ ) তুক্ষীম্ ( ২।১,  
নিবৃত্তভাবে ) আসাক্রিরে ( অবলম্বন করিল ) ।

“হে প্রতিহর্তঃ ! যে দেবতা প্রতিহারের অমুগমন করেন, সেই  
দেবতাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার-কর্ম সম্পন্ন কর, তোমার মস্তক  
নিপতিত হইবে ।”

অনন্তর তাহারা নিবৃত্ত হইয়া তুক্ষীভাবে অবলম্বন করিল ।

## মন্তব্য

১।১০।১। ‘মটচী’—শব্দের মতে ইহার অর্থ বজ্রাঘি । শব্দকল্পত্রয়ের  
মতে ইহা একপ্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষী । কেহ কেহ বলেন ‘মটচী’ অর্থ  
‘পক্ষপাল’ । আমরা আনন্দাগরির মত গ্রহণ করিয়াছি ।

“আটিক্যা” আটিকী ( ৩।১ ) । দুই প্রকারে এই পদ সিদ্ধ  
করা যাইতে পারে । ( ক ) অট্ + অ = অট ; কিংবা অট্ + যঞ =  
আট । উভয় শব্দের উত্তর ‘ঠক্’ প্রত্যয় করিলে ‘আটিক’ হইবে ; ইহার  
স্ত্রীলিঙ্গে আটিকী । ( খ ) আ + টিক্ + অ = আটিক ; স্ত্রীং আটিকী । অট্  
এবং টিক্ উভয় ধাতুর, অর্থই ‘ভ্রমণ করা’ সুতরাং ‘দেশভ্রমণে সমর্থ্য’  
নারীকে আটিকী বলা যাইতে পারে । ইহা হইতে কেহ ‘প্রাপ্তযৌবনা’  
অর্থ করিতে পারেন—শব্দের মতে ইহার অর্থ “অপ্রাপ্ত যৌবনা” ।



(গ) কেহ কেহ বলেন, সেই জীমোকের নাম 'আটিকী' ।

পাঠান্তর—“আটিক্যা” স্থলে “আটিকাঃ” এই পাঠ গ্রহণ করিলে ‘আটিক্যঃ’ শব্দ উৎপত্তির বিশেষণ হইবে। আটিক্যঃ=যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

‘কামঃ মে উদকপানম্’ এই অংশের বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে ; (১) জল-পান ত আমার ইচ্ছাশীল ; (২) জল-পান ত আমার সুখভোগ্য বস্তু ; (৩) আমি ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ জল সংগ্রহ করিয়া পান করিতে পারি ইত্যাদি।

পাঠান্তর—‘ন স্মিৎ’ স্থলে ‘কিৎ ন স্মিৎ’ ।

পাঠান্তর—‘উদকপানম্’ স্থলে ‘উদপানম্’ ।

সঞ্জিহাণঃ—সম্ + হা + জ্ঞানচ্ । ত্যাগ অর্থে ‘হা’ ধাতু পরৈষ্যপদী। স্মৃতরাং প্রচলিত সাহিত্যে পরৈষ্যপদী ‘হা’ ধাতুর উত্তর ‘শানচ্’ না হইয়া শত্ প্রযোগ করা কর্তব্য। সম্ + হা + শত্ = সঞ্জহৎ । আত্মনেপদী ‘হা’ ধাতু স্ততিসূচক। ‘সম্’ উপসর্গ-যোগে ত্যাগ অর্থ হইতে পারে কি না, সন্দেহ। এই প্রকার হইলে ভাষাতেও ‘সঞ্জিহান’ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অথেষ্টে ( ৭।৩৩।১০ ) এই শব্দের ব্যবহার আছে। ইহার ভাষ্যে সায়ণ বলেন, ‘ত্যাগ’ অর্থে আত্মনেপদ ব্যবহার বৈদিক।

‘যক্ষ্যতে’ ‘যাগফল আত্মগামী হইবে’ এইজন্য এস্থলে আত্মনেপদ।

প্রস্তোতা, উগদাতা নামক ঋত্বিকের একজন সহায়। সামগান আরম্ভ হইবার পূর্বে ইনি ‘প্রস্তাব’ নামক অংশ গান করেন।

## প্রথমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

### উষন্তি চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (২)

১। অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তুং বা অহং বিবিদিষাণী  
তু্যষন্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ।

২। স হোবাচ ভগবন্তুং বা অহমেতিঃ সর্কৈর্বরাহিভৈজ্যঃ  
পর্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যান্ভানবৃষি ।

১। অথ ( অনন্তর ) হ এনম্ ( ইহাকে ) যজমানঃ উবাচ  
( বলিল )—

“ভগবন্তুং ( ভগবান্কে অর্থাৎ আপনাকে ) বৈ অহম্ ( আমি )  
বিবিদিষাণি ( বিদ্, সনস্ত. পাঃ ১।২।৮, জানিতে ইচ্ছা করি )” ইতি ।

“উষন্তিঃ ( ‘আমি’ উষন্তি ) অস্মি ( হই ) চাক্রায়ণঃ ( চক্রের পুত্র )”  
ইতি হ উবাচ ।

২। সঃ হ উবাচ—“ভগবন্তুং বৈ অহম্ এতিঃ সর্কৈঃ আভিভৈজ্যঃ  
( ১।১০।৬ টীকা ) পরি + ঐবিষম্ ( পরি + ইষ, লুঙ্ = সর্কত্র অন্বেষণ  
করিয়াছিলাম ) । ভগবতঃ ( ভগবানের ) বৈ অহম্ অবিত্ত্যা ( অপ্রাপ্তি-  
বশতঃ ; অবিত্তি = অপ্রাপ্তি ) অন্তান্ ( অন্ত সমুদয় লোককে ) অবৃষি  
( বৃ, লুঙ্ = বরণ করিয়াছি ) ।

১। অনন্তর যজমান তাঁহাকে বলিলেন—“আমি ভগবান্কে  
( আপনাকে ) জানিতে ইচ্ছা করি।” উষন্তি বলিলেন—“আমি  
চক্রের পুত্র উষন্তি ।”

২। যজমান বলিলেন—“এই সমুদয় ঋষিক-কর্ষের অন্ত আমি সর্কত্র  
ভগবানের অন্বেষণ করিয়াছিলাম । ভগবানের সন্ধান পাই নাই বলিয়াই  
অন্ত সমুদয় লোককে বরণ করিয়াছি ।”

৩। ভগবাংস্তেব মে সৰ্বৈরাহিৈজ্যৈরিত্তি তথৈত্যথ তহ্যৈত  
এব সমত্ৰিসৃষ্টাঃ স্তবতাং যাবন্তেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবম্ম দদ্যা  
ইতি তপেতি হ যজমান উবাচ।

৪। অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতৰ্ঘা দেবতা  
‘প্রস্তাবমহায়তা তাং চেদবিধান্ প্রস্তোযাসি মূৰ্দ্ধা তে বিপতি-  
য্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি।

৩। ভগবান্ তু এব ( ভগবান্‌ই ) মে ( আমার ) সৰ্বৈঃ আহিৈজ্যৈঃ  
( ১।১০।৬ টীকা ; সমুদয় ঋত্বিক কার্যের জন্য ‘ব্রহ্মী হউন’ ) ইতি।  
‘তথা’ ইতি ( তাহাই হউক )। অথ ( এখন ) তর্হি ( তবে ) এতে  
এব ( ইহারাই ) সম্+অত্ৰিসৃষ্টাঃ ( সম্+অতি+সৃষ্টি ; সম্যাকরূপে  
‘আমার’ অনুমতি লাভ করিয়া ) স্তবতাম্ ( স্তুতিগান করুক )। যাবৎ  
( যে পরিমাণ ) তু এভ্যঃ ( ইহাদিগকে ) ধনম্ ( অর্থ, ২।১ ) দদ্যাঃ  
( আপনি দান করিবেন ), তাবৎ ( সেই পরিমাণ ) যম ( ৪র্থী স্থলে ৬ষ্ঠী  
পাঃ ২।৩।৬২ = আমাকে, দদ্যাঃ ( দিবেন )’ ইতি ‘তথা’ ইতি হ  
যজমানঃ উবাচ।

৪। অথ হ এনম্ ( উষস্তির নিকট, ২।১ ) প্রস্তোতা উপসসাদ  
( উপ+সদ, লিট্ = উপস্থিত হইল )। ‘প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্  
অহায়তা, তাম্ চেৎ অবিধান্ প্রস্তোযাসি, মূৰ্দ্ধা তে বিপতিয্যতি’ ইতি

৩। “ভগবান্‌ই আমার সমুদয় ঋত্বিক-কার্যের ভার গ্রহণ করুন।”  
উষস্তি বলিলেন—“তাহাই হউক।” এখন ইহারাই আমার অনু-  
মতিতে স্তুতিগান করুক। আপনি ইহাদিগকে যে পরিমাণ অর্থ  
দিবেন, আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দিবেন।” যজমান বলিলেন—  
“তাহাই হইবে।”

৪। অনন্তর প্রস্তোতা উষস্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—

৫। প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি  
প্রাণমেবাতিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাব-  
মস্বায়ত্তা তাম্ চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মূর্খা তে ব্যপতিষ্যত্থোক্তস্য  
ময়েতি ।

না ( আমাকে ) ভগবান্ অবোচৎ ( বচ্ লুঙ্ ; বলিয়াছিলেন ) । কতমা  
( কে ) সা ( সেই ) দেবতা ? ইতি ( ১।১০।১২ টীকা ) ।

৫। প্রাণঃ ( প্রাণই ) ইতি হ উবাচ ( ইহা বলিলেন ) । সর্বাণি  
হ বৈ ইমানি ভূতানি ( এই সমুদয় ভূত ) প্রাণম্ এব অতিসংবিশন্তি  
( প্রাণেই প্রবেশ করে ) প্রাণম্ অতি ( প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ  
প্রাণ হইতে ) উজ্জিহতে \* ( উৎ + হ্রা, পাত্মস্থচক ; উৎপন্ন হয় ) । সা  
এষা দেবতা ( সেই এই দেবতা ) প্রস্তাবম্ অস্বায়ত্তা ( প্রস্তাবের  
অনুগত ) । তাম্ ( তাহাকে ) চেৎ ( যদি ) অবিদ্বান্ ( না জানিয়া )  
প্রাস্তোষাঃ ( প্র + লু, লুঙ্ ; প্রস্তাব পাঠ করিতে ) মূর্খা তে ( তোমার  
মস্তক ) ব্যপতিষ্যৎ ( পতিত হইত ) তথা ( সেই প্রকার ) উক্তস্য

“ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন—‘হে প্রস্তোতঃ যে দেবতা প্রস্তাবে  
অনুগমন করেন, তাহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ কর, তাহা হইলে  
তোমার মূর্খা নিপতিত হইবে’ । ভগবান্ বলুন—‘তিনি কোন্ দেবতা’” ।

৫। উবাচ বলিলেন—“প্রাণই (সেই দেবতা) ; (বারণ) এই সমুদয়  
ভূত প্রাণেই বিলীন হয় এবং প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয় । সেই প্রাণ-  
দেবতাই প্রস্তাবে : অনুগমন করেন । ইহাকে না জানিয়া যদি তুমি

\* ‘সর্বাণি.....উজ্জিহতে’ অংশের অর্থ কেহ কেহ এই প্রকার করেন—

“এই সমুদয় ভূত প্রাণ লইয়াই ( দেহে ) প্রবেশ করে এবং প্রাণের সহিতই চলিয়া  
বার (Deussen) । শব্দের অর্থ—“প্রাণের সময়ে এই সমুদয় ভূত প্রাণে লীন হয় এবং  
শব্দের সময়ে প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়” ।

৬। অথ হৈনমুদগাতোপসমাদোগাতর্য। দেবতোদগীথ-  
মস্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বানুদগাস্তসি মুৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা  
ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ।

৭। আদিত্য ইতি হোবাচ সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি  
ভূতান্ আদিত্যমুদৈঃ সন্তুং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদগীথমস্বায়ত্তা  
তাং চেদবিদ্বানুদগাস্তো মুৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যন্তথোক্তস্য ময়েতি ।

(যাহাকে বলা হইয়াছে তাহার অর্থাৎ তোমার 'তে' র বিশেষণ )  
ময়া (আমা কর্তৃক) ইতি ।

৬। অথ হ এনম্ (ইহার নিকটে, ২।১) উদগাতা উপসমাদ  
(উপস্থিত হইল) । "উদগাতঃ যা দেবতা উদগীথম্ অস্বায়ত্তা, তাম্ চেৎ  
অবিদ্বান্ উদগাস্তসি, মুৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যতি ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ ।  
কতমা সা দেবতা ? ( ১।১০।১০ এবং ১।১১।৪ ) ।

৭। আদিত্যঃ ইতি হ উবাচ। সৰ্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি  
আদিত্যম্ ( আদিত্যকে ) উদৈঃ ( উর্ধ্বে ) সন্তুং ( স্থিত, ২।১,

প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে আমার ঐ কথায় তোমার মস্তক  
নিপতিত হইত (শেষ অংশের অর্থ—আমি ঐ প্রকার বলিবার  
পরও যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তোমার মস্তক নিপতিত  
হইত) ।

৬। অনন্তর উদগাতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—  
"ভগবান্ আমাকে বলিয়াছিলেন 'হে উদগাতঃ ! যে দেবতা উদগীথের  
অঙ্গুগমন করেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি উদগান কর, তাহা হইলে  
তোমার মস্তক নিপতিত হইবে' । ভগবান্ বলুন তিনি কোন্ দেবতা ।"

৭। উত্তরি বলিলেন—"আদিত্যই সেই দেবতা। আদিত্য উর্ধ্ব হইলে

৮। অথ হৈনং প্রতিহর্তোপসসাদ প্রতিহর্ত্বা দেবতা  
প্রতিহারমদ্বায়তা তাম্ চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি যুদ্ধা তে  
বিপত্তিয্যতীতি সা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ।

৯। অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্মমমেব  
প্রতিহরমাণানি জীবন্তি মৈষা দেবতা প্রতিহারমদ্বায়তা তাম্

‘আদিত্যম্’ এর বিশেষণ ) গায়স্বি ( গান করে ) । সা এষা দেবতা  
উদগীথম্ অদ্বায়তা ( উদগীথের অঙ্গগত ) । তাম্ চেৎ অবিদ্বান্  
উদগাত্তঃ ( উৎ + অগাত্তঃ উৎ + গৈ লুঙ — উদগান করিতে ), যুদ্ধা তে  
ব্যপত্তিয্যৎ—তথা উক্ত ময়া’ ইতি ( ৫ম মঃ দ্রঃ ) ।

৮। অথ হ এনম্ প্রতিহর্তা উপসসাদ ‘প্রতিহর্তঃ ! যা দেবতা  
প্রতিহারম্ অদ্বায়তা, তাম্ চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি, যুদ্ধা তে  
বিপত্তিয্যতি’ ইতি সা ভগবান্ অবোচৎ । কতমা সা দেবতা ?  
( ১।১০।১১ ও ১।১১।৪ টীকা দ্রঃ ) ।

অন্নম্ ইতি ২ উবাচ । সর্বাণি ২ বৈ ইমানি ভূতানি অন্নম্ এব  
এই সমুদয় ভূত তাঁহার গুণ করিয়া থাকে । সেই দেবতাই উদগীথের  
অঙ্গগমন করেন । তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদগীথ গান করিতে,  
আমার উক্ত বাক্যানুসারে তোমার মস্তক নিপত্তিত হইত ( কিংবা  
আমি ঐ বাক্য বলিবার পরও যদি তুমি উদগান করিতে, তোমার মস্তক  
নিপত্তিত হইত । ”

৮। অনন্তর প্রতিহর্তা তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—‘ভগবান্  
বলিয়াছিলেন—হে প্রতিহর্তঃ ! বে দেবতা প্রতিহারের অঙ্গগমন করে,  
সেই দেবতাকে না জানিয়া তুমি যদি প্রতিহার-কর্ম কর, তোমার  
মস্তক নিপত্তিত হইবে’ । তিনি কোন্ দেবতা ?

৯। উবন্তি বলিলেন—“অন্নই সেই দেবতা । এই সমুদয় ভূত অন্ন

চেনবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্ধ্না তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি  
তথোক্তস্য ময়েতি ।

অরকেই) প্রতিহরমাণানি ( ১।৩; প্রতি+হ+শানচ্; আনয়ন  
করিয়া ) জীবন্তি ( জীবন ধারণ করে ) । সা এষা দেবতা প্রতিহারম্  
অবাস্ত্বা । তাম্ চেন্ অবিদ্বান্ প্রতি+অহরিষ্যঃ ( প্রতি+হ লঙ্;  
প্রতিহার-কর্ম করিতে ), মূর্ধ্না তে ব্যপতিষ্যৎ ( তথা উক্তস্য ময়া ইতি,  
তথা উক্তস্য ময়া ইতি । বিকৃতি সমাপ্তিসূচক ) ( ৫ম মঃ দ্রঃ ) ৯ ।

আহরণ করিয়াই জীবিত থাকে । সেই দেবতাই প্রতিহারের অনুগমন  
করেন । তুমি যদি তাঁতাকে না জানিরা প্রতিহার-কর্ম করিতে, আমার  
ঐ বাক্যানুসারে তোমার মস্তক নিপতিত হইত ( বিংশা আমি ঐ  
প্রকার বলিবার পরও যদি তুমি প্রতিহার-কর্ম করিতে, তাহা হইলে  
তোমার মস্তক নিপতিত হইত ) ।”



## প্রথমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

### কুকুরগণের সামগান

১। অথাতঃ শৌব উদগীথস্তক বকো দালভ্যো গ্রাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বতাজ ।

২। তস্মৈ বা শ্বেতঃ প্রোত্বর্ভূব তমশ্চে স্থান উপসমেত্যো-  
চুরঙ্গং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি ।

১। অথ ( এখন ) অতঃ ( এই হেতু ) শৌবঃ ( কুকুরসম্বন্ধী ; 'শব্' হইতে পাঃ ৭।৬।৪ ) উদগীথঃ । তৎ হ ( সেই সময়ে, বা সেই বিষয়ে ) বকঃ দালভ্যঃ ( দালভ্যের পুত্র বক ) গ্রাবঃ বা মৈত্রেয়ঃ ( যাহার অপর নাম মৈত্রেয় গ্রাব ) স্বাধ্যায়ম্ উদ্বতাজ ( গমন করিয়াছিলেন ) ।

২। তস্মৈ ( তাহার জন্ত ; তাহার প্রতি অমুগ্রহ দেখাওবার জন্ত ) বা ( কুকুর ) শ্বেতঃ ( শ্বেতবর্ণ ) প্রোত্বর্ভূব ( আবির্ভূত হইয়াছিল ) । তম্ ( সেই কুকুরকে ) অশ্চে স্থানঃ ( অপর কতকগুলি কুকুর ) উপসমেত্যা ( নিকটে উপস্থিত হইয়া ) উচুঃ ( বলিয়াছিল ) :—“অঙ্গম্ ( অঙ্গ, ২।১ ) নঃ ( আমাদের জন্ত ) ভগবান্ ( ১।১ ) আগায়তু ( আ + গৈ + তু ; গান করুন ), অশনায়াম ( ‘অশনায়’ নামক নাম ধাতু হইতে উৎপন্ন পাঃ ৭।৪।৩৫ = ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ) বৈ ইতি ।”

১। এখন কুকুরসম্বন্ধী উদগীথ ( ব্যাখ্যাত হইবে ) ।—

এক সময়ে বক দালভ্য অথবা গ্রাব মৈত্রেয় বেদপাঠের জন্ত ( নির্জনে স্থানে ) গমন করিয়াছিলেন ।

২। তাহার নিকট এক শ্বেতবর্ণ কুকুর প্রোত্বর্ভূত হইল । অপর কতক-  
গুলি কুকুর তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল :—

‘আমাদিগের জন্ত অঙ্গাতাৎ ভগবান্ সামগান করুন ; আমরা ভোজন করিতে ইচ্ছা করি’ ।

৩। তান্ হোবাচেইব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি তদ্ধ ববো।  
দাল্ভ্যো গ্ৰাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াক্কার।

৪। তে হ যথৈবেদং বহিষ্ণবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরক্ষাঃ  
সর্পস্তীত্যেবম্‌আসম্পূস্তে হ সমুপবিশ্চ হিং চক্রুঃ।

৩। তান্ ( সেই কুকুরদিগকে ) হ উবাচ ( 'যেত কুকুর' বলিল )  
“ইহ এব ( এই স্থলেই ) মা ( আমার নিকট ) প্রাতঃ ( প্রাতঃকালে )  
উপ সমীয়াত ( 'উ' প্রয়োগ বৈদিক—উপ সমীয়াত ; সম্+ই বিধিলিঙ্ ;  
আগমন করিবে )। তৎ ত ( সেট সময়ে ) বকঃ দাল্ভাঃ গ্ৰাবঃ বা  
মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াক্কার ( প্রতি+পাল্ ; অপেক্ষা করিয়া রহিল )।

৪। তে হ ( তাহারা ) যথা এব ( যেমন ) ইদম্ ( এই প্রকার )  
বহিষ্ণবমানেন ( বহিষ্ণবমান নামক স্তোত্র দ্বারা ) স্তোষ্যমাণাঃ ( স্তু+  
+স্তমান্—স্ততি করিবে এই অবস্থায় ) সংরক্ষাঃ ( সম্+রক্ত্, পরস্পর  
সংলগ্ন হইয়া ) সর্পস্তি ( পরিভ্রমণ করে ) ইতি—এবম্ ( এই প্রকার )  
আ+সম্পূঃ ( আ+স্পৃ ; পরিভ্রমণ করিয়াছিল ) তে হ ( তাহারা )  
সমুপবিশ্চ ( সমীপে উপবেশন করিয়া ) হিম্ ( হিং এই শব্দ ) চক্রুঃ  
( উচ্চারণ করিয়াছিল )।

৩। যেত কুকুর তাহাদিগকে বলিল “প্রাতঃকালে এই স্থলেই  
তোমরা আগমন করিবে।”

সেই সময়ে দাল্ভ্য বক অর্থাৎ মৈত্রেয় গ্ৰাব তাহাদিগেরা জন্ত  
অপেক্ষা করিয়া রহিল।

৪। উদ্গাতৃগণ বহিষ্ণবমান স্তোত্রদ্বারা স্ততি করিবার সময়ে যেমন  
পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করে, এই কুকুরগণও তেমনি পরিভ্রমণ  
করিয়াছিল। তাহার পরে উপবেশন করিয়া তাহারা 'হিং' এই শব্দ  
উচ্চারণ করিয়াছিল।

৫। ওতমদাওমোংওপিবাওমোংওদেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ  
সবিতাঃ২হরমিহাঃ২হরদম্পতেওহরমিহাঃ২হরাঃ২হরোওমিতি।

৫। ‘ওম্’ অদাম (ভোজন করি); ‘ওম্’ পিবাম (পান করি);  
‘ওম্’ দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অরম্ (অরকে) ইহ (এই স্থলে)।  
আহরং (টৈল্লিক প্রক্সোপঃ=আহরভু=আহরণ করন)।  
অরপতে (হে অরপতে) অরম্ ইহ আহর (আহরণ কর), আহর  
‘ওম্’ ইতি।

৫। ‘ওম্’ (এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিল) ভোজন করিব; ‘ওম্’—  
পান করিব। ‘ওম্’—দেববরুণ, প্রজাপতি, সবিতা অর আহরণ  
করন। হে অরপতে! এই স্থলে অর আহরণ কর, অর আহরণ  
কর—‘ওম্’।

### মন্তব্য

১। এখানে দুই ঋষির কথা বলা হয় নাই। এক ঋষিরই এই  
দুই নাম। কেত্রজ পুত্র এবং পালিত পুত্র উক্ত বংশ দ্বারা পরিচিত  
হইতে পারে।

যড়বিংশ ব্রাহ্মণ ইহার নাম পাওয়া যায়। (১।৪) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে  
লিখিত আছে যে এক সপ্তমজ্ঞে ইনি প্রতিষ্ঠাতার কার্য করিয়া-  
ছিলেন (২৪।১৫‘৩)।

শঙ্করাচার্য বলেন, মৈত্রেয় মিত্রা নামী নারীর অপত্য। কিন্তু পাণিনির  
মতে মৈত্রেয়=মিত্রু নামক কোন লোকের পুত্র (৩।৪।১৭৪, ৭‘৩।২)।

‘আধ্যায়ম্’ শব্দ দুই প্রকারে নিম্নরূপ হইতে পারে :—(ক)  
হু+আ+অধ্যায়ম্=বেদ পাঠ। (খ) ঐ+অধ্যায়ম্=নিজে নিজে  
অধ্যয়ন।

## প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

১। অয়ং বাব লোকো হাউকারো বায়ুহাইকারচ্চন্দ্রমা  
অথকার আত্মেহকারোহগ্নিরীকারঃ ।

২। আদিত্য উকারো নিহব একারো বিশ্বেদেবা  
ঔহোয়িকারঃ প্রজাপতিহিঁকারঃ প্রাণঃ স্বরোহন্নং বা বাধিরাট্ ।

৩। অনিরুক্তত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঙ্করো লুকারঃ ।

১। অয়ম্ (এই) বাব লোকঃ 'হাউ'কারঃ ( 'হাউ' এই শব্দ ) ;  
বায়ুঃ 'হাই'কারঃ ( 'হাই' এই শব্দ ) ; চন্দ্রমা 'অথ'কারঃ ( 'অথ' এই  
শব্দ ) ; আত্মা 'ইহ'কারঃ ( 'ইহ' এই শব্দ ) ; অগ্নিঃ 'ঈ'কারঃ ( 'ঈ'  
এই শব্দ ) ।

২। আদিত্যঃ উকারঃ ; নিহবঃ ( নি + হ্বে ; আহ্বান ) একারঃ ;  
বিশ্বেদেবাঃ ( সমুদয় দেবতা ) ঔহোয়িকারঃ ( 'ঔহোই' এই শব্দ ) ;  
প্রজাপতিঃ হিঁকারঃ ( 'হিঁ' এই অক্ষর ) ; প্রাণঃ স্বরঃ ; অন্নম্ 'বা'  
( 'বা' এই অক্ষর ) ; বাক্ ( বাক্য ) বিরাট্ ।

পাঠান্তর—ঔহোয়িকারঃ স্থলে ঔহোইকারঃ ।

৩। অনিরুক্তঃ ( অ + নিঃ + উক্তঃ = অনিৰুক্তনীর ) ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ  
( হাউ, হাই, অথ ইত্যাদিকে স্তোভ বলা হয় ; পূর্বে ১২টি স্তোভের

১। এই পৃথিবীই 'হাউ'কার, বায়ু 'হাই'কার, চন্দ্রমা 'অথ'কার ;  
আত্মা 'ইহ'কার এবং অগ্নি 'ঈ'কার ।

২। আদিত্যই 'উ'কার, নিহব (= আহ্বান) ই 'এ'কার, বিশ্বেদেবই  
'ঔহোয়ি'কার, প্রজাপতিই হিঁকার, প্রাণই স্বর, অন্নই 'বা' অক্ষর এবং  
বাক্ই বিরাট্ ।

৩। (পূর্বে 'হাউ'কার, 'হাই'কার, 'অথ'কার, 'ইহ'কার, 'ই'কার  
'উ'কার, 'এ'কার, 'ঔহোই'কার, হিঁকার, স্বর, বা, ও বাক্—এই ১২টি

৪। দুষ্কেষ্টৈশ্চ বাপ্পোহং যো বাচো দোহহ্মবানন্নাদো  
ভবতি য এতামেবং সান্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি।

কথা বলা হইয়াছে, এখানে ১৩শ স্তোত্রের কথা বলা হইতেছে।  
লঙ্কার: ( গতিশীল, স্তোত্রাং দুর্কোধ্য ) হংকার: ( 'হং' এট অক্ষর )।

৪। দুষ্কেষ্টৈশ্চ বাক্ দোহাম্ য: বাচ: দোহ:—( ১৩।৭ টীকা ও  
মন্তব্য ) ; অন্নবান্ অন্নাদ: ভবতি য: এতাম্ (+ উপনিষদম্ = এই  
উপনিষদকে, এই গুহ্য অর্থকে ) এবম্ সান্নাম্ ( সান্নাম্ স্তোত্র অক্ষর-  
সমূহের ) উপনিষদম্ ( এতাম্ + ; গুহ্য অর্থকে ) বেদ ( জানেন ),  
উপনিষদম্ বেদ ( পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক )।

পাঠান্তর:—'বেদ' স্থলে 'বেদেতি' ( = বেদ ইতি )।

স্তোত্রের কথা বলা হইয়াছে ) ; হংকার ত্রয়োদশ স্তোত্র। ইহা অনির্ক-  
চনীয় এবং সর্বত্র গতিশীল বলিয়া দুর্কোধ্য।

৪। বাক্যের যে দুষ্ক, সেই দুষ্ক বাক্ স্বয়ং উপাসকের জন্ত দোহন  
করেন ( কিংবা যে সাধক বাক্যকে দোহন করিতে পারেন, বাক্য  
স্বয়ং সেই সাধকের জন্ত নিজের দুষ্ক দোহন করেন )। যিনি স্তোত্র  
অক্ষর সমূহের এই উপনিষদ ( = গুহ্য অর্থ ) জানেন, তিনি অন্নবান্ ও  
অন্নভোক্তা হন।

### মন্তব্য

১। পাঠান্তর 'হাইকার:' স্থলে 'হায়িকার:'।

সংস্কৃতে পাদপুরণে চ, বা, তু, হি ইত্যাদি কতকগুলি  
অক্ষর ব্যবহৃত হয়। গায়কগণও গান করিবার সময় অনেক স্থলে  
কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দের যোজনাই করেন। সাহিত্যের মধ্যে  
'হাউ', 'হাই', 'অথ', 'ইহ', 'ঐ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।  
জনসাধারণের মতে এ সমুদয় অর্থশূন্য; যদি এখানে এই সমুদয়ের  
ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

### ‘সাম’ শব্দের অর্থ

১। সমস্তস্য খলু সাম উপাসনং সাধু বৎখলু সাধু তৎ সামেতাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি ।

২। তদ্ব্যত্যাহঃ সান্নৈনমুপাগাদিত্তি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহবসান্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহঃ ।

১। সমস্তস্য খলু সামঃ ( সমুদয় সামেরই ) উপাসনম্ ( উপাসনা ) সাধু ( শোভন, উত্তম )। ‘বৎ ( যাহা ) খলু সাধু, তৎ ( তাহা ) সাম’ ইতি—আচক্ষতে স্বা + চক্ষ্, লট অস্তে ( বলা হয় )। ‘বৎ অসাধু, বৎ অসাম’ ইতি ।

২। তৎ ( সেইজন্য ) উত অপি ( আরও ) আহঃ ( বলা হয় ), সান্না ( সামদ্বারা ) এনম্ ( ইহাকে ) উপ + অগাৎ ( নিকটে গিয়াছে ) ইতি, সাধুনা ( সাধুভাবে ) এনম্ উপ + অগাৎ ইতি এব তৎ ( তাহা ) আহঃ ( বলে )। অসান্না ( অসামদ্বারা, সামবিরোধী ভাবে ) এনম্ উপাগাৎ ইতি, অসাধুনা এনম্ উপাগাৎ ইতি এব তৎ আহঃ ।

১। সমস্ত সামের ( অর্থাৎ সর্বাবয়ব বিশিষ্টসামের ) উপাসনাট সাধু। যাহা সাধু, তাহাকেই “সাম” বলা হয়, আর যাহা অসাধু তাহাকেই “অসাম” বলা হয় ।

২। এই জন্যই বলা হয় ‘সামভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে’ অথবা ‘সাধুভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে’। ইহাও বলা হয় ‘সামভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে’ অথবা ‘অসাধুভাবে তাহার নিকটে গিয়াছে’ ।

৩। অথোতাপ্যাহঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু  
বতেত্যেব তদাহরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব  
তদাহঃ।

৪। স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেতুপাস্তেহত্যাশো হ  
যদেনং সাধবো ধর্ম্মা আ চ গচ্ছৈয়ুরুপ চ নমেষুঃ।

৩। অথ উত্ত অপি ( আরও ) আহঃ ( বলা হয় ) সাম নঃ  
( আমাদিগের ) বত ( একটা অর্থাৎ—আশ্চর্য্য বা অশুকম্পা প্রকাশের  
বস্তু ) ইতি যৎ সাধু ( উত্তম ) ভবতি ( হয় ), সাধু বত ইতি এব তৎ  
আহঃ। অসাম নঃ বত ইতি যৎ অসাধু ভবতি অসাধু বত ইতি এব  
তৎ আহঃ।

৪। সঃ যঃ ( যিনি ) এতৎ ( ইহাকে ) এবম্ ( এই প্রকার )  
বিদ্বান্ ( জানিয়া ) 'সাধু সাম' ইতি উপাস্তে ( উপাসনা করে ),  
অত্যাশঃ ( এই ফল ; শব্দের মতে 'লীজ' ) হ, যৎ ( যে ) এনম্ ( ইহার  
নিকট, ২।১ ) সাধবঃ ধর্ম্মাঃ ( সাধু গুণসমূহ ) আ চ গচ্ছৈয়ুঃ ( = আগ-

৩। যখন কোন সাধু ঘটনা ঘটে, তখন ইহাও বলা হয় যে 'ইহা  
আমাদিগের পক্ষে সাম' অথবা ইহাও বলা যায় যে 'ইহা আমাদিগের  
পক্ষে সাধু'। আবার যখন অসাধু ঘটনা ঘটে, তখন বলা হয়  
'ইহা আমাদিগের পক্ষে অসাম' অথবা 'ইহা আমাদিগের পক্ষে  
অসাধু'।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া 'সামই সাধু' এইরূপ উপাসনা  
করেন, সাধুগুণ তাহার নিকট নীচ আগমন করিবে এবং তাহার  
ভোগ্য হইবে ( শেবাংশের এই অর্থ হইতে পারে—তাহার ফল



ক্ষেয়ুঃ চ পাঃ ১।৪।৮২ ; আগমন করিবে ) উপ চ নমেয়ু (উপনমেয়ুঃ চ — ভোগ্যরূপে তাহার অধীন হইবে ) ।

পাঠান্তর :—“অভ্যাসঃ” স্থলে “অভ্যাসঃ”

এই হইবে যে সাধুজ্ঞান তাহার নিকট আগমন করিবে ও তাহার ভোগ্য হইবে )

### মন্তব্য

২। পাণিনির মতে অগাং—ই, লুঙ্ দ ; ‘ই’ স্থানে ‘গা’ আদেশ ২।৩।৪৫, ৭৭ । নব্য বৈয়াকরণদিগের মধ্যে অনেকে বলেন—স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই ভাবার্ত্ত উৎপত্তি, কিন্তু এই আদেশবাদ নিতান্তই অস্বাভাবিক । ইহারা বলেন প্রাচীনকালে গত্যর্থসূচক ‘গা’ নামকই একটা ধাতু ছিল ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

পৃথিব্যাদি পঞ্চলোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের  
একতা কল্পনা

১। লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত পৃথিবী হিকারোহগ্নিঃ  
প্রস্তাবোহস্তরিকমুদগীথ আদিত্য প্রতিহারো দেয়োনিধনমিত্যুর্কেষু।

২। অথাবৃন্তেষু দেওর্হিকার আদিত্যঃ প্রস্তাবোহস্তরিক-  
মুদগীথোহগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্।

১। লোকেষু ( পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে ) পঞ্চবিধম্ সাম  
( পাঁচপ্রকার সামকে ; হিকার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন  
এই পাঁচ প্রকার সাম ) উপাসীত ( উপাসনা করিবে ) - পৃথিবী হিকারঃ;  
অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ ; অস্তরিকম্ উদগীথঃ ; আদিত্যঃ প্রতিহারঃ ; দেয়ো:  
নিধনম্ ইতি উর্কেষু ( এইরূপে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উর্কলোক  
পর্যন্ত )।

২। অথ ( তাহার পর ) আবৃন্তেষু ( উর্কলোক হইতে আরম্ভ  
করিয়া নিম্নলোক পর্যন্ত ) :—দেয়ো হিকারঃ ; আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ ;  
অস্তরিকম্ উদগীথঃ ; অগ্নিঃ প্রতিহারঃ ; পৃথিবী নিধনম্।

১। ( পৃথিব্যাদি ) লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা  
করিবে :—পৃথিবীই হিকার, অগ্নীই প্রস্তাব, অস্তরিকই উদগীথ,  
আদিত্যই প্রতিহার, দেওই নিধন। ইহাই ( পৃথিবী হইতে আরম্ভ  
করিয়া ) উর্কদৃষ্টিতে ( সামোপাসনা )।

২। তাহার পর উর্কলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে  
( সামোপাসনা ) :—“দেওই হিকার ; আদিত্যই প্রস্তাব, অস্তরিকই  
উদগীথ, অগ্নীই প্রতিহার এবং পৃথিবীই নিধন।”

৩। কল্পন্তে হাঐশ্র্য লোক। উর্দ্ধাচাবৃন্তাচ্চ য এতদেবং  
বিদ্বান্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ।

৩। কল্পন্তে ( ভোগ্যরূপে উপস্থিত হই ) হ অঐশ্র্য ( উহার অস্ত )  
লোকাঃ ( পৃথিব্যাদি লোকসমূহ ) উর্দ্ধাঃ চ ( নিম্নতম লোক হইতে  
উর্দ্ধতম পর্যন্ত সমুদয় লোক ), আবৃন্তাঃ চ ( উর্দ্ধতম লোক হইতে  
নিম্নতম পর্যন্ত সমুদয় লোক ) যঃ ( যিনি ) এতৎ ( ইহাকে ) এবম্  
( এই প্রকার ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) লোকেষু ( লোকসমূহে ) পঞ্চবিধম্  
সাম ( পঞ্চবিধ সামকে ) উপাস্তে ( উপাসনা করেন ) ।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের  
উপাসনা করেন, উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নপর্যন্ত এবং নিম্ন  
হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধ পর্যন্ত সমুদয় লোক উহার ভোগ্যরূপে  
উপস্থিত হই । ২

### মন্তব্য

১। ‘লোকেষু’ শব্দে সপ্তমী বিভক্তি । প্রথমা বিভক্তিরূপে  
অর্থ করিতে হইবে । তাহা হইলে অর্থ হইবে এই—লোকসমূহ পঞ্চবিধ  
সাম এইরূপে উপাসনা করিবে । অথবা এই সপ্তমী বিভক্তিকে  
হিকারাদিতে বৃত্ত করিয়া অর্থ করা যাইতে পারে । তাহা হইলে  
এইরূপ অর্থ হইবে :—হিকারাদিকে পৃথিব্যাদিক্রমে উপাসনা করিবে ।  
( শঙ্কর ) ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

বৃষ্টাদি পঞ্চ ভৌতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ সামের  
একতা কল্পনা

১। বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাভো হিঙ্কারো  
মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদগীথো বিদ্যোততে  
স্তনয়তি স প্রতিহারঃ।

২। উদগৃহ্নাতি তন্নিধনং। বর্ষতি হ্যস্মৈ বর্ষয়তি হ য  
এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।

১। বৃষ্টৌ ( বৃষ্টিতে ) পঞ্চবিধম্ সাম ( পাঁচ প্রকার সামকে )  
উপাসীত ( উপাসনা করিবে ) :—

পুরোবাভঃ ( বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু উন্মিত হয় ; কিংবা পূর্বাভিক  
হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় ) হিঙ্কারঃ ; মেঘঃ জায়তে ( মেঘ উৎপন্ন  
হয় ) সঃ ( ইহা ) প্রস্তাবঃ ; বর্ষতি ( বৃষ্টি পতিত হইবে ) সঃ ( ইহা ) উদগীথঃ ;  
বিদ্যোততে ( 'বিদ্যাত্' ধাতু হইতে ; বিদ্যাত্ প্রকাশিত হয় ), স্তনয়তি  
( স্তন গিচ্ ; গর্জন করে ) সঃ ( ইহাই ) প্রতিহারঃ।

২। উদগৃহ্নাতি ( উৎ + গ্রহ ; 'বৃষ্টিপাত' শেষ হয় ) তৎ ( তাহা ),

১। বৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চ প্রকার সামের উপাসনা  
করিবে :—বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই হিঙ্কার, 'মেঘ  
উৎপন্ন হয়' ইহাই প্রস্তাব ; বৃষ্টি পতিত হইবে ইহাই উদগীথ, বিদ্যাত্  
প্রকাশ পায় ও মেঘ গর্জন করে ইহাই প্রতিহার।

২। 'বৃষ্টিপাত শেষ হয়' ইহাই নিধন। যিনি ইহাকে এইরূপ

নিধনম্ । বর্ষতি ( বর্ষণ করে ) হ অশ্বৈ ( ইহার অন্ত ) বর্ষয়তি ( বর্ষণ করায় ) হ যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ ( জানিয়া ) বৃঠৌ ( বৃষ্টিতে ) পঞ্চবিধম্ সাম ( পঞ্চবিধ সামকে ) উপাস্তে ( উপাসনা করেন ) ।

জানিয়া বৃষ্টিদৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করেন, তাঁহার অন্ত যেঘ বর্ষণ করে এবং তিনি ( অপরের অন্তঃ ) বর্ষণ করাইতে পারেন ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

জলের পঞ্চবিধ আকারের সহিত পঞ্চবিধ সামের  
একতা কল্পনা

১ । সর্কান্নপ্ত পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংপ্রবতে  
স হিষ্কারো যব্বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রোচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদগীথো  
যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্ ।

১ । সর্কান্ন অপ্ত ( সমুদ্র জলে অর্থাৎ জলবিষয়ে চিন্তা করিয়া )  
পঞ্চবিধম্ সাম ( পঞ্চবিধ সামকে ) উপাসীত ( উপাসনা করিবে )—

১ । সমুদ্র জল বিষয়ে চিন্তা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা  
করিবে :—‘মেঘ যে ঘনীভূত ( বা ইতস্ততঃ বিস্তৃত ) হয় তাহাই

২। ন হাপ্‌সু প্রৈত্যপ্‌সুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্  
সৰ্ব্বাস্বপ্‌সু পঞ্চবিধং সাম্যোপাস্তে ।

“যেষাং যৎ (যে ; কিংবা যখন) সংপ্রবতে (ঘনীভূত হয় ; কিংবা ইতস্ততঃ  
বিস্তৃত হয়) সঃ (তাহা) হিষ্কারঃ ; যৎ বর্ষতি (বৃষ্টি যে পতিত হয়) সঃ  
প্রস্তাবঃ ; যাঃ প্রাচ্যাঃ (পূর্বদেশীয় নদীসমূহ) স্তন্যস্তে (প্রবাহিত  
হয়) সঃ উদগীথঃ ; যাঃ প্রতীচ্যাঃ (পশ্চিমদেশীয় নদীসমূহ) সঃ  
প্রতিহারঃ ; সমুদ্রঃ নিধনম্ ।

২। ন (না) হ অপ্‌সু (জলে) প্রৈতি (প্র+ই ধাতু ; বিনাশ  
প্রাপ্ত হয়), অপ্‌সুমান্ (জলশালী) ভবতি (হন)—যঃ (যিনি) এতৎ  
(ইহাকে) এবম্ (এহ প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) সৰ্ব্বাসু অপ্‌সু  
পঞ্চবিধম্ সাম্য উপাস্তে ।

হিষ্কার, বারিষ্‌ য়ে বর্ষণ হয়, তাহাই প্রস্তাব ; ‘পূর্বদেশীয় নদীসমূহ  
যে প্রবাহিত হয়’ ইহাই উদগীথ ; ‘পশ্চিমদেশীয় নদীসমূহ যে  
প্রবাহিত হয়’ ইহাই প্রতিহার ; সমুদ্রই নিধন ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া জগদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সাম্যের  
উপাসনা করেন, তিনি জলমগ্ন হইয়া যরেন না এবং তিনি জলশালী  
হন ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চ ঋতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত বসন্তো হিকারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদগীথঃ শরৎ প্রতীহারো হেমন্তো নিধনম্ ।

২। কল্পন্তে হান্মা ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্‌তুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ।

১। ঋতুষু ( ঋতুসমূহে ) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত :—বসন্তঃ হিকারঃ ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ ; বর্ষাঃ উদগীথঃ ; শরৎ প্রতীহারঃ ; হেমন্তঃ নিধনম্ ।

২। কল্পন্তে হ অশ্মৈ ( ইহার জন্ত ) ঋতবঃ ( ঋতুসমূহ ), ঋতুমান্ ( ঋতুযুক্ত ) ভবতি, যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে ( ২, ৩র্থঃ স্তঃ ।

১। ঋতুসমূহ চিন্তা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে :—বসন্ত হিকার ; গ্রীষ্মই প্রস্তাব ; বর্ষাই উদগীথ ; শরৎই প্রতীহার এবং হেমন্তই নিধন ।

২। যিনি ইহাকে এষ্ট প্রকার জানিয়া ঋতুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, ঋতুসমূহ তাঁহার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় এবং তিনি ঋতুমান হন ।



## দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

পঞ্চবিধ পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা কল্পনা

১। পশুযু-পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজ্জা হিঙ্কারোহবয়ঃ •  
প্রস্তাবো গাব উদগীথোহশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্ ।

২। ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং  
বিদ্বান্ পশুযু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ।

১। পশুযু (পশুসমূহে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীতঃ—অজ্জাঃ  
( ছাগসমূহ ) হিঙ্কারঃ ; অবয়ঃ ( অবি, ১।৩ = মেঘসমূহ ) প্রস্তাবঃ ;  
গাবঃ ( গোসমূহ ) উদগীথঃ ; অশ্বাঃ ( অশ্বসমূহ ) প্রতিহারঃ ; পুরুষঃ  
নিধনম্ ।

২। ভবন্তি ( হর ) হ অশ্ব ( হিহার ) পশবঃ ( পশুসমূহ ) পশুমান্  
( পশুযুক্ত ) ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ পশুযু পঞ্চবিধম্ সাম  
উপাস্তে ( ২, ৩র্থঃ ত্রঃ ) ।

১। পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে :—ছাগসমূহ  
হিঙ্কার ; মেঘসমূহ প্রস্তাব ; গোসমূহ উদগীথ ; অশ্বসমূহ প্রতিহার এবং  
পুরুষই নিধন ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের  
উপাসনা করেন, পশুসমূহ তাঁহার ভোগ্যবস্ত হইবে এবং তিনি পশুশালী  
হইবে ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের  
একতা কল্পনা

১। প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীযঃ সামোপাসীত প্রাণো  
হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবচ্চক্ৰুদগীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো  
নিধনং পরোবরীয়াংসি বা এতানি ।

২। পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্  
জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীযঃ  
সামোপাস্তু ইতি তু পঞ্চবিধস্য ।

১। প্রাণেষু ( প্রাণসমূহে ) পঞ্চবিধম্ পরোবরীযঃ ( শ্রেষ্ঠ হইতে  
শ্রেষ্ঠ ; ১।২।২ টীকা ) সাম উপাসীত । প্রাণঃ হিঙ্কারঃ ; বাক্ প্রস্তাবঃ ;  
চক্ৰুঃ উদগীথঃ ; শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ ; মনঃ নিধনম্ । পরোবরীয়াংসি  
( শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ) বৈ এতানি ( এই সমুদয় ) ।

২। পরোবরীযঃ হ অস্ত ( ইহার ) ভবতি পরোবরীয়সঃ হ লোকান্  
জয়তি—যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধম্ পরোবরীযঃ সাম  
উপাস্তে । ইতি তু পঞ্চবিধস্ত ( পঞ্চবিধ সামের ) ।

১। প্রাণসমূহে পরোবরীয ( = শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ) সামের  
উপাসনা করিবে :—প্রাণই হিঙ্কার, বাক্ই প্রস্তাব ; চক্ৰুই উদগীথ ;  
শ্রোত্রই প্রতিহার এবং মনই নিধন । এই সমুদয়ই পরোবরীয ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া প্রাণসমূহে পরোবরীয  
পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পরোবরীয বস্তু তাহার ভোগ্য বস্তু  
এবং তিনি পরোবরীয লোকসমূহ জয় করেন ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

বাক্যের সপ্তবিভাগের সহিত সপ্তবিধ সামের  
একতা-কল্পনা

১। অথ সপ্তবিধস্য বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ ।

২। যদুদিত্তি স উদগীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবো যন্নীতি তন্নিধনম্ ।

১। অথ সপ্তবিধস্য ( সাত প্রকারের—হিঙ্কার, প্রস্তাব, আদি, উদগীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন—এই সাত প্রকার ) বাচি ( বাক্য ) সপ্তবিধম্ সাম ( সাত প্রকার সামকে ) উপাসীত ( উপাসনা করিবে ) । যৎ ( যাহা ) কিঞ্চ ( কিছু ) বাচঃ ( বাক্যের ) হুম্ ইতি ( 'হ্' এই অক্ষর ) সঃ হিঙ্কারঃ ; যৎ 'প্র' ইতি ( 'প্র' এই অক্ষর ), সঃ প্রস্তাবঃ ; যৎ 'আ' ইতি ( 'আ' এই অক্ষর ) সঃ আদিঃ ।

২। যৎ 'উৎ' ইতি ( 'উৎ' এই অক্ষর ) সঃ উদগীথঃ, যৎ

১। এখন সপ্তবিধ সামের উপাসনা বাক্য সপ্তপ্রকার সামের উপাসনা করিবে :—বাক্যের যেখানে 'হ্' এই অক্ষর, তাহাই হিঙ্কার ; যাহা 'প্র' এই অক্ষর, তাহাই প্রস্তাব ; যাহা 'আ' এই অক্ষর তাহাই আদি ।

২। যাহা 'উৎ', তাহাই উদগীথ ; যাহা 'প্রতি', তাহাই প্রতিহার ; যাহা 'উপ', তাহাই উপদ্রব এবং যাহা 'নি' তাহাই নিধন ।

৩। তুংহেহৈম্য বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহোহন্নবানন্নাদো  
ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাশ্তে ।

‘প্রতি’ ইতি ( ‘প্রতি’ এই শব্দ ) সঃ প্রতিহারঃ ; যৎ ‘উপ’ ইতি  
( ‘উপ’ এই শব্দ ), সঃ উপদ্রবঃ ; যৎ ‘নি’ ইতি ( ‘নি’ এই শব্দ ) ৩২  
নিধনম্ ।

৩। তুংহে অর্থে বাক্ দোহম্ - যঃ বাচঃ দোহঃ ; অন্নবান্, অন্নাদঃ  
ভবতি যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ বাচি ( বাক্যদৃষ্টিতে ) সপ্তবিধম্ সাম  
( সপ্তপ্রকার সামকে ) উপাশ্তে ( ১।৩।৭ টীকা ) ।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বাক্য সপ্তবিধ সামের  
উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন । বাক্যের সাহা তুংহ  
বাক্য স্বয়ং তাহা তাহার জন্ত দোহন করেন ।

---

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে নবম খণ্ড

আদিত্যের সপ্ত রূপের সহিত সপ্তবিধ সামের

একতা-কল্পনা

১। অথ খন্মুমাদিত্যঃ সপ্তবিধঃ সামোপাসীত সৰ্বদা সমন্তেন  
সাম মাং প্রতি মাং প্রতিতি সৰ্ব্বেন সমন্তেন সাম ।

২। তন্মিগ্নিমানি সৰ্ব্বানি ভূতান্‌হায়তানীতি বিদ্যাংস্তস্য  
যৎপুরোদয়াৎ স হিষ্কারস্তদস্য পশবোহ্‌হায়তান্‌স্মান্তে হিংকুৰ্বন্তি  
হিষ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ।

১। অথ খলু অসুম্ আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধম্ সাম  
উপাসীত (২।৮।১ টীকা)। সৰ্বদা সমঃ (সমান), তেন (সেইজন্য)  
সাম। ‘মাম্ প্রতি’ (আমার প্রতি) ‘মাম্ প্রতি’ ইতি সৰ্ব্বেন  
(সকলের নিকট) সমঃ, তেন সাম ।

২। তন্মিন্ (সেই আদিত্যে) ইমানি সৰ্ব্বানি ভূতানি (এই  
সমুদয় ভূত) অহায়তানি (অহুগত; ১।১০।২ টীকা) ইতি বিদ্যাৎ  
(এইরূপ জানিবে)। তন্তু সেই সূর্য্যের যৎ (যাহা, যে রূপ; কেহ

১। অনন্তর ঐ আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করিবে।  
সৰ্বদাই ‘সমান’ এইজন্য আদিত্য সাম। (সকলেই মনে করে,  
আদিত্য) ‘আমার অভিমুখে,’ ‘আমার অভিমুখে’; এই জন্য আদিত্য  
সকলের পক্ষে সমান; সেইজন্য আদিত্য সাম।

২। এই সমুদয় ভূত সেই আদিত্যের অহুগত এইরূপ জানিবে।  
উদয়ের পূর্বে ইহার যে রূপ তাহাই হিষ্কার। পশুসমুদয় আদিত্যের

৩। অথ যৎ প্রথমোদিতং স প্রস্তাবস্তদস্য যদুয্যা  
অদ্বায়তাস্তস্মাতে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনে  
হ্যেতস্য সায়ঃ ।

৭কহ বলেন যৎ = যে সময়ে । পুরোদয়াৎ ( পুরা + উদয়াৎ = উদয়ের  
পূর্বে ), সঃ ( সেই রূপ ) হিকারঃ ; তৎ অদ্বায়তঃ ( সেই রূপের  
অনুগত ; ২।১ ) অস্ত ( এই সামরূপী আদিত্যের ) পশবঃ ( পশু-  
সমূহ ) অদ্বায়তঃ ( অনুগত ; ১।১০।১২ টীকা ) । তস্মাৎ ( সেইজন্য )  
তে ( তাহারা ) 'হি' কুর্কন্তি ( হিং এই শব্দ করিয়া থাকে ) । হিকার  
ভাজিনঃ ( হিকারের ভাগী ) হি এতস্ম সায়ঃ ( এই সামের ) ।

৩। অথ ( তাহার পর ) যৎ ( যাহা ) প্রথম + উদিতং ( প্রথম  
উদিত হইলে 'যে রূপ' ) সঃ প্রস্তাবঃ ; তৎ ( + অদ্বায়তঃ ; = সেই  
রূপের অনুগত ) অস্ত ( সামরূপী আদিত্যের ) যদুয্যাঃ ( যদুয্যাগণ )  
অদ্বায়তঃ ( অনুগত ; ১।১০।১২ টীকা ) । তস্মাৎ ( সেইজন্য ) তে  
( তাহারা ) প্রস্তুতিকামাঃ ( স্তুতিকাম ) প্রশংসাকামাঃ ( প্রশংসা কাম ) ;  
প্রস্তাবভাজিনঃ ( 'প্রস্তাব' নামক অংশের ভাগী ) হি এতস্ম সায়ঃ ( এই  
সামের ) ।

সেই রূপের অনুগত । সেইজন্য তাহারা 'হিং' এই শব্দ করিয়া  
থাকে । এই সামের যে 'হিকার' নামক অংশ, তাহারা সেই অংশের  
ভাগী ।

৩। অনন্তর সূর্য প্রথম উদিত হইলে ইহার যে রূপ সেই  
রূপই প্রস্তাব । যদুয্যাগণ সেইরূপের অনুগত । এই জন্য তাহারা  
স্তুতি ও প্রশংসা কামনা করিয়া থাকে । এই সামের যে 'প্রস্তাব' নামক  
অংশ তাহারা এই অংশের ভাগী ।

৪। অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিস্তদস্য বয়াংস্যায়তানি  
তস্মাত্তান্তুরিক্ষেহ্নানারহণান্চাদায়ান্নানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীনি  
হ্যেতস্য সায়ঃ ।

৫। অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদগীথস্তদস্য দেবা  
অয়ায়তান্চাত্তস্যান্তে সন্তুমাঃ প্রোজাপত্যানামুদগীথভাজিনো হ্যেতস্য  
সায়ঃ ।

৪। অথ যৎ (যাহা) সঙ্গববেলায়াম্ (সঙ্গব বেলাতে) সঃ  
আদিঃ (‘আদি’ এইনাম)। তৎ (+ অয়ায়তানি = সেই রূপের  
অনুগত; ১।১০.২ টীকা) অস্ত (এই আদিত্যের) বয়াংসি (পক্ষিগণ)  
অয়ায়তানি (অনুগত)। তস্মাৎ (সেই অস্ত) তানি (তাহারা)  
অস্তুরিক্ষে অনারহণানি (ন, আরহণানি = অবলম্বনবিহীন; ‘আলম্বন’  
স্থলে ‘আরহণ’; আলম্বন = আশ্রয়) আদায় (লইয়া) আয়ানম্  
(নিজ দেহকে) পরিপতন্তি (চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়ায়)। আদি-  
ভাজীনি (‘আদি’ এই অংশের ভাগী) হি এতস্ত সায়ঃ (এই  
সায়ের)।

৫। অথ যৎ (যাহা) সম্প্রতি (ঠিক) মধ্যন্দিনে (= মধ্যম্ +  
দিনে = মধ্যাহ্নসময়ে), সঃ উদগীথঃ। তৎ (+ অয়ায়তানঃ = সেই রূপের  
অনুগত; ১।১০.১২ টীকা) অস্ত (এই আদিত্যের) দেবাঃ (দেবগণ)

৪। তাহার পর ‘সংগব’—বেলায় আদিত্য বাহা, তাহাই ‘আদি’;  
পক্ষিগণ ইহারই অনুগত। এইজন্য তাহারা আকাশে এই দেহ  
লইয়া নিরালম্বভাবে উড্ডীয়মান হয়। এই সায়ের যে ‘আদি’ অংশ,  
তাহারা সেই অংশের ভাগী।

৫। তাহার পর ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে পূর্বা যাহা তাহাই উদগীথ।  
দেবগণ আদিত্যের এই অংশের অনুগত। এইজন্য প্রোজাপতির সন্তান-



৬। অথ যদুৰ্দ্ধমমধ্যম্নিনাং প্রাগপরাহ্মাং স প্রতিহারস্তদস্য  
গৰ্ভা অদ্বায়ভাস্তস্ম্যাস্তে প্রতিহৃত্তা নাবপদ্যাস্তে প্রতিহারভাজিনো  
হ্যেতস্য সায়ঃ ।

৭। অথ যদুৰ্দ্ধমপরাহ্মাং প্রাগস্তময়াং স উপদ্রবস্তদস্যারণ্য।  
অদ্বায়ভাস্তস্ম্যাস্তে পুরুষঃ দৃষ্টো কক্ষঃ শ্রমিত্যুপদ্রবস্ত্যুপদ্রব  
ভাজিনো হ্যেতস্য সায়ঃ ।

অদ্বায়ভাস্তাঃ ( অমুগত ) । ভাস্তাং ( সেইজন ) তে ( তাঁহারা ) সৎ + তমঃ  
( সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ) প্রাপ্যপত্যানাম্ ( প্রাপ্যপতির সন্তানগণের মধ্যে ) ;  
উদগীথভাজিনঃ ( উদগীথের ভাগী ) হি এতস্ত সায়ঃ ( এই সায়ের ) ।

৮। অথ যৎ ( যে রূপ ) উৰ্দ্ধম্ মধ্যম্নিনাং ( মধ্যাহ্নকালের পরে )  
প্রাক্ অপরাহ্মাং ( অপরাহ্নের পূর্বে ) সঃ প্রতিহারঃ । তৎ ( + অদ্বায়ভাস্তাঃ  
= সেই রূপের অমুগত ১।১০।২ টীকা ) অস্ত ( এই আদিত্যের ) গৰ্ভাঃ  
( গর্ভসমূহ ) অদ্বায়ভাস্তাঃ ( অমুগত ) । ভাস্তাং ( সেই জন ) তে  
( সেই গর্ভসমূহ ) প্রতিহৃত্তাঃ ( প্রতি + হৃ; হৃত হইয়া ) ন ( না )  
অবপদ্যাস্তে ( অব + পদ্য; অধঃপতিত হয় ) । প্রতিহার-ভাজিনঃ  
( প্রতিহারের অধিকারী ) হি এতস্ত সায়ঃ ( এই সায়ের ) ।

৯। অথ যৎ ( যাহা ) উৰ্দ্ধম্ অপরাহ্মাং ( অপরাহ্নের পরে ) প্রাক্  
দিগের মধ্যে ইহারাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । ইহারা সায়ের 'উদগীথ' অংশের  
অধিকারী ।

১০। অনন্তর মধ্যাহ্নের পরে ও অপরাহ্নের পূর্বে আদিত্যের যে  
রূপ, তাহাই প্রতিহার । গর্ভসমূহ অর্থাৎ আদিত্যের এই রূপের অমুগত ।  
এই জনসমূহ ইহারা উৰ্দ্ধ দিকে হৃত হইয়া থাকে এবং অধঃপতিত হয়  
না : ইহারা সায়ের 'প্রতিহার' অংশের অধিকারী ।

১১। অনন্তর অপরাহ্নের পরে বিহ্বল অস্তময়নের পূর্বে আদিত্যের

৮। অথ যৎ প্রথমান্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোহ্মায়তা-  
স্তম্মাতান্নিধতি নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সায় এবং খলুম্মাদিত্যং  
সপ্তবিধং সামোপাস্তে ।

অন্তময়াৎ ( অন্তগমনের পূর্বে ), ১: উপদ্রব: । তৎ (+ অদ্বায়তা: =  
সেই রূপের অহুগত ; ১।১০।১২ টীকা ) আরণ্য: ( আরণ্য জন্তু সমূহ )  
অদ্বায়তা: ( অহুগত ) । তম্মাৎ ( সেই জন্তু ) তে ( তাহার ) পুরুষম্  
( মানবকে ) দৃষ্ট্ৱা ( দেখিয়া ) কক্ষম্ ( ২।১, কক্ষে, অরণ্যে ) খলুম্  
( ২।১, গর্ভে ) ইতি উপদ্রবতি ( উপ + দ্রু ; দ্রুতবেগে গমন করে বা  
পলায়ন করে ) । উপদ্রব-ভাজিন: ( উপদ্রব নামক অংশের ভাগী )  
হি এতস্ত সায়: ( এই সামের ) ।

৮। অথ যৎ ( যাহা ) প্রথম + অন্তমিতে ( ঠিক সূর্য্যোস্তের সময়ে )  
তৎ ( তাহা ) নিধনম্ ; তৎ (+ অদ্বায়তা: = সেই রূপের অহুগত ;  
১।১০।১২ টীকা ) অন্ত ( সেই আদিত্যের ) পিতর: ( পিতৃপুরুষগণ )  
অদ্বায়তা: ( অহুগত ) । তম্মাৎ ( সেই জন্তু ) তান্ ( পিতৃপুরুষদিগকে ;  
কিংবা পিতৃপুরুষদিগের জন্তু পিতৃসমূহকে ) নিধতি ( নি + ধা ,  
স্থাপন করে ) । নিধন-ভাজিন: ( সামের যে 'নিধন' অংশ, তাহার  
ভাগী ) হি এতস্ত সায়: ( এই সামের ) ।—এবম্ ( এই প্রকারে ) খলু

যে রূপ তাহাই উপদ্রব । আরণ্য পশুগণ আদিত্যের এই রূপের  
অহুগত । এই জন্তু তাহার মনুষ্য দেখিলে দ্রুতবেগে অরণ্যে কিংবা  
গর্ভে প্রবেশ করে । তাহার সামের 'উপদ্রব' অংশের অধিকারী ।

৮। অনন্তর ঠিক অন্তগমনের সময় আদিত্যের যে রূপ, তাহাই  
নিধন । পিতৃপুরুষগণ আদিত্যের এই রূপের অহুগত । এই জন্তু ( এই  
সময়ে ) তাহাদিগকে ( রূপের উপর ) স্থাপন করা হয় ( কিংবা

ঔমুন্ম আদিত্যম্ (ঐ আদিত্যকে) সপ্তবিধং সাম (সপ্তবিধ সাম-রূপে) উপাস্তে (উপাসনা করে)।

তাঁহাদিগের অষ্ট পিণ্ডসমূহকে কুশের উপর স্থাপন করা হয়)। এই-রূপে আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করা হয়।

### মন্তব্য

২।২।৪। পাঠান্তর—‘অস্তরিক্ষেন্নারব্ধগানি’ স্থলে অস্তরিক্ষণ+আরব্ধগানি।

‘সজববেলায়াম্’ ইত্যাদি—

‘সম্+গো’ হইতে ‘সজব’ হইয়াছে। নানা লোকে ঠেহার নানা অর্থ করিয়াছে—(ক) দুগ্ধ দোহন করিবার ক্ষণ যখন গাভীদিগকে একত্র করা হয়; (খ) দুগ্ধ দোহন করিবার ক্ষণ যখন গাভী ও বৎস একত্র হয়; (গ) দুগ্ধ দোহন করিবার পর বৎসগণ যখন দুগ্ধ পান করে; (ঘ) মাঠে যাইবার পূর্বে যখন গাভীসমূহ একত্র হয়; (ঙ) শব্দ বলেন, ‘গো’ অর্থ সূর্য্যের রশ্মিও হইতে পারে। তাহা হইলে ‘সজব’ অর্থ হইবে যে সময়ে সূর্য্যরশ্মির ‘সজমন’ হয়। ‘সজমন’ অর্থ সন্মিলন; মোক্ষ-মূলার এই স্থলে শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“when the sun puts forth his rays”.

এই খণ্ডে দিবসের এই পাঁচটি বিভাগ-স্থল দেওয়া হইয়াছে—(১) সূর্য্যের উদয়, (২) সজববেলা, (৩) মধ্যাহ্ন, (৪) অপরাহ্ন, (৫) সূর্য্যের অস্তগমন। অথর্ববেদে (১।৬।৪৫) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১।৫।৩।১ ; ১।৪।২।২) এই প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের ষ্টন মুহূর্ত্ত পরে যে সময়, তাহাই ‘সজববেলা’।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে দশম খণ্ড

সপ্তবিধ সামের অক্ষরসংখ্যা-চিস্তনদ্বারা

আদিত্য-জয়

১। অথ ঋত্বাঅসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধঃ সামোপাসীত  
হিকার ইতি ত্রাক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্রাক্ষরং তৎ সমম্ ।

২। আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত  
ইহৈকং তৎ সমম্ ।

১। অথ ঋত্বাঅসম্মিতম্ (যাহার সমুদয় অংশ এক প্রকার ;  
কিংবা যাহা পরমাঅসদৃশ ; ২।১) অতি-মৃত্যু (যাহা মৃত্যুকে জয় করে,  
২।১) সপ্তবিধম্ সাম (সপ্তবিধ সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) ।  
হিকারঃ ইতি (‘হিকার’ এই শব্দ) ত্রি+অক্ষরম্ (তিন অক্ষর যুক্ত) ;  
প্রস্তাবঃ ইতি (‘প্রস্তাব’ এই শব্দ) ত্রি+অক্ষরম্ । তৎ (স্মৃতরাং ;  
কিংবা এই দুইটী) সমম্ (এক প্রকার) ।

২। আদিঃ ইতি (‘আদি’ এই শব্দ) দ্বি+অক্ষরম্ (দুই অক্ষর  
যুক্ত) ; প্রতিহারঃ ইতি চতুর+অক্ষরম্ (চারি অক্ষর যুক্ত) । ততঃ  
(তাহা হইতে, প্রতিহার শব্দ হইতে) ইহ (ইহাতে, আদিশব্দে)  
একম্ (একটি অক্ষর ‘লইলে’) তৎ সমম্ (১মঃ টীঃ) ।

১। অনন্তর ‘আঅসম্মিত’ এবং মৃত্যু-অতিক্রমকারী সপ্তবিধ  
সামের উপাসনা করিবে । ‘হিকার’ শব্দটির তিনটি অক্ষর এবং ‘প্রস্তাব’  
শব্দটিরও তিনটি অক্ষর ; স্মৃতরাং ঠিকান সমান ।

২। ‘আদি’ শব্দের দুইটি অক্ষর ; ‘প্রতিহার’ শব্দের চারিটি অক্ষর ।

৩। উদগীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপজ্জব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিত্তিভিঃ  
সগং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ ।

৪। নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমমেব ভবতি তানি হ বা  
এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ।

৫। একবিংশত্যা দিত্যাম্নোত্যেকবিংশো বা ইতোহসা-  
বাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাক্ষর্যতি তন্মাকং তদ্বিশোকম্ ।

৩। উদগীথঃ ইতি ত্রি+অক্ষরম্ ( তিন অক্ষর যুক্ত ) উপজ্জবঃ  
ইতি চতুর+অক্ষরম্ ( চারি অক্ষর যুক্ত ) । ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ ( তিন অক্ষরে  
তিন অক্ষরে ) সমম্ ( সমান ) ভবতি ( হয় ) । অক্ষরম্ ( একটি  
অক্ষর ) অতিশিষ্যতে ( অতি+শিষ্য ; অবশিষ্ট থাকে ) । ত্রি+অক্ষরম্  
( তিন অক্ষর যুক্ত ) তৎ সমম্ ( ইহার সমান ) ।

৪। ‘নিধনম্’ ইতি ত্রি+অক্ষরম্ ; তৎ সমম্ ভবতি ( তমঃ ত্রঃ ) ।  
তানি হ বৈ এতানি ( এই সমুদয় ) দ্বাবিংশতিঃ অক্ষরাণি ( বাইশটি অক্ষর ;  
হিকার, প্রস্তাব, আদি, প্রতিহার, উদগীথ, উপজ্জব, নিধন—এই  
সাতটিতে বাইশটি অক্ষর ) ।

৫। একবিংশত্যা ( একুশটি অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা ) আদিত্যম্  
‘প্রতিহার’ শব্দ হইতে একটি অক্ষর লইয়া ‘আদি’ শব্দে যোগ করিলে  
উভয়ে সমান হয় ।

৩। ‘উদগীথ’ এই শব্দটির তিন অক্ষর ; ‘উপজ্জব’ এই শব্দটির চারি  
অক্ষর । তিন অক্ষরে তিন অক্ষরে ইহার সমান । ( এখন ) একটি  
অক্ষর ( অর্থাৎ ‘উপজ্জবঃ’ শব্দের ‘বঃ’ অক্ষর ) থাকে । অপর তিনটি  
অক্ষর লইলে ইহার সমান ।

৪। ‘নিধন’ পদের তিন অক্ষর স্তুরাঃ ইহাও ( অন্তপদ সমূহের )  
সমান । এই সমুদয় সাথে বাইশটি অক্ষর ।

৫। এই পৃথিবী লোক হইতে আ.স্ত করিয়া ( লোকসমূহের

৬। আপ্নোতি হাদিত্যন্ত জয়ং পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাক্ষসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপান্তে সামোপান্তে ।

( আদিত্যকে ) আপ্নোতি ( প্রাপ্ত হয় ) । একবিংশঃ বৈ ( ২১ সংখ্যক ; ১২ মাস ৫ ঋতু + ৩ লোক = ২০ ; ইহার পর আদিত্য, স্তুতরাং আদিত্য ২১ সংখ্যক ) ইতঃ ( ইহলোক হইতে ) অসৌ আদিত্যঃ ( ঐ নৃষ্য ) । বাবিশংশেন ( বাবিশং অক্ষর দ্বারা ) পরম্ ( পরম লোককে ) আদিত্যাৎ ( আদিত্য অপেক্ষা ) জয়তি ( জয় করে ) । তৎ ( তাহা ) নাকঃ তৎ বিশোকম্ ( শোকরহিত ) ।

৭। আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) হ আদিত্যন্ত জয়ম্ (আদিত্যের জয়কে ; আদিত্যস্য—কর্মে ৬ষ্ঠী) । পরঃ (শ্রেষ্ঠ) হ আদিত্যজয়াৎ (আদিত্য-জয় অপেক্ষা) জয়ঃ ভবতি (হয়) যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) আক্ষসম্মিতম্ (১মঃ যঃ টীকা) অতিমৃত্যু (মৃত্যু-অতিক্রমকারী) সপ্তবিধম্ সাম উপান্তে (উপাসনা করে) সাম উপান্তে (বিকৃতি সমাপ্তিসূচক) ।

সংখ্যা গণনা করিলে) আদিত্য একবিংশতিসংখ্যক (হইয়া থাকে) । বাবিশং অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোককে জয় করা যায় । সেই লোকই নাক (অর্থাৎ স্বর্গময়) এবং বিশোক ।

৮। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ‘আক্ষসম্মিত’ এবং মৃত্যু-অতিক্রমকারী সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন, তিনি আদিত্যকে জয় করেন এবং আদিত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোককে জয় করিয়া থাকেন ।

### মন্তব্য

২।১০।৩। “উপজ্জবঃ”—এই শব্দের তিনটি অক্ষর বাদ দিলে কেবল ‘বঃ’ এই অক্ষরটি থাকে । এই শব্দের শেষ অংশের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, এই একটি অক্ষরেও তিনটি অক্ষর । শব্দ লিখিয়াছেন—

“তৎ একম্ অপি সৎ ‘অক্ষরম্’ ইতি ত্র্যক্ষরম্ ভবতি” অর্থাৎ “এক হইলেও ইহা অক্ষর সূতরাং ইহাও তিন অক্ষর যুক্ত”। ইহার অর্থ বোধ হয় এই :—‘২ঃ’ একটি অক্ষর; কিন্তু একটি হইলেও ইহার নাম ‘অক্ষর’। ‘অক্ষর’ কথাটিতে তিনটি অক্ষর সূতরাং ‘২ঃ’ অক্ষরটিও তিনটি অক্ষর যুক্ত অক্ষর।

কেহ কেহ বলেন ‘২ঃ’=ব্+অ+ঃ; সূতরাং ব অক্ষরেও তিনটি অক্ষর।

সর্বত্রই তিন দেখাইতে হইবে—এই অঙ্কই এত কষ্টকল্পনা। কিন্তু উপনিষৎকারের উদ্দেশ্য তাহা নাও হইতে পারে। সাতটি শব্দে বাইশটি অক্ষর রহিয়াছে, ঋষি ইহা পঞ্চম মন্ত্রে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার একুণ্টি অক্ষর দ্বারা আদিত্যালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ষাণ্মিংশ অক্ষর দ্বারা ইহা অপেক্ষাও ত্রৈলোক্য জয় করা যায়; সূতরাং অতিবিক্ত একটি অক্ষরেরও আবশ্যক আছে। সূতরাং এই অবশিষ্ট অক্ষরটিকে ত্র্যক্ষর না বলিয়া একটি অক্ষরই বলা উচিত। কষ্টকল্পনা না করিয়া শেষাংশের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। অক্ষরম্ অতিশিষ্যতে—একটি অক্ষর অবশিষ্ট থাকে। ত্র্যক্ষরম্ তৎ সমম্=আর বে তিনটি অক্ষর ইহার সমান।

২ ১০।৫। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে ‘নাক’ একটি বিশেষ স্থান। অধর্কবেদের মতে ( ৪।১৪।৩), পৃথিবীর উপরিভাগে অন্তরিক্ষ, তাহার পর ষথাক্রমে দ্যৌ, নাক, স্বঃ এবং জ্যোতি। ঋগ্বেদের একই মন্ত্রে ( ১০।১২।৫ ) স্বঃ, নাক এবং অন্তরিক্ষের উল্লেখ আছে। অনেকে ‘নাক’ শব্দের এই প্রকার অর্থ করেন—নাক =ন+অক; ক=স্বথ; অক=দুঃখ। সূতরাং নাক অর্থ ‘যাহা দুঃখময় নহে’ অর্থাৎ সুখময় স্থান।



## দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

মন-আদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চবিধ সামের

একতা-কল্পনা

১। মনো হিংকারো বাক্ প্রস্তাবচ্চক্ষুর্দগীধঃ শ্রোত্রং  
প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনমেতদগায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্ ।

২। স য এবমেতদগায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি  
সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্  
কৌর্ত্যা মহামনাঃ স্যাত্তদ ব্রতম্ ।

১। মনঃ হিংকারঃ ; বাক্ প্রস্তাবঃ ; চক্ষুঃ উদগীধঃ ; শ্রোত্রম্  
প্রতিহারঃ ; প্রাণঃ নিধনম্ । এতৎ ( এই ) গায়ত্রম্ ( সামবেদের  
অংশবিশেষ ; গায়ত্রীছন্দে রচিত বলিয়া এই অংশের নাম গায়ত্র ) প্রাণেষু  
( প্রাণসমূহে ) প্রোতম্ ( প্রতিষ্ঠিত ; প্রোত = প্র + উত কিংবা উত,  
বে ধাতু হইতে ; বে = বহনকরা ) ।

২। সঃ যঃ ( যে ) এবম্ ( এই প্রকারে ) “এতৎ গায়ত্রম্, ( এই  
গায়ত্র সাম, ১।১ ) প্রাণেষু প্রোতম্ ( প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত )” বেদ ( জানেন ),  
প্রাণী ( প্রাণযুক্ত ) ভবতি ( হন ) সর্বম্ আয়ুঃ ( পূর্ণ আয়ু ) এতি ( ই  
ধাতু ; প্রাপ্ত হন ) জ্যোগ্ ( দীর্ঘ কিংবা উজ্জল ) জীবতি ( জীবন

১। মনই হিংকার ; বাক্ই প্রস্তাব ; চক্ষুই উদগীধ ; শ্রোত্রই  
প্রতিহার ; প্রাণই নিধন । এই ‘গায়ত্র’ নামক সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত ।

২। ‘এই গায়ত্র সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত’ যিনি এইরূপ জানেন,  
তিনি প্রাণযুক্ত হন, পূর্ণ আয়ু লাভ করেন, উজ্জল জীবন প্রাপ্ত হন ;

ধারণ করেন), মহান্ (শ্রেষ্ঠ) প্রজ্ঞা (সন্ধান দ্বারা) পত্তিঃ (পত্ত-  
গণ দ্বারা) ভবতি; মহান্ কীৰ্ত্তা (কীৰ্ত্তি দ্বারা); মহামনাঃ স্যাৎ  
(হইতে পারেন) তৎ (তাহাই) ব্রতম্ (ব্রত)।

সন্ধান ও পত্ত লাভ করিয়া মহান্ হন; কীৰ্ত্তিতেও তিনি শ্রেষ্ঠ হন।  
তিনি মহামনা হইবেন। ইহাই তাঁহার ব্রত।

### মন্তব্য

২।১১।২। 'সঃ যঃ' ইত্যাদি।

এইস্থলে 'সঃ' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই। 'যঃ' শব্দের অর্থকে  
দৃঢ় করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। সঃ যঃ—যে কোন ব্যক্তি।  
কেহ কেহ বলেন 'সঃ' শব্দ, 'ভবতি' 'এতি' ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা।

'গায়ত্রীম্' শব্দকে দ্বিতীয়বার একবচন করিলেই অর্থ সুসঙ্গত  
হয়। এইরূপ ব্রথস্তরম্ (২।১২।২), বামদেবাম্ (২।১৩।২), বৃহৎ  
(২।১৪।২), বৈরূপম্ (২।১৫।২), বৈরাগ্যম্ (২।১৬।২) প্রভৃতিও  
দ্বিতীয়বার একবচন হইতে পারে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী দুই খণ্ডে  
'শকর্য্যঃ' (২।১৭।২) এবং 'রেবত্যঃ' (২।১৮।২) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।  
এই দুটী শব্দ প্রথমবার একবচন। সুতরাং গায়ত্রীাদি শব্দসমূহকে  
প্রথমবার একবচন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই একাদশ খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "এতৎ গায়ত্রীম্ প্রাপ্তেবু  
প্রোতম্"। এই অংশই দ্বিতীয় মন্ত্রে পুনরুক্ত হইয়াছে। এই প্রকার  
হইলে দ্বিতীয় মন্ত্রের 'প্রোতম্' শব্দের পর 'ইতি' উহা করিয়া গীতে  
হইবে। ২।১২।২ হইতে ২।১৮।২ পর্যন্ত অংশেও এই প্রকার হইবে।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

যজ্ঞান্সের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

১। অভিমন্ত্ৰতি স হিংকারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো  
জলতি স উদ্গীথোহঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি  
তন্নিধনং সমশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্রথস্তুরমগ্নৌ প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্রথস্তুরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চস্যম্মাদৌ  
ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি  
মহান্ কীৰ্ত্ত্য ন প্রত্যঙ্ঙগ্নিমাচামেয় নিষ্ঠীবেষ্টদ্ ব্রতম্।

১। অভিমন্ত্ৰতি ( অভিমন্ত্ৰন করা হয় ), সঃ ( ইহাই ) হিংকারঃ ;  
ধূমঃ জায়তে ( উৎপন্ন হয় ) সঃ প্রস্তাবঃ ; জলতি ( প্রজ্বলিত হয় ) সঃ  
উদ্গীথঃ ; অঙ্গারাঃ ( অঙ্গারসমূহ ) ভবন্তি ( হয় ), সঃ প্রতিহারঃ ;  
উপশাম্যতি ( উপশান্ত অর্থাৎ নিস্তেজ হয় ) তৎ নিধনম্ ; সম-শাম্যতি  
( সম্যাক্রূপে নির্বাপিত হয় ) তৎ নিধনম্। এতৎ রথস্তুরম্ ( এই  
রথস্তুর নামক সাম ) অগ্নৌ ( অগ্নিতে ) প্রোতম্ ( নিহিত )।

২। সঃ যঃ এবম্ "এতৎ রথস্তুরম্ ( এই রথস্তুর সাম, ১।১ ) অগ্নৌ

১। ( অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য কাঠে কাঠে ) যে অভিমন্ত্ৰন করা  
হয়, তাহাই হিংকার ; ধূম যে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রস্তাব ; অগ্নি যে  
প্রজ্বলিত হয় তাহাই উদ্গীথ ; অঙ্গার যে উৎপন্ন হয়, তাহাই  
প্রতিহার ; অগ্নি যে নিস্তেজ হইতে থাকে, তাহাই নিধন ; অগ্নি যে  
নির্বাপিত হয় তাহাও নিধন। এই রথস্তুর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

২। এই রথস্তুর সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন,

প্রোতম্\* বেদ, ত্ববর্চসৌ ( ত্ব = মন্ত্র, বেদ ; বর্চস্ = তেজ ; ত্ববর্চস্ = বেদজ্ঞান জনিত তেজ ; এই ত্বতেজ যাধার আছে সেই ত্ববর্চসৌ) অন্নাদঃ ( অন্নভোক্তা ) ভবতি ( হন ), সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোত্ কৌবতি, মহান্ প্রজয়া পত্ততিঃ ভবতি ; মহান্ কীর্ত্যা ( ২ ১১২ টীকা ) । ন ( না ) প্রত্যঙ্ অগ্নিম্ ( অগ্নির অতিমুখী হইয়া ) আচামেৎ ( ভক্ষণ করিবে ; আ+চম্+যাৎ পাঃ ৭৩.৭৫ ), ন নিষ্টিবেৎ ( নি+ষ্টিব, থুথু ফেলা ; = নিষ্টিবন ত্যাগ করিবে ) । তৎ ( তাহাই ) ব্রতম্ ।

তিনি বেদজ্ঞান জনিত তেজ লাভ করেন ; অন্নভোক্তা হন ; পূর্ণায়ু লাভ করেন , উজ্জল ( বা দীর্ঘ ) জীবন ধারণ করেন, সম্মান ও পত্ত লাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন । অগ্নির অতিমুখে ভোজন করিবে না এবং নিষ্টিবন ( = থুথু ) ত্যাগ করিবে না । ইহাই ব্রত ।

### মন্তব্য

২.১২।১ । সর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিবার সময়ে সামবেদের ‘বৃথস্তর’ অংশের অন্তর্গত মন্ত্র গান করা হয় । এই জন্ত বলা হইয়াছে ‘বৃথস্তর’ সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

মিথুনে বায়দেব্য সামোপাসনা

১। উপমদ্রয়তে স হিংকারো জপয়তে স প্রস্তাবঃ জিহ্বা সহ শেতে স উদগীথঃ প্রতি জীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বায়দেব্যং মিথুনে প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্বায়দেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনামিথুনাং প্রজায়তে সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ভূতম্।

১। উপমদ্রয়তে ( আস্থান করে ) সঃ হিংকারঃ; জপয়তে ( সন্তোষ বিধান করে, বা জ্ঞানায় ) সঃ প্রস্তাবঃ; জিহ্বা সহ ( জীলোকের সহিত ) শেতে ( শয়ন করে ) সঃ উদগীথঃ; প্রতি ( অভিযুগ হইয়া ) জীং সহ শেতে, সঃ প্রতিহারঃ; কালম্ গচ্ছতি ( সময় অতিবাহিত হয় ) তৎ নিধনম্; পারম্ গচ্ছতি ( পূর্ণকাম হয় ) তৎ ( তাহাও ) নিধনম্। এতৎ বায়দেব্যম্ ( বায়দেব্য নামক সায় ) মিথুনে ( জী-পুরুষে ) প্রোতম্ ( প্রতিষ্ঠিত )।

পাঠান্তর—‘প্রতি জীং’ হলে ‘প্রতি জী’।

২। সঃ যঃ এবম্ ( এইরূপে ) এতৎ বায়দেব্যম্ ( বায়দেব্য সায় ) মিথুনে প্রোতম্ বেদ ( জ্ঞানেন ), মিথুনীভবতি ( তিনি মিথুন ভাবে থাকেন, বিধুর হন না ); মিথুনাং মিথুনাং ( প্রতি মিথুন ভাবে হইতেই ) প্রজায়তে ( সন্তান উৎপন্ন হয় ); সৰ্বম্ আয়ুঃ প্রতি, জ্যোগ্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ মহান্ কীৰ্ত্তা। ন ( না ) কাঞ্চন ( কাম্

+চন—কোন জীলোককে ) পরিহরেৎ ( পরিত্যাগ করিবে )। তৎ ( তাহাই ) ব্রতম্ ।

[ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ এবং আপত্তিজনক বলিয়া ব্রাহ্মবাদ প্রদত্ত হইল না । ]

### নব্বয়্য

১। বর্তমানযুগে আমরা কতকগুলি ঘটনাকে অত্যন্ত লক্ষ্যকর ও হেয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আহাৰ-বিহাৰাদি সমুদয় ঘটনাকেই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করা হইত। উপনিষদের এই স্থলে এইরূপ একটা ঘটনাকেই ধৰ্ম্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

২। 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ'—বর্তমান যুগে এই মত অতি তীষণ ও দূষিত। কিন্তু সামাজিক নিয়ম সৰ্ব্বদেশে ও সৰ্ব্বযুগে এক প্রকার নহে। এখন আমরা যে প্রথাকে দূষিত বলিয়া মনে করিতেছি, এমন এক সময় ছিল, যখন সৰ্ব্বদেশেই সেই প্রথাকে আহাৰাদির মত একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করা হইত। পাপ জ্ঞানমূলক। বিচার করিয়া যাহাকে অশ্রাব্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহার অশ্রুতানই পাপ। যেখানে অশ্রাব্যবোধ নাই, সেখানে পাপও নাই। বিচারক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যাহা পাপ, অবোধ শিশুর পক্ষে তাহা পাপ নহে। বর্তমান যুগে নরনারী সমাজের অশ্রুতি লইয়া বিবাহনৃত্রে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন ইহারা নিজেরদের ইচ্ছাতেই সন্মিলিত হইত, অপর লোকের অশ্রুতি লওয়া আবশ্যক মনে হইত না এবং এই প্রকার অশ্রুতি লওয়া যে আবশ্যক ইহা কাহারও চিন্তার মধ্যে আসিত না। উপনিষদের এই অংশে যে ইচ্ছাপূৰ্ব্বক অপবিদ্রতায় সমর্থন করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় না, সম্ভবতঃ ঐ যুগে এই প্রকার ঘটনা অপ্রচলিত ছিল না।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

আদিত্যের পঞ্চবিধ অবস্থানের সহিত পঞ্চবিধ সায়ের  
একতা-কল্পনা

১। উত্তন্ হিংকার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যাহ্নিন উদগীথোহ-  
পরাহুঃ প্রতিহারোহস্তং যন্নিধনমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্।

২। স য এবমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্ব্যন্নাদৌ  
ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি  
মহান্ কীর্ত্য। তপস্তং ন নিন্দেং তদ্ ব্রতম্।

১। উত্তন্ ( উৎ + ই, শত্ ; উদিত হইতেছে এমন 'সূর্য্য' )  
হিংকারঃ ; উদিতঃ ( উদিত হইয়াছে এমন 'সূর্য্য' ) প্রস্তাবঃ ; মধ্যাহ্নিনঃ  
( মধ্যাহ্নকালের 'সূর্য্য' ) উদগীথঃ , অপরাহুঃ ( অপরাহ্ন কালের 'সূর্য্য' )  
প্রতিহারঃ ; অস্তম্ যন্ ( অস্ত হইতেছে এমন 'সূর্য্য' ; যন্ = ই, শত্ )  
নিধনম্। এতৎ ( এই ) বৃহৎ ( বৃহৎ নামক সায় ) আদিত্যে প্রোতম্  
( আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত )।

২। সঃ যঃ (২।১।২ মন্তব্য) এবম্ "এতৎ বৃহৎ আদিত্যে প্রোতম্"  
( ১ম যঃ ) বেদ, তেজস্বী অন্নাদঃ ভবতি ; সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোগ্

১। উদগীতমান সূর্য্য হিংকার ; উদিত সূর্য্য প্রস্তাব ; মধ্যাহ্নিন ( =  
মধ্যাহ্নকালীন ) সূর্য্য উদগীথ ; অপরাহ্নকালীন সূর্য্য প্রতিহার ; অস্ত-  
কালীন সূর্য্য নিধন। এই 'বৃহৎ' নামক সায় আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত।

২। "বৃহৎ নামক সায় আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত" যিনি এই প্রকার জানেন,  
তিনি তেজস্বী ও অমরতোক্ত হন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, দীর্ঘ ( বা উজ্জল )



জীবতি, মহান্ প্রজয়া পত্ততিঃ ভবতি ; মহান্ কীৰ্ত্তা ( ২।১।২ টীকা ) ।  
তপস্তম্ ( তাপপ্রদানকারী সূর্য্যকে ) ন নিন্দেৎ ( নিন্দা করিবে না ) ।  
তৎ ( তাহাই ) ব্রতম্ ।

জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া মহান্ হন, এবং  
কীৰ্ত্তিতেও মহান্ হন । উত্তাপপ্রদানকারী সূর্য্যকে নিন্দা করিবে না ।  
ইহাই ব্রত ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

মেঘোৎপত্তি প্রভৃতি পঞ্চ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার সহিত পঞ্চবিধ  
সামের একতা-কল্পনা  
( বৈরূপ সাম )

১ । অভ্রাণি সংপ্রবন্তে স হিংকারো মেঘো জায়তে স  
প্রস্তাবো বর্ষতি স উদগীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার  
উদগৃহ্ণতি তন্নিধনমেতদ্বৈরূপং পর্জন্তে প্রোতম্ ।

১ । অভ্রাণি ( অভ্রসমূহ—মেঘের প্রথমাবস্থা, যে অবস্থায় ইহা  
জল ধারণ করে । অপ্ + ত্ হইতে ; অপ্ = জল ; ত্ = ধারণ করা ।  
কেহ কেহ অভ্র-স্থলে ‘অব্ভ্র’ লিখিয়া থাকেন ) সংপ্রবন্তে ( সমু + প্র ;

১ । অভ্র যে ঘনীভূত হইয়া, ইহাই হিংকার ; যেসে যে, উৎপন্ন হইয়া  
ইহাই প্রস্তাব ; বৃষ্টি যে বর্ষিত হইয়া ; ইহাই উদগীথ ; বিদ্যোৎ যে

২। স য এবমেতবৈরূপং পৰ্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ  
স্বরূপাংশ্চ পশূনবরুকে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্  
প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্ ।

ঘনীভূত হয় ) সঃ দ্বিধারঃ । সগঃ দ্বায়তে ( উৎপন্ন হয় ) সঃ প্রস্তাবঃ ।  
বর্ষতি ( বর্ষণ করে ) সঃ উদ্গীথঃ । বিদ্যোততে ; ( বিদ্যা প্রকাশিত  
হয় ), স্তনয়তি ( গর্জন করে ) সঃ প্রতিহারঃ ( ২।৩।১৮ টীকা )  
উৎগৃহ্ণতি ( উপসংহার হয় ) তং নিধনম্ ( ২।৩।২ টীকা ) । এতৎ  
বৈরূপম্ ( এই বৈরূপ নামক সাম ) পৰ্জন্যে ( যেখানে ) প্রোতম্  
( নিহিত ) ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১২ মন্তব্য ) এবম্ 'এতৎ বৈরূপম্ পৰ্জন্যে  
প্রোতম্' বেদ, বিরূপান্ চ, স্বরূপান্ চ, পশূন ( নানারূপ এবং স্বরূপ পশু-  
সমূহকে ) অবরুকে ( অব + কৃণ্ ; অবরোধ করেন, লাভ করেন ) সর্বম্  
আয়ুঃ এতি, জ্যোগ্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্  
কীৰ্ত্ত্যা । বর্ষন্তম্ ( বর্ষণকারীকে ) ন নিন্দেৎ । তৎ ব্রতম্ ( ২।১।১২  
টীকা ) ।

প্রকাশিত হয় এবং মেঘ যে গর্জন করে ইহাই প্রতিহার ; ইহার যে  
নিবৃতি হয় ইহাই নিধন । 'বৈরূপ' নামক এই সাম পৰ্জন্তে প্রতিষ্ঠিত ।

২। 'বৈরূপ নামক সাম পৰ্জন্তে প্রতিষ্ঠিত' যিনি এইরূপ জানেন,  
তিনি বিচিহ্নরূপ এবং স্বরূপ পশুসমূহ লাভ করিয়া থাকেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত  
হন, উজ্জ্বল ( বা দীর্ঘ ) জীবন লাভ করেন, প্রজা ও পশু লাভ করিয়া  
মহান্ হন এবং কীৰ্ত্তিতেও মহান্ হন । বর্ষণকারী মেঘকে কখনও নিন্দা  
করিবে না । ইহাই ব্রত ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

পঞ্চমাতুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা

( বৈরাজ সাম )

১। বসন্তো হিংকারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদগীথঃ শরৎ  
প্রতিহারো হেমন্তো নিধনমেতদ্বৈরাজমৃতুযু প্রোতম্ ।

২। স য এবমেতদ্বৈরাজমৃতুযু প্রোতং বেদ বিরাজতি  
প্রজয়া পশুভিঃ কবচসেন সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্  
প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্য ঋতুন্ ন নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্ ।

১। বসন্তঃ হিংকারঃ; গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ; বর্ষাঃ উদগীথঃ; শরৎ  
প্রতিহারঃ; হেমন্তঃ নিধনম্ । এতৎ বৈরাজম্ ( এই বিরাজ নামক  
সাম ) ঋতুযু ( ঋতুসমূহে ) প্রোতম্ ( নিহিত ) ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১২ মন্তব্য ) এবম্ 'এতৎ বৈরাজম্ ঋতুযু প্রোতম্'  
বেদ, বিরাজতি ( বিরাজ করেন ) প্রজয়া পশুভিঃ কবচসেন ( বেদ-  
জ্ঞান জনিত তেজ দ্বারা ); সর্বম্ আয়ুঃ এতি; জ্যোগ্ জীবতি;  
মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি; মহান্ কীৰ্ত্ত্য । ঋতুন্ ( ঋতুসমূহকে )  
ন নিন্দেৎ । তৎ ব্রতম্ ( ২।১।১২ দ্রঃ ) ।

১। বসন্তই হিংকার, গ্রীষ্মই প্রস্তাব, বর্ষাই উদগীথ, শরৎই প্রতি-  
হার, হেমন্তই নিধন । 'বৈরাজ' নামক এই সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত ।

২। বৈরাজ নামক সাম ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ জানেন,  
তিনি প্রজা, পশুসমূহ ও বেদজ্ঞান জনিত তেজ লাভ করিয়া বিরাজ  
করেন; পূর্ণাঙ্ক লাভ করেন এবং উজ্জল ( বা দীর্ঘ ) জীবন প্রাপ্ত হন ।  
তিনি প্রজা ও পশুলাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীৰ্ত্তিতেও মহান্ হন ।  
ঋতুসমূহকে নিন্দা করিবে না । ইহাই ব্রত ।

মন্তব্য

“ব্রহ্মবর্চসেন” ব্রহ্ম + বর্চস্ + অচ্ = ব্রহ্মবর্চস্, ক্রীং, পা ৫।৪।৭৮  
ব্রহ্ম = মন্ত্র বা বেদ ; বেদ্যাধ্যয়নজনিত তেজের নাম ব্রহ্ম-  
বর্চস্ ।

---

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

পৃথিব্যাদি লোকের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা  
( শকরী সাম )

১। পৃথিবী হিংকারোহস্তরিকং প্রস্তাবো দ্যৌরুদগীথো  
দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শকর্যো লোকেষু প্রোতাঃ ।

১। পৃথিবী হিংকারঃ, অস্তরিকম্ প্রস্তাবঃ; দ্যৌঃ ( ছালোক )  
উদগীথঃ; দিশঃ ( দিক্‌সমূহ ) প্রতিহারঃ; সমুদ্রাঃ নিধনম্ । এতাঃ  
( এই সমুদয় ) শকর্যঃ ( শকরী নামক সামসমূহ ) লোকেষু ( পৃথিব্যাদি  
লোকসমূহে ) প্রোতাঃ ( প্রতিষ্ঠিত ) ।

১। পৃথিবীই হিংকার, অস্তরিকই প্রস্তাব, ছালোকই উদগীথ, দিক্-  
সমূহই প্রতিহার এবং সমুদ্রই নিধন । শকরী নামক এই সমুদয় সাম  
৭ পৃথিব্যাদি লোকসহে প্রতিষ্ঠিত ।

২। স য এবমেতাঃ শকর্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকী  
ভবতি সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভিৰ্ভবতি  
মহান্ কীৰ্ত্ত্যা লোকান্ নিম্নেৎ তদ্ ব্রতম্ ।

২। সঃ যঃ এবম্ 'এতাঃ শকর্যো লোকেষু প্রোতাঃ' বেদ, লোকী  
(শ্রেষ্ঠলোকগামী) ভবতি, সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্ জীবতি; মহান্  
প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি, মহান্ কীৰ্ত্ত্যা। লোকান্ (লোকসমূহকে) ন  
নিম্নেৎ। তৎ ব্রতম্ (২।১১।২ টীকা)।

২। শকরী নামক এই সমুদয় সাম 'লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি  
এইরূপ জানেন, তিনি শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করেন, পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন।  
উজ্জস (বা দীর্ঘ) জীবন্ত লাভ করেন, প্রজা ও পশুসমূহ লাভ করিয়া  
মহান্ হন এবং কীৰ্ত্তিতেও মহান্ হন। লোকসমূহকে নিম্না করিবে  
না। ইহাই ব্রত।

---

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

অজাদি পশুর সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা  
( রেবতী সাম ) .

১। অজা হিংকারোহবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদগীথোহশ্বাঃ  
প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনমেতা রেবত্যঃ পশুযু প্রোতাঃ ।

২। স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুযু প্রোতা বেদ পশুমান্  
ভবতি সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি  
মহান্ কীৰ্ত্ত্যা পশুন্ নিন্দেৎ তদ্ ব্রতম্ ।

১। অজাঃ হিংকারঃ ; অবয়ঃ প্রস্তাবঃ ; গাবঃ উদগীথঃ ; অশ্বঃ প্রতি-  
হারঃ ; পুরুষঃ নিধনম ( ২।৬।১ টীকা ) । এতাঃ ( এই সমুদয় ) রেবত্যঃ  
( রেবতী নামক সাম ) পশুযু ( পশুসমূহে ) প্রোতাঃ ( প্রতিষ্ঠিত ) ।

২। সঃ যঃ এবম্ 'এতাঃ রেবত্যঃ পশুযু প্রোতাঃ' বেদ, পশুমান্  
( পশুসমূহ ) ভবতি, সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোগ্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া  
পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ; পশুন্ ( পশুসমূহকে ) ন নিন্দেৎ ।  
তৎ ব্রতম্ ( ২।১১।২ টীকা ) ।

১। অজাসমূহই হিংকার, মেঘসমূহই প্রস্তাব, গোসমূহই উদগীথ,  
অশ্বসমূহই প্রতিহার, বাছুরই নিধন । রেবতী নামক এই সমুদয় সাম  
পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত ।

২। রেবতী নামক সামসমূহ পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত যিনি এইরূপ  
জ্ঞানেন, তিনি পশুধন লাভ করেন, পূর্ণাৰু প্রাপ্ত হন, উজ্জল ( বা দীর্ঘ )  
জীবনলাভ করেন, অজা ও পশুলাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীৰ্ত্তিতেও  
মহান্ হন । পশুসমূহকে নিন্দা করিবে না । ইহাই ব্রত ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

লোমাদি দেহাঙ্গের সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা  
( যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম )

১। লোম হিংকারত্বক্ প্রস্তাবো মাংসমুদগীথোহস্থি  
প্রতিহারো মজ্জা নিধনমেতদ্ যজ্ঞাবজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ।

২। স য এবমেতদ্ যজ্ঞাবজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গী-  
ভবতি নাঙ্গেন বিহুর্ছতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্  
প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্তাঃ সৎসংসরং মজ্জো নানীয়াত্তদ্  
ভ্রতং মজ্জো নানীয়াদিত্তি বা ।

১। লোম হিংকারঃ ; ত্বক্ প্রস্তাবঃ ; মাংসম্ উদগীথঃ ; অস্থি  
প্রতিহারঃ ; মজ্জা নিধনম্ । এতৎ যজ্ঞাবজ্ঞীয়ম্ ( যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক  
সাম ) অঙ্গেষু ( দেহের সমুদয় অঙ্গে ) প্রোতম্ ( প্রতিষ্ঠিত ) । পাঠান্তর  
'যজ্ঞাবজ্ঞীয়ম্' স্থলে 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্' ।

২। সঃ যঃ এবম্ এতৎ যজ্ঞাবজ্ঞীয়ম্ অঙ্গেষু প্রোতম্ বেদ অঙ্গী  
ভবতি ( অঙ্গশালী হন ), ন ( না ) অঙ্গেন ( অঙ্গবিষয়ে ) বিহুর্ছতি  
( বি + হুর্ছ ; কিংবা বি + হুর্ছ ; বিকলাঙ্গ হন ) ; সর্বম্ আয়ুঃ এতি ;  
জ্যোক্ জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভিঃ ভবতি ; মহান্ কীৰ্ত্তাঃ ; সৎসংসরম্

১। লোমই হিংকার, ত্বকট প্রস্তাব, মাংসই উদগীথ, অস্থি  
প্রতিহার, মজ্জাই নিধন । যজ্ঞাবজ্ঞীয় নামক এই সাম দেহের অঙ্গসমূহে  
প্রতিষ্ঠিত ।

২। 'যজ্ঞাবজ্ঞীয় নামক' সাম দেহের অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত' যিনি  
এইরূপ জানেন, তিনি দূঢ়াঙ্গ হন, তাঁহার অঙ্গ বিকল হয় না,



( একবৎসর ) মজ্জাঃ ( মজ্জন্ শব্দ, ২।৩ = মাংসসমূহকে ) ন অন্নীয়াৎ  
( ভোজন করিবে না ) তৎ ত্রতম্ মজ্জাঃ ন অন্নীয়াৎ ইতি বা ( কিং২৭ )  
( ২।১১।২ টীকা ।

তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জস ( বা দীর্ঘ ) জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও  
পশু লাভ করিয়া মহান্ হন, এবং কীর্তিতেও মহান্ হন । এক  
বৎসর মাংসসমূহ ভোজন করিবে না বা ( চিরকালই ) মাংস ভোজন  
করিবে না । ইহাই ব্রত ।

### মন্তব্য

শঙ্কর বলেন মজ্জাঃ শব্দ বহুবচনাস্ত, এই জন্ত বুদ্ধিতে দৃষ্টেই ইচ্ছার  
অর্থ মৎস্ত-মাংস উভয়ই ।

---

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

অগ্ন্যাদি দেবতার সহিত পঞ্চবিধ সামের একতা-কল্পনা  
( রাজন্ সাম )

১। অগ্নির্হিংকারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদগীথো  
নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চক্ষমা নিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্ ।

২। স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতা সামেব  
দেবতানাং সলোকতাং সাষ্টিতাং সাযুজ্যাং গচ্ছতি সর্বমায়ুরেতি  
জ্যোগু জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ব্রাহ্মণান্ন  
নিন্দেৎ তদ ব্রতম্ ।

১। অগ্নিঃ হিংকারঃ ; বায়ুঃ প্রস্তাবঃ ; আদিত্যঃ উদগীথঃ ;  
নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ ; চক্ষমা নিধনম্ । এতৎ রাজনম্ ( রাজন নামক  
এই সাম ) দেবতাসু ( দেবসমূহে ) প্রোতম্ ( প্রতিষ্ঠিত ) ।

২। সঃ যঃ এবম্ এতৎ রাজনম্ দেবতাসু প্রোতম্ বেদ, এতাসাম্  
এব দেবতানাম্ ( এই সমুদয় দেবতার ) সলোকতাম্ ( ২।১, সালোক্য  
অর্থাৎ একলোকে অবস্থিতি ), সাষ্টিতাম্ ( ২।১, সৃষ্টি হইতে সাষ্টি, তা

১। অগ্নিই হিংকার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদগীথ, নক্ষত্রসমূহ  
প্রতিহার, চক্ষমা নিধন । ‘রাজন্’ নামক এই সাম দেবতাসমূহে  
প্রতিষ্ঠিত ।

২। ‘রাজন্’ নামক সাম দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি এইরূপ  
জানেন, তিনি এই সমুদয় দেবতার সহিত সালোক্য, সাষ্টিতা ( সমান  
অধিকার ) বা সাযুজ্য লাভ করেন ; তিনি পূর্ণায় প্রাপ্ত হন, উজ্জল ( বা

প্রত্যয় ; সমান ক্ষমতা বা অধিকার ) সাধুজ্যাম্ ( ২।১, একত্ব ) গচ্ছতি ( প্রাপ্ত হই ) ; সূর্যম্ আয়ুঃ এতি ; ভ্যোক্ত জীবতি ; মহান্ প্রজয়া গচ্ছতি ; ভবতি ; মহান্ কীর্ত্য। ব্রাহ্মণান্ ( ব্রাহ্মণদিগকে ) ন নিন্দেৎ । তৎ ব্রতম্ ( ২।১।২ টীকা ) ।

দীর্ঘ ) জীবন ধারণ করেন, প্রজা ও পুত্র লাভ করিয়া মহান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না । ইহাই ব্রত ।

### মন্তব্য

একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য ; সমান ক্ষমতা লাভের নাম সাষ্টিতা ; একত্বলাভ, একীভাবপ্রাপ্তি বা একদেহে বাসের নাম সাযুজ্য ।

---

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

বিভাসত্রয়যুক্ত পঞ্চবিধ বস্তুর সহিত পঞ্চবিধ সামের

একতা-কল্পনা এবং সর্ববস্তুর সহিত আত্মার

ঐক্যধ্যান

১। ত্রয়ীবিদ্যা। হিংকারস্ত্রয় ইমে লোকাঃ স প্রজ্ঞাবো-  
হগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ সূ উদগীথো নক্ষত্রাণি বহ্নাংসি যরীচয়ঃ স  
প্রতিহারঃ সর্পা গন্ধর্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতৎ সাম সর্বশ্বিন্  
প্রোতম্।

১। ত্রয়ীবিদ্যা ( বেদবিদ্যা ) হিংকারঃ ; ত্রয়ঃ ( তিন ) ইমে লোকাঃ  
( ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক ) সঃ প্রজ্ঞাবঃ ; অগ্নিঃ বায়ুঃ  
আদিত্যঃ—সঃ উদগীথঃ ; নক্ষত্রাণি, বহ্নাংসি ( পক্ষীগণ ) যরীচয়ঃ  
( যরীচিঃ, ১।৩ = কিরণমালা ) সঃ প্রতিহারঃ ; সর্পাঃ, গন্ধর্বাঃ, পিতরঃ  
( পিতৃপুরুষগণ )—তৎ নিধনম্। এতৎ ( এই ) সাম সর্বশ্বিন্ ( সমুদয়  
বস্তুতে ) প্রোতম্ ( প্রতিষ্ঠিত )।

১। ত্রয়ী-বিদ্যাই হিংকার ; এই বে তিনলোক ( পৃথিবী, অস্তরিক্ষ  
ও জ্যোতি ) ইহাই প্রজ্ঞাব ; অগ্নি বায়ু ও আদিত্য—ইহাই উদগীথ ;  
নক্ষত্রসমূহ, পক্ষীগণ ও কিরণসমূহ—ইহাই প্রতিহার ; সর্পগণ গন্ধর্বগণ  
ও পিতৃগণ—ইহাই নিধন। এই সাম সর্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।

২। স য এবমেতৎ সাম্য সৰ্বস্মিন্ প্রোতং বেদ সৰ্বং হ  
ভবতি ।

৩। তদেষ শ্লোকঃ :—

যানি পঞ্চাশা ত্রীনি ত্রীণি

তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমশ্রুদন্তি ।

২। সঃ যঃ এবম্ ( এই প্রকারে ) ‘এতৎ সাম্য সৰ্বস্মিন্ প্রোতম্’  
বেদ, সৰ্বম্ ( সমুদয় ) হ ভবতি ( হন ) ।

৩। তৎ ( সেই বিষয়ে ) এষঃ ( এই ) শ্লোকঃ—  
যানি পঞ্চাশা ( পাঁচ প্রকার—হিকার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও  
নিধন—এই পাঁচ প্রকার ) ; ত্রীণি ত্রীণি ( তিনটি তিনটি ; অর্থাৎ  
হিকারাদির প্রত্যেকটিই তিনটি—যেমন হিকার—অগ্নী বিভাগ ; প্রস্তাব—  
তিন লোক ইত্যাদি ১ম মন্ত্র ) ; তেভ্যঃ ( তাহাদিগের অপেক্ষা ) ন  
( না ) জ্যায়ঃ ( প্রশস্ত + ইয়সু, পাঃ ৫।৩।১০ ; ৬।৪।১৬০ মহত্তর ) পরম্  
( অতিরিক্ত, পৃথক ) অন্তঃ ( অন্ত ) অস্তি ( আছে ) । “জ্যায়ঃ”  
বিষয়ে ১।৩।১ টীকা দ্রষ্টব্য ।

২। এই সাম্য সৰ্ববস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি এইরূপ জানেন তিনি  
সৰ্ববস্তুই হন ।

৩। এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে :—এই যে পাঁচ প্রকার  
( সাম্যের ) প্রত্যেকের তিনটি তিনটি বিভাগ, ইহাদিগের অপেক্ষা মহত্তর  
বা পৃথক কিছুই নাই

৪। যন্তুদ্বৈদ স বেদ সৰ্বং সৰ্বা দিশো বলিমঠৈশ্ব হরন্তি  
সৰ্বমশ্বীত্বাপাসীত তদ্ ব্রতং তদ্ ব্রতম্ ।

৪। যঃ ( যিনি ) তৎ ( তাহাকে ) বেদ ( জানেন ), সঃ ( তিনি )  
বেদ সৰ্বম্ ( সৰ্ববস্তুরূপে ) । সৰ্বাঃ দিশঃ ( দিক্‌সমূহ ) বলিম্ ( উপহারকে )  
অঠৈশ্ব ( ইহার অশ্ব ) হরন্তি ( আহরণ করে ) । সৰ্বম্ ( সমুদয়ই )  
অশ্বি ( আমি হই ) ইতি উপাসীত ( এই ভাবে উপাসনা করি ) । তৎ  
ব্রতম্ ( তাহাই ব্রত ), তৎ ব্রতম্ । ( দ্বিকৃতি সমাপ্তিসূচক ) ।

৩। যিনি ইহা জানেন তিনি সমুদয়ই জানেন ; দিক্‌সমূহ তাঁহার  
অশ্ব উপহার আহরণ করে । ‘আমিই এই সমুদয়’ এই ভাবে উপাসনা  
করিবে । ইহাই ব্রত, ইহাই ব্রত ।

### মন্তব্য

‘অশ্বীবিজ্ঞা’—প্রথমে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদই প্রামাণিক  
বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল ; এই অশ্ব বেদের একটি নাম অশ্বী ।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

সামের বিবিধ স্বরের ধ্যান ও সাধনা

১। বিনর্দি সামো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেঃ উদগীথোহনিকৃক্তঃ  
প্রজাপতের্নিকৃক্তঃ সোমস্য যুহু স্ত্রুং বায়োঃ স্ত্রুং বলবদিস্রুশ্চ  
ক্রৌঞ্চঃ বৃহস্পতেঃ পঞ্চাস্ত্রুং বরুণস্য তান্ সর্বানৈবোপসেবেত  
বারুণং হেব বর্জয়েৎ ।

১। বিনর্দি (বৃষভস্বনির স্তায় স্তম্ভীর স্বর) সামঃ (সামের)  
বৃণে (প্রার্থনা করি) পশব্যম্ (পশুর পক্ষে হিতকর) ইতি অগ্নেঃ  
(অগ্নি দেবতার)। উদগীথঃ অনিকৃক্তঃ (অনিকৃক্ত নামক স্বর;  
অনিকৃক্ত = অ + নিঃ + উক্ত = বাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যায় না)  
প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির)। নিকৃক্তঃ (নিকৃক্ত নামক স্বর; নিঃ + উক্ত  
= বাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায়) সোমস্ত্রুং (সোম দেবতার)। যুহু স্ত্রুশ্চ  
(স্ত্রুশ্চ নামক স্বর = স্রিচ্ছ স্বর) বায়োঃ (বায়ুদেবতার)। স্ত্রুশ্চ বলবৎ  
(প্রবল) ইস্রুশ্চ (ইস্রের)। ক্রৌঞ্চম্ (ক্রৌঞ্চ নামক স্বর; ক্রৌঞ্চ  
পক্ষীর স্বরের স্তায় স্বর) বৃহস্পতেঃ (বৃহস্পতির)। অপঞ্চাস্ত্রুশ্চ  
(অপঞ্চাস্ত্রুশ্চ নামক স্বর = উগ্র কাংস্ত্রু পাত্রের স্বরের স্তায় স্বর; অপ + ধ্বন্)  
বারুণস্ত্রুং (বারুণ দেবতার)। তান্ সর্বান্ এব (সেই সমুদয়কেই) উপ-

১। সামের 'বিনর্দি'-নামক স্বর পশুপদের পক্ষে হিতকর এবং এই  
স্বর অগ্নিদেবতার; আমি এই স্বর প্রার্থনা করি। 'অনিকৃক্ত'-স্বর-যুক্ত  
উদগীথ, প্রজাপতি দেবতার; 'নিকৃক্ত'-স্বর সোমদেবতার; যুহু স্ত্রুশ্চ  
স্বর বায়ুদেবতার; প্রবল স্ত্রুশ্চ স্বর ইস্রদেবতার; ক্রৌঞ্চ স্বর বৃহস্পতির;



২। অমৃতত্বং দেবেভ্যঃ আগায়ানীত্যাগ্নেঃ স্বধাং পিতৃভ্যঃ  
আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্ন-  
মাস্তন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নশ্রুতঃ স্তুবীত ।

সেবেত (সেবা করিবে) বাক্রণম্ (বক্রণসম্বন্ধী অর্থাৎ অপধ্যাস্ত স্বরকে)  
তু এব বর্জয়েৎ (পরিভ্যাগ করিবেই) ।

২। ‘অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বকে)’ দেবেভ্যঃ (দেবগণের জন্ত) আগায়ানি (আ+গৈ; গান করিয়া লাভ করি)’ ইতি আগ্নেঃ (এই ভাবে গান করিবে); স্বধাম্ (২।১; পিতৃ) পিতৃভ্যঃ (পিতৃগণের জন্ত); আশাম্ (আশা ২।১) মনুষ্যেভ্যঃ (মনুষ্যগণের জন্ত); তৃণোদকম্ (তৃণ ও জলকে) পশুভ্যঃ (পশুদিগের জন্ত); স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গ লোককে) যজমানায় (যজমানদিগের জন্ত) অন্নম্ (অন্নকে) আত্মনে (নিজের জন্ত) আগায়ানি (‘আগান’ করিয়া লাভ করিবে)—ইতি এতানি (এই সমুদয়কে) মনসা ধ্যায়ন্ (মনদ্বারা ধ্যান করিয়া) অশ্রমশ্রুতঃ (অশ্রমশ্রুতভাবে; শব্দের মতে—স্বরাদি উচ্চারণ বিষয়ে সাবধান হইয়া) স্তুবীত (স্তব করিবে) ।

অপধ্যাস্ত স্বর বক্রণদেবত্বের । এই সমুদয় স্বরের সেবা করিবে; কেবল ‘বাক্রণ’ স্বর অর্থাৎ অপধ্যাস্ত স্বর বর্জন করিবে ।

২। ‘দেবগণের জন্ত অমৃতত্ব লাভ করিবে’ এই ভাবে গান করিবে । ‘পিতৃপুরুষগণের জন্ত স্বধা (—পিতৃাদি), মনুষ্যগণের জন্ত আশা, পশু-  
গণের জন্ত তৃণ ও জল, যজমানের জন্ত স্বর্গলোক, নিজের জন্ত অন্ন—  
(এই সমুদয়) গান করিয়া লাভ করি’ এই প্রকার মনে মনে চিন্তা  
করিয়া অশ্রমশ্রুতভাবে স্তব করিবে ।

৩। সৰ্ব্বৈ স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সৰ্ব্ব উদ্ভাণঃ প্রজাপতেরাাত্মানঃ  
সৰ্বৈ স্পর্শা যুতোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষু পালভেতেন্দ্রং শরণং  
প্রপন্নো অত্ৰুবং স ত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং ক্রয়াৎ ।

৪। অথ যদ্যেনমুদ্রসূপালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নো-  
হত্ৰুবং স ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতীত্যেনং ক্রয়াৎ যদ্যেনং স্পর্শেষু  
পালভেত যুতুয়ং শরণং প্রপন্নোহত্ৰুবং স ত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যেনং  
ক্রয়াৎ ।

৩। সৰ্ব্বৈ স্বরাঃ ( সমুদয় স্বরবর্ণ ) ইন্দ্রস্ত ( ইন্দ্রের ) আত্মানঃ  
( ইন্দ্রের অবয়বস্থানীয় ) ; সৰ্ব্বৈ উদ্ভাণঃ ( সমুদয় উদ্ভবর্ণ—শ, য, স  
এবং হ ) প্রজাপতেঃ ( প্রজাপতির ) আত্মানঃ ; সৰ্ব্বৈ স্পর্শাঃ ( সমুদয়  
স্পর্শবর্ণ ; 'ক' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ ) যুতোর ( যুতোর )  
আত্মানঃ । তম্ ( তাহাকে, উদ্ভাতাকে ) যদি স্বরেষু ( স্বরবর্ণ  
উচ্চারণ বিষয়ে ) উপালভেত ( উপ + আ + লভ্, নিশ্চয় করে )  
'ইন্দ্রম্ ( ইন্দ্রকে ) শরণম্ প্রপন্নঃ ( শরণ প্রাপ্ত ) অত্ৰুবম্ ( হইয়া  
ছিলাম ), সঃ ( তিনি, ইন্দ্র ) ত্বা ( তোমাকে ) প্রতিবক্ষ্যতি ( প্রতি +  
বচ্, প্রত্যুত্তর দিবেন )—ইতি এনম্ ( ইহাকে ) ক্রয়াৎ ( বলিবে ) ।

৪। অথ যদি এনম্ উদ্রম্ ( উদ্রবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে ) উপালভেত—

৩। সমুদয় স্বরবর্ণ ইন্দ্রের দেহাবয়বস্বরূপ ; সমুদয় উদ্ভবর্ণ  
প্রজাপতির দেহাবয়বস্বরূপ ; সমুদয় স্পর্শবর্ণ যুতোর দেহাবয়বস্বরূপ ।  
যদি কেহ উদ্ভাতাকে স্বরের উচ্চারণ বিষয়ে নিশ্চয় করে, তাহা  
হইলে উদ্ভাতা তাহাকে বলিবে—( আমি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া  
গান করিবার সময় ) ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম । তিনি তোমাকে  
( এ বিষয়ে ) প্রত্যুত্তর দিবেন ।

৪। যদি উদ্রবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে কেহ ইহার নিশ্চয় করে, তিনি

৫। সৰ্ব্বৈৰ্ অরা ঘোষবন্তো। বলবন্তো। বক্তব্য। ইন্দ্রে বলং  
দদানীতি সৰ্ব উত্থাপোহগ্রস্তা। অনিরস্তা। বিবৃত। বক্তব্যঃ  
প্রজাপতেরাআনং পরিদদানীতি সৰ্বৈৰ্ স্পর্শা। লেশেনানভিনিহিতা।  
বক্তব্য। মৃত্যোরাআনং পরিহরাণীতি।

১। প্রজাপতিম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ (প্রজাপতি) বা প্রতিপেক্ষ্যতি  
(প্রতি + পিচ্, চূর্ণ করিবেন) — ইতি এনম্ ক্রমাৎ।

অথ যদি এনম্ স্পর্শম্ (স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে) উপালভেত—  
'মৃত্যুম্ শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ বা প্রতিপেক্ষ্যতি (প্রতি + পিচ্,;  
ভস্মীভূত করিবেন)' ইতি এনম্ ক্রমাৎ। (তৃতীয় মন্ত্রের টীকা)।

৫। সৰ্বৈৰ্ অরাঃ (সমুদয় অর) ঘোষবন্তঃ (‘ঘোষ’ নামক অরের  
স্তায়) বলবন্তঃ (বলের সহিত) বক্তব্যঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)  
—ইন্দ্রে (ইন্দ্রে দেবতায়) বলম্ (বলকে) দদানি (দিতেছি) ইতি।  
সৰ্বৈৰ্ উত্থাপঃ (সমুদয় উত্থাবর্ণ) অগ্রস্তাঃ (অগ্রস্তুতাবে অর্থাৎ গ্রাস  
না করিয়া) অনিরস্তাঃ (বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া) বিবৃতঃ  
(স্পষ্ট ভাবে) বক্তব্যঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে); প্রজাপতেঃ

তাহাকে বলিবেন (উত্থাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়ে)  
আমি প্রজাপতির শরণ লইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে চূর্ণ করিবেন।

যদি স্পর্শবর্ণ উচ্চারণ বিষয়ে কেহ ইহাকে নিন্দা করে, তিনি  
তাহাকে বলিবেন—‘(স্পর্শবর্ণ, উচ্চারণ করিয়া গান করিবার সময়ে)  
আমি মৃত্যুর শরণ লইয়াছিলাম, তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন।’

৫। সমুদয় অরকে ঘোষবৎ ও বলবৎ করিয়া উচ্চারণ করিবে।  
(আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) ‘আমি ইন্দ্রে বলবিধান করি।’

সমুদয় উত্থাবর্ণকে অগ্রস্তু, অনিরস্ত ও বিবৃত করিয়া উচ্চারণ করিবে।  
(আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) ‘আমি প্রজাপতিতে আত্মসমর্পণ করি।’

সমুদয় স্পর্শবর্ণকে ধীরে ধীরে এবং অভূবর্ণ হইতে পৃথক করিয়া

(প্রজ্ঞাপত্তির; প্রজ্ঞাপত্তিকে) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিদদানি (সমর্পণ করি) ইতি। সর্কে স্পর্শাঃ (সমুদয় স্পর্শবর্ণ) লেশেন (অল্পমাত্র) অনভিনিহিতাঃ (অল্পবর্ণ হইতে পৃথক ভাবে) বক্তব্যঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে)—মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) আত্মানম্ (আপনাকে) পরিহরানি (পরি+হ; রক্ষা করি) ইতি।

উচ্চারণ করিবে। (আর এই সময়ে চিন্তা করিবে) ‘আমি মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করি।’

### মন্তব্য

২।২২।১। এখানে সাতটি বরের কথা বলা হইয়াছে, বধা—বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মুহু স্কন্ধ, বলবৎ স্কন্ধ, ক্রৌঞ্চ এবং অপখ্যাস্ত।

২।২২।৩। এখানে “আত্মানঃ” শব্দ ‘দেহ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২।২২।৫। ঘোষবস্তঃ—With voice (মোকমুলার); with sound (রা, মিড)।

অগ্রস্তাঃ—অন্তরপ্রবেশিতাঃ—মূখের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নয় এমন (শব্দ); Sounded inwardly অর্থাৎ মূখের মধ্যেই উচ্চারিত (রা, মিড); as if not swallowed অর্থাৎ বাক্যগুলিকে গ্রাস না করিয়া উচ্চারণ (মোকমুলার)। ‘গ্রাস’ শব্দে মোকমুলার বলেন—According to Rigveda Prātisākhya it is the stiffening of the root of the tongue in pronunciation অর্থাৎ অধোদ্যোতি-শাখের মতে জিহ্বার মূলদেশকে দৃঢ় করিয়া উচ্চারণ করার নাম গ্রাস।

অনিরুক্তাঃ—বহিঃ অগ্রক্ষিপ্তাঃ—কথ্যগুলিকে যেন বাহিরে নিক্ষেপ না করা হয় এইরূপ উচ্চারণ (শব্দ); not uttered out of the mouth (রা, মিড); not as if thrown out (মোকমুলার)।

বিবৃতাঃ—বিবৃতপ্রকোপিতাঃ (শব্দ); (পাঃ ১।১।২ সিদ্ধান্ত কোমুদীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। “উচ্চারণ স্থানকে বিবৃত করিয়া” distinctly অর্থাৎ স্পষ্টভাবে (রা, মিড); well opened অর্থাৎ ঠিক ভাবে মুখ খুলিয়া (মোকমুলার)।

## দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ, ২৩

### ধর্মস্বক্স ও প্রজাপতির তপস্তা

১। ত্রয়ো ধর্মস্বক্সা যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ে। ত্রক্ষচর্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যস্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেহবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ত্রক্ষসংহোহমৃতমিতি ।

২। প্রজাপতির্লোকানভ্যতপস্তেভ্যোহভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বিদ্যা সংপ্রাপ্তবস্তামভ্যতপস্তস্তা অভিতপ্তায়া এতান্মক্ষরাণি সংপ্রাপ্তবস্ত ভূভুবঃ স্বরিতি । ১

১। ত্রয়ঃ ( তিন ) ধর্মস্বক্সাঃ ( ধর্মের বিভাগ )—যজ্ঞঃ, অধ্যয়নম্, দানম্ ইতি প্রথমঃ। তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ। ত্রক্ষচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ অত্যস্তম্ ( যাবজ্জীবন ) আত্মানম্ ( আপনাকে ) আচার্য্যকুলে ( গুরুগৃহে ) অবসাদয়ন্ ( অব + সম্, পিচ, শত, কর করিয়া )। সর্ব্ব এতে ( এই সমুদয় ) পুণ্যলোকাঃ ( পুণ্যলোকগামী ) ভবন্তি ( হন ) ; ত্রক্ষসংহঃ ( ত্রক্ষনিষ্ঠ ) অমৃতত্বম্ ( অমৃতত্বকে ) এতি ( লাভ করেন )।

২। প্রজাপতিঃ লোকান্ ( লোক-সমূহকে ) অভ্যতপৎ ( অভি +

১। ধর্মের স্বক্স ( = বিভাগ ) তিনটি। প্রথম—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। দ্বিতীয় তপস্তা। তৃতীয় যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক দেহক্ষয় করিয়া, গুরুকুলবাসী হইয়া ত্রক্ষচার্য্য অবলম্বন। ইহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন : ( কিহ ) ত্রক্ষসংহ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।

২। প্রজাপতি লোকসমূহের ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত—এই

৩। তাণ্ড্যতপন্তোভ্যোহিত্তপেভ্য ঔকারঃ সপ্তাশ্বতদ্  
যথা শঙ্কনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃপ্তাণ্যেবমোংকারেণ সর্বা বাক্  
সংতৃপ্তোক্তার এবোদং সর্বমোক্তার এবোদং সর্বম্ ।

তপ্, অভিধান করিলেন)। তেভ্যঃ অভিত্তপেভ্যঃ (অভিত্তপ্ত সেই  
সমুদয় লোক হইতে) জয়ীবিষ্ঠা (বেদবিষ্ঠা) সপ্তাশ্বতৎ (সম্ + অ + আ  
+ ত্ ; নিঃসৃত হইল)। তাম্ (সেই জয়ীবিষ্ঠাকে) অত্যতপৎ ।  
তন্তাঃ অভিত্তপ্তায়াঃ (অভিত্তপ্ত সেই জয়ীবিষ্ঠা হইতে) এতানি অক্ষরানি  
(এই সমুদয় অক্ষর) সপ্তাশ্বতৎ (নিঃসৃত হইল)—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ (পৃথিবী,  
অস্তরিক ও দ্যৌ—এই তিনটি) ইতি ।

৩। তানি (সেই অক্ষরসমূহকে) অত্যতপৎ তেভ্যঃ অভিত্তপেভ্যঃ  
ওকারঃ সপ্তাশ্বতৎ (২য়মন্ত্র)। তৎ যথা—(যেমন) শঙ্কনা (পর্ণনাল,  
বা বৃন্ত দ্বারা) সর্বাণি পর্ণানি (সমুদয় পত্র) সংতৃপ্তানি (সম্ + তৃপ্ ;  
ব্যাপ্ত কিংবা যুক্ত) এবম্ (এই প্রকার) ওকারেণ (ওকার দ্বারা) সর্বা  
বাক্ (সমুদয় বাক্য) সংতৃপ্তা (ব্যাপ্ত)। ওকারঃ এব (ওকারই)  
ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়); ওকারঃ এব ইদম্ সর্বম্ (দ্বিকৃতি সমাপ্তি-  
সূচক)।

সমুদয় জগত হইতে জয়ীবিষ্ঠা নিঃসৃত হইল। তিনি জয়ীবিষ্ঠার ধ্যান  
করিলেন। অভিধ্যাত সেই জয়ীবিষ্ঠা হইতে—ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ—এই তিন  
অক্ষর নিঃসৃত হইল।

৩। প্রজাপতি এই অক্ষরসমূহের ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত  
অক্ষরসমূহ হইতে ওকার নিঃসৃত হইল। যেমন পর্ণনাল (=পত্রের  
শিরা) দ্বারা পত্রসমূহ ব্যাপ্ত থাকে, তেমনি ওকার দ্বারা সমুদয় ব্যাপ্ত  
রহিয়াছে। ওকারই এই সমুদয়, ওকারই এই সমুদয়।

সংস্কৃত

২।২৩।১। ব্রহ্মসংহঃ = ব্রহ্ম + সম্ + হা + উ = যিনি ব্রহ্মে সম্যাকরূপে  
স্থিত। যিনি ব্রহ্মে নিশ্চিতরূপে স্থিত, তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বলা হয়। উভয়  
কথার অর্থ একই।

২।২৩।২। “অভ্যুতপঃ”—কেহ কেহ এই শব্দকে উত্তাপ প্রদান  
করার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

২।২৩।৩। “লব্ধনা”=পৰ্জনাল দ্বারা অর্থাৎ পত্নের শিরা দ্বারা  
(শব্দর); বৃদ্ধ দ্বারা (রা, মিত্র ও মোক্ষমূলার)। তুতরাং সংতুগ্নানি  
শব্দেও তির তির অর্থ; = ব্যাপ্ত (শব্দর); বৃদ্ধ (রা, মিত্র ও  
মোঃ মূলার)।



## দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াংকালীন সর্বসন্ধ্যায়

- ১। ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি বহুসূনাং প্রাতঃসবনং ক্রতানাং  
মাধ্যম্নিনং সর্বসন্ধ্যায়িত্যনাং চ বিশ্বেষাং চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্।
- ২। ক তর্হি যজমানস্ত লোক ইতি স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং  
কুর্যাদথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ।

১। ব্রহ্মবাদিনঃ ( ব্রহ্মবাদিগণ ) বদন্তি ( বলেন )—যৎ ( যাহা ),  
বহুসূনাম্ ( বহুগণের ), প্রাতঃসবনম্ ( প্রাতঃকালের সর্বসন্ধ্যা ); ক্রতানাম্  
( ক্রতগণের ) মাধ্যম্নিনম্ সর্বসন্ধ্যায়িত্যনাম্ ( মধ্যাহ্নকালীন সর্বসন্ধ্যা ); আদিত্যানাম্  
চ ( আদিত্যগণের ) বিশ্বেষাম্ চ দেবানাম্ ( বিশ্বদেবগণের ) তৃতীয়  
সবনম্ ( সায়াংকালীন সর্বসন্ধ্যা )।

২। ক ( কোথায় ) তর্হি ( তবে ) যজমানস্ত ( যজমানের ) লোকঃ ?  
ইতি । সঃ যঃ ( ২।১১।২ যস্তব্য, যিনি ) তম্ ( যজমানের লোকে ) ন  
বিদ্যাৎ ( জানেন না ), কথম্ ( কি প্রকারে ) কুর্য্যাৎ ( করিবেন ; যজ্ঞ  
করিবেন ) ? অথ ( পক্ষান্তরে ) বিদ্বান্ ( যিনি জানেন ) কুর্য্যাৎ ( করিতে  
পারেন )।

১। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—‘যাহা প্রাতঃসর্বসন্ধ্যা, তাহা বহুগণের ;  
মধ্যাহ্নকালীন সর্বসন্ধ্যা ক্রতগণের ; তৃতীয় অর্থাৎ সায়াংকালীন সর্বসন্ধ্যা  
আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের’।

২। তবে যজমানের লোক কোথায় ? যিনি ইহা জানেন না,  
তিনি কি প্রকারে যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন ? যিনি জানেন, তিনিই পারেন।

৩। পুরা প্রাতঃকালকষ্টোপাকরণাচ্ছবনেন গার্হপত্যস্তো-  
দঙ্মুখ উপবিশ্য স বাসবং সাম্যতিগায়তি ।

৪। লো ৩ কদ্বারমপাবা ৩ ব্ ৩৩ পশ্চম হা বয়ংরা  
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হ ৩ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি ।

৫। অথ জুহোতি নমোহগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে  
লোকং মে যজমানায় বিন্মেষ বৈ যজমানস্ত লোক এতান্মি ।

৩। পুরা ( পূর্বে ) প্রাতঃ + অহুবাকস্ত ( প্রাতঃকালে পঠনীয়  
যন্ত্রের ; অহুবাক = অহু + বচ্ + ঘঞ ) উপাকরণাৎ ( + পুরা = আরম্ভের  
পূর্বে ) ছবনেন ( পশ্চাৎভাগে ) গার্হপত্যস্ত ( গার্হপত্য নামক অগ্নির )  
উদঙ্মুখঃ ( উত্তরমুখ হইয়া ) উপবিশ্য ( উপবেশন করিয়া ) সঃ ( সেই  
যজমান ) বাসবম্, ( ২।১ ; বহুগণসহস্রী ) সাম ( ২।১ ) অভিগায়তি  
( গান করেন ) ।

৪। লোকদ্বারম্ ( পৃথিবী-লোকলাভের দ্বারকে ) অপা বার্ণ  
( বৈদিক প্রয়োগ ; = অপাবুণ = অপ্ + আ + বৃ + লোট্ হি = উদ্ঘাটিত  
কর ) পশ্চম ( দেখি ) হা ( তোমাকে ) বহম্ ( আমরা ) রা—হম্  
আ—জ্যায়ঃ আ ( = রাজ্যায় রাজ্যলাভের অন্ত ) ।

৫। অথ ( অনন্তর ) জুহোতি ( আহুতি প্রদান করে ) — নমঃ  
অগ্নয়ে ( অগ্নিকে ) পৃথিবীক্ষিতে ( পৃথিবীনিবাসীকে ; পৃথিবী + ক্ষি কিপ্,

৩। প্রাতঃকালের যন্ত্র পাঠ করিবার পূর্বে গার্হপত্য নামক অগ্নির  
পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিয়া উত্তরাতিমুখ হইয়া বহুগণ সহস্রী সাম  
উচ্চারণ করিবে ।

৪। ( হে অগ্নি ! ) পৃথিবী—লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন  
কর ; আমরা রাজ্য লাভ করিবার অন্ত তোমাকে বর্শন করি ।

৫। অনন্তর ( এই যন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ) আহুতি প্রদান করিবে—

৬। অত্র যজমানঃ পরস্তাদামুঘঃ স্বাহাপজহি পরিষমি-  
ত্যাভ্যুত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সম্প্রবচ্ছতি ।

৭। পুরা মাধ্যম্নিনশ্চ সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনে নাগ্নীধৌয়শ্চো-  
দঙমুখ উপবিশ্য স যৌত্রং সামাভিগায়তি ।

৪।১) লোককিঞ্চে ( লোকসমূহনিবাসীকে ) লোকম্ ( লোককে ) যে-  
যজমানার ( যজমানরূপী, আমাকে ) বিম্ব ( লাভ করাও ) । এষঃ ( এই  
আমি ‘অহম্’ অর্থাৎ ‘আমি’ উহ) বৈ যজমানশ্চ ( যজমানের ) লোকে এত  
( গমনকারী ; এত শব্দ—ই + তৃচ্ ) অস্মি ( হই ) ।

৬। অত্র (এই স্থলে) যজমানঃ পরস্তাৎ ( পরে ) আদুঘঃ ( আদুঘ ) ।  
‘স্বাহা’ ( ‘স্বাহা’ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে ) । ‘অপজহি  
( অপ্ + হন্ লোট ভি—দূর কর ) পরিষম্ ( অর্গলকে )’, ইতি উক্তা-  
( এই বলিয়া ) উত্তিষ্ঠতি ( উত্থিত হইবে ) । তস্মৈ ( তাহাকে ) বসবঃ  
( বহুগণ ) প্রাতঃসবনম্ ( প্রাতঃসবনকে ; এস্থলে প্রাতঃসবনের কলকে )  
সম্প্রবচ্ছতি ( সম্ + প্র + চ্চা ; দান করেন ) ।

৭। পুরা ( পূর্বে ) মাধ্যম্নিনশ্চ সবনস্য ( মধ্যাহ্নকালীন সবনের )  
‘পৃথিবী-নিবাসী, লোক-নিবাসী অধিকে নমস্কার ; এই যে আমি  
যজমান—আমাকে ( শ্রেষ্ঠ ) লোক প্রাপ্ত করাও । এই ( আমি )  
যজমানের লোকে গমন করি ।’

৮। “আমি,—যজমান—আদুঘর হইলে এইস্থলে বাস করিব ।”  
( ইহার পর ) ‘স্বাহা’ ( উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে ; তৎপর ) ‘অর্গল-  
দূর কর’ এই বলিয়া যজমান উত্থান করেন । তাহাকে বহুগণ প্রাতঃ-  
সবনের কল প্রদান করেন ।

৯। মধ্যাহ্নকালীন সবন আরম্ভ করিবার পূর্বে সেই যজমান

৮। লোকহারমপাবা ৩ ৩ ৩ ৩ পশ্চম যা বয়ং বৈরা  
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হ ৩ম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি ।

৯। অথ জুহোতি নমো বায়বেহস্তরিক্কিতে লোককিতে  
লোকং মে যজমানায় বিন্মৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতান্মি ।

১০। অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপজহি পরিঘমি-  
তু্যন্তোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যম্নিনং সবনং সংপ্রযচ্ছস্তু ।

উপাকরণাৎ অঘনেন আগ্নীধ্রিয়ন্ত ( দক্ষিণাধির ) উদত্তমুখঃ উপবিশ্ত সঃ  
রৌদ্রম্ ( রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধী ) সাম ( ২।১ ) অতিগায়তি ( ৫মঃ ) ।

৮। লোকহারম্ অপাবার্ণ পশ্চম যা বয়ম্ বৈ রা—হম্ আ—জ্যায়ঃ  
আ ইতি । ( ৪র্থ মন্ত্র জঃ ) ।

৯। অথ জুহোতি—নমঃ বায়বে ( বায়ুকে ) অস্তরিক্ক-কিতে  
( অস্তরিক্কবাসীকে ) লোককিতে লোকম্ মে যজমানায় বিন্ম ।  
এষঃ বৈ যজমানস্ত লোকে এতা অন্নি । ( ৫ম মন্ত্র জঃ ) ।

১০। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ । ‘স্বাহা’ ‘উপজহি পরিঘম্’  
দক্ষিণাধির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া রুদ্রসম্বন্ধীয় সাম  
গান করিবে ।

৮। ( হে অগ্নি ! ) পৃথিবী-লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন  
কর । আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে বর্শন করি ।

৯। অনন্তর ( যজমান ) এই বলিয়া আহুতি দিয়া থাকে—  
অস্তরিক্কবাসী, লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার ; আমাকে, ( অর্থাৎ )  
যজমানকে লোক প্রাপ্ত করাও । এই ( আমি ) যজমানের লোকে  
গমন করি ।

১০। “এই স্থলে আমি ( অর্থাৎ ) যজমান আয়ুকর হইলে ( বাস  
করিব ) ।” ( তৎপর ) ‘স্বাহা’ ( উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে এবং

১১। পুরা তৃতীয়সবনসোপাকরণাঙ্ঘনেনাহবনীয়সো-  
দঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যং স বৈশ্বদেবং সামাভিগায়তি ।

১২। লো ৩ কহারমপাবা ৩ র্ণ ৩৩ পশ্যেম হা বয়ং স্বরা  
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হ তম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ ৩ ২১১১ ইতি ।

১৩। আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো ৩ কহারমপাবা ৩ র্ণ ৩ ৩ ৩  
পশ্যেম হা বয়ং সাত্বা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ হ তম্ আ ৩ ৩ জ্যা ৩ যো  
৩ আ ৩ ২ ১১১ ইতি ।

ইতি উক্ত্য উত্তিষ্ঠতি । তনৈব রুদ্রাঃ ( রুদ্রগণ ) মাধ্যম্নিনম্ সবনম্  
( মাধ্যম্নিন সবনের ফল ২।১ ) সম্প্রবচ্ছন্তি । ( ৬ষ্ঠমঃ স্রঃ ) ।

১১। পুরা তৃতীয়সবনস্ত (তৃতীয় সবনের) উপাকরণাং ঘনেন আহ-  
বনীয়স্ত (আহবনীয় অগ্নির) উদঙ্মুখঃ উপবিশ্ত সঃ আদিত্যম্, (আদিত্য-  
সম্বন্ধী ২।১) সঃ বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেব-সম্বন্ধী) সাম অভিগায়তি  
( ৭ম মঃ স্রঃ ) ।

১২। লোকহারম্ অপাবার্ণ, পশ্যেম হা বহম্ স্বরাহম্ আ—জ্যাঃ  
আ ইতি ( ৪র্থ মঃ স্রঃ ) ।

১৩। আদিত্যম্ ( ইহা আদিত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ) । অথ  
তাহার পরে ) 'অর্গল দূর কর' এই বলিয়া যজমান উত্থান করেন ।  
রুদ্রদেবতাগণ তাহাকে মধ্যাহ্নকালীন সবনের ফল প্রদান করেন ।

১১। তৃতীয় সবন আরম্ভ করিবার পূর্বে সেই যজমান আহবনীয়  
অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া আদিত্য ও  
বিশ্বদেব সম্বন্ধীর সাম গান করেন ।

১২। ( হে অগ্নি ! ) পৃথিবী-লোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন  
কর । আমরা স্বরাক্ষ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি ।

১৩। আদিত্যকে (উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলা হইল) । অনন্তর বিশ্ব-

১৪। অথ জুহোতি নম আদিত্যেত্যশ্চ বিশ্বৈত্যাশ্চ দেবেভ্যো  
দ্যিবিক্ষিত্যো লোকক্ষিত্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত ।

১৫। এষ বৈ যজমানস্য লোক এতান্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তা-  
দারুযঃ শ্বাহাপহতপরিঘমিত্যুক্তোত্তিষ্ঠতি ।

(অনন্তর) বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া) “লোকদ্বারম্  
অপাবার্ম্ পশ্চমম্ বা বয়ম্ সাম্রা—হম্ আ—জ্যায়ঃ আ” ইতি ।

১৪। অথ জুহোতি—“নমঃ আদিত্যেভ্যঃ চ (আদিত্যগণকে)  
বিশ্বৈভ্যঃ চ দেবেভ্যঃ ; (বিশ্বদেবকে) দ্যিবিক্ষিত্যঃ (দ্যুলোকবাসী  
দিগকে) লোকক্ষিত্যঃ । লোকম্ মে যজমানায় বিন্দত (লাভ করাও) ।  
এষঃ বৈ যজমানস্ত লোকে এতা অস্মি (এম মঃ ত্রঃ) ।

১৫। অত্র যজমানঃ পরস্তাৎ আরুযঃ । ‘শ্বাহা’ ‘অপহত (অপ+  
হন্ লোট ত দূর কর) পরিঘম্’ ইতি উক্তা উত্তিষ্ঠতি (৬ষ্ঠ মঃ ত্রঃ) ।

দেবকে (সম্বোধন করিয়া এই বলা হয়) :—“( স্বর্গ ) লোক লাভ করিবার  
দ্বার উন্মোচন কর ; আমরা সাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে  
দর্শন করি ।’

১৪। অনন্তর (এই বলিয়া) হোম করা হয়—“দ্যুলোকবাসী  
ও লোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবকে নমস্কার । আমাকে  
( অর্থাৎ ) যজমানকে লোক লাভ করাও । এই আমি যজমানের লোকে  
প্ৰসন্ন করি ।”

১৫। ‘আরুযঃ হইবার পর যজমান (অর্থাৎ আমি) এইখানে বাস  
করিব ।’ ( তাহার পর ) ‘শ্বাহা’ ( উচ্চারণ করিয়া হোম করা হয় ;  
তৎপর ) ‘অর্গল দূর কর’ এই বলিয়া উত্থান করা হয় ।

১৬। তন্মা আদিত্যাচ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তুতীয়সবনং  
সংপ্রযচ্ছন্ত্যেয হ বৈ যজ্ঞস্য যাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং  
বেদ ।

১৬। তন্মৈ ( তাহার জন্য ) আদিত্যাঃ চ ( আদিত্যগণ ) বিশ্বে  
চ দেবাঃ ( বিশ্বেদেব ) তৃতীয়-সবনম্ ( তৃতীয় সবনের ফলকে ) সম্প্র-  
যচ্ছন্তি ( সম্ + প্র + দা + অন্তি = দান করেন ) । এবং ( ইনি ) হ বৈ  
যজ্ঞস্ত ( যজ্ঞের ) যাত্রাম্ ( তথ্যকে ) বেদ ( জানেন ), যঃ ( যিনি ) এবম্  
( এই প্রকার ) বেদ, যঃ এবম্ বেদ ( দ্বিকাক্ষ সমাপ্তিসূচক ) ।

১৬। আদিত্যগণ ও বিশ্বেদেব তাঁহাকে তৃতীয় সবনের ফল প্রদান  
করেন । যিনি এই প্রকার জানেন তিনি যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন ।

### মন্তব্য

২।২৪।১। সবনম্ = স্ব + অনট্ ; স্ব ধাতুর অর্থ নির্গত করা ।  
সোমলতা হইতে সোমরস নির্গত করার নাম সবন । যজ্ঞে সোমরস  
অভিযুত হইত, এইজন্য যজ্ঞের একটি নাম সবন ।

২।২৪।৪। 'রা—হম্ আ—জ্যায়ঃ' 'আ'—রাজ্যায় । সামগাণের  
সুবিধার জন্য অনেক স্থলে 'হম্' 'আ' ইত্যাদি অনেক অতিরিক্ত  
অক্ষর সংযোগ করা হয় । এস্থলে আসল কথাটি 'রাজ্যায়' । কিন্তু  
গানের জন্য 'রা' অক্ষরের পরে 'হম্ আ' এবং 'জ্যায়' অংশের পরে বিসর্গ  
ও আ সংযোগ করা হইয়াছে ।



২।২৪।৬। কোন কোন সংস্করণে ‘এতা অস্মি’ এই অংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রে যুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে পঞ্চম মন্ত্রের শেষ অংশ এইরূপ হইবে—  
“এবঃ বজ্রমানন্ত লোকঃ”—ইহাই বজ্রমানের লোক। ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম অংশ এইরূপ হইবে—“এতা অস্মি অত্র বজ্রমানঃ পরস্তাৎ আয়ুষঃ”—বজ্র-মান অর্থাৎ আমি মৃত্যুর পর এই স্থলে গমন করিব।

হোম করিবার সময় স্বাহা এই বাক্য উচ্চারণ করা হয়। ‘স্বাহা’র ষাটত্ব কি তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন ইহার উৎপত্তি হ্র+হ্র্য ষাতু হইতে এবং ইহার অর্থ ‘হ্র আস্থান’। কেহ কেহ বলেন হ্র+হ হইতে ইহার উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ হ্র আহুতি। কাহারও কাহারও মতে স্বাহা—হ্র+আহা; ‘আহা’ একটা অব্যয়। অধর্কবেদের একই মন্ত্রে স্বাহা এবং হ্রাহা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৮।৮।২৪)। শত্রুর উদ্দেশ্যে হ্রাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে। শুভকামনার স্বাহার ব্যবহার এবং অশুভ কামনার ‘হ্রাহা’র ব্যবহার।

২।২৪।১২। ‘স্বায়া—হম্ আ—জ্যাহঃ আ’—এস্থলে মূল কথাটি স্বায়াজ্যাহ (৪র্থ মন্ত্রের মন্তব্য)।

“সাত্বা—হম্ আ—জ্যাহঃ” আ এস্থলে মূল কথাটি “সাত্বাজ্যাহ” (৪র্থ মন্ত্রের মন্তব্য)।

২।২৪।১৫। “এতা অস্মি” অংশ কোন কোন সংস্করণে ১৫ মন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে (২।২৪।৬ মন্তব্য)।



## তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বানিকল্পনা (১)

১। অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্বৌরেব  
তিরশ্চীনবংশোহস্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ।

২। তস্য যে প্রাক্ষো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাভ্যঃ ।  
অচ এব মধুকৃত ঋষেদ এব পুষ্ণং তা অমৃত্য আপস্তা বা এতা  
অচঃ ।

৩। এতমৃষেদমভ্যতপংস্তস্তাভিতপ্তস্ত যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং  
বীৰ্য্যমন্নাদ্যং রসোহজায়ত ।

১। অসৌ বৈ আদিত্যঃ দেবমধু ( দেবগণের মধু ) ; তস্ত ( তাহার )  
দ্যৌঃ এব ( ছালোকই ) তিরশ্চীনবংশঃ ( তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত বংশ ;  
তির্য্যক্ শব্দ হইতে ) ; অস্তরিক্ষম্ অপূপঃ ( পিষ্টক, মধুপিষ্টক ) ; মরীচয়ঃ  
( মরীচি অর্থাৎ কিরণসমূহ ) পুত্রাঃ ( ভ্রমরের পুত্রগণ ) ।

২,৩। তস্ত ( তাহার ) যে ( যে সমুদয় ) প্রাক্ষঃ রশ্ময়ঃ ( পূর্বদিকে  
অবস্থিত রশ্মিসমূহ ), তাঃ এব ( সেই সমুদয়ই ) অস্ত ( ইহার )  
প্রাচ্যঃ ( পূর্বদিকের ) মধুনাভ্যঃ ( মধুর নাড়ীসমূহ ; মধুর আধারভূত

১। ঐ আদিত্য দেবগণের মধু ; ছালোক তাহার বজ্রাকার  
বংশ ; অস্তরিক্ষই মধুচক্র ; কিরণসমূহই ভ্রমরের পুত্রগণ ।

২,৩। তাহার পূর্বদিকের কিরণসমূহই পূর্বদিকের মধুনাড়ী ;  
মধুচক্রই মধুকর ; ঋষেদই পুষ্ণ ; যজ্ঞাদিতে নিকৃষ্ট জলীয় পদার্থই  
অমৃত (—পুষ্পের মধু ) ; সেই ঋতুচক্রসমূহ ঋষেদকে অতিতপ্ত

৪। তদ্যাকরন্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ন্তুতা এতদ্বদেতদাদি-  
ত্যন্ত রোহিতং রূপম্।

ছিজ্জসমূহ) ; ঋচঃ এব ( ঋত্য়সমূহই ) মধুকৃতঃ ( মধুকরগণ ) ।  
ঋগ্বেদঃ এব ( ঋগ্বেদই ) পুষ্পম্ ( পুষ্প ; মধুসংগ্রহের স্থান ) । তাঃ  
( + আপঃ — সেই জলীয় পদার্থসমূহ ) অমৃতাতাঃ ( অমৃত অর্থাৎ পুষ্পের  
মধু ) আপঃ ( যজ্ঞের অগ্নিতে নিকিপ্ত জলীয় পদার্থসমূহ ) । তাঃ বৈ  
এতাঃ ঋচঃ ( সেই সমুদয় ঋক ) এতন্ ঋগ্বেদম্ ( এই ঋগ্বেদাক )  
অভাতপন্ ( অভিতপ্ত করিচ্ছিলেন ) । তন্ত অভিতপ্তন্ত ( অভিতপ্ত  
সেই ঋগ্বেদের ; যেমী স্থলে ৬ষ্ঠ ; অর্থ—ঋগ্বেদ হইতে ) যশঃ তেজঃ  
ইন্দ্রিয়ম্ ( ইন্দ্রিয়শক্তি ) বীৰ্য্যম্ অন্নাত্মম্ ( খাদ্য ) রসঃ অজাদত ( উৎপন্ন  
হইয়াছিল ) ।

৪। তৎ ( যশ আদি ) ব্যাকরৎ ( বি + কৃৎ ; বিশেষরূপে করিত  
হইল ) ; তৎ ( তাহা ) আদিত্যম্ অভিতঃ ( আদিত্যের অভিমুখে )  
অশ্রয়ৎ ( শ্রি ; আশ্রয় করিল ) । তৎ ( তাহা ) বৈ এতৎ ( এই ),  
যৎ ( যাহা ) এতৎ আদিত্যস্য ( আদিত্যের ) রোহিতম্ রূপম্  
( লোহিত বর্ণ ) ।

করিচ্ছিলেন । অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়শক্তি,  
বীৰ্য্য এবং অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ।

৪। এই সমুদয় করিত হইল ; ( তৎপর ) তাহা আদিত্যের  
অভিমুখে ( প্রমন করিয়া ) আশ্রয় গ্রহণ করিল । আদিত্যের যে এই  
লোহিতবর্ণ, তাহা ইহাই ।

### মন্তব্য

“তাঃ বৈ এতাঃ”—এই অংশ দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ অংশ কিন্তু তৃতীয়  
মন্ত্রের সত্তি ইহার অর্থ । ‘অন্নাত্ম’ শব্দের বহু অর্থ হইতে

পারে—(১) অন্নরূপ আদ্য ; আদ্য = ভক্ষণীয় বস্তু (শব্দর), (২) অন্ন প্রভৃতি (৩) অন্ন এবং অন্ন-ভোজন (Whitney এবং Lanman) (৪) যোক্ষমূল্য বলেন অন্নাদ্য অর্থ বাহ্য বা ভোজন করিবার শক্তি হইতে পারে। (৫) অন্নাদ = অন্নভোক্তা সুতরাং অন্নাদ্য = অন্নভোক্তৃৎ, (৬) ভোগ্য এবং ভক্ষ্য (মহাভারতে নীলকণ্ঠের টীকায়, ৩।২।২।৬, মাদ্রাজসং)।

## তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

### মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (২)

১। অথ যেহস্ত দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্ত দক্ষিণা মধুনাভ্যো যজুংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুণ্ড্র তা অমৃতো আপঃ।

১। অথ যে (বাহ্য) অস্ত (ইহার, আদিত্যের) দক্ষিণাঃ রশ্ময়ঃ (দক্ষিণ দিকস্থিত রশ্মিসমূহ), তাঃ এব (সেই সমুদয়ই) অস্ত (আদিত্য-রূপ মধুচক্রের) দক্ষিণাঃ (দক্ষিণদিকের) মধুনাভ্যঃ (মধুনাড়ীসমূহ); যজুংষি এব (যজুর্মন্ত্রসমূহই) মধুকৃতঃ (মধুকরসমূহ); যজুর্বেদঃ এব পুণ্ড্রম্; তাঃ (+ আপঃ = সেই যজুর জল) অমৃতো (পুণ্ড্রের অমৃত) আপঃ (জল)।

১। আর সূর্য্যের যে দক্ষিণদিকস্থ রশ্মিসমূহ—সেই সমুদয়ই ইহার দক্ষিণদিকের মধুনাড়ী; যজুর্মন্ত্রসমূহই ইহার মধুকর; যজুর্বেদই ইহার পুণ্ড্র; সেই সমুদয় (যজুর) জলই (পুণ্ড্রের) অমৃত।

২। তানি বা এতানি যজুঃষ্যেতং যজুর্বেদমভ্যাতপঃস্তুস্ত্যভি-  
তপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যামন্নাত্মং রসোহজায়ত ।

৩। তদ্ব্যক্ষরস্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়স্তদ্বা এতদ্বদেতনাদি-  
তস্য শুক্লং রূপম্ ।

২। তানি বৈ এতানি ( সেই এই সমুদয় ) যজুঃসি (যজুর্মন্ত্রসমূহ)  
এতম্ যজুর্বেদম্ ( এই যজুর্বেদকে ) অভ্যাতপন্ (অভিতপ্ত করিয়াছিল) ।  
তস্য অভিতপ্তস্য ( সেই অভিতপ্ত যজুর্বেদ হইতে ; ৫মী শ্লোকে ৬ষ্ঠী ) যশঃ  
তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীৰ্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত ( ৩।১।৩ টীকা ) ।

৩। . তং ( যশ আদি ) ব্যক্ষরং ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ং ;  
তং বৈ একং, যৎ এতৎ আদিত্যস্য শুক্লম্ রূপম্ ( ৩।১।৪ টীকা ) ।

৩

২। সেই যজুর্মন্ত্রসমূহ এই যজুর্বেদকে অভিতপ্ত করিয়াছিল ।  
সেই অভিতপ্ত যজুর্বেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, সামর্থ্য, বীৰ্য্য ও  
অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ।

৩। সেই সমুদয় ( = যশ আদি ) করিত হইল । তাহা আদিত্যের  
অভিমুখে ( প্রসন্ন করিয়া ) আশ্রয় গ্রহণ করিল । আদিত্যের এই যে  
শুক্ল রূপ, তাহা ইহাই ।

## তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (৩)

•

১। অথ যেহস্ত প্রত্যকো রশ্ময়ন্তা এবাস্ত প্রতীচ্যো।  
মধুনাড্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুন্সং তা অমৃতা  
আপঃ।

২। তানি বা এতানি সামান্যেভং সামবেদমভ্যতপং-  
স্তস্তাভিতপ্তস্ত যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাত্মং রসোহজায়ত।

১। অথ যে অস্মা প্রত্যকঃ ( পশ্চিমদিকস্থিত ) রশ্ময়ঃ, তাঃ  
এব অস্ত প্রতীচ্যঃ মধুনাড্যঃ ; সামানি এব ( সামমন্ত্রসমূহই ) মধুকৃতঃ ;  
সামবেদ এব পুন্সম্ ; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩.২।১ ভ্রঃ)।

২। তানি বৈ এতানি সামানি এতন্ সামবেদম্ (এই সামবেদকে)  
অভ্যতপন্ ; তস্ত অভিতপ্তস্ত যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীৰ্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ  
অজায়ত ( ৩।১।৩ ভ্রঃ )।

১। আর এই আদিত্যের যে পশ্চিমদিকস্থিত রশ্মিসমূহ, সেই  
সমুদয় ইহার পশ্চিমদিকস্থিত মধুনাড়ী ; সামমন্ত্রসমূহই মধুকর ;  
সামবেদই পুন্স ; সেই ( যজ্ঞীর ) জলসমূহই পুন্সের মধু।

২। সেই সামমন্ত্রসমূহ এই সামবেদকে অভিতপ্ত করিয়াছিল ;  
অভিতপ্ত এই সামবেদ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীৰ্য্য ও অন্নরূপ  
রস উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। তৎকরসদাদিত্যমভিতোহশ্রয়স্তদ্বা এতদ্বদেতদাদি-  
ত্যস্ত কৃষ্ণং রূপম্।

৩। তৎ ব্যাকরৎ। তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ  
• এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীকা ত্রঃ)।

৩। যৎ আদি করিত হইল ; ( তাহার পর ) তাহা আদিত্যের  
অভিমুখে ( গমন করিয়া ) আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই-রূপ আদিত্যের  
কৃষ্ণবর্ণ রূপ তাহাই এই।

---



## তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (১)

১। অথ যেহস্রোদধৌ বশ্ময়ন্ত। এবাস্রোদীচ্যো মধুনাড্যো-  
হধর্ষান্নিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃত-  
আপঃ ।

২। তে বা এতেহধর্ষান্নিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্য-  
তপঃস্রোতীতিতপস্য বশন্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাত্ত্বং রসোহজায়ত ।

১। অথ যে অস্যা উদধিঃ বশ্ময়ঃ ( উত্তরদিকস্থ বশ্মিয়মূহ ), তাঃ  
এব অস্যা উদীচ্যঃ মধুনাডাঃ ; অধর্ষান্নিরসঃ ( অধর্ষা ও অন্নিরস নামক  
ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ ) এব মধুকৃতঃ ; ইতিহাসপুরাণম্ ( ইতিহাস ও  
পুরাণ ) পুষ্পম্ ; তাঃ অমৃতঃ আপঃ ( ৩।২।১ টীকা ) ।

২। তে বৈ এতে অধর্ষান্নিরসঃ এতৎ ইতিহাসপুরাণম্ ( এতৎ  
ইতিহাসপুরাণকে ) অভ্যতপন্ । তপ্ত অভিতপস্য যনঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্  
বীৰ্য্যম্ অন্নাদ্যম্ রসঃ অজায়ত ( ৩।১।৩ টীকা ) ।

১। তাহার পর এট আদিত্যের উত্তরদিকের যে বশ্মিয়মূহ, সেই  
সমুদয়ই ইহার উত্তরদিকের মধুনাডী ; অধর্ষান্নিরস মন্ত্রসমূহই মধুকর ;  
ইতিহাস ও পুরাণই পুষ্প ; সেই ( বজ্রীয় ) কলই ( পুষ্পের ) অমৃত ।

২। সেই অধর্ষান্নিরস মন্ত্রসমূহ ইতিহাস-পুরাণকে অভিতপ্ত  
করিয়াছিল । অভিতপ্ত সেই ইতিহাস-পুরাণ হইতে বশ, তেজ,  
ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীৰ্য, ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিল ।

৩। তদ্বাক্ষরতদাদিত্যমভিতোহশ্রয়তুহ। এতদ্যদেতদাদি-  
তাস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্।

৩। তৎ বাক্ষরং ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্রয়ৎ। তৎ বৈ  
এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য পরম্ ( গভীর ) কৃষ্ণম্ রূপম্ (৩।১।৪ টীঃ)।

৩। যশ আদি করিত হইল। ( তাহার পর ) তাহা আদিত্যের  
অভিমুখে ( গমন করিয়া ) আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের যে গভীর  
কৃষ্ণরূপ, তাহা ইহাই।

### মন্তব্য

৩।৪।১। অধর্ষা একজন ঋষি ; ঋষেদে বহুস্থলে ইহার বিষয়  
উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিষ্ট প্রথমে অরশিকাঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন  
করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন (৩।১।৫।১৭ ; ৩।১।৬।১০ ইত্যাদি)।

অজিরার নামও ঋষেদে বহুস্থলে পাওয়া যায়। কথিত আছে  
অজিরাই প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্তন করেন ( ১০।৬।৭।২ ; ১।৮।৩।৪ ইত্যাদি )।  
অগ্নি যে কাঠে লুক্কায়িত থাকে অজিরাগণ ইহা আবিষ্কার করিয়া-  
ছিলেন ( ৫।১।১।৬ )।

অধর্ষা ও অজিরা—এই উভয় ঋষির কাব্যটি প্রায় এক প্রকার।  
এই জন্যই বোধ হয় উভয়ের নামে এক শব্দ হইয়াছে।

অধর্ষা ও অজিরা যে সমুদ্র যজ্ঞের জট্টা, সেই সমুদ্র যজ্ঞের নাম  
“অধর্ষাজিরস।” ব্রাহ্মণ (তৈঃ ব্রাঃ ১২।৮।২ ; নঃ ব্রাঃ ১১।৫।৬।৭), আয়ুর্ন্যক  
(তৈঃ আঃ ২।২, ১০) উপনিষদাদি গ্রন্থে (বৃঃ উ ২।৪।১০, ৪।১।২ ইত্যাদি ;  
তৈঃ উঃ ২।৩।১ ) ইহার উল্লেখ আছে। উক্তকালে ইহাঙ্কি অধর্ষাভেদ  
নামে পরিচিত হইয়াছে। (৭।১।২ অংশে আধর্ষণ শব্দের মন্তব্য জট্টব্য)।

৩।৪।৩। পাঠান্তর ‘পরম্’ হলে ‘পরঃ’।

## তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

মধুবিদ্যা—আদিত্যাদিতে মধ্বাদিকল্পনা (৫)

১। অথ যেহস্যোক্তা রশ্ময়স্তা এবাস্যোক্তা মধুনাভ্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ।

২। তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্ ব্রহ্মাত্যতপং-  
স্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাদ্যং রসোহজায়ত।

৩। তদ্যকরস্তদাদিত্যমভিতোহশ্ময়স্তদ্বা এতদ্বদেতদাদি-  
ত্যস্য মধ্যে কোভত ইব।

১। অথ যে অস্য উক্তাঃ রশ্ময়ঃ, তাঃ এব অস্ত উক্তাঃ মধুনাভাঃ ;  
গুহ্যাঃ এব আদেশাঃ ( গুহ্য উপদেশসমূহই ) মধুকৃতঃ ; ব্রহ্ম ( = প্রণব—  
শব্দরের মতে ) এব পুষ্পম্ ; তাঃ অমৃতাঃ আপঃ (৩।২।১ টীকা)।

২। তে বৈ এতে গুহ্যাঃ আদেশাঃ এতৎ ব্রহ্ম ( এই প্রণবকে )  
অভ্যতপন্ ; তস্য অভিতপ্তস্য যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ বীৰ্য্যম্ অন্নাদ্যম্  
রসঃ অজায়ত (৩।১।৩ টীকা)।

৩। তৎ ব্যকরৎ ; তৎ আদিত্যম্ অভিতঃ অশ্ময়ৎ। তৎ বৈ

১। তাহার পর এই আদিত্যের উদ্দেশ্যই যে সমুদয় রশ্মি, সে  
সমুদয়ই ইহার উক্তদিকের মধুনাভী ; গুহ্য উপদেশ সমুদয়ই মধুকর ;  
ব্রহ্ম ( অর্থাৎ প্রণব ) ই পুষ্প ; সেই যজ্ঞীয় জলই ( পুষ্পের ) অমৃত।

২। সেই গুহ্য উপদেশসমূহ এই প্রণবকে অভিতপ্ত করিয়াছিল।  
সেই অভিতপ্ত প্রণব হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বীৰ্য্য ও অন্নরূপ  
রস উৎপন্ন হইল।

যশ আদি ব্যক্তি হইল এবং তাহা আদিত্যের অভিমুখে আশ্রয়

৪। তে বা এতে রসানাং রসা বেদা হি রসান্তেষামেতে  
রসাস্তানি বা এতান্মৃতানামমৃতানি বেদান্মৃতান্তেষামেতান্ম-  
মৃতানি।

এতৎ, যৎ এতৎ আদিত্যস্য মধ্যে কোভতে ইব (যেন স্পন্দিত হইতেছে)  
( ৩।১।৪ টীকা )।

৪। তে ( সেই সমুদয় অর্থাৎ সূর্য্যের লোহিতাদি রূপ ) বৈ এতে  
( এই সমুদয় ) রসানাম্ ( রসসমূহে ) রসাঃ ( রসসমূহ ), বেদাঃ ( বেদ-  
সমূহ ) হি রসাঃ ; তেষাম্ ( তাহাদিগের ) এতে রসাঃ ; তানি বৈ এতানি  
( সেই এই সমুদয় ; লোহিতাদি রূপসমূহ ) অমৃতানাম্ ( অমৃতসমূহের )  
অমৃতানি ( অমৃতসমূহ )। বেদাঃ হি অমৃতাঃ, তেষাম্ এতানি  
অমৃতানি।

গ্রহণ করিল। আদিত্যের মধ্যে এই বাহ্য স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া  
মনে হয়, তাহা ঠিকাই।

৪। সেই লোহিতাদি রূপসমূহ রসসমূহেরও রস ( অর্থাৎ সার বস্তু ও  
সার )। ( কারণ ) বেদসমূহটো রস ( = সারবস্তু ) এবং সেই  
লোহিতাদি রূপ অমৃতসমূহেরও অমৃত। ( কারণ ) বেদসমূহই অমৃত ;  
আবার এই সমুদয় রূপ বেদসমূহেরও অমৃত।

## তৃতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

মধুবিদ্যা—প্রথমামৃত বসুগণের ভোগা

১। তদ্বৎপ্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনামুখেন ন  
বৈ দেবা অশ্বস্তু ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং দৃষ্ট্ৱা তৃপ্যস্তু ।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাক্রপাত্তদ্যাস্তু ।

১। তৎ ( সেই ) বৎ ( যে ) প্রথমম্ অমৃতম্ ( প্রথম অমৃত অর্থাৎ  
আদিত্যের লোহিতরূপ ) তৎ ( তাহাকে ) বসবঃ ( বসুগণ ) উপজীবন্তি  
( উপভোগ করে ) অগ্নিনা মুখেন ( অগ্নি প্রমুখ হইয়া ) ; ন ( না ) বৈ  
দেবাঃ ( দেবগণ ) অশ্বস্তু ( হোজন করেন ), ন পিবন্তি ( পান  
করেন ) ; এতৎ এব অমৃতম্ ( এই অমৃতকে ) দৃষ্ট্ৱা ( দেখিয়া ) তৃপ্যস্তু  
( তৃপ্তি লাভ করেন ) ।

২। তে ( সেই দেবগণ ) এতৎ এব রূপম্ ( এই রূপকেই অর্থাৎ  
এই রূপেই ) অভিসংবিশন্তি ( অভি + সম্ + বিশ্ ; প্রবেশ করেন ) ;  
এতস্মাৎ রূপাৎ ( এই রূপ হইতে ) উদ্যাস্তি ( উৎ + ই ; উদ্ভূত হন,  
বহির্গত হন ) ।

১। সেই যে প্রথম অমৃত ( অর্থাৎ সূর্য্যের লোহিত রূপ ) বসুগণ  
অগ্নিপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন । ( কিন্তু বসুতঃ ) দেবগণ  
হোজনও করেন না, পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন ।

২। সেই দেবগণ ( সূর্য্যের ) এই লোহিত রূপে প্রবেশ করেন  
এবং সেই রূপ হইতে উদ্ভূত হন ।

৩। স ব এতদেবমমৃতং বেদ বসুনামেবৈকো ভূত্বাহুগ্নিনৈব  
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেবরূপমভিসংবিশত্যে-  
তস্মাক্রপাচ্ছদেতি ।

৪। স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাচ্ছদেতা পশ্চাদন্তমেতা বসু-  
নামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পার্শ্যতা ।

৩। সঃ যঃ ( যে, ২।১।২ যজ্ঞবা ) এতৎ ( + অমৃতম্ = এই  
অমৃতকে ) এবম্ ( এই প্রকারে ) অমৃতম্ ( এতৎ + ) বেদ ( জানেন )  
বসুনাম্ ( বসুগণের মধ্যে ) এব একঃ ভূত্বা ( হইয়া ) অগ্নিনা এব মুপেন  
( ১ম যজ্ঞ ) এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্  
অভিসংবিশতি প্রবেশ করে ) এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি ( উদ্ভিত হন ;  
উৎ + ই ) ( ৩।৬।১, ২ জঃ ) । পাঠান্তর 'উদেতি' স্থলে 'উদৈতি' (= উৎ +  
আ + এতি ) ।

৪। সঃ ( সেই, নাক্ষত্রিক ) যাবৎ ( যে পর্য্যন্ত ) আদিত্যঃ পুরস্তাৎ  
উদেতা ( উদেত শব্দ = উৎ + এত, ১।১, = যিনি উদ্ভিত হন ; ই +  
তৃপ্য । কিংবা উৎ + এত = উৎ + ই + লুট তা = উদ্ভিত হইবে ), পশ্চাৎ  
( পশ্চিম দিকে ) অন্তম্ + এতা ( = অন্ত গমনকারী, এত ১।১ ; কিংবা  
ক্রিয়াপদ, = অন্তগমন করিবে ), বসুনাম্ এব ( বসুগণের ) তাবৎ  
( তাবৎকাল পর্য্যন্ত ) আধিপত্যম্ ( আধিপত্যকে ) স্বারাজ্যম্ ( স্বাধীনতাকে )  
পরি + এতা ( = যিনি প্রাপ্ত হন, এত ১।১ ; কিংবা ক্রিয়াপদ, = প্রাপ্ত

৩। যে ব্যক্তি এষ্ট অমৃতকে এইরূপ জানেন, তিনি বসুগণের মধ্যে  
একজন হন এবং অগ্নিপ্রস্থ হইয়া এষ্ট অমৃত দেখিরাই তৃপ্তি লাভ  
করেন । তিনি এষ্ট রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপেই হইতেই  
উদ্ভিত হন ।

৪। যতকাল সূর্য পূর্বদিকে উদ্ভিত হইবে এবং পশ্চিম দিকে অন্ত

হইবেন, ই লুট তা)। কেহ কেহ বলেন, বারাজ্যম্—স্বর্গরাজ্য স্বঃ + রাজ্যম্, সন্ধিতে বিসর্গ লোপ ( পাঃ ৮।৩।১৪ ) এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ ( পাঃ ৬।৩।১১- )।

সাইবে, ততকাল সেই ব্যক্তি বহুদিগের অমুরূপ আধিপত্য ও বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

### মন্তব্য

৩।৬ ১। “বসবঃ” ইত্যাদি অনেক দেবতা আছেন, যাহারা পৃথক পৃথক ভাবে উক্ত হন না,—যেমন বসু, ক্রতু, আদিত্য ইত্যাদি। ইহারা সমষ্টিভাবে পরিচিত। এই শ্রেণীর দেবতার নাম ‘গণদেবতা’। বসুগণও এই শ্রেণীর দেবতা। ‘বসু’র অনেক অর্থ চটতে পারে, যেমন—যিনি উজ্জল, যিনি ধনদান করেন, যিনি আচ্ছাদন বা আশ্রয় প্রদান করেন ইত্যাদি। ঋগ্বেদে আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিন, ইন্দ্র, উষা, ক্রতু, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগকে বসু বলা হইয়াছে। মহাভারতাদি-গ্রন্থে শিব ও কুবের ও বসু নামে খ্যাত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পতঞ্জলি ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের মতে বসুগণের সংখ্যা ৮। বিষ্ণুপুরাণে অষ্টবসুর নাম এই :—আপ, ক্রব, সোম, ধব বা ধর, অনিল, অনল বা পাবক, প্রত্যাষ এবং প্রতাস।

ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের মতে বসুগণ পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋগ্বেদের মতে ইন্দ্র বসুগণের নেতা ( ৭।৩২।৬ ; ৭।১০।৪ )। কিন্তু পরবর্তী কালে অধিকেক ইহাদিগের নেতা বলা হইয়াছে।

‘অগ্নিনা এব মূখেন’ ইত্যাদি।

অগ্নি বসুগণের নেতা, সেইজন্য বলা হইয়াছে ‘অগ্নিনা এব মূখেন’।

‘অতিসংবিশক্তি’ ও ‘উচ্চক্তি’ ইত্যাদি—শব্দর এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—



রূপম্ অভি = রূপকে লক্ষ্য করিয়া। অভিসংবিশক্তি = উদাসীন হন। রূপাৎ = রূপ অর্থাৎ অমৃত ভোগ করিবার ক্ষমতা। উচ্চাতি = উৎসাহশীল হন। তাহা হইলে এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে :—

দেবগণ এই রূপকে লক্ষ্য করিয়া (রূপম্ অভি) উদাসীন থাকেন (সংবিশক্তি) এবং এই রূপকে ভোগ করিবার ক্ষমতা (এতন্মাৎ রূপাৎ) উৎসাহশীল হন (উচ্চাতি)।

শব্দর এক্ষেপে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—“তাহারা কি নিকৃষ্টম হইয়া অমৃত ভোগ করেন? না, তাহা নহে। তবে কি প্রকারে? এই লোহিত রূপকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা এইরূপ মনে করেন ‘আমাদের এখন ভোগের অবসর নাই’; তখন তাহারা উদাসীন হইয়া থাকেন। আবার তাহাদের যখন অমৃত ভোগের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহারা উৎসাহবান হন।”

কেহ কেহ ইহার অন্তপ্রকার অর্থও করিয়াছেন :—

১। তাহারা এই রূপে লীন হন এবং এই রূপ হইতেই পুনরায় উদ্ধিত হন।

২। (এই রূপ ভোগ করিবার ক্ষমতা) তাহারা এই রূপে প্রবেশ করেন এবং (রূপ ভোগ করিয়া) এই রূপ হইতে বহির্গত হন।

৩। ‘সঃ যাবৎ’ ইত্যাদি।

আমরা দেখিতেছি, সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছে। যতদিন এই প্রকার ঘটবে ততদিন বহুগণ রাজত্ব করিবেন। আর তাহারা সূর্য্যের প্রথম অস্তের বিষয় জানেন, তাহারাও ততদিন বহুদিগের দ্বারা আধিপত্য ও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন।

## তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

মধুবিদ্যা—দ্বিতীয়ামৃত রুদ্রদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যদ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেণ ন।  
বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকে। ভূত্বেন্দ্রেণৈব  
মুখেণৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্য-  
তস্মাদ্রূপাদুদেতি।

১। অথ যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতম্ ( দ্বিতীয় অমৃত অর্থাৎ শুক্লরূপ ),  
তৎ রুদ্রাঃ উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেণ ( ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া )। ন বৈ দেবাঃ  
অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ( ৩।৬।১ টীকা )।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ  
উদ্যন্তি ( ৩।৬।২ টীকা )।

৩। সঃ যঃ ( ২।১১।২ মন্তব্য ) এতম্ এবম্ অমৃতম্ বেদ, রুদ্রাণাম্

১। আর আদিত্যের যে দ্বিতীয় অমৃত ( অর্থাৎ শুক্লরূপ ) তাহা  
রুদ্রগণ ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া উপভোগ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ দেবগণ আহারও  
করেন না, পানও করেন না; এই অমৃত দেখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হন।

২। দেবগণ ( সূর্য্যের ) এই শুক্ল রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ  
হইতে উদ্ভিত হন।

৩। যিনি এই অমৃতকে এই রূপ জানেন, তিনি রুদ্রগণের মধ্যে

৪। স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাহুদেতা পশ্চাদন্তমেতা দ্বিস্তাবদ-  
ক্ষিণত উদেভোস্তরতোহন্তমেতা রুজ্জাগামেব তাবদাধিপত্যং  
স্বারাজ্যং পর্যোতা ।

এব ( রুজ্জাগামের মধ্যে ) একঃ ভূত্বা ইন্দ্রেণ এব যুধেন এতৎ এব অমৃতম্  
দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতস্ম্যৎ রূপাৎ  
উদেতি ( ৩৬৩ টীকা ) ।

পাঠান্তর :—‘উদেতি’ স্থলে ‘উদৈতি’ ( = উৎ + আ + এতি ) ।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ পুরস্তাৎ উদেতা, পশ্চাৎ অন্তমেতা, দ্বিস্ +  
তাবৎ ( দ্বিগুণ, পাঃ ৫।৪।১৮ ) দক্ষিণতঃ ( দক্ষিণ দিকে ) উদেতা,  
উত্তরতঃ ( উত্তরদিকে ) অন্তমেতা ; রুজ্জাগাম্ এব তাৎ আধিপত্যম্  
স্বারাজ্যম্ পর্যোতা ( ৩৬৪ টীকা ) ।

একজন হন এবং ইন্দ্রপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দর্শন করিগাই তৃপ্ত হন ।  
তিনি এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উদ্ধিত হন ।

৪। যতকাল সূর্য পূর্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত  
হাইবেন, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন ও উত্তরদিকে  
অস্তগত হইবেন এবং সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি ততদিন ( অর্থাৎ সেই  
দ্বিগুণ পরিমিত কাল ) রুজ্জাগামের অনুরূপ আধিপত্য এবং স্বারাজ্য লাভ  
করিবেন ।

### মন্তব্য

৩।১। রুজ্জাগামেব ও গণদেবতা ; ইহাদিগের পিতার নাম রুহঃ ।  
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ( ২।১৮ ), শতপথব্রাহ্মণ ( ৪।৫।১২, ১১।৩।৩৫ ) প্রভৃতি

এছের মতে রুদ্রগণের সংখ্যা ১১, কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতাতে ৩৩ জন রুদ্রের উল্লেখ আছে ( ১।৪।১১।১ )। মরুৎগণকেও কখন কখন ‘রুদ্রাঃ’ বলা হয় ( খাঃ ১।৩২।৪, ৭ ইত্যাদি )। কিন্তু সাধারণতঃ রুদ্রগণ ও মরুৎগণ পৃথক পৃথক দেবতা। ইন্দ্র রুদ্রগণের নেতা।

তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি, এতন্মাৎ রূপাৎ উদ্যতি ( ৩।৬।২ টীকা )।

৩।৭।৪। ‘বিস্তাবৎ’ ইত্যাদি। বি + স্ = বিস্ ( পাঃ ৪।১৮ )। বিস্ + তাবৎ = বিস্তাবৎ ; পরিমাণ অর্থে ‘তাবৎ’। প্রাচীন কালে এই শব্দের ব্যবহার ছিল ; পাণিনি ‘বিস্তাবা’ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন ( ৫।৪।৮৪ )। যে বেদির পরিমাণ সাধারণ বেদির বিগুণ তাহাই বিস্তা বা বেদি।

‘সূর্য্যঃ দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন’ ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে স্রষ্টব্য।

## তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

মধুবিদ্যা—তৃতীয়ামৃত আদিত্য দেবগণের ভোগ্য

১। অথ যন্তুতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখে ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাক্রপাচ্ছদ্যন্তি ।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখে নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাক্রপাচ্ছদেতি ।

১। অথ যৎ তৃতীয়ম্ অমৃতম্ ( অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরূপ ) তৎ আদিত্যাঃ ( আদিত্যগণ ) উপজীবন্তি বরুণেন মুখে ন ( বরুণপ্রমুখ হইয়া ) । ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি—এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ( ৩৬১ টীকা ) ।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতস্মাৎ রূপাৎ উচ্ছন্তি ( ৩৬২ টীকা ) ।

৩। সঃ যঃ ( ৩৬৩ যন্তুত্বা ) এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, আদিত্যানাম্

১। আর সূর্যের যে তৃতীয় অমৃত ( অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরূপ ) আদিত্যগণ বরুণপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন ; ( কিন্তু যন্তুত্বঃ ) দেবগণ ভোজনও করেন না পানও করেন না ; এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন ।

২। আদিত্যগণ এই রূপেই প্রবেশ করেন এবং এই রূপেই হইতেই উৎখিত হন ।

৩। যিনি এই অমৃতকে এইরূপ জানেন, তিনি আদিত্যগণের মধ্যে

৪। স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোহস্তমেতা  
দিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং  
স্বারাজ্যং পর্যোতা।

( আদিত্যগণের ) এর একঃ ভূত্বা বক্রণেন এর মুখেন এতৎ এর অমৃতম্  
দৃষ্ট্য তুপ্যতি। সঃ এতৎ এর রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতন্মাৎ রূপাঃ  
উদৈতি ( ৩৬৩ টীকা )।

পাঠান্তর—‘উদৈতি’ স্থলে উদৈতি ( = উৎ + আ + এতি )।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ দক্ষিণতঃ উদেতা, উত্তরতঃ অস্তমেতা,  
দিস্ + তাবৎ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অস্তমেতা। আদিত্যানাম্ এব  
তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্যোতা ( ৩৬৪ টীকা )। পূর্বা পশ্চিমদিকে  
উদিত হইবেন ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

একজন হন এবং বক্রণপ্রমুখহইয়া এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন।  
তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উৎখিত হন।

৪। যতকাল আদিত্য দক্ষিণদিকে উদিত হইবেন এবং উত্তরদিকে  
অস্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন ও পূর্বদিকে  
অস্ত যাইবেন এবং সেই বিধান বাক্তি ততদিন ( অর্থাৎ সেই দ্বিগুণ  
পরিমিতকাল ) আদিত্যগণের অমুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ  
করিবেন।

### মন্তব্য

৩।৮।১—আদিত্যগণও এক শ্রেণীর গণ-দেবতা। আদিত্যগণ  
অদিতির পুত্র। ঋগ্বেদের একস্থলে ( ২।২৭।১ মিত্র, অর্যমা, তপস, বক্রণ )

দক্ষ এবং অংশ এই ছয়জনকে অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে। অষ্ট এক-  
স্থলে সপ্ত আদিত্যের কথা উক্ত হইয়াছে (৯।১১৪।৩)। দশম মণ্ডলে  
একস্থলে (৭২।৮,৯) বর্ণিত হইয়াছে যে অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র  
উৎপন্ন হইয়াছিল; অষ্টম পুত্রের নাম মার্ত্তাণ্ড। অথর্ববেদের মতে  
অদিতির আট পুত্র (৮।২।২১)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।২।১) অদিতির  
অষ্ট পুত্রের কথা আছে; ইহাদিগের নাম এই :—মিত্র, বরুণ, ধাতা,  
অর্যমা, অংশ, তপ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান্। সার্ব (২।২।৭।১) ঋগ্ভাষ্যে এই  
ছয়জনের নামই উক্ত করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে দুইস্থলে (৬।১।২।৮ :  
১১।৬।৩।৮) বলা হইয়াছে যে আদিত্যের সংখ্যা ১২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের  
মতেও (১।২।৪) দ্বাদশ আদিত্য। সংহিতা যুগের পরে দ্বাদশ  
আদিত্যকে দ্বাদশ যমুগের অধিপতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।





## তৃতীয়াধ্যায়ে নবম খণ্ড

মধুবিদ্যা—চতুর্থামৃত মরুৎদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্বন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতন্মাক্রপাদ্ভ্যন্তি।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমে-  
নৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসং-  
বিশন্ত্যেতন্মাক্রপাদ্ভেতি।

১। অথ যৎ চতুর্থম্ অমৃতম্, তৎ মরুতঃ ( মরুৎগণ ) উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ( সোমগ্রমুখ হইয়া )। ন বৈ দেবাঃ অশ্বন্তি, ন পিবন্তি এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ( ৩।৩।১ টীকা )।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি, এতন্মাৎ রূপাৎ উভ্যন্তি ( ৩।৩।২ টীকা )।

৩। সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, মরুতাম্ ( মরুৎগণের ) এব একঃ ভূত্বা সোমেন এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা।

১। আর স্বর্ঘ্যের যে চতুর্থ অমৃত, তাহা মরুৎগণ সোমগ্রমুখ হইয়া উপভোগ করেন। ( কিন্তু বস্তুতঃ ) দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না; তাহারাই ইহা দেখিয়াই ভূত হন।

২। মরুৎগণ এই (চতুর্থ রূপে) প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতেই উৎপিত হন।

৩। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি মরুৎগণের মধ্যে একজন হ

৪। স বাবদাদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা পুরস্তাদন্তমেতা দ্বিস্তাব-  
হুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোহন্তমেতা মক্ৰতামেব তাবদাধিপত্যঃ  
স্বারাজ্যং পর্যেতা।

তুপ্যতি ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিণতি, এতন্মাৎ রূপাৎ উদেতি  
( ৩৬৩ টীকা )।

পাঠান্তর :—উদেতি স্থলে উদৈতি ( = উৎ + আ + এতি )।

৪। সঃ বাবৎ আদিত্যঃ পশ্চাৎ উদেতা, পুরস্তাৎ অন্তমেতা, দ্বিঃ +  
তাবৎ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অন্তমেতা ; মক্ৰতাম্ এব তাবৎ  
আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্যেতা ( ৩৬৪ টীকা )। ‘সূর্য্য উত্তরদিকে উদ্ভিত  
হইবেন’ ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩১১ অংশের পরে দ্রষ্টব্য।

এবং সোমগ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপে  
প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উদ্ভিত হন।

৪। যে পরিমাণ কাল আদিত্য পশ্চিম দিকে উদ্ভিত হইবেন ও  
পূর্বদিকে অন্ত যাইবেন, তাহার দ্বিগুণ পরিমিতকাল উত্তরদিকে উদ্ভিত  
হইবেন ও দক্ষিণদিকে অন্ত যাইবেন এবং তত কাল সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি  
মক্ৰংগণের অম্বরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

### মন্তব্য

৩১১—মক্ৰংগণও গণদেবতা। ক্রত্ব ইহাদিগের পিতা। অথেনে  
কোন কোন স্থলে ইহাদিগকে ক্রত্বিয়ানঃ ( ১৬৮।৭ ইত্যাদি ) এবং কোন  
কোন স্থলে ( ৩১।৩২।৪, ৭ ইত্যাদি ) ক্রত্বাণঃ বলা হইয়াছে। কোন  
কোন স্থলে বলা হইয়াছে ইহাদিগের সংখ্যা ‘ত্রিসপ্ত’ অর্থাৎ ৩×৭ =  
২১ ( ১।১৩৩।৬ ; অথর্বঃ ১৩।১।১৩ ) এবং কোণামৃগ বা বলা হইয়াছে  
ত্রিঃষষ্টিঃ অর্থাৎ ৩×৬ = ১৮।

## তৃতীয়াধ্যায়ে দশম খণ্ড

মধুবিদ্যা—পঞ্চমামৃত সাধ্যদেবগণের ভোগ্য

১। অথ যৎ পঞ্চমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

২। ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাদ্রূপাহুদ্যন্তি ।

৩। স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামৈদেকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যতস্মাদ্রূপাহুদেতি ।

১। অথ যৎ পঞ্চমম্ অমৃতম্, তৎ সাধ্যাঃ (সাধ্যগণ) উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন (ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া)। ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি (তাড়া ১ টীকা)।

২। তে এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশন্তি; এতস্মাৎ রূপাৎ উজ্জন্তি (তাড়া ২ টীকা)।

৩। সঃ যঃ এতৎ এবম্ অমৃতম্ বেদ, সাধ্যানাম্ (সাধ্যগণের

১। আর সূর্য্যের যে পঞ্চম অমৃত, সাধ্যগণ ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া তাহা উপভোগ করেন। (কিন্তু বস্তুতঃ) দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।

২। সেই সাধ্যগণ এই পঞ্চম রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উজ্জিত হন।

৩। যিনি এই অমৃতকে এই প্রকার জানেন, তিনি সাধ্যগণের

৪। স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোহস্তমেতা  
দ্বিস্তাবদুর্কমুদেতার্কাগস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং  
স্বারাজ্যং পর্য্যেতা।

মধ্যে ) এব একঃ ভূত্বা ব্রহ্মণা এব মুখেন এতৎ এব অমৃতম্ দৃষ্ট্বা  
'তৃপ্যতি' ; সঃ এতৎ এব রূপম্ অতিসংবিশতি, এতন্মাৎ রূপাৎ উদেতি  
( ৩।৬।৩ টীকা )।

৪। সঃ যাবৎ আদিত্যঃ উত্তরতঃ উদেতা, দক্ষিণতঃ অস্তমেতা, বিঃ  
+ তাবৎ উর্কম্ ( উর্কদিকে ) উদেতা, অর্কাঙ্ ( অধোভাগে ) অস্তমেতা ;  
সাধ্যানাম্ এব তাবৎ আধিপত্যম্ স্বারাজ্যম্ পর্য্যেতা ( ৩।৬।৪ টীকা )।  
পাঠান্তর :—'উদেতি' স্থলে উদৈতি ( = উৎ + আ + এতি )।

'সূর্য্য উর্কদিকে উদিত হইবেন' ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য ৩।১১ অংশের  
পরে দ্রষ্টব্য।

অধো একজন হন এবং ব্রহ্মপ্রমুখ হইয়া এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন।  
তিনি এই রূপে প্রবেশ করেন এবং এই রূপ হইতে উৎখিত হন।

৪। যতকাল আদিত্য উত্তর দিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণ দিকে অস্ত  
যাইবেন, তাহার দ্বিগুণকাল উর্কদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে  
অস্ত যাইবেন এবং তত কাল অর্থাৎ এই দ্বিগুণ পরিমিতকাল সেই  
বিদ্বান ব্যক্তি সাধ্যাপনের অমুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

### মন্তব্য

৩।১০।১—সাধ্যগণ ও গণ দেবতা। ঋষেদের ১০।২০।১৬ মন্ত্রে ইহা-  
দিগের উল্লেখ আছে। ইহার ব্যাখ্যা যাক ইহাদিগকে 'ভূত্বানঃ  
দেবগণঃ' বলিয়াছেন ( ১২।৪১ )। ভূবলোকে ইহাদিগের বসতি।  
মহুর মতে ইহারা একশ্রেণীর সূক্ষ্ম দেবতা ( ১।২২ ) ; বিরাটের পুত্র  
সোমসদৃশ ইহাদিগের পিতা ( ৩।৩২৫ )।

## তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

### মধুবিদ্যার উপসংহার

১। অথ তত উর্ক উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমৈতৈকল এব •  
মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ ।

২। ন বৈ তত্র ন নিম্নোচ নোদিয়ায় কদাচন ।

দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ॥

১। অথ ততঃ ( সেই স্থান হইতে ) উর্কঃ ( উর্কদিকে ) উদেত্য ( উদ্ভিত হইয়া, উখিত হইয়া ) ন ( না ) এব উদেতা ন অস্তমৈতা ( ৩৬৪ টীকা ) ; একলঃ ( একাকী ) এব মধ্যে স্থাতা ( স্বাতৃ ১।১ = যিনি অবস্থান করেন ; কিংবা স্থা + তা লুট = অবস্থান করিবেন ) । তৎ ( সেই বিষয়ে ) এবঃ ( এই ) শ্লোকঃ । আনন্দগিরি বলেন 'স্থাতা' শব্দ ক্রম-মুক্তিসূচক ।

২। ন বৈ ( নিশ্চয়ই নয় ) । তত্র ( সেই স্থানে ) ন ( না ) নিম্নোচ ( বৈদিক প্রয়োগ = নিম্নোচ = নি + নৃচ্ লিট = অস্ত গিয়াছে ) ; ন উদিয়ায় ( উৎ + ই লিট = উদ্ভিত হইয়াছেন ) • কদাচন ( কখন ) ; দেবাঃ ( হে দেবগণ ! ) তেন ( + সত্যেন = সেই সত্য বাক্য দ্বারা ) অহম্

১। তাহার পর যখন সূর্য উর্কদিকে উদ্ভিত হইবেন, তখন আর উদ্ভিতও হইবেন না এবং অস্তও যাইবেন না ; একাকীই মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন । এবিষয়ে এই শ্লোক আছে :—

২। নিশ্চয়ই নয় ; সেখানে অস্তও যান নাই, কখন উদ্ভিতও হন নাই । হে দেবগণ ! এই সত্যের দ্বারা আমি যেন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত না হই অর্থাৎ এই সত্যের বলে আমি যেন ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হই

৩। ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্নোচতি সৰ্বদীবা হৈবাস্মৈ  
ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ।

৪। তদ্বৈতদ ব্রহ্মা প্রজাপত্য উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ  
প্রজাভ্যন্তুত্বৈতদুদালকায়াকরণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম  
প্রোবাচ ।

(আমি) সতেন (তেন + ) মা (না) বিরাদিষি (বি + রাধ, লুঙ,  
অরাধিষি স্থলে রাধিষি; 'মা' যোগে 'অ' লোপ; = বিচ্ছিন্ন হই)  
ব্রহ্মণা (ব্রহ্ম দ্বারা; এস্থলে ব্রহ্ম হইতে) ।

৩। ন (না) হ বৈ অস্মৈ (ইহার পক্ষে) উদেতি (উদিত হন)  
ন নিম্নোচতি (নি + নুচ লট, তি; অন্ত যান), সৰ্বদা (সর্বদা) দীবা  
হ এব অস্মৈ ভবতি (হয়), যঃ (যিনি) এতাম্ (২।১, এই) এবম্  
(এই প্রকারে) ব্রহ্মোপনিষদম্ (এতাম্ + = এই ব্রহ্মোপনিষদকে)  
বেদ (জানেন) ।

৪। তৎ হ এতৎ (সেই এই যদুবিজ্ঞানকে) ব্রহ্মা প্রজাপত্যয়ে  
(প্রজাপতিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন), প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে),  
মনুঃ প্রজাভাঃ (সন্তানদিগকে); তৎ হ এতৎ উদালকায় আকরণয়ে  
(অকণ-পুত্র উদালককে) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠ পুত্রকে) পিতা ব্রহ্ম  
(ব্রহ্মবিজ্ঞাকে) প্র + উবচ্। 'জ্যেষ্ঠ' বিষয়ে ১।১।১ যন্তব্য ভট্টব্য ।

(কিংবা আমার কথা যদি সত্য না হয়, আমি যেন ব্রহ্মলাভে  
বঞ্চিত হই) ।

৩। যিনি এই ব্রহ্মোপনিষদকে এই প্রকার জানেন, তাঁহার পক্ষে  
সূর্য্য উদিতও হন না, অন্তও যান না; তাঁহার পক্ষে সর্বদা দীবা ।

৪। সৰ্ব প্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে এই যদুবিজ্ঞান বলিয়াছিলেন;  
(তৎপর) প্রজাপতি মনুকে, মনু নিজ সন্তানদিগকে এবং পিতা ব্রহ্ম  
জ্যেষ্ঠপুত্র উদালক আকণিকে এই ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষা দিয়াছিলেন ।

৫। ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রক্রয়াৎ প্রণায়ায় বাস্তুবাসিনে ।

৬। নাগ্যৈশ্চ কৈশ্চন যদ্যপ্যস্মা ইমামন্তিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্ত পূর্ণাং দদ্যাৎ তদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি ।

৫। ইদম্ বাব তৎ ( + ব্রহ্ম = সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে ) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় ( জ্যেষ্ঠপুত্রকে ) পিতা ব্রহ্ম ( ব্রহ্মবিদ্যাকে ) প্রক্রয়াৎ ( বলিবেন ) প্রণায়ায় ( ‘প্রণায়া’কে = প্রিয় বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে ) বা বাস্তুবাসিনে ( শিশুকে ; যে শিশু গুরুসমীপে বাস করে তাহার নাম “অন্তুবাসী” ) । ‘প্রণায়া’—বৈদিক প্রয়োগ । ‘নী’ ধাতুর একটা অর্থ ভালবাসা সূত্রাৎ প্রণায়া = প্রিয় ব্যক্তি । পাণিনির মতে প্রণায়া = প্র + গী + গ্যাৎ নিপাতনে, অসম্মতি অর্থে ৩।১।১২৮ । এই সূত্র অনুসারে এখানে এই শব্দের অর্থ করা কঠিন ।

৬। ন ( না ) অন্যৈশ্চ কৈশ্চন ( অন্ত কাহাকেও ), যতাপি অশৈশ্ব ( ইহাকে ) ইমাম্ ( এই পৃথিবী ২।১ ) অন্তিঃ ( জলদ্বারা ) পরিগৃহীতাম্ ( বেষ্টিত, ২।১ ) ধনস্ত পূর্ণাম্ ( ধনপূর্ণ, ২।১ ) দদ্যাৎ ( দান করে ) ; এতৎ ( এই মধুবিদ্যা ) এব ততঃ ( ইহা অপেক্ষা ) ভূয়ঃ ( অধিক ) ইতি—এতৎ এব ততঃ ভূয়ঃ ( দিকৃষ্টি সমীপ্তি-সূচক কিংবা গুরুত্ব-প্রকাশক ) ।

৫। এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ দিবেন অথবা ( গুরু ) প্রিয় শিশুকে বলিবেন ।

৬। অন্ত কাহাকেও বলিবে না ; যদি ইহাকে ( অর্থাৎ গুরুকে ) কেহ সমুদ্র-বেষ্টিত ধন-পূর্ণ পৃথিবীও দান করে ( তাহা ইহা নহে ) । কারণ এই বিদ্যাই এ সমুদ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—এই ব্রহ্মবিদ্যা এ সমুদ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।



মন্তব্য ( ৩।৬—৩।১১ )

যষ্ঠ খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ খণ্ড পর্যন্ত সূর্য্যের নানাদিকে উদয়ের কথা বলা হইয়াছে ।

১। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইবেন এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন । এই সময়ে বহুগণের আধিপত্য ( ৩।৬ ) ।

২। পূর্ব্বোক্ত সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইবেন এবং উত্তর দিকে অস্ত যাইবেন ( ৩।৭ ) । এই সময়ে কল্পগণের আধিপত্য ।

৩। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন এবং পূর্ব্বদিকে অস্ত যাইবেন । এই সময়ে আদিত্যগণের আধিপত্য ( ৩।৮ ) ।

৪। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য উত্তরদিকে উদিত হইবেন এবং দক্ষিণদিকে অস্ত যাইবেন ( ৩।৯ ) । এই সময়ে মরুগণের আধিপত্য ।

৫। এই সময়ের দ্বিগুণ পরিমিতকাল সূর্য্য উর্দ্ধদিকে উদিত হইবেন এবং অধোদিকে অস্ত যাইবেন ( ৩।১০ ) । এই সময়ে সাধ্যগণের আধিপত্য ।

৬। ইহার পর সূর্য্যের উদয়ও নাই, অস্তও নাই । উদয়াস্ত-বিহীন হইয়া তিনি চিরকাল মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন । ইহাই প্রকৃত জ্ঞান । এই প্রকার জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের অবস্থা । ব্রহ্মজ্ঞ আত্মা নিত্য-কাল এই প্রকার অম্লভব করেন তাঁহাদিগের নিকট সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই ; তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই দিবা ( ৩।১১ ) ।

ক্বচি যাহা বলিয়াছেন, তাহার এই প্রকার অর্থ হইতে পারে :—

১। বর্ত্তমান যুগ 'বহুযুগ' । এই যুগে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছেন । সমস্ত বহুযুগের পরিমাণকে আমরা একযুগ ধরিয়া লইব ।

২। বহুযুগ অনন্তকাল স্থায়ী হইবে না । নির্দিষ্ট সময়ে ইহার

শ্রাবণ হইবে। এই শ্রাবণের পর 'রুদ্রযুগ'। এই যুগের পরিমাণ বহুযুগের দ্বিগুণ। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ইহার পরিমাণ ২। এই যুগে সূর্য্য দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্তগত হইবেন। নূতন করে সবই নূতন হইতে পারে। সূর্য্যও যে নূতন যুগে নূতন দিকে উদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এই পৃথিবীতে সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছেন। আমরা কি এই পৃথিবীর বিষয়েই কল্পনা করিতে পারি না যে, এক সময়ে সূর্য্য ইহার দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তরদিকে অস্ত যাইবেন? সূর্য্যোদয়ের দিককেই যদি পূর্ব দিক বলিতে হয়, তাহা হইলে বর্তমান ভাষায় এই দক্ষিণ দিককেই পূর্ব বলিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে এখন আমরা যাহাকে দক্ষিণ দিক বলিতেছি, রুদ্রযুগে সেই দক্ষিণ দিকই পূর্বদিক অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দিক হইবে।

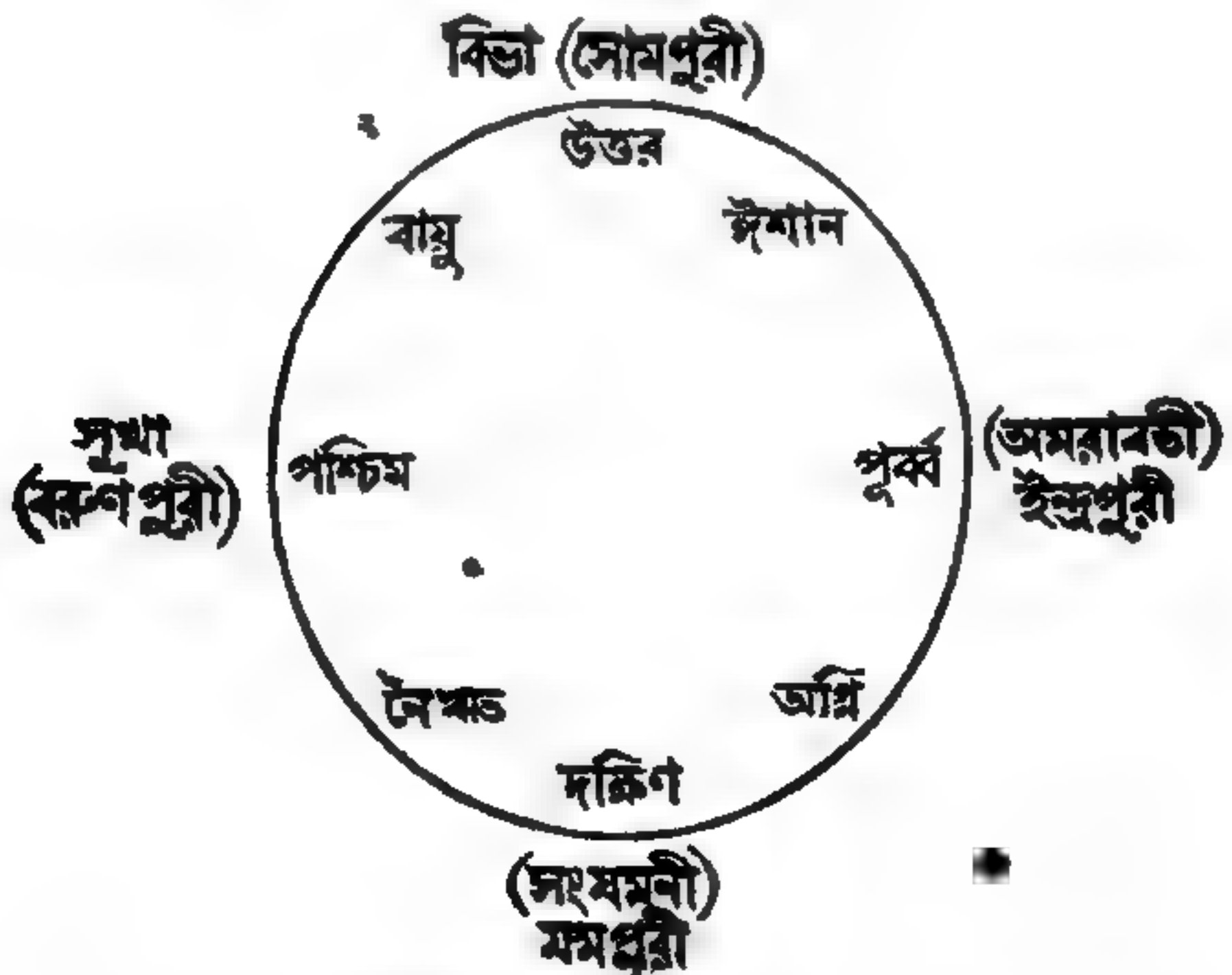
৩। এই রুদ্রযুগের শ্রাবণের পর আদিত্য-যুগ আবির্ভূত হইবে। এই যুগে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া পূর্ব দিকে অস্তগত হইবেন। এই যুগের হারিৎকাল রুদ্রযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুযুগের চতুগুণ। সুতরাং এ যুগের পরিমাণ ৪।

৪। আদিত্য-যুগের শ্রাবণের পর 'মরুৎযুগ'। এই যুগে সূর্য্য উত্তর দিকে উদিত হইয়া দক্ষিণ দিকে অস্তগত হইবেন। ইহার হারিৎকাল আদিত্যযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুযুগের ৮ গুণ—সংক্ষেপে ইহার পরিমাণ ৮।

৫। মরুৎযুগের শ্রাবণের পর 'সাধ্যযুগ'। এই যুগে সূর্য্য উর্বদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগত হইবেন। ইহার হারিৎকাল মরুৎযুগের দ্বিগুণ অর্থাৎ বহু যুগের ১৬গুণ—সংক্ষেপে ইহার পরিমাণ ১৬।

৬। পূর্বোক্ত পাঁচটি যুগের পরিমাণ  $১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬ = ৩১$  অর্থাৎ ৩১ বহুযুগ। এই সমুদয় যুগের মধ্যে সাধ্যযুগই শেষ যুগ। এই সাধ্যযুগ বিনষ্ট হইবার পর কালসাপেক্ষ আর কোন যুগের আবির্ভাব হইবে না। দিবারাত্রি সংবৎসরাদি বলিলে যাহা বুঝি, তখনই এ। সমুদয় কিছুই থাকিবে না। ইহাই ব্রহ্মলোক; এ লোক চির-জ্যোতির্ময়; সূর্য্য অনন্তকাল এই লোকে জ্যোতি প্রদান করিবেন। যিনি এই ব্রহ্মোপনিষৎ জানেন, তিনি এই লোকই লাভ করেন।

এই উপনিষদের মতে বহু, কল্প, আদিত্য, যজ্ঞ, সাধ্য—  
এই পাঁচটি লোকে সূর্যের উদয়াস্ত আছে। কিন্তু অনুস্তকালই  
যে সূর্য এই সমুদয় স্থলে প্রকাশিত হইবেন তাহা নহে। বহুলোকে  
নির্দিষ্টকাল সূর্যের উদয়াস্ত হইবে, তাহার পর সূর্য আর এ রাজ্যে  
প্রকাশিত হইবেন না। কল্পলোকে ইহার বিত্তকাল সূর্য উদ্ভিত ও  
অস্তগত হইবেন। আদিত্যলোকে সূর্যের উদয়াস্ত ইহারও বিত্তকাল।  
এইরূপ অন্ত্যস্ত লোকে। কিন্তু পৌরাণিক মত অন্য প্রকার।  
ঊর্ধ্বা বলেন—সূর্য একপক্ষের চতুর্দিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছেন।  
ইহার চতুর্দিকে ইন্দ্রবমানির পুরী। পূর্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী,  
দক্ষিণদিকে যমেব লংঘমণীপুৰী, পশ্চিমদিকে বরুণের সুখাপুরী এবং  
উত্তরদিকে সোমের বিভাপুরী।



সূর্য সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এই জন্ত তির তির  
পুরীতে তির তির লম্বরে দিবা-রাত্রি হইতেছে। যখন অমরা-

বতীতে মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে সূর্যাস্ত, ঈশান-কোণে অপরাহ্ন, অগ্নিকোণে পূর্বাহ্ন, সংঘমনীতে সূর্যোদয়, নৈঋত-কোণে অপরাহ্ন, বক্রপপুরীতে মধ্যাহ্ন, এবং বায়ু কোণে পূর্বরাত্র। এই রূপ যখন সংঘমনীতে মধ্যাহ্নকাল, তখন অমরাবতীতে সূর্যাস্ত, অগ্নিকোণে অপরাহ্ন, নৈঋতে পূর্বাহ্ন, স্বর্বাতে সূর্যোদয়, বায়ুতে অপরাহ্ন, বিভাতে মধ্যাহ্ন এবং ঈশানে পূর্বরাত্র। সূর্য্য যখন সমান গতিতে মেরুর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তখন সর্বপুরীতে সূর্য্য • সমান সময় অবস্থিতি করিবেন। কোন স্থলে উদয় ও অস্ত পূর্বে, কোন স্থলে পবে, এইটুকু যাগ্য পার্থক্য—নতুবা সূর্য্য যতদিন বর্তমান থাকিবেন, ততদিনই এই সমুদয় পুরীতে সমান সময় প্রকাশিত থাকিবেন। কোনস্থলে একগুণ, কোনস্থলে দ্বিগুণ, কোনস্থলে চতুর্গুণকাল অবস্থান করিবেন একপ্রকার হইতে পাবে না। সুতরাং উপনিষদের মতের সহিত এই মতের পার্থক্য হইতেছে।

অবিভাগ্য্য প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও ইহাদিগের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। ইহারা বলেন ‘উদয়’ অর্থ ‘দৃষ্টিগোচর হওয়া’, ‘অস্ত’ অর্থ ‘দৃষ্টির ‘অতীত হওয়া’। অর্থাৎ নাই অথচ ‘সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইল ইহা অর্থশূন্য কথা। ‘অমরাবতীতে সূর্য্যের উদয় হইল’ ইহার অর্থ ‘অমরাবতীর লোক সূর্য্য দর্শন করিল’। অমরাবতীতে যদি লোক না থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না যে অমরাবতীর লোক সূর্য্য দর্শন করিল। লোক থাকিলেই বলা যায়, সূর্য্য দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল বা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইল বা অস্ত হইল। সুতরাং যে স্থলে প্রাণী আছে, সেই স্থলেই উদয়াস্তের কথা বলা যায়; যে স্থলে প্রাণী নাই সে স্থলে উদয়াস্তের কথা ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই যে অমরাবতী প্রভৃতি পুরীর কথা বলা হইয়াছে, এসমুদয়ের কোন পুরীই অনন্তকাল স্থায়ী নহে। নির্দিষ্টকাল ইহাতে প্রাণী বাস করিবে, তাহার পর ইহা জনশূন্য হইবে। যত দিন লোকের বাস, ততদিনই এসমুদয় স্থলে সূর্য্যের উদয়াস্ত; যখন লোক থাকিবে না তখন এই সমুদয় পুরীতে সূর্য্যের উদয়াস্তও হইবে না। অমরাবতী যদি একযুগ স্থায়ী হয়, তাহা হইলে

এই স্থলে সূর্য্য একযুগ উদিত ও অস্তমিত হইবেন। সংযমনীপুরী যদি ইহার দ্বিগুণকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সূর্য্য এই পুরীতে দুই যুগকাল উদিত ও অস্তমিত হইবেন। এই অর্থে বলা যাইতে পারে অমরাবতীতে যতদিন সূর্য্যের উদয়াস্ত হইবে, সংযমনী পুরীতে তাহার দ্বিগুণকাল সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইবেন। উপনিষদে এই অর্থেই বলা হইয়াছে যে বহু রাজ্যে সূর্য্য যতকাল প্রকাশিত থাকিবেন, রুদ্ররাজ্যে প্রকাশিত থাকিবেন তাহার দ্বিগুণকাল।

উপনিষদে বলা হইয়াছে সূর্য্য একস্থলে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন, অন্যস্থলে দক্ষিণদিকে উদিত হইয়া উত্তর দিকে অস্তগত হইবেন ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—‘সূর্য্য যে দিকে উদিত হন, সেই দিকের নামই পূর্ব্ব এবং যে দিকে অস্তগত হন সেই দিকের নাম পশ্চিম। সূত্রাং সর্ব্বদেশেই সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তগত হন। সংযমনী পুরীতেও সূর্য্য পূর্ব্বদিকেই উদিত হন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হন। কিন্তু আমরা সংযমনী পুরীর অধিবাসী নহি; আমরা অন্যত্র বাস করিতেছি। আমাদের মনে হইতেছে যে সূর্য্য যেন ঐ পুরীতে দক্ষিণদিকেই উদিত হইতেছেন এবং উত্তরদিকেই অস্ত যাইতেছেন।

সূর্য্য কি প্রকারে উক্তদিকে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগত হন, শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহার ব্যাখ্যা এই :—ইলাবৃত্ত দেশ পর্ব্বতাকীর্ণ; এই সমুদয় পর্ব্বতের অন্তর এই দেশের লোক সহজে সূর্য্যকে দেখিতে পার না। এই সমুদয় পর্ব্বতের উক্তদেশে অনেক ছিদ্র আছে। কেবল এই সমুদয় ছিদ্র দ্বারা ইলাবৃত্ত প্রদেশে আসিতে পারে। এই জন্যই মনে হয় সূর্য্য এই দেশে যেন উক্তদিকেই উদিত হন এবং অধোদিকে অস্ত গমন করেন।

পৌরাণিকগণ সূর্য্যের গতি ও ইন্দ্রপুরী প্রভৃতির বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ সেই যতই গ্রহণ করিয়া উপনিষদের এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের যুগে এই পৌরাণিক মত প্রবর্তিত ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আর ইহারা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে।

## তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

### গায়ত্রী-অবলম্বনে ব্রহ্মচিস্তা

১। গায়ত্রী বা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্ বৈ।  
গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং গায়তি চ জায়তে চ।

২। যা বৈ সা গায়ত্রীয়াং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্তাং হীদং  
সৰ্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে।

১। গায়ত্রী বৈ ইদম্ সৰ্ব্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত), যৎ ইদম্  
কিঞ্চ (এই যাহা কিছু); বাক্ বৈ গায়ত্রী, বাক্ বৈ ইদম্ সৰ্ব্বম্ ভূতম্  
(২।১) গায়তি চ (গান করে) জায়তে চ (এবং জ্ঞান করে)।

২। যা (যাহা) বৈ সা গায়ত্রী, ইদম্ (এই পৃথিবী) বাব সা  
(তাহা)—যা (যাহা) ইদম্ পৃথিবী। অস্তাম্ (এই 'পৃথিবী'তে) হি  
ইদম্ সৰ্ব্বম্ ভূতম্ (এই সমুদয় ভূত) প্রতিষ্ঠিতম্। এতাম্ (এই  
'পৃথিবী'কে) এব ন (না) অতিশীয়তে (অতিক্রম করে)।

১। এই সমুদয় ভূত—যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই গায়ত্রী।  
বাক্যই গায়ত্রী; (কারণ) বাক্যই এই সমুদয় ভূতকে গান (অর্থাৎ  
বর্ণনা) করিয়া থাকে এবং জ্ঞান করে।

২। যাহা সেই গায়ত্রী, তাহাই এই পৃথিবী অর্থাৎ সেই গায়ত্রীই  
এই পৃথিবী; (কারণ) এই সমুদয় ভূতই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত;  
(কেহই) ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।



৩। যা বৈ সা পৃথিবীয়াং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীর-  
মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়াস্তে ।

৪। যদ্ বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদযদিদমস্মিন্মস্তঃ-  
পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব  
নাতিশীয়াস্তে ।

৩। যা বৈ সা পৃথিবী, ইদম্ বাব সা—যৎ (যাহা) ইদম্ (এই)  
অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে) শরীরম্ । অস্মিন্ হি ইমে প্রাণাঃ  
প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতৎ এব ন অতিশীয়াস্তে (অতিক্রম করে) অতি-  
শীয়াস্তে—৩।১২।২ এর মন্তব্য দেখ ।

৪। যৎ (যাহা) বৈ তৎ (সেই) পুরুষে শরীরম্ ; ইদম্ (ইহা) বাব  
তৎ (তাহা) যৎ ইদম্ অস্মিন্ অস্তঃপুরুষে (এই পুরুষের অভ্যন্তরে)  
হৃদয়ম্ । অস্মিন্ (এই শরীরে) হি ইমে (এই সমুদয়) প্রাণাঃ  
প্রতিষ্ঠিতাঃ । এতৎ (এই হৃদয়কে) এব ন (না) অতিশীয়াস্তে  
(৩য় মঃ ভ্রঃ) ।

৩। যাহা সেই পৃথিবী, পুরুষে তাহাই এই শরীর (অর্থাৎ  
এই পৃথিবীই এই পুরুষাশ্রিত শরীর) ; (কারণ) এই শরীরে প্রাণ-  
সমূহ প্রতিষ্ঠিত এবং (ইহারা কেহই) এই শরীরকে অতিক্রম  
করিতে পারে না ।

৪। যাহা এই পুরুষাশ্রিত শরীর, তাহাই পুরুষের অভ্যন্তরস্থ  
এই হৃদয় ; (কারণ) প্রাণসমূহ এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত ; (ইহারা  
কেহই) এই হৃদয়কে অতিক্রম করে না ।



৫। সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাত্যনুকৃতম্।

৬। তাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়ান্‌চ পুরুষঃ। পাদোহন্ত  
সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তায়ুতং দিবীতি।

৭। যদ্‌ বৈ তদ্‌ ব্রহ্মোত্তীদং বাব তদ্বোহয়ং বহির্কা পুরুষাদা-  
কাশো যো বৈ স বহির্কা পুরুষাদাকাশঃ।

৫। সা এষা (সেই এই) চতুষ্পদা (চারিচরণবিশিষ্টা)  
ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার) গায়ত্রী। তৎ এতৎ (সেই তাহা) ঋচা  
(ঋক দ্বারা) অত্যানুকৃতম্ (অতি + অহু + বচ্‌; উক্ত হইয়াছে)।

৬। তাবান্‌ (সেই পরিমাণ) অন্ত (ইহার) মহিমা; ততঃ  
(তাহা অপেক্ষা) জ্যায়ান্‌ চ (মহান্‌) পুরুষঃ (পুরুষ); পাদঃ  
(এক পাদ) অন্ত সৰ্ব্বা (বৈদিক প্রয়োগ = সৰ্ব্বানি = সমুদয়) ভূতানি  
(ভূতসমূহ); ত্রিপাদ্‌ (তিন পাদ) অন্ত অমৃতম্‌ (অমৃতধরূপ)  
দ্বিবি (দ্বর্গে) ইতি।

৭। ষৎ (যাহা) বৈ তৎ (তাহা) ব্রহ্ম ইতি, ইদম্‌ (ইহা) বাব  
তৎ—যঃ (যাহা) অয়ম্‌ (এই) বহির্কা (বহিঃ + ধা, অব্যয় =  
বহির্দেশে অবস্থিত) পুরুষাৎ (পুরুষ হইতে) আকাশঃ।

৫। এই গায়ত্রীর চারিটি চরণ এবং ইহা ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার);  
ঋচমন্ত্রেণ (ঋগ্‌বেদ ১০।১০।৩) ইহা উক্ত হইয়াছে।

৬। ইহার মহিমা এই প্রকার; পুরুষ ইহা অপেক্ষাও (অর্থাৎ  
এই মহিমা অপেক্ষাও) শ্রেষ্ঠ। সমুদয় ভূত ইহার এক পাদ;  
(অবশিষ্ট) তিন পাদ দ্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

৭। এই যে ব্রহ্ম, ইনিই পুরুষের (অর্থাৎ পুরুষদেহের)  
বহির্ভাগস্থিত আকাশ।

৮। অয়ং বাব স যোহয়মন্তঃপুরুষ আকাশো যো বৈ সোহন্তঃপুরুষ আকাশঃ ।

৯। অয়ং বাব স যোহয়মন্তঃপুরুষ আকাশস্তদেতৎ পূর্ণম-  
প্রবর্তি পূর্ণাম্ প্রবর্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ।

৮। যঃ ( বাহ্য ) বৈ সঃ ( সেই ) বহির্ভূত পুরুষঃ আকাশঃ,  
অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্ অন্তঃ + পুরুষে ( পুরুষের অভ্যন্তরে ) আকাশঃ ।

৯। যঃ বৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অয়ম্  
অন্তঃ + হৃদয়ে ( হৃদয়ের অভ্যন্তরে ) আকাশঃ । তৎ এতৎ ( সেই  
এই ) পূর্ণম্ অপ্রবর্তি ( অপ্রবর্তনশীল, অপরিবর্তনীয় ) । পূর্ণাম্  
অপ্রবর্তিনীম্ ( অপ্রবর্তিনী, স্ত্রীঃ ২১২ ) শ্রিয়ম্ ( পূর্ণ অপরিবর্তনশীল  
সম্পদকে ) লভতে ( লাভ করে ) যঃ এবম্ ( এই প্রকার ) বেদ ( জানেন ) ।

৮। পুরুষের বহির্ভাগে স্থিত আকাশও বাহ্য, পুরুষের অভ্যন্তরে  
স্থিত আকাশও তাহাই ।

৯। পুরুষের অভ্যন্তরে যে আকাশ, পুরুষের হৃদয়েও সেই  
আকাশ । এই হৃদয়স্থ আকাশ পূর্ণ, ও অপরিবর্তনীয় । যিনি এই  
প্রকার জানেন তিনি পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় সম্পদ লাভ করেন ।

### মন্তব্য

৩।২।১ । গায়ত্রী একটি ছন্দ, এই ছন্দে রচিত মন্ত্রকে গায়ত্রী  
বলা হয় । ‘তৎসবিতুর্ভরগ্যাম্’ ইত্যাদি মন্ত্রকেই ( ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০ )  
বিশেষভাবে গায়ত্রী বলা হইয়া থাকে । আধুনিক ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত-

গণ অনেক বলেন 'গা' ধাতু হইতে 'গায়ত্রী' হইয়াছে। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন— 'ইহা গৈ ও জা ধাতু হইতে নিস্পন্ন'। গৈ = গান করা; জা = জ্ঞান করা। ঋষির অর্থে এই প্রকারে পদ সিদ্ধ হইতে পারে :—গৈ + নত্ = গায়ৎ ; গায়ৎ + জা + ট অন্ ( পা ৩।২।১ )।

৩।২।২। অতিশীঘ্রতে = অতি + শদ্ + তে ( পা: ৭।৩.৭৮ একী ১।৩।৬০ ) ; শদ্ স্থানে শীঘ্র ; আত্মনেপদ প্রয়োগ। আধুনিক কোন কোন বৈয়াকরণ বলেন প্রাচীনকালে এই অর্থে 'শী' নামক দিবাঙ্গিগণীয় একটি ধাতুর ব্যবহার ছিল।

৩।২।৫। গায়ত্রী ছন্দে চব্বিশটি অক্ষর ; ইহাকে চারি চরণে বিভক্ত করিলে, প্রতি চরণে ছয়টি অক্ষর হয় ( পিঙ্গল-সূত্র ৩।৮ ব্রহ্মব্য )।

বাক্, সর্ষভূত, পৃথিবী, নরীষ, হৃদয়, প্রাণ এই ছয়টির সঙ্গে এই ছয়টি অক্ষরের একত্র দেখান হইয়াছে।

৩।২।৬। এষ্ট অংশ পুরুষসূক্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে ( ঋক্ ১০।৯০।৩ )। ইহার প্রথম চারি মন্ত্রের অনুবাদ এই :—

( ১ ) পুরুষের সহস্র যন্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ ; তিনি পৃথিবীকে সর্ষভ পরিবেষ্টন করিয়া দুশ অঙ্গুলী পরিমাণ উর্দ্ধে রহিয়াছেন।

( ২ ) যাহা হইয়াছে ও যাগ হইবে সমুদয়ই সেই পুরুষ।

( ৩ ) এই প্রকার তাঁহার রহিয়া ; কিন্তু পুরুষ ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

( ৪ ) তিন পাদ লইয়া তিনি উর্দ্ধে উঠিলেন, আর এক পাদ এইস্থলে রহিল ( বা উৎপন্ন হইল )। তদনন্তর তিনি ভোজনকারী ও ভোজনরহিত সমুদয় বস্তুতে ( অর্থাৎ চেতন, অচেতন সমুদয় বস্তুতে ) পরিব্যাপ্ত হইলেন।

উপনিষদের এই স্থলে গায়ত্রীকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

জায়ান্ বিবরে ১।২।১ মন্তব্য জটব্য।

৩।১২।২। অষ্টম মন্ত্রের—“যঃ বৈ সঃ বহির্জা পুরুষাৎ আকাশঃ” এই অংশকে কেহ কেহ সপ্তম মন্ত্রের সহিত এবং নবমমন্ত্রের “যঃ কৈ সঃ অন্তঃপুরুষে আকাশঃ” এই অংশকে অষ্টম মন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

## তৃতীয়োধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদ্বারপাল—অন্তর্জ্যোতি ও বহির্জ্যোতির  
একতা

১। তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবস্বয়ঃ স যোহস্য  
প্রাণ্‌সুবিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোহন্নাদ্যমিত্যু-  
পাসীত তেজশ্চান্নাদো ভবতি য এবং বেদ।

১। তস্ত হ বৈ এতস্ত হৃদয়স্ত (সেই এই হৃদয়ের) পঞ্চ দেব-  
স্বয়ঃ (দেবতাদিগের দ্বার; দেব=ইন্দ্রিয়; সুবি=রক্ত) সঃ যঃ

১। এই হৃদয়ে দেবতাদিগের (—ইন্দ্রিয়গণের) পাঁচটা দ্বার  
আছে। সেই যে ইহার পূর্বদ্বার, তাহাই প্রাণ, তাহাই চক্ষু, তাহাই

২। অথ যোহস্য দক্ষিণঃ সূৰ্যিঃ স ব্যানস্তক্ষেত্রং স চক্ষমা-  
স্তদেতচ্ছীশ্চ যশশ্চেতুপাসীত শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং  
বেদ ।

৩। অথ যোহস্য প্রত্যঙ্ সূৰ্যিঃ সোহপানঃ সা বাক্ সোহগ্নি-  
স্তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যমিতুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্বন্নাদো ভবতি ব  
এবং বেদ ।

( সেই যে ) অস্ত্র ( ইহার ) প্রাণ্ সূৰ্যিঃ ( পূর্বদ্বার )—সঃ প্রাণঃ, তৎ  
চক্ষুঃ, সঃ আদিত্যঃ । তৎ এতৎ ( সেই ইহা ) তেজঃ অন্নাদ্যম্  
( ৩।১।৩ টীকা ) ইতি উপাসীত ( উপাসনা করিবে ) । তেজস্বী  
অন্নাদঃ ( অন্নভোক্তা ) ভবতি ( হন ) যঃ এবম্ বেদ । ‘অন্নাদ্য’-  
বিষয়ে ৩।১।৩ মন্তব্য জটব্য ।

২। অথ যঃ অস্ত্র দক্ষিণঃ ( দক্ষিণদিকস্থ ) সূৰ্যিঃ ( রক্ত ) সঃ  
ব্যানঃ, তৎ শ্রোত্রম্; সঃ চক্ষমা; ‘তৎ এতৎ শ্রীঃ চ যশঃ চ’ ইতি  
উপাসীত । শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি ( হন ) যঃ এবম্ বেদ ।

৩। অথ যঃ অস্ত্র প্রত্যঙ্ সূৰ্যিঃ ( পশ্চিমভাগস্থ রক্ত ), সঃ অপানঃ,  
সা বাক্, সঃ অগ্নিঃ । ‘তৎ এতৎ ব্রহ্মবর্চসম্’ ( ২।১৬.২ টীকা )

আদিত্য । ইহাকে তেজ ও অন্নাদ্যরূপে উপাসনা করিবে । যিনি  
এই প্রকার জানেন, তিনি তেজস্বী ও অন্নাদ্য হন ।

২। আর হৃদয়ের যে দক্ষিণদ্বার, তাহাই ব্যান; তাহাই  
শ্রোত্র, তাহাই চক্ষমা । ইহাকে শ্রী ও যশোরূপে উপাসনা করিবে ।  
যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি শ্রীমান্ ও যশস্বী হন ।

৩। তাহার পর হৃদয়ের যে পশ্চিমভাগস্থ দ্বার তাহাই অপান,  
তাহাই বাক্, এবং তাহাই অগ্নি । ইহাকে ব্রহ্মবর্চসম্ এবং অন্নাদ্য-

৪। অথ যোহস্যোদত্ত্ সুবিঃ স সমানস্তম্নানঃ স পৰ্জ্জ-  
স্তদেতৎ কীৰ্ত্তিচ্চ ব্যাট্টিশ্চৈত্য়ুপাসীত কীৰ্ত্তিমান্ ব্যাট্টিমান্ ভবতি  
য এবং বেদ ।

৫। অথ যোহস্যোৰ্দ্ধিঃ সুবিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ স আকাশ-  
'স্তদেতদোজশ্চ মহশ্চৈত্য়ুপাসীতোজশ্বী মহশ্বান্ ভবতি য এবং  
বেদ ।

অন্নাত্মম্ ( ৩।১।৩ মন্তব্য ) ইতি উপাসীত । ব্রহ্মবৰ্চ্চনী ( ব্রহ্মতেজোবৃক্ষ )  
অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবম্ বেদ ।

৪। অথ যঃ অস্যা উদত্ত্ সুবিঃ ( দক্ষিণদিকের দ্বার ) সঃ সমানঃ,  
তৎ মনঃ, সঃ পৰ্জ্জন্তঃ । 'তৎ এতৎ কীৰ্ত্তিঃ চ ব্যাট্টিঃ বি+উষ্টি ;  
( কান্তি ), চ' ইতি উপাসীত । কীৰ্ত্তিমান্ ব্যাট্টিমান্ ( কান্তিযুক্ত ) ভবতি  
যঃ এবম্ বেদ ।

৫। অথ যঃ অস্যা উৰ্দ্ধঃ সুবিঃ, সঃ উদানঃ, সঃ বায়ুঃ, সঃ আকাশঃ ।  
'তৎ এতৎ ওজঃ চ মহঃ মহস্ শব্দ ; ( গৌরব, মহত্ব ) চ' ইতি  
উপাসীত । ওজশ্বী মহশ্বান্ ( মহত্বযুক্ত ) ভবতি যঃ এবম্ বেদ ।

রূপে উপাসনা করিবে । যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি ব্রহ্মবৰ্চ্চনী  
ও অন্নাদ হন ।

৪। তাহার পর এই হৃদয়ের যে উত্তরদ্বার তাহা 'সমান' নামক  
বায়ু; তাহা মন, তাহা পৰ্জ্জন্ত । ইহাকে কীৰ্ত্তি ও কান্তিরূপে  
উপাসনা করিবে । যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীৰ্ত্তিমান্ ও  
কান্তিমান্ হন ।

৫। তাহার পর হৃদয়ের যে উৰ্দ্ধদিকের দ্বার, তাহাই উদান,  
তাহাই বায়ু, তাহাই আকাশ । ইহাকে ওজঃ ও মহত্বরূপে উপাসনা  
করিবে । যিনি এই প্রকার জানেন তিনি ওজশ্বী ও মহত্বযুক্ত হন ।

৩। তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ  
স য এতান্বেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদস্য  
কূলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতান্বেবং পঞ্চ  
ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্ত দ্বারপান্ বেদ ।

৭। অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ  
পৃষ্ঠেষু সর্বতঃপৃষ্ঠেষু স্তমেষু ত্র্যমেষু লোকেষিদং বাব তদ্ যদিদ-  
মগ্নিমন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ ।

৬। তে বৈ এতে ( সেই এই সমুদয় ) পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ ( ব্রহ্মের  
অধীন পুরুষ ) স্বর্গস্ত লোকস্ত ( স্বর্গলোকের ) দ্বারপাঃ ( দ্বারপালসমূহ ) ।  
সঃ যঃ এতান্ এবম্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ ( ২।৩ ) স্বর্গস্ত লোকস্য দ্বারপান্  
( ২।৩ ) বেদ, অস্মা কূলে বীরঃ জায়তে, প্রতিপদ্যতে ( প্রাপ্ত হয় )  
স্বর্গম্ লোকম্, যঃ এতান্ এবম্ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য  
দ্বারপান্ বেদ ।

৭। অথ যৎ অতঃ ( ইহা অপেক্ষা ) পরঃ ( শ্রেষ্ঠ ) দিবঃ ( দ্যুলোক  
অপেক্ষা ) জ্যোতিঃ দীপ্যতে ( দীপ্তি পায় ) বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু ( বিশ্বের  
উপরে ) সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু ( সকলের উপরে ) অহুস্তমেষু ( ৭।৩ ; বাহা  
অপেক্ষা উত্তম নাই, তাহাই অহুস্তম, সর্বোত্তম ) উত্তমেষু ( শ্রেষ্ঠ ৭।৩ )

৩। এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল । যিনি স্বর্গলোকের  
দ্বারপাল ( রূপে স্থিত ) এই পঞ্চ পুরুষকে জানেন তাহার কূলে বীর  
পুত্র জন্মগ্রহণ করে । যিনি স্বর্গের দ্বারপাল পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে এই  
প্রকার জানেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ।

৭। তাহার পর, এই দ্যুলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের উপর—  
সমস্তের উপর, অহুস্তমলোকে—উত্তমলোকে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি



৮। তস্মৈষা দৃষ্টির্ষত্রৈতদশ্মিহুরীরে সংস্পর্শেনোক্ষিমানং  
বিজানাত্তি তস্মৈষা শ্রুতির্ষত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব  
নদধুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদৃষ্টং চ শ্রুতং চেতু-  
পাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ।

লোকেষু ( লোকসমূহে )—উদম্ ( এই ) বাব তৎ যৎ ইদম্ অশ্মিন্  
অন্তঃপুরুষে ( পুরুষের অভ্যন্তরে ) জ্যোতিঃ ।

৮। তস্ম ( তাহার ) এষা ( এই ) দৃষ্টিঃ ( চাক্ষুষ প্রমাণ )—যত্র  
( যখন ) এতৎ ( 'এই প্রকার' বিজানাত্তি ক্রিয়ার বিং ) অশ্মিন্  
শরীরে সংস্পর্শেন ( সংস্পর্শ দ্বারা ) উক্ষিমানম্ ( উক্ষতক ) বিজানাত্তি  
( জানা যায় ) ।

তস্ম এষা শ্রুতিঃ ( শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ ) :—যত্র এতৎ কর্ণে  
( কর্ণদ্বয়কে ) অপিগৃহ্য ( আচ্ছাদন করিয়া ) নিনদম্ ইব ( নিনাদের  
স্তায়, বৃথধ্বনির স্তায় ) নদধুঃ ইব ( বৃথধ্বনির স্তায় ) অগ্নেঃ ইব  
জ্বলতঃ ( প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের স্তায় ) উপশৃণোতি ( শ্রবণ করা যায় ) ।

তৎ ( সেই ) এতৎ দৃষ্টম্ চ ( দৃষ্টিগোচর, দর্শনীয় ) শ্রুতম্ চ ( শ্রুতি-

পাইতেছে—সেই জ্যোতিঃ এবং এই পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতিঃ  
—এই উভয় জ্যোতিঃ একই জ্যোতিঃ ।

এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ এই :—

৮। “যখন হস্ত দ্বারা শরীরকে স্পর্শ করা যায়, তখন এইরূপে এই  
শরীরে উক্ষতা জানা যায়” ।

এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ ( অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রমাণ ) এই :—

“যখন কর্ণদ্বয় আবরণ করা যায়, তখন বৃথধ্বনির স্তায় শব্দ, ( বৃথ-  
ধ্বনির স্তায় ) ধ্বনি এবং জ্বলন্ত অগ্নির শব্দের স্তায় শব্দ শ্রবণ করা যায় ।

গোচর, বিখ্যাত ) ইতি উপাসীক । চক্ষুযাঃ ( দর্শনীয় ) শ্রুতঃ (বিখ্যাত)  
ভবতি যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ ( বিকৃতি সমাপ্তিসূচক ) ।

ইহাকে দৃষ্ট ও শ্রুতরূপে উপাসনা করিবে । যিনি এই প্রকার  
জানেন, তিনি দর্শনীয় এবং লোকপ্রসিদ্ধ হন ।

### মন্তব্য

৩।৩।২। শরীরস্থ বায়ুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—  
( ১ ) হৃদয়স্থ বায়ুর নাম প্রাণ, ( ২ ) নিয়গামী অর্থাৎ মলমূত্রের  
বায়ুর নাম অপান ; ( ৩ ) নাড়ীস্থিত বায়ুর নাম সমান, ( ৪ ) কণ্ঠস্থিত  
বায়ুর নাম উদান ; ( ৫ ) সর্বশরীরে ব্যাপ্ত যে বায়ু, তাহার  
নাম ব্যান ।

৩।৩।৫। বাষ্টি = বি + উষ্টি । উষ্টি = বশ্ + ক্তি, বশ্ ধাতু  
কৃতিপ্রকাশক । কেহ কেহ বলেন এষ্ট শব্দ ‘বশ্’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন ।  
ইহার একটি অর্থ উজ্জল হওয়া । এই ধাতু হইতেই ‘উষা’ হইয়াছে ।

৩।৩।৭। ‘পরঃ’ শব্দ এখানে বৈদিক প্রয়োগ ; — পরম্ ( শব্দ ) ।  
‘পর’ স্থান ‘পরম্’ শব্দ গ্রহণ করিলে আর লিঙ্গব্যত্যয় বলিতে হয় না ।  
‘পরম্’ একটি অব্যয় ।

৩।৩।৮। শরীরের যে উত্তাপ, তাহা কোথা হইতে আসে ?  
ঋষি মনে করেন ‘হৃদয়স্থ ব্রহ্মই এই উত্তাপের কারণ’ ।

দৃষ্টি = চাক্ষুষ প্রমাণ । ইহার ব্যাখ্যায় শব্দর অগিজিহ্ব ও দর্শনেজিহ্ব  
উভয়ে ব্যবহার করিয়াছেন ।

## তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

### শান্তিল্য-বিদ্যা

১। সৰ্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত । অথ  
খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরগ্নিলোকে পুরুষো ভবতি  
তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুঃ কুর্কীত ।

১। সৰ্ব্বম্ ( সমুদয় ) খলু ( নিশ্চয়ই ) ইদম্ ( এই ) ব্রহ্ম । তজ্জলান্  
( তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে লীন হয় এবং তাহাতেই  
জীবিত থাকে ) ইতি শান্তঃ ( শান্তভাবে ) উপাসীত ( উপাসনা  
করিবে ) ।

অথ ( আর ) খলু ক্রতুময়ঃ ( ক্রতুময় ; ক্রতু = সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা  
কর্ম ) পুরুষঃ । যথাক্রতুঃ ( যেমন ক্রতুষূক্ত ) অগ্নিন্ লোকে ( এই  
লোকে ) পুরুষঃ ভবতি ( হয় ) তথা ( সেই প্রকার ) ইতঃ ( এই  
লোক হইতে ) প্রেত্য ( মৃত হইয়া ; প্র + ই ; 'ই' = গমন কৃ ) ভবতি ।  
সঃ ক্রতুন্ কুর্কীত ( করিবে ) ।

১। এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, ( কারণ ) তাহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন  
হয়, তাহাতেই লীন হয় এবং তাহাতেই জীবিত থাকে । ( এইভাবে )  
শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে । পুরুষ ক্রতুময় ; এই পৃথিবীতে পুরুষের  
যেমন ক্রতু ( সঙ্কল্প, অধ্যবসায় বা কর্ম ) করিবে, এই পৃথিবী হইতে  
( বা দেহ হইতে ) গমন করিবার পরও পুরুষ সেই প্রকার হয় ।  
( সুতরাং ) এই ভাবে ক্রতু করিবে ।

২। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা  
সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাভোহ্বাক্য-  
নাদয়ঃ।

৩। এষ ম আত্মাস্তুহৃদয়েহণীমান্ ত্রীহেক্ষা বহাদ্রা সর্বপাদ্বা  
শ্রামাকাদ্বা শ্রামাকতুল্লাদ্বা এষ ম আত্মাস্তুহৃদয়ে জ্যায়ান্  
পৃথিব্যা জ্যায়ানস্তুরিন্ধাজ্জ্যায়ান্ধিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।

২। মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ (প্রাণই বাহ্য শরীর) ভারূপঃ  
(জ্যোতিঃরূপ) সত্যসঙ্কল্পঃ, আকাশাত্মা (বাহ্য আত্মা আকাশের  
ভাৱ সর্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদি-বিহীন) সর্বকর্মা (সমুদয় কর্মের  
কর্তা বা আধার) সর্বকামঃ (সমুদয় কামনার আধার বা উৎপাদক)  
সর্বগন্ধঃ (সমুদয় গন্ধের আধার বা উৎপাদক) সর্বরসঃ (সর্বরসের  
আধার বা উৎপাদক)। সর্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়কে) অভ্যাভ্যু-  
(পরিব্যাপ্ত=অভি+আভ্যুঃ। আভ্যু=আ+দা ক্র পা: ৭।৪৪৭;  
শব্দের মতে ব্যাপ্তিপ্রকাশক 'অৎ' ধাতু হইতে নিম্পন্ন)। অবাকৌ  
(বাগিত্তিরহিত) অনাদয়ঃ (অনপেক্ষ, ব্যগ্রতারহিত—কারণ  
নিত্যতৃপ্ত জীবনের গন্ধে ব্যগ্রতা বা আসক্তি থাকা সম্ভব নহে)।

৩। এষঃ (ইনি) মে (আমার) আত্মা অভ্যুঃ+হৃদায় (হৃদয়ের  
অভ্যন্তরে) অণীমান্ (অণু+জীহ্ম, পা: ৫।৩।৫=অণুতর, সূক্ষ্মতর)।

২। (যিনি) মনোময়, প্রাণই বাহ্য শরীর, যিনি জ্যোতিঃরূপ,  
ও সত্যসংকল্প, যিনি আকাশের ভাৱ (সর্বব্যাপী, অখণ্ড ও রূপাদি-  
বিহীন), যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস; যিনি সমুদয়  
পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যিনি বাগিত্তিরহিত ও অনপেক্ষ,—

৩। ইনিই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে (কিংবা  
ইনিই আত্মা এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে); (ইনি) ত্রীহি অপেক্ষা

৪। সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বমিন্দ্রম-  
ভ্যাঃসোহ্বাক্যাদর এষ ম আত্মাস্তুহৃদয় এতন্ ত্রৈলোক্যমিতঃ  
প্রোত্যাভিসম্ভবিতান্মীতি যন্ত শ্রাদক্ষা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ ইহ  
শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ।

ব্রীহেঃ বা ( ব্রীহি অপেক্ষা ) যবাৎ বা ( যব অপেক্ষা ) সৰ্বপাৎ  
( সৰ্বপ অপেক্ষা ) শ্রামাকাৎ বা ( শ্রামাক নামক শস্ত্র অপেক্ষা )  
শ্রামাক-তণ্ডুলাৎ বা ( শ্রামাক শস্ত্রের তণ্ডুল অপেক্ষাও ) । এষঃ মে  
আত্মা অস্তরু + হৃদয়ে জ্যাগান্ ( জ্যাগস্ ১।১ ; ১।৯।১ যন্তব্য্য ব্রটব্য । =  
মহান্ ) পৃথিব্যাঃ ( পৃথিবী অপেক্ষা ) জ্যাগান্ অন্তরিক্ষাৎ ( অন্তরিক্ষ  
অপেক্ষা ) জ্যাগান্ দিবঃ ( দ্ব্যলোক অপেক্ষা ) জ্যাগান্ এত্যাঃ লোকেভ্যাঃ  
( এই সমুদয় লোক অপেক্ষা ) ।

৪। সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ, সৰ্বম্ ইন্দ্রম্ অভ্যাতঃ,  
অবাকী অনাদর ( ২য় মঃ টীঃ ) ; এষঃ মে আত্মা অস্তরু + হৃদয়ে ( ৩য়  
মঃ টীঃ ) এতৎ ( ইহাই ) ব্রহ্ম । এতন্ ( ইহাকে ) ইতঃ ( ইহলোক  
হইতে বা এই দেহ হইতে ) প্রোত্যা ( গমন করিয়া ; প্র + ই ) অভি-  
ভবিতান্মি ( প্রাপ্ত হইব ) । যন্ত, ( যাহার ) স্যাৎ ( থাকিতে পারে,  
আছে ) অক্ষা ( বিশ্বাস ), ন ( না ) বিচিকিৎসা ( সংশয় ) অস্তি

নৃশ্ব ; যব অপেক্ষা, সৰ্বপ অপেক্ষা, শ্রামাক অপেক্ষা, ( এমন কি )  
শ্রামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও নৃশ্ব । ইনিই আমার আত্মা এবং এই হৃদয়ের  
অভ্যন্তরে ( কিংবা ইনিই আত্মা এবং আমার এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে ) ।  
ইনি পৃথিবী অপেক্ষা মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষা মহান্, ( এমন কি )  
এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান্ ।

৪। যিনি সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকাম, সৰ্বগন্ধ, সৰ্বরস, যিনি সমুদয়  
পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি বাক্যহিত, তিনিই আমার আত্মা

( আছে ) ইতি হ স্র আহ ( — আহস্র — বলিয়াছেন ) শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ  
( বিকৃতি আদরার্থ বা সমাপ্তিসূচক ) ।

এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে ; ইনিই ব্রহ্ম । ইহলোক হইতে ( বা  
এই দেহ হইতে ) গমন করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইব ।

যাহার এই হির বিশ্বাস আছে, তাঁহার কোন সংশয় নাই ।  
[ অর্থান্তর—যাহার এই প্রকার বিশ্বাস আছে অর্থাৎ যিনি মনে করেন  
যে আমি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলাভ করিব এবং এ বিষয়ে যাহার কোন সন্দেহ  
নাই ( তিনি ব্রহ্মলাভ করিবেন ) ] শাণ্ডিল্য ( ইহাই বলিয়াছেন ),  
শাণ্ডিল্য ( ইহাই বলিয়াছেন ) ।

### মন্তব্য

৩।১৪।১। ‘তজ্জলান্’ — তৎ + জ + ল + অন্ । তৎ শব্দের সহিত  
অন্ ধাতুর ‘জ’, লী ধাতুর ‘ল’ এবং অন্ ধাতুর যোগে এই পদ সিক্ত  
হইয়াছে । তাহা হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যাহার উৎপত্তি তাহা  
তজ্জন্ ( তৎ + জন্ হইতে ) ; যাহা তাহাতে লীন হয় তাহা তল্লন্  
( তৎ + লী হইতে ) ; যাহা তাহাতে জীবিত থাকে তাহা ‘তদনন্’  
( তৎ + অন্ হইতে ) । জন্ ধাতুর অর্থ উৎপন্ন হওয়া ; লী ধাতুর  
অর্থ লীন হওয়া এবং অন্ ধাতুর অর্থ জীবিত থাকে ।

শতপথ ব্রাহ্মণে ( ১০।৬।৩।১ ) এইরূপ আছে :—

‘সত্যন্ ব্রহ্ম’ ইতি উপাসীত । অথ খলু ক্রতুময়ঃ অয়ন্ পুরুষঃ ।  
সঃ বাবৎক্রতুঃ অন্যাৎ লোকাৎ প্রৈতি, এবম্ক্রতুঃ হ অয়ন্ লোকম্  
প্রৈত্য অভিনস্তবতি ।

৩।১৪।২। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে :— ‘সঃ আত্মানম্ উপাসীত ।  
মনোময়ন্, প্রাণশরীরম্, ভারুণম্, আকাশাত্মানম্, কামরূপিণম্,

মনোজবসম্, সত্যসকলম্, সত্যধৃতিম্, সৰ্বগন্ধম্, সৰ্বরসম্, সৰ্বাঃ অহুদিশঃ  
প্রভুতম্, সৰ্বম্ ইদম্ অচ্যাপ্তম্, অবাচ্যম্, অনাদরম্' (১০।৬।৩.২) ।

৩।১৪।৩। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে :—“যথা ত্রীহিঃ বা যবঃ  
বা, শ্রামাকঃ বা শ্রামাকততুলঃ বা, এবম্ অহম্ অহরাত্মনু পুরুষঃ  
হিরণ্ময়ঃ যথা জ্যোতিঃ অধুমম্, এবম্ জ্যামানু অষ্টৈ পৃথিব্যৈ জ্যামানু  
সৰ্বৈভ্যঃ ভূতৈভ্যঃ” (১০।৬।৩।২) ।

৩।১৪।৪। শাণ্ডিল্য—শাণ্ডিল্যের অপত্য। প্রাচীন গ্রন্থে বহুস্থলে  
শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯।৪।৪।১৭, ৯।৫।২।১৫  
ইত্যাদি ; বৃহঃ উপ ২।৬ বহু স্থলে) । ইহারা সকলেই যে এক শাণ্ডিল্য  
তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ।

শতপথ ব্রাহ্মণেও এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে । নিম্নে ইহার  
অনুবাদ দেওয়া গেল :—

‘সত্যই ব্রহ্ম’ এইরূপে উপাসনা করিবে । তাহার পর এই  
পুরুষ ক্রতুময় । সেস্বয় প্রকার ক্রতুমান হইয়া এই লোক হইতে গমন  
করে, সেই প্রকার ক্রতুমান হইয়াই মৃত্যুর পর সেই লোক প্রাপ্ত হয় ।  
সে আত্মাকে উপাসনা করিবে—এই আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর,  
ভারূপ, আকাশাত্মা, কামরূপী, মনের দ্বায় বেগবান্, সত্যসকল,  
সত্যধৃতি, সৰ্বগন্ধ, সৰ্বরস, সৰ্বদেশের প্রভু, সৰ্বদেশে অমুখ্যাপ্ত,  
বাগিঞ্জিরহিত, অনাদর (অর্থাৎ উপাসনীয়) । যেমন ত্রীহি,  
বা যব, বা শ্রামাক, বা শ্রামাকততুল, তেমনি এই দেহস্থ  
হিরণ্ময় পুরুষ । ধূমরহিত জ্যোতির দ্বায়, ইহা দ্যৌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,  
আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এই পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমুদ্র ভূত  
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিনি প্রাণের আত্মা (প্রাণ) ; ইনিই আমার  
আত্মা । ইহলোক হইতে গমন করিয়া, এত আত্মাকেই লাভ  
করিব । যাহার এই প্রকার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, (ব্রহ্মপ্রাপ্তি  
বিষয়ে) তাহার কোন সন্দেহ নাই । শাণ্ডিল্য ইহাই বলিয়াছেন  
এবং ইহা এই প্রকারই । ১০।৬।৩।১ ।



## তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

পুত্রের মঙ্গলকামনায় বিরাত্রিকোণের চিন্তা।

১। অস্তুরিকোদরঃ কোণো ভূমিবুধো ন কীর্যতি দিশো  
হস্ত অস্ত্রয়ো তৌরস্তোত্তরং বিলং স এষ কোণো বসুধানস্তন্মিন্  
বিশ্বমিদং ত্রিতম্ ।

২। তস্য প্রাচী দিগ্ জুহুর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী  
নাম প্রতীচী স্তুভ্তানামোদীচী ভাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবৎ  
বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিত্তি সোহহমেতমেবৎ  
বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ যাপুত্ররোদং কদম্ ।

১। অস্তুরিকঃ+উদরঃ ( অস্তুরিক বাহার উদর ) কোণঃ ভূমি বুধঃ  
( ভূমি বাহার নিম্নভাগ বা মূল ; বুধ—মূল ) ন ( না ) কীর্যতি ( কীর্য  
হয় ; জু ধাতু ) । দিশঃ ( দিক্‌সমূহ ) হি অস্ত্র ( এই কোণের ) অস্ত্রঃ  
( অস্ত্রি ১৩ ; কোণ বা পার্শ্বসমূহ ), তৌঃ ( ছালোক ) অস্ত্র উত্তরম্  
বিলম্ ( উর্দ্ধদিকের রক্ত ) । সঃ এষঃ কোণঃ ( সেই কোণ ) বসুধানঃ  
( বসু+ধাহইতে; বসু অর্থাৎ সম্পত্তির আধার ); তন্মিন্ ( তাহাতে )  
বিশ্বম্ ইদম্ ( এই বিশ্বভূবন ) ত্রিতম্ ( ত্রিত, ত্রিত ) ।

২। তস্য ( তাহার ) প্রাচী ( পূর্ব ) দিক্ জুহুঃ নাম সহমানা

১। এই যে কোণ, অস্তুরিক ইহার উদর, ভূমি ইহার নিম্নভাগ ;  
ইহা কখন কীর্য হয় না । দিক্‌সমূহ ইহার পার্শ্ব ( বা কোণ ), অস্তুরিক  
ইহার উর্দ্ধদিকের রক্ত, এই কোণ বসুভাষ্য, ইহাতে এই বিশ্বভূবন  
অবস্থিত ।

২। এই কোণের পূর্বদিক 'জুহু', দক্ষিণদিক 'সহমানা', পশ্চিম দিক

৩। অরিষ্টং কোশং প্রপঠেহমুনাহমুনাহমুনা প্রাণং প্রপঠে-  
হমুনাহমুনাহমুনা ভূঃ প্রপঠেহমুনাহমুনাহমুনা ভুবঃ প্রপঠো-  
হমুনাহমুনাহমুনা স্বঃ প্রপঠোহমুনাহমুনাহমুনা।

নাম দক্ষিণা (দক্ষিণদিক); রাজ্ঞী নাম প্রতীচী (পশ্চিমদিক);  
শুভ্রতা নাম উত্তীচী (উত্তরদিক)। তাসাম্ (তাহাদিগের) বায়ুঃ  
বৎসঃ। সঃ যঃ (তাভ্যং যন্তব্য জ্ঞঃ) এতন্ (ইহাকে) এবম্ (এই  
প্রকার) বায়ুন্ (বায়ুকে) দিশাম্ (দিকসমূহের) বৎসম্ (২।১;  
বৎসরূপে) বেদ (জানেন), ন (না) পুত্ররোদন্ (পুত্রের মৃত্যুর জন্য  
রোদন, ২।১) রোদিত্তি (রোদন করেন)। সঃ (সেই অর্থাৎ এই  
প্রকার অভিলাষী) অহম্ (আমি) এতন্ এবম্ বায়ুন্ দিশাম্ বৎসম্  
বেদ (জানি), মা (না) পুত্ররোদন্ কদম্ (— অকদম্ কদলুত্,  
'মা' যোগে 'অ'কার লোপ; = রোদন করি)।

৩। অরিষ্টম্ কোশম্ (অবিনাশী কোশকে) প্রপঠে (প্রাপ্ত হই;  
প্র+পঠ্) অমুনা, অমুনা, অমুনা (অমূকের সহিত; পুত্রের নাম  
তিনবার উচ্চারণ করিতে হয় সেইজন্য 'অমুনা' তিনবার বলা হইয়াছে)।  
প্রাণম্ (২।১) প্রপঠে অমুনা অমুনা অমুনা। ভূঃ (পৃথিবীকে)  
প্রপঠে অমুনা, অমুনা, অমুনা। ভুবঃ (ভুবলোককে, অন্তরিক্ষকে)

'রাজ্ঞী', এবং উত্তরদিক 'শুভ্রতা'। বায়ু ইহাদিগের বৎস। যিনি বায়ুকে  
দিকসমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তাহাকে পুত্রবিয়োগ নিবন্ধন রোদন  
করিতে হয় না। আমিও সেই প্রকার বায়ুকে দিকসমূহের বৎস  
বলিয়া জানি, আমাকেও যেন পুত্রবিয়োগে রোদন করিতে না হয়।

৩। আমি অমূকের, অমূকের, অমূকের সহিত (এই স্থানে তিনবার  
পুত্রের নাম করিতে হইবে) অবিনশ্বর কোশের শরণাপন্ন হইতেছি।  
অমূকের, অমূকের, অমূকের সহিত প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি। অমূ-  
কের, অমূকের, অমূকের সহিত ভূলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। অমূকের,

৪। স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্বং  
ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপংসি।

৫। অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেহস্ত-  
রিকং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্।

প্রপদ্যে অমুনা, অমুনা, অমুনা। অঃ ( দ্যালোককে ) প্রপদ্যে অমুনা,  
অমুনা, অমুনা।

৪। সঃ ( সেই যে ‘আমি’ ) যৎ ( যে ) অবোচম্ ( বচ্ লুঙ্ ;  
বলিয়াছি— ) ‘প্রাণম্ প্রপদ্যে’ ইতি—প্রাণঃ বৈ ইদম্ সর্বম্ ভূতম্ যৎ  
( যাহা ) ইদম্ ( এই ) কিম্ + চ ( কিছু )। তম্ এব ( তাহাকেই )  
তৎ ( সেইজন্য ) প্রাপংসি ( প্র + পদ্ লুঙ্ ; শরণ লাভ করিয়াছি )।

৫। অথ যৎ অবোচম্ ‘ভূঃ প্রপদ্যে’ ইতি—পৃথিবীম্ প্রপদ্যে, অস্ত-  
রিকম্ প্রপদ্যে, দিবম্ ( দ্যালোককে ) প্রপদ্যে ইতি এব তৎ ( তাহাই )  
অবোচম্। ( ৩য়, ৪র্থমঃ )।

অমুকের, অমুকের সহিত ভুবলোকের শরণাপন্ন হইতেছি। অমুকের,  
অমুকের, অমুকের সহিত স্বর্গলোকের শরণাপন্ন হইতেছি।

৪। আমি যে বলিয়াছি ‘প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি’ ( সে এই  
নিমিত্ত যে ) এই সমুদয় ভূত—যাহা কিছু আছে—সে সমুদয়ই প্রাণ ;  
সেই জন্য তাহারই আশ্রয় লইয়াছি।

৫। তাহার পর যে বলিয়াছি ‘ভুলোকের শরণলাভ করি’ ( তাহাতে  
ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে ) “ভুলোকের শরণ  
গ্রহণ করি, অস্তরিকের শরণ গ্রহণ করি এবং দ্যালোকের শরণ  
গ্রহণ করি”।

৬। অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ঙ্মগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ।

৭। অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইতি ঋগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ ।

৬। অথ যৎ অবোচম্ ‘ভুবঃ প্রপদ্যে’ তং ত ‘অগ্নিঃ প্রপদ্যে, বায়ুং প্রপদ্যে, আদিত্যং প্রপদ্যে’ ইতি এব তৎ ( তাহা ) অবোচম্, ( ৩য়, ৪র্থ মঃ ) ।

৭। অথ যৎ অবোচম্ ‘স্বঃ প্রপদ্যে’ ইতি—‘ঋগ্বেদম্ প্রপদ্যে, যজুর্বেদম্ প্রপদ্যে, সামবেদম্ প্রপদ্যে’ ইতি এব তৎ ( তাহাই ) অবোচম্ তৎ অবোচম্ ( বিকৃতি সমাপ্তিসূচক বা উপাসনার আদ্যার্থ ) ( ৩য়, ৪র্থ মঃ ) । ২

৬। তাহার পর যে বলিয়াছি ‘ভুবলোকের শরণাপন্ন হই’ তাহাতে ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি যে ‘অগ্নির শরণাপন্ন হই, বায়ুর শরণাপন্ন হই, আদিত্যের শরণাপন্ন হই’ ।

৭। তাহার পর যে বলিয়াছি যে ‘ঋগ্বেদলোকের শরণাপন্ন হই’—( তাহাতে ইহাই বলিয়াছি অর্থাৎ তাহা এই অর্থে বলিয়াছি ) যে ‘ঋগ্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, যজুর্বেদের শরণাপন্ন হইতেছি, সামবেদের শরণাপন্ন হইতেছি’—তাহাতে ইহাই বলিয়াছি ।

### মন্তব্য

৩।৫।২। শব্দর জুহু, লব্ধানা, যাকী এবং ব্রহ্মতা এই কয়েকটা কথার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

পূর্বাভিঃ ১১১১ ১১১১ হোম করে (জুহুতি), এই জন্ত পূর্ব-  
মিক্ জুহু। ১১১১ ১১১১ এবং এই সময়পূর্তিতে পানিগণ চুঃখ সহ্য  
করে (সহ্যে ১১১১ ১১১১ দিকদিগ্ 'সহ্যানা'। রাজা বরুণ পশ্চিম-  
মিকের অধি ১১১১ ১১১১ ১১১১ রাজী। দিক্ পদ জৌলিগ এই জন্ত  
পশ্চিমমিককে রাজা না ১১১১ রাজী বলা হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে পশ্চিম  
আকাশ রক্তবর্ণ (রাগ) ধারণ করে, একত্র ও পশ্চিম আকাশকে রাজী  
বলা বাইতে ১১১১ ১১১১ অর্থাৎ ঐশ্বর্যশালী কুবেরাদি উক্ত  
মিকের অধিপতি ১১১১ ১১১১ ১১১১ হইয়াছে।

## তৃতীয়াধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

নিজ জীবনের দীর্ঘত্বকামনায় পুরুষযজ্ঞ

১। পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ  
প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্ত  
বসবোহিষায়তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে ইদং সর্বং বাসয়ন্তি ।

১। পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ (যজ্ঞস্বরূপ)। তস্য যানি চতুর্বিংশতিঃ  
বর্ষাণি (তাহার যে ২৪ বৎসর), তৎ (তাহা) প্রাতঃসবনম্  
(২।২৪।১ জঃ); চতুর্বিংশতি + অক্ষরা (চব্বিশ অক্ষর যুক্ত) গায়ত্রী  
(গায়ত্রীছন্দ); গায়ত্রম্ (গায়ত্রীছন্দে যুক্ত) প্রাতঃসবনম্। তৎ  
(+ অহায়তাঃ = এই প্রাতঃ সবনের অমুগত) অস্ত (এই পুরুষ-  
যজ্ঞের) বসবঃ (বহুগণ) অহায়তাঃ (তৎ + ; ১।১০.৯ জঃ)।  
প্রাণাঃ (প্রাণসমূহ, বাগাদি, ইন্দ্রিয়) বাব বসবঃ; এতে (এই  
প্রাণসমূহ) হি (যেহেতু) ইদম্ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) বাসয়ন্তি  
(বাস করায়)।

১। পুরুষই যজ্ঞ। তাহার (জীবনের প্রথম) চব্বিশ বৎসর প্রাতঃ-  
সবনস্থানীয়; কারণ গায়ত্রীর চব্বিশটি অক্ষর এবং প্রাতঃসবনে গায়ত্রী-  
ছন্দের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। বহুগণ এই যজ্ঞের প্রাতঃসবনের  
অমুগত। প্রাণসমূহই (এই) বহু, কারণ ইহারাই এই সমুদয় ভূতকে  
বাস করাইয়া থাকে।

২। তং চেদেতন্মিহ্ন বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণা  
বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যম্নিনং সবনমহুসন্তুহুতেতি মাহং  
প্রাণানাং বসুনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপসীয়েত্যেকৈব তত এত্যগদো  
হ ভবতি ।

২। তন্ ( তাহাকে ) চেৎ ( যদি ) এতন্মিহ্ন বয়সি ( এই বয়সে ;  
এই চক্ষিণ বৎসরের মধ্যে ) কিম্+চিৎ ( কিছু ; ব্যাধি প্রভৃতি )  
উপতপেৎ ( উপতপ্ত করে ), সঃ ক্রয়াৎ ( বলিবে ) :—

প্রাণাঃ ( হে প্রাণসমূহ ) ! বসবঃ ( হে বহুগণ ) ! ইদম্ মে  
প্রাতঃসবনম্ ( এই আমার প্রাতঃসবনকে ; অর্থাৎ জীবনের প্রথম  
অংশকে ) মাধ্যম্নিনম্ সবনম্ ( মাধ্যম্নিন সবন পর্য্যন্ত অর্থাৎ মধ্য জীবন  
পর্য্যন্ত ) অহুসন্তুহুত ( অহু+সম্+তন্ লোট-ত=সমাক্রমে বিস্তৃত  
কর ) ইতি । যা ( না ) অহম্ ( আমি ) প্রাণানাম্ বসুনাং মধ্যে  
( প্রাণরূপ বহুগণের মধ্যে ) যজ্ঞঃ ( যজ্ঞ অর্থাৎ আমি ) বিলোপসীম—  
( বি+লুপ+আশিলিঙ্ সীম=যেন বিলুপ্ত হই ) ইতি ।

উৎ+হ+এব ততঃ এতি ( উৎ+এতি=উদ্বেগিত=উদ্ভিত হয় ) ;  
ততঃ=(সেই ব্যাধি হইতে) অগদঃ ( নীরোগ ) হ ভবতি ( হয় ) ।

২। এই বয়সে ( অর্থাৎ প্রথম চক্ষিণ বৎসরের মধ্যে ) যদি কোন  
ব্যাধি যজ্ঞা দেয়, তাহা হইলে সে বলিবে :—

“হে প্রাণসমূহ ! হে বহুগণ ! আমার এই প্রাতঃসবনকে ( অর্থাৎ  
জীবনের প্রথম অংশকে ) মাধ্যম্নিন সবন পর্য্যন্ত ( অর্থাৎ মধ্যজীবন  
পর্য্যন্ত ) বিস্তৃত করিয়া দাও । এই যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী বহু-  
গণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই ।”

এই প্রকার বলিলে সে সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হয় এবং নিশ্চয়ই  
নীরোগ হয় ।



৩। অথ যানি চতুঃচছারিংশবর্ষানি তন্মাধ্যম্নিনং সৱনং চতুঃচছারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যম্নিনং সৱনং তদন্ত রুদ্রা অদ্বায়ন্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে ইদং সৰ্ব্বং রোদয়ন্তি ।

৪। তং চেদেতন্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যম্নিনং সৱনং তৃতীয়সৱনমনুসন্তুতেতি মাহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্য বজ্রো বিলোপীয়েতু্যকৈব তত এত্যগমো হ ভৱতি ।

৩। অথ যানি ( যে ) চতুঃ + চছারিংশং বর্ষানি ( ৪৪ বৎসর ) তৎ ( তাহা ) মাধ্যম্নিনম্ সৱনম্ । চতুঃ চছারিংশং অক্ষরাঃ ( ৪৪ টি অক্ষর ) ত্রিষ্টুপ্ ( ত্রিষ্টুভচ্ছন্দ ), ত্রৈষ্টুভম্ ( ত্রিষ্টুভচ্ছন্দোযুক্ত ) মাধ্যম্নিনম্ সৱনম্ । তৎ ( + অদ্বায়ন্তাঃ ১।১০।২ জঃ = তাহার অর্থাৎ মাধ্যম্নিন সৱনের অন্তর্গত ) অন্ত ( এই পুরুষধর্মের ) রুদ্রাঃ ( ১।৩ ) অদ্বায়ন্তাঃ ( তৎ + ; অন্তর্গত ) । প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ ; এতে ( এই প্রাণসমূহ ) হি ( যেহেতু ) ইদম্ সৰ্ব্বম্ ( এই সমুদয়কে ) রোদয়ন্তি ( রোদন করায় ) ।

৪। তম্ হ চেৎ এতন্মিন্ বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ, সঃ ক্রয়াৎ :—  
প্রাণাঃ ! রুদ্রাঃ ! ইদম্ মে মাধ্যম্নিনম্ সৱনম্ ( আমার এই মাধ্যম্নিন সৱনকে অর্থাৎ মধ্যজীবনকে ) তৃতীয়সৱনম্ ( তৃতীয়সৱন

৩। তাহার পর যে ৪৪ বৎসর, তাহা মাধ্যম্নিন সৱন সদৃশ ; ( কারণ ) ত্রিষ্টুভচ্ছন্দে ৪৪ টি অক্ষর এবং মাধ্যম্নিন সৱনে ত্রিষ্টুভচ্ছন্দের মত উচ্চা-  
রিত হয় । রুদ্রগণ এই মাধ্যম্নিন সৱনের অন্তর্গত । প্রাণসমূহই রুদ্র, কারণ প্রাণসমূহই এই সমুদয় ( অগ্ন ) কে রোদন করাইবার থাকে ।

৪। যদি মধ্যম বয়সে ( ব্যাধি বা অপরাধ ) কিছু তাহাঁকে সন্তুষ্ট করে, সে এই প্রকার বলিবে :—

“হে প্রাণসমূহ ! হে রুদ্রগণ ! এই মাধ্যম্নিন সৱনকে ( অর্থাৎ

৫ । অথ বাশ্চষ্টাচছারিংশবর্ষানি তৎ তৃতীয়সবনমষ্টাচছারিংশ-  
অক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদশ্চাদিত্যা অদ্বায়স্তাঃ প্রাণা  
বাবাদিত্যা এতে হীমঃ সর্বমাদদতে ।

পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনের তৃতীয় অংশ পর্যন্ত ) অল্পসঙ্কুত ইতি । যা •  
অহম্ প্রাণানাম্ কত্রাণাম্ যথো ( প্রাণরূপী কত্রগণের যথো ) যজ্ঞঃ  
বিলোপনীয় ইতি ।

উৎ হ এব ততঃ এতি অগমঃ হ ভবতি ( ৩১৬২ টীকা ) ।

৫ । অথ যানি অষ্টাচছারিংশৎ বর্ষানি ( যে ৪৮ বৎসর ) তৎ  
( তাহা ) তৃতীয়সবনম্ ; অষ্টাচছারিংশৎ অক্ষরা ( ৪৮ অক্ষরযুক্ত )  
জগতী ( জগতীচ্ছন্দ ), জাগতম্ ( জগতীচ্ছন্দোযুক্ত ) তৃতীয়সবনম্ ।  
তৎ ( + অদ্বায়স্তাঃ ১।১-১২ জঃ = তাহার অর্থাৎ তৃতীয় সবনের অল্পসঙ্কুত )  
অশ্চ আদিত্যাঃ অদ্বায়স্তাঃ । প্রাণাঃ বাব আদিত্যাঃ । এতে হি ইদম্  
সর্বম্ ( এই সমুদয়কে ) আদদতে ( আ+দা ; গ্রহণ করে ) ( ১ জঃ ) ।

আমার এই মধ্যজীবনকে ) তৃতীয় সবন পর্যন্ত ( অর্থাৎ শেষ জীবন  
পর্যন্ত ) বিস্মৃত কর । যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী কত্রগণের যথো  
বিস্মৃত না হই ( অর্থাৎ মধ্যজীবনে আমার যেন মৃত্যু না হয় )\* ।

এই প্রকার বলিলে সে ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হয় এবং নিশ্চয়ই  
নীরোগ হয় ।

৫ । তাহার পর যে ৪৮ বৎসর তাহাই তৃতীয় সবন সদৃশ ; ( কারণ )  
জগতীচ্ছন্দে ৪৮টী অক্ষর এবং তৃতীয় সবনে জগতীচ্ছন্দের যত্র  
উচ্চারিত হয় । আদিত্যগণ যজ্ঞের এই তৃতীয় সবনের অল্পসঙ্কুত । প্রাণ-  
সমূহই আদিত্য, কারণ প্রাণসমূহই শব্দাদির বিদ্যমানমূহকে আদান  
অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে ।

৬। তং চেদেতন্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রাণাং প্রাণা  
আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানা-  
মাদিত্যানাং যথো যজ্ঞো বিলোপীয়েত্যেকৈব তত এত্যগদো  
হৈব ভবতি ।

৭। এতচ্চ স্য বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং  
ম এতদুপতপসি যোহহমেনে ন প্রেষ্যামীতি স হ যোড়শঃ  
বর্ষশতমজীবৎপ্রহ যোড়শঃ বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ ।

৬। তন্ চেৎ এতন্মিন্ বয়সি কিঞ্চিৎ উপতপেৎ, সঃ ক্রাণাং—  
“প্রাণাঃ! আদিত্যা! ইদম্ মে তৃতীয় সবনম্ ( ২।১ ) আয়ুঃ  
( পূর্ণায়ু পর্য্যন্ত ) অহু + সম্ + তনুত ইতি । যা অহম্ প্রাণানাম্ যথো  
যজ্ঞ বিলোপসীৎ” ইতি ।

উৎ হ এব ততঃ এতি অগরঃ হ এব ভবতি ( ৪ ভ্রঃ ) ।

৭। এতৎ ( এই তদ্ব, ২।১ ) হ স্য ( আহ + ) বৈ তৎ ( সেই ;  
‘তৎ এতৎ বিদ্বান্’ এই প্রকার অর্থ ; কিংবা তৎ + বিদ্বান্ = তাহার

৬। এই বয়সে তাকে যদি ( ব্যাধি বা অন্ত ) কিছু সন্তপ্ত করে,  
সে এই ( মন্ত্র ) বলিবে :—

“হে প্রাণসমূহ! হে, আদিত্যগণ! আমার জীবনরূপী তৃতীয়  
সবনকে পূর্ণায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী  
আদিত্যগণের যথো বিলুপ্ত না হই।” তাহা হইলে এক ইহা হইতে  
বিমুক্ত হইবে এবং নিশ্চয়ই নীরোগ হইবে ।

৭। ইত্যার পুত্র মহীদাস এই তদ্ব জানিয়া বলিয়াছিলেন—  
“তুমি কেন আমাকে এই প্রকারে সন্তপ্ত করিতেছ? আমি তা ইহাতে

জাতা ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) আহ ( + অ = বক্রিমা ছিলেন ) মহীদাসঃ  
ঐতরেয়ঃ ( ইতরা নারী নারীর অপত্য মহীদাস ) :—

সঃ ( সেই তুমি ) কিম্ ( কেন ) মে ( আমাকে, আমার দেহকে )  
এতৎ ( এই প্রকারে ) উপতপসী ( সন্তপ্ত করিতেছ ) যঃ অহম্ ( যে  
আমি ) অনেন ( ইহা অর্থাৎ এই ব্যাধি দ্বারা ) ন প্রেষ্যামি ( প্র + ই +  
লৃট = মরিব ) ইতি ।

সঃ হ ষোড়শম্ বর্ষশতম্ ( ১১৬ বৎসর ) অজীবৎ ( জীবন ধারণ  
করিয়াছিল ) । প্র হ—ষোড়শম্ বর্ষ শতম্ জীবতি ( প্র + ; জীবন  
ধারণ করে ) যঃ এবম্ বেদ ।

মরিব না ।” তিনি ১১৬ বৎসর জীবনধারণ করিয়াছিলেন । যিনি এই  
প্রকার জানেন তিনি ১১৬ বৎসর জীবিত থাকেন ।

### মন্তব্য

৩।১৬।১ । এখানে পুরুষকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করিয়া উপাসনা  
করা হইতেছে ।

ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই যে ‘বাস’ করার তাহার নাম  
বহু’ । প্রাণ দেহে থাকিলেই সকলে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়  
এবং বাস করিতে পারে । সুতরাং প্রাণ সকলকে বাস করায় ; এই  
জন্ত প্রাণই বহু ।

৩।১৬।২ । প্রাতঃসবনকে মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত করার অর্থ  
জীবনের প্রথম অংশকে মধ্যজীবনের সহিত সম্মিলিত করা অর্থাৎ প্রথম  
২৪ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া মধ্যবয়সে উপনীত হওয়া ।

৩।১৬।৩ । মধ্যম বয়সে প্রাণসমূহ ক্রুর, এইজন্ত অপরকে রোদন করাইয়া  
থাকে । এইজন্তই এখানে প্রাণকে ক্রুর ( = ক্রুর ) বলা হইয়াছে ( শকর ) ।

৩।১৬।৭ । “মহীদাসঃ ঐতরেয়ঃ”—শকর ও সায়ণ বলেন যে “ইতরা”  
নাম নারীর অপত্য—এই অর্থে “ঐতরেয়” । কেহ কেহ বলেন ‘ঐতরেয়’  
অর্থ ‘ইতর’ নামক পুরুষের অপত্যও হইতে পারে ( Vedio Index ;  
M. W. অভিধান ) ।

## তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

পুরুষযজ্ঞ—দেবকীনন্দন কৃষ্ণ

১। স যদাশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অশ্র  
দীক্ষাঃ।

২। অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্ রমতে তদুপসদৈরেতি।

৩। অথ যদ্বাসতি যজ্ঞকতি যস্মৈধুনং চরতি স্তুতশাস্ত্রৈরেব  
তদেতি।

১। সঃ (সেই যজ্ঞরূপী পুরুষ) যৎ (যে) অশিষতি (অশ্ +  
সন্—ভোজন করিতে ইচ্ছা করে), যৎ পিপাসতি (পা, সন্—পান  
করিতে ইচ্ছা করে), যৎ ন রমতে (আনন্দ উপভোগ করে), তাঃ  
(সেই সমুদয়) অশ্র (এই পুরুষের) দীক্ষাঃ (জীবনযজ্ঞের দীক্ষা)।

২। অথ (তাহার পর) যৎ অশ্নাতি (অশ্ + তি—ভোজন করে)  
যৎ পিবতি (পা + তি—পান করে) যৎ রমতে, তৎ উপসদৈঃ (উপসদ  
সকলের সহিত) এতি (ই + তি; লাভ করে, সাম্য লাভ করে)।

৩। অথ যৎ হসতি (হাস্ত করে), যৎ বৈ জকতি বৈদিক

১। পুরুষ যে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, পান করিতে ইচ্ছা  
করে এবং সুখানুভব হইতে বিরত থাকে—এ সমুদয়ই (জীবন-  
যজ্ঞের) দীক্ষা।

২। তাহার পর পুরুষ যে ভোজন করে, পান করে এবং সুখানুভব  
করে, তাহা উপসদসমূহের সমান।

৩। তাহার পর পুরুষ যে হাস্ত করে, উচ্চারণ করে এবং

৪। অথ যন্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা  
অস্ত দক্ষিণাঃ ।

৫। তস্মাদাহঃ সোম্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্ত  
তন্মরণমেবাবভূথঃ ।

প্রয়োগ ; = অক্ষিতি, পাঃ ৭।২।৭৬ = ( অক্ষ্ + তি = ভোজন করে )  
যৎ মৈথুনম্ ( মিথুনের ভাব, ২।১ ) চরতি ( আচরণ করে ), স্ততশস্ত্রৈঃ  
( স্তত ও শস্ত্রের সহিত ; ‘স্তত’ ও ‘শস্ত্র’ যজ্ঞের অংশবিশেষ ) এব তৎ  
( হাশ্ঠাদি ) এতি ( ‘সাদৃশ্য’ লাভ করে ) ।

৪। অথ যৎ তপঃ দানম্ মার্জবম্ ( যজু + যঃ ; সরলতা ) অহিংসা,  
সত্যবচনম্ ইতি—তাঃ ( এই সমুদয় ) অস্ত ( পুরুষরূপী যজ্ঞের ) দক্ষিণাঃ ।

৫। তস্মাৎ ( সেইজন্য ) আহঃ ( বলা হয় )—“সোম্যতি ( প্রসব  
করিবে, বা সোম অভিষব করিবে ), অসোষ্টে” ( প্রসব করিয়াছে, বা  
সোম অভিষব করিয়াছে ) ইতি ; পুনঃ ( আবার ) উৎপাদনম্  
( উৎপত্তি ) এব অস্ত ( মানবের, বা যজ্ঞের ) । তৎ মরণম্ এব  
( মানবের মৃত্যুই ) অবভূথঃ ( যজ্ঞসমাপ্তির পর জ্ঞান ও যজ্ঞপাত্রাদি  
ধোতকরণ ) । পাঠান্তর—কোন কোন সংস্করণে ‘তৎমরণম্ এব’ এই  
অংশের পর ‘অস্ত’ আছে ।

মিথুন ভাবে আচরণ করে, তাহা স্তত ও শস্ত্র নামক যজ্ঞাংশের  
সদৃশ ।

৪। তাহার পর যে তপস্তা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্য-  
বচন—এই সমুদয়ই পুরুষরূপী যজ্ঞের দক্ষিণা ।

৫। সেইজন্য ( উভয়ের বিষয়েই ) লোকে বলিয়া থাকে ‘সোম্যতি’  
( সন্তান প্রসব করিবে, বা সোম অভিষব করিবে ) এবং ‘অসোষ্টে’ ( অর্থাৎ  
সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে বা সোম অভিষব করিয়াছে ) আবার ( উভয়ের

৬। তদৈকতদ্বোর আদিত্যসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্তে।-  
বাচাপিপাস এব স বভূব সোহস্তবেলায়ামেতদ্বয়ং প্রতিপদ্যে-  
তাক্ষিতমশ্চ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে হে ঋচৌ  
ভবতঃ।

৬। তৎ হ এতৎ ( সেই এই তত্বকে ) ঘোরঃ আদিত্যসঃ ( আদিত্য  
বংশোদ্ভব ঘোর নামক ঋষি ) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় ( দেবকীনন্দন  
কৃষ্ণকে ) উক্তে। ( বলিয়া ) উবাচ ( উপদেশ দিয়াছিলেন )। অপিপাসঃ  
( পিপাসাবিহীন, নিঃস্পৃহ ) এব সঃ ( কৃষ্ণ ) বভূব ( হইয়াছিলেন )।  
“সঃ ( যাহুব ) অস্তবেলায়াম্ ( যত্নাকালে ) এতৎ তদ্বয়ং ( এই তিন  
মন্ত্রকে ) প্রতিপদ্যেত ( শরণ গ্রহণ করিবে ) :—

“অক্ষিতম্ ( অক্ষয় ) অসি ( হও ) ; অচ্যুতম্ ( অচ্যুত, অপরি-  
বর্তনীয় ) অসি ; প্রাণ-সংশিতম্ ( প্রাণের স্পন্দিত ) অসি ইতি।  
তত্র ( সে বিষয়ে ) এতে হৌ ঋচৌ ( এই দুই ঋক ) ভবতঃ ( আছে )।—

বিষয়ে বলা যাইতে পারে)——“অস্ত উৎপাদনম্” অর্থাৎ “ইহার  
উৎপত্তি”। সেই পুরুষের যত্নাই যজ্ঞের অবতৃপ্ত।

৬। ঘোর আদিত্যস দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ব বলিয়া উপদেশ  
দিয়াছিলেন। ( ইহা শুনিয়া ) কৃষ্ণ ( আর সব বিষয়ে ) নিঃস্পৃহ হইয়া-  
ছিলেন। ( ঘোর আদিত্যস বলিয়াছিলেন ) যত্নাকালে যানব এই তিন  
মন্ত্র উচ্চারণ করিবে :—

তুমি অক্ষয় ;

তুমি অচ্যুত ;

তুমি প্রাণসংশিত।

এ বিষয়ে এই দুই ঋক আছে।—



৭। আদিং প্রত্যস্ত রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্  
পরো যদিধ্যতে দিবি উদয়ন্তমসম্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত  
উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্ৰা সূর্য্যমগম্য জ্যোতি-  
রুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ।

মূল :—আদিং প্রত্যস্ত রেতসো [ জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্ । পরো  
যদিধ্যতে দিবি ] ( সপ্তমমন্ত্রের প্রথম অংশ ) ।

৭ (১) । আ২+ই২ ( সামগ্ধের মতে আদিং—অনন্তর । শব্দের মতে  
‘২’ এবং ‘ই২’ অর্থশূন্য অংশ, কেবল উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ;  
অবশিষ্ট থাকে ‘আ’ ; এই ‘আ’ ‘পশ্যন্তি’ ক্রিয়ার সহিত যুক্ত ) প্রত্যস্ত  
( পুরাতন, ৬।১ ) রেতসঃ ( জগতের বীজরূপ সত্তার ) জ্যোতিঃ ( প্রকাশ )  
পশ্যন্তি ( দর্শন করেন ; আ পশ্যন্তি—চতুর্দিকে দর্শন করেন ) বাসরম্  
( দিবালোকের দ্বার সর্বব্যাপী ) পরঃ ( বৈদিক প্রয়োগ ; = পরম্—  
সর্বশ্রেষ্ঠ, ২।১ ; ইহা ‘পরম্’ শব্দও হইতে পারে ) যৎ ( যাহা )  
ই-তে ( দীপ্তি পায় ) দিবি ( ছালোকে ; শব্দের মতে ‘পরব্রহ্ম’ )  
ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০ ।

৭ (২) । উ২ ( + অগম্য ; বেদার্থবস্তুর মতে ‘উ২+পশ্যন্তি’ ) বসম্  
( আমরা ) তমসঃ পরি ( অন্ধকারের উপরে ) জ্যোতিঃ ( ২।১ ) পশ্যন্তঃ  
( দর্শন করিয়া ), উত্তরম্ ( ২।১, শ্রেষ্ঠ ) স্বঃ ( ২।১, স্বীয় আত্মাতে  
বর্তমান ) পশ্যন্তঃ উত্তরম্ দেবম্ ( দেবতাকে ; দ্যোতিযুক্তকে ) দেবত্ৰা  
( দেবগণের মধ্যে ) সূর্য্যম্ ( ২।১ ) অগম্য ( লাভ করিয়াছি ; গম্ লুঙ,  
বৈদিক প্রয়োগ, পাঃ ২।৪।৮০ ; ৮।২।৬৫ ) জ্যোতিঃ উত্তমম্ ( সর্বশ্রেষ্ঠ

৭ (১) । যে জ্যোতি ছালোকে ( কিংবা পরব্রহ্মে ) দীপ্তি পাইতেছে,  
( ব্রহ্মবিদগণ ) জগতের বীজরূপ এবং দিবালোকের দ্বার সর্বব্যাপী  
সেই পুরাতন জ্যোতি দর্শন করেন ।

৭ (২) । অন্ধকারের উপরিতাপে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই জ্যোতিকে

জ্যোতিকে ) ইতি—জ্যোতিঃ উত্তমম্ ইতি ( বিকৃতি সমাপ্তিসূচক বা আনন্দপ্রকাশক ) অথেন, ১।৫০।১০ ।

দ্বীপ স্বপ্ননিহিত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন করিয়া, দেবগণের মধ্যে জ্যোতিমান সূর্য্যকে—( সেই ) সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে—লাভ করিয়াছি ।

### মন্তব্য

৩।১৭।২ । “উপসদৈঃ”—উপসদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের এক অংশ । দীক্ষার সময়ে ভোজনাদি নিষেধ ; উপসদের সময়ে ছুফাদি পানের বিধি আছে ।

৩।১৭।১ । ‘সোম্যতি’ এবং ‘অসোষ্ট’ ‘সু’ ধাতু হইতে নিস্পন্ন । এই ধাতুর দুইটি অর্থ—(১) প্রাণী প্রসব করা, (২) সোম অভিব্যব করা । সূত্ররাং সোম্যতি এবং অসোষ্ট কথার দুইটি অর্থ । প্রসূতিবিষয়ে অর্থ ‘প্রসব করিবে’ এবং ‘প্রসব করিয়াছে’ ; যজ্ঞবিষয়ে অর্থ ‘সোম অভিব্যব করিবে’ এবং ‘সোম অভিব্যব করিয়াছে’ । মানবের পক্ষে ইহা উৎপত্তি ; যজ্ঞের স্থলে ইহা সোমরসের উৎপত্তি ।

‘পুনঃ উৎপাদনম্ এষ’ ইহার অর্থবিষয়ে মতভেদ আছে । ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই :—

(১) পুনঃ ( অর্থাৎ পুনর্বার যজ্ঞবিষয়ে যে সোম্যতি ও অসোষ্ট ব্যবহৃত হয়, তাহাই মানবের পক্ষে ) উৎপাদনম্ ( অম্ম ) অর্থাৎ একই বাক্যের অর্থ সোমের উৎপত্তি, পুনঃ মানবের উৎপত্তি । এখানে উৎপত্তি বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে ।

(২) যোক্ষ্মলার ও গন্ধানার কা মহাশয়গণের মতে পুনঃ উৎপাদনম্ = নব জন্ম ।

(৩) রায় বাহাদুর শ্রীশ্রীচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন—“মানব নিজের জন্মগ্রহণ করে, ইহাই উৎপত্তি বা প্রথম উৎপত্তি । যখন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে । এই জন্ম এই জন্মকে ‘পুনর্বার উৎপত্তি’ বলা হইল ।

(৪) শ্রীজামলাল গোস্বামী মহাশয়ের অর্থ—“তাহা পিতা হইতে উৎপাদনের পর মাতা হইতে উৎপাদনই ।”

(৫) রমেশ বাবুর অর্থ—“এতদুত্তরেরই পুনর্জন্ম আছে ।”

(৬) শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততর্ক মহাশয় এই অংশের অল্পবাদে ‘পুনঃ’ শব্দ একবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন ।

যদি মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সহিত বহুসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন । কিন্তু এখানে কেবল যে ঘটনারই সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা নহে, ভাষারও সাদৃশ্য রহিয়াছে । উত্তরের বিষয়েই ‘সোশ্রুতি’ এবং ‘অসোষ্ট’ ব্যবহার করা যাইতে পারে ; আবার ‘উৎপাদন’ শব্দও উত্তরের বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ‘পুনঃ’ শব্দের অর্থ ‘আবার’, ‘আর’ ‘এবং’ ইত্যাদি । উক্ত অংশের অর্থ এই :—

(ক) তস্মাৎ আহঃ সোশ্রুতি অসোষ্ট = সেই জন্ম ( উত্তরের বিষয়েই ) বলা হয় সোশ্রুতি ( সন্তান প্রসব করিবে বা সোম অভিব্যব করিবে ) এবং অসোষ্ট ( সন্তান প্রসব করিয়াছে, বা সোম অভিব্যব করিয়াছে ) ।

(খ) পুনঃ উৎপাদনম্ এব জন্ম = আবার ( = পুনঃ ) ( উত্তরের বিষয়েই বলা হইয়া থাকে ) ‘জন্ম উৎপাদনম্ ( = ইহার উৎপত্তি ; মানবের উৎপত্তি বা, সোমরসের উৎপত্তি ) ।

পরবর্তী 'তৎ' শব্দ এই অংশের সহিতও যুক্ত করা যাইতে পারে। তাহা হইলেও পূর্বের মতই অর্থ হইবে। পুনঃ উৎপাদনম্ এষ অস্ত তৎ — আবার ইহাই ইহার (মানবের বা সোমরসের) উৎপত্তি।

৩।১৭।৬। এই মন্ত্রে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইনিই মহাভারতের কৃষ্ণ কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদেও কৃষ্ণ নামক এক ঋষির নাম পাওয়া যায়। আদিত্য কৃষ্ণ ৮।৮৫ (বালখিল্য মন্ত্র বাদ দিলে ৮।৭৪) মন্ত্রের রচয়িতা। সেন্টপিটার্সবার্গ অভিধানের মতে এই আদিত্য কৃষ্ণ এবং দেবকীনন্দন কৃষ্ণ একই কৃষ্ণ।

“প্রাণ-সংশ্লিষ্টম্”—শব্দের মতে ইহার অর্থ 'প্রাণের স্পন্দন'। 'সংশ্লিষ্ট' অর্থ তীক্ষ্ণীকৃত। অধর্ববেদে প্রাণসংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।৩৫), ব্রহ্মণা সংশ্লিষ্টঃ ২(৫।১০।১০), ইন্দ্রেণ সংশ্লিষ্টম্ (৬।১০।৪।২), ঋক-সংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।৩০), জ্যোৎসংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।২৭), অস্তরিক্সসংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।২৬), পৃথিবীসংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।২৫), দিক্‌সংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।২৮), যজ্ঞসংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।৩), ঔষধীসংশ্লিষ্টঃ (১০।৫।৩২) ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় স্থল দেখিয়া মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয় 'প্রাণসংশ্লিষ্ট' অর্থ প্রাণ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত অর্থাৎ সঞ্জীবিত। মৃত্যুর পক্ষ দেহ নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু অক্ষর অচ্যুত অবিনশ্বর একটি বস্তু বর্তমান থাকে। ইহারই নাম আত্মা। এই বস্তুকেই এখানে 'প্রাণসংশ্লিষ্ট' বলা হইয়াছে। লোকে বলে প্রাণের বিনাশ হইল কিন্তু ঋষি বলিতেছেন মৃত্যুর পর যাহা থাকে তাহা প্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত।

কেহ কেহ 'প্রাণসংশ্লিষ্টম্' স্থলে 'প্রাণসংশ্লিষ্টম্' পাঠ গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থ করেন “প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বা সুধকর।”

৩।১৭।৭ (১)। আদিং প্রস্তুত ইত্যাদি অংশ শব্দের ভাষ্য হইতে

উদ্ধৃত হইল। সমুদয় সংস্করণে কেবল “আদিং প্রভৃন্না রেতসঃ” আছে।

৮।৬।৩০ ঋকে ‘দিবা’ আছে, শব্দের পাঠ “দিবি”।

ঋগ্বেদে বিভিন্ন অর্থে এই অংশ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ এই :—

অনন্তর লোকে প্রাচীন এবং বীজভূত সূর্য্যের প্রাতঃকালীন সেই সূর্য্য দর্শন করে যাহা ছালাকের উপরে দীপ্তি পায়।

৩।১৭।১ (২)। ১।৫০।১০ ঋকে ‘স্বঃ পশুস্তঃ উত্তরম্’ অংশ নাই ; উপনিষদে ইহা সংযোগ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে এই অংশের অর্থ এই :—(রজনীর) অন্ধকারের উপরি-  
ভাগে, যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি (বিরাজমান), সেই জ্যোতি দর্শন করিয়া  
আমরা দেবগণের মধ্যে জ্যোতিমান সূর্য্যকে—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে  
লাভ করিয়াছি।

১।৫০।১০ ঋক্টি যজুর্বেদ ও অথর্ব্ববেদেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত  
আকারে গৃহীত হইয়াছে।



## তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

### মন আকাশ প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশো  
ব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ ।

২। তদেতচ্চতুশ্চাপাদ্ ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ  
পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ  
আদিত্যঃ পাদৌ দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং  
চৈবাধিদৈবতং চ ।

১। ‘মনঃ ব্রহ্ম’ ইতি উপাসীত ( উপাসনা করিবে ) ইতি অধ্যাত্মম্  
( ইহাই অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহসংক্রান্ত উপাসনা ) ।

অথ ( অনস্তর ) অধিদৈবতম্ ( অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতা-সংক্রান্ত  
উপাসনা ) :—“আকাশঃ ব্রহ্ম” ইতি । উভয়ম্ ( উভয় ) আদিষ্টম্  
( উপদিষ্ট ) ভবতি ( হইল ) অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ ।

২। তৎ এতৎ ( সেই এই ) চতুশ্চাপ ( চারিপদ-বিশিষ্ট ) ব্রহ্ম :—

১। ‘মনই ব্রহ্ম’ এইরূপ উপাসনা করিবে—ইহাই অধ্যাত্ম উপা-  
সনা । অনস্তর অধিদৈবত উপাসনা ( উপদিষ্ট হইতেছে ) :—“আকা-  
শই ব্রহ্ম” । অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় প্রকার উপাসনাই উপদিষ্ট  
হইল ।

২। এই ব্রহ্ম চতুশ্চাপ :—বাগিঞ্জির একপাদ; প্রাণ ( অর্থাৎ

৩। বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোহগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ  
তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীৰ্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবৰ্চসেন য এবং  
বেদ।

‘বাক্ পাদঃ ( একপাদ ) ; গ্রাণঃ পাদঃ ; চক্ষুঃ পাদঃ ; শ্রোত্রম্ পাদঃ’  
ইতি অধ্যাত্মম্।

অথ অধিদৈবতম্ :—‘অগ্নিঃ পাদঃ ; বায়ুঃ পাদঃ ; আদিত্যঃ পাদঃ ;  
দিশঃ ( দিক্‌সমূহ ) পাদঃ’ ইতি।

উভয়ম্ এব আদিষ্টম্ ভবতি—অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ।

৩। বাক্ এব ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মের ) চতুর্থঃ পাদঃ। ৮ঃ ( সেই বাক্যরূপ  
পাদ ) অগ্নিনা জ্যোতিষা ( অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা ) ভাতি চ ( দীপ্তি পায় )  
তপতি চ ( তাপ দান করে )। ভাতি চ তপতি চ কীৰ্ত্ত্যা ( কীৰ্ত্তি দ্বারা )  
যশসা ( যশ দ্বারা ) ব্রহ্মবৰ্চসেন ( বেদজ্ঞান জনিত তেজ দ্বারা ; ২।১৬।২  
মন্তব্য ) যঃ ( যিনি ) এবম্ ( এই প্রকার ) বেদ ( জানেন )।

শ্রোত্রেন্দ্রিয় ) একপাদ, চক্ষু একপাদ এবং শ্রোত্র একপাদ। ইহাই  
অধ্যাত্ম উপাসনা।

অনন্তর অধিদৈবত উপাসনা কথিত হইতেছে :—অগ্নি এক পাদ,  
বায়ু একপাদ, আদিত্য একপাদ এবং দিক্‌সমূহ একপাদ।

অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত—উভয় উপাসনাই কথিত হইল।

৩। বাক্‌ই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। বাক্যরূপ সেই চরণ অগ্নিরূপ জ্যোতি  
দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার জানেন,  
তিনি কীৰ্ত্তি, যশ ও বেদজ্ঞানজনিত তেজদ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং  
তাপ প্রদান করেন।



৪। প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ।

৫। চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ।

৪। প্রাণঃ ( প্রাণেশ্বর ) এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ বায়ুনা জ্যোতিষা ( বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা ) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, যঃ এবম্ বেদ ( ৩টীকা )।

৫। চক্ষুঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ। সঃ আদিত্যেন জ্যোতিষা ( আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা ) ভাতি চ তপতি চ। ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবম্ বেদ ( ৩টীকা )।

৪। প্রাণই ( অর্থাৎ প্রাণেশ্বরই ) ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। প্রাণরূপী সেই পাদ বায়ুরূপ জ্যোতিদ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি যশ ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ প্রদান করেন।

৫। চক্ষুই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। চক্ষুরূপ সেই পাদ আদিত্যরূপ জ্যোতি দ্বারা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ প্রদান করেন।

৬। শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্ভিজ্যোতিষা  
ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্য। বশসা ব্রহ্মবর্চসেন  
য এবং বেদ য এবং বেদ ।

৬। শ্রোত্রম্ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ । সঃ দিগ্ভিঃ জ্যোতিষা  
( দিগ্ভিরূপ জ্যোতিষায়া ) ভাতি চ তপতি চ । ভাতি চ তপতি চ  
কীর্ত্য। বশসা ব্রহ্মবর্চসেন যঃ এবম্ বেদ, যঃ এবম্ বেদ ( বিকৃতি সমাপ্তি-  
শ্লোক ) ( ৩ টীকা ) ।

৬। শ্রোত্রই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। শ্রোত্ররূপ এই পাদ দিগ্ভিরূপ  
জ্যোতিষা দীপ্তি পায় এবং তাপ প্রদান করে। যিনি এই প্রকার  
জানেন, তিনি কীর্তি বশ ও ব্রহ্মবর্চস্ দ্বারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন এবং তাপ  
প্রদান করেন ।

-----

## তৃতীয়াধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

### আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি

১। আদিত্যো ব্রহ্মত্যাশেষস্ত্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র্য  
আসীতুং সদাসীতুং সমভবস্তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সংবৎসরস্ত  
মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আগ্নেকপালে রজতং চ স্তবর্ণং  
চাভবতাম্।

১। 'আদিত্যঃ ব্রহ্ম' ইতি আদেশঃ (এই উপদেশ); তন্ত  
উপব্যাখ্যানম্ (ব্যাখ্যা) :—

অসৎ এব (অসৎই; নামরূপবিহীন) ইদম্ (এই জগৎ)  
অগ্র্যে (পূর্বে) আসীৎ (ছিল)। তৎ (তাহা) সৎ (স্থল সত্তাবান্)  
আসীৎ (হইল)। তৎ সম্+অভবৎ (সমুত হইল); তৎ আগ্নম্  
(বৈদিক প্রয়োগ; = অগ্নম্) নিরবর্তত (নিঃ+বৃত্; পরিণত হইল);  
তৎ সংবৎসরস্ত (একবৎসরের) মাত্রাম্ (পরিমাণ) অশয়ত (নী;  
লক্ষ্যহীন অবস্থায় রহিল—যেমন লোকে শয়ন করিয়া থাকে); তৎ  
নিরভিদ্যত (নিঃ+ভিদ্+ধাতু লঙ, কর্মকর্তৃবাচ্য; বিভক্ত হইল); তে  
(সেই দুই) আগ্নেকপালে (অগ্নের দুইভাগ; কপাল—ডিঘের গোসা)  
রজতম্ চ (রজতময়) স্তবর্ণম্ চ (স্তবর্ণময়) অভবতাম্ (হইল)।

১। 'আদিত্যই ব্রহ্ম' এই উপদেশ। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই :—

এই (জগৎ) পূর্বে অসৎ (অর্থাৎ নামরূপবিহীন) ছিল।  
তাহা সৎ (অর্থাৎ স্থল সত্তাবান্) হইল, তাহা সমুত হইল, তাহা  
অগ্নরূপে পরিণত হইল, তাহা এক বৎসরকাল লক্ষ্যহীন অবস্থায় রহিল,

২। তন্ বজ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দেৱ্যর্ষজ্জরাসু  
তে পর্বতা বহুশ্চ সমেঘো নীহারো যা ধমনয়ন্তা নদ্যা  
যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ।

৩। অথ যত্তদজায়ত সোহসাবাদিত্যন্তঃ জায়মানং ঘোষা  
উল্লবোহনুদতিষ্ঠন্ সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাস্তন্মা  
ভ্রশ্রোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উল্লবোহনুদতিষ্ঠন্তি  
সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাঃ ।

২। তৎ যৎ ( সেই যে ) বজ্রজতম্, সা ( তাহা ) ইয়ম্ পৃথিবী ( এই  
পৃথিবী ) ; যৎ ( যাহা ) সুবর্ণম্, সা জ্যোঃ ( ছালোক ) ; যৎ জরাসু  
তে ( তাহা ) পর্বতাঃ ( ১।৩ ) ; যৎ উবম্ ( নৃক্ষগর্ভ-বেষ্টন ) সমেঘঃ  
( মেঘসহ ) নীহারঃ ( হিম ) ; যাঃ ( যাহা ) ধমনঃ ( ধমনীসমূহ ), তাঃ  
( তাহা ) নদ্যঃ ( নদীসমূহ ) ; যৎ বাস্তেয়ম্ ( বস্তিতে অর্থাৎ মৃত্যুশয্যে  
উৎপন্ন ) উদকম্ ( জল ) সঃ ( তাহা ) সমুদ্রঃ ।

৩। অথ যৎ তৎ ( এই যাহা ) অজায়ত ( উৎপন্ন হইল ), সঃ অসৌ  
( এই ) আদিত্যঃ । তন্ জায়মানম্ ( সে উৎপন্ন হইলে ; 'অণু'-যোগে

তাহার পরে বিভিন্ন হইল ; অণুর একভাগ বজ্রতমর, অপরভাগ  
সুবর্ণময় হইল ।

২। সেই যে বজ্রতমর অংশ তাহাই এই পৃথিবী ; যাহা সুবর্ণময়  
অংশ তাহাই জ্যো ; যাহা জরাসু তাহাই পর্বতসমূহ ; যাহা উব ( অর্থাৎ  
নৃক্ষগর্ভ-বেষ্টন ) তাহাই মেঘ ও নীহার ; যাহা ধমনী, তাহাই নদীসমূহ ;  
ইহার বস্তিপ্রদেশের উদকই সমুদ্র ।

৩। অনন্তর যাহা উৎপন্ন হইল, তাহা এই আদিত্য । এই আদিত্য  
উৎপন্ন হইলে, 'উলু উলু' ধ্বনি উখিত হইল এবং সমুদ্র ভূত ও সমুদ্র

৪। স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মতাপাস্তেহভ্যাশো হ  
যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরূপ চ নিম্নেডেরমিমেডেরন্।

দ্বিতীয়া ) ঘোষা: ( শব্দ ) উল্লব: ( উল্লু ১।৩—উল্ল+উল্ল—উল্ল  
উল্ল এই ধ্বনি ) অহু ( তন্ম আয়মানম্+ ; ইহার অর্থ:—উৎপত্তি সময়ে  
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ) উৎ+অতিষ্ঠন্ ( উৎ+স্থ; উত্থিত হইয়াছিল );  
সর্কানি চ তুতানি ( সমুদ্র তুত ) সর্কো চ কামা: ( সমুদ্র কাম্যবস্ত ) ।  
তন্মাৎ ( সেই অস্ত ) তস্ত উদয়ম্ প্রতি ( তাহার উদয়কে লক্ষ্য করিয়া )  
প্রতি+অয়নম্ প্রতি ( অস্তগমনকে লক্ষ্য করিয়া ) ঘোষা: উল্লব:  
অহুতিষ্ঠতি ( উৎপন্ন হয় ) সর্কানি চ তুতানি, সর্কো চ কামা: ।

৪। স: য: ( ২।১।২ মন্তব্য ব্র: ) এতম্ ( ইহাকে ) এবম্ ( এই  
প্রকার ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) 'আদিত্যম্' ( আদিত্যকে ) ব্রহ্ম ইতি  
( ব্রহ্ম এইরূপে ) উপাস্তে ( উপাসনা করে ), অভ্যাশ: ( নীত; কিংবা  
'ফল' ) হ যৎ ( কিং বিৎ ) এনম্ ( ইহাকে, ইহার নিকটে ) সাধব:  
ঘোষা: ( মঙ্গলজনক রবসমূহ ) আ চ গচ্ছেয়ু: ( = আগচ্ছেয়ু: চ =  
উপস্থিত হয় ) উপ চ নিম্নেডেরন্ ( = উপনিম্নেডেরন্ চ = উপ+নি+  
য়েড্+ঈরন্ = স্থগী করে ); নিম্নেডেরন্ ( বিকৃতি সমাপ্তিসূচক ) যৎ  
ক্রিয়া বিশেষণ । অহু এই প্রকার—আগচ্ছেয়ু: ( ইতি ) যৎ ( য: )  
অভ্যাশ: 'অভ্যাশ:' শব্দের পাঠান্তর "অভ্যাশ:" ।

কাম্য বস্তসমূহও ( উৎপন্ন হইল ) । এই অস্ত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়  
উল্ল উল্ল ধ্বনি উপস্থিত হয় এবং সমুদ্র তুত ও সমুদ্র কাম্য বস্ত  
( উৎপন্ন হয় ) ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া 'আদিত্যই ব্রহ্ম' এইরূপ উপা-  
সনা করেন, সমুদ্র মঙ্গলধ্বনি তাহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে  
স্থখপ্রদান করে ।

মন্তব্য

৩।১৯।৩। “উল্লবঃ”—শঙ্করাচার্য্য বলেন উল্লবঃ—‘উল্লবঃ’ =  
 বিস্তীর্ণরূপাঃ। ‘উল্লবঃ’ বহুবচন কিন্তু ‘উল্লবঃ’ একবচন। শঙ্করের মত  
 গ্রহণ করিলে এই দোষ হয়। আনন্দগিরির অর্থ—“উল্লবকালীনাঃ  
 শব্দবিশেষাঃ দেশবিশেষে প্রসিদ্ধাঃ”। অর্থরূপে অল্পরূপ অর্থে উল্লবঃ  
 ( উল্লি শব্দ ) ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে সাধবঃ ঘোষাঃ ( অর্থাৎ  
 মঙ্গলধ্বনি ) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতেও অসুমান করা যাইতে পারে  
 “উল্লবঃ” শব্দের অর্থ মঙ্গলধ্বনি।

---

## চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈকের আখ্যায়িকা ( ১ )

১। জানশ্রুতির্ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহু-  
“পাক্য আস স হ সর্বত আবসথান্যাপয়াক্ষ্রে সর্বত এব  
মেহংস্তুতীতি ।

২। অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তকৈবং হংসো হংসম-  
ভ্যবাদ হো হোহয়ি ভল্লান্ ভল্লান্ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্ত সমঃ  
দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসজ্জীকৃত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ।

১। জানশ্রুতিঃ হ পৌত্রায়ণঃ ( জনশ্রুতের বংশধর এবং প্রপৌত্র )  
শ্রদ্ধাদেয়ঃ ( যিনি শ্রদ্ধার সহিত দান করেন ) বহুদায়ী ( যিনি বহু দান  
করেন ) বহুপাক্যঃ ( ভোজন করাইবার জন্য—যিনি বহু পাক করান )  
আস ( প্রাচীন প্রয়োগ; —বস্তু—ছিলেন ) । সঃ ( তিনি ) হ সর্বতঃ  
( সর্বদিকে ) আবসথান্ ( পান্থশালাসমূহকে ; আ+বস্+অথ উণাদি  
নৃত্ত ৩।১:৬ ) মাপয়াক্ষ্রে ( প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ) সর্বতঃ এব মে  
( আমার অর্থাৎ আমার অল্পকে ) অংস্তুতি ( অদ্ ; ভক্ষণ করিবে ) ইতি ।

২। অথ হ হংসাঃ ( ১।৩ ) নিশায়াম্ ( রাত্রিতে ) অতিপেতুঃ

১। জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন, বহু দান  
করিতেন এবং ( অতিথিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য ) বহু অন্ন পাক  
করাইতেন । ‘সর্বলোকে আমার অন্ন ভোজন করিবে’ এই ( উদ্দেশ্যে )  
তিনি সর্বদিকে পান্থশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন ।

২। এক সময়ে রাত্রিকালে হংসগণ উড়িয়া ঘাইতেছিল । এক হংস  
( অগ্রগামী ) অপর এক হংসকে বলিল :—হো ! হো ! অয়ি !



৩। তম্ হ পরঃ প্রভ্যবাচ কশ্বর এনমেতৎসস্তং সমুধানমিব  
রৈকমাথেতি যো নু কণং সমুধা রৈক ইতি ।

( অতি + পং লিট্ ; = উড়িয়া গেল ; শকরের মতে “পতিত হইল” অর্থাৎ  
জানক্ৰতির দৃষ্টিপথে পতিত হইল ) । তৎ ( সেই সময়ে ) হ এবম্  
( এই প্রকার ) হংসঃ ( এক হংস ) হংসম্ ( অপর হংসকে ) অভ্যবাচ  
( অতি + উবাচ, বদ্ ধাতু ; সম্বোধন করিয়া বলিল ) :—

হো ! হো ! অমি ! ( সম্বোধনসূচক অব্যয় ) ভল্লাক ! ভল্লাক !  
জানক্ৰতে: পৌত্রাঙ্গপ্ত ( জানক্ৰতি পৌত্রাঙ্গপের ) সমম্ দিবা ( দ্যুলোকের  
স্তায়, আকাশের স্তায়, বা দিবসের স্তায় ) জ্যোতি: আততম্ ( আ + তন্ ;  
বিস্তৃত হইয়াছে ) ; তৎ ( তাহাকে ) মা ( না ) প্রসাঙ্কী: ( প্র + সঙ্ক  
লুঙ = প্র + অসাঙ্কী: ; মা বোলে ‘অ’ লুপ্ত ; স্পর্শ করিবে ) , তৎ  
( সেই জ্যোতি ) আ ( তোমাকে ) মা প্রধাকী: ( বৈদিক প্রধোগ ; =  
প্রধাকীং = ; প্র + দহ ; = যেন দহ করে ) ।

৩। তম্ উ হ ( তাহাকে ) পরঃ ( অপর জন ) অতি + উবাচ ( উত্তর  
করিল ) :—কশ্বরে ( কশ্ + উ + অরে ; কশ্ = কাহাকে ; অরে  
সম্বোধনে ) এনম্ ( ইহাকে ) এতৎ সস্তম্ ( যিনি এই প্রকার  
তাঁহাকে ; সস্তম্ = সৎ, ২।১ ) সমুধানম্ ইব রৈকম্ ( শকটের  
সহিত বর্তমান রৈকের স্তায় । যুধা = শকট ; যুগ অর্থাৎ ঘোড়াল  
বহন করে এইজন্য অশ্ব ও বলীবর্ধকে যুগ্য বলা হয় ; যাহার  
যুগ্য আছে তাহা যুধা ( যুধন্ শব্দ ) ; যুধার সহিত বর্তমান

ভল্লাক ! ভল্লাক ; জানক্ৰতি পৌত্রাঙ্গপের জ্যোতি আকাশের স্তায়  
বিস্তৃত রহিয়াছে ; ইহা স্পর্শ করিও না ; ইহা যেন তোমাকে দহ  
না করে ।

৩। দ্বিতীয় হংস বলিল—‘এই ব্যক্তি এমন কে যে ইহার বিষয়  
এইরূপ বলিতেছে ? এ যেন শকটবান্ দৈবক !’

৪। যথা কৃত্যবিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যবমেনং সর্বং  
তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি । যন্তুহেদ যৎ স বেদ  
স মনৈতদুস্ত ইতি ।

) আখ ( বলিতেছ ) ইতি । যঃ ( যে রৈক 'তোমা কর্তৃক উক্ত  
হইয়াছেন' ) কু কথম্ ( কি প্রকার ) সমুহা ( শকট সহ বর্তমান ) রৈকঃ  
ইতি ।

৪। যথা ( যেমন ) কৃত্যবিজিতায় ( 'কৃত' নামক 'অর্থ' অর্থাৎ  
পাশা, যে কর করে—তাহার অন্ত ) অধরেয়াঃ ( নিম্ন-অধবিশিষ্ট  
পাশা ) সংযন্তি ( সম্+ই; অধীন হয় ), এবম্ ( এই প্রকার ) এনম্  
( ইহাকে ) সর্বম্ স্তুৎ ( সেই সমুদয় ) অভিসমেতি ( অভি+সম্+  
আ+এতি, ই; এই রৈকের অধীন হয় )—যৎ কিঞ্চ ( যাহা কিছু )  
প্রজাঃ ( লোকসমূহ ) সাধু কুর্বন্তি ( সাধু কর্ম করে ) । যঃ ( যে ব্যক্তি )  
তৎ ( তাহা ) বেদ ( জানে ), যৎ ( বাহা ) সঃ ( রৈক ) বেদ,  
সঃ ( সে ব্যক্তি ) ময়া ( আমি কর্তৃক ) এতৎ ( এই প্রকার ) উক্তঃ  
( উক্ত হইয়াছে ) ইতি ।

প্রথম হংস বিজাগা করিল—'তুমি যে শকটবান্ রৈকের কথা  
বলিতেছ, সে কে ?'

৪। দ্বিতীয় হংস বলিল—'কৃত নামক পাশা কর করিলে যেমন  
নিম্নাঙ্ক পাশাসমূহও তাহার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অধীন হয়, তেমনি এই  
সমস্তই—লোকে যাহা কিছু কার্য্য করে সে সমুদয়ই—সেই রৈকের  
অধীন হয় । রৈক যাহা জানেন, যে ব্যক্তি তাহা জানে, আমি  
সেই ব্যক্তির বিষয়েও এই প্রকার বলি ( অর্থাৎ রৈকের দ্বারা জানী  
ব্যক্তির বিষয়েও আমি এই কথা বলি ) ।'

৫। তত্ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব স হ সঞ্জিহান  
এব কৃত্যরমুবাচাচারে হ সমুধানমিব রৈকমাথেতি যো হু কথং  
সমুখী রৈক ইতি ।

৬। যথা কৃত্যবিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যবমেনং সর্বং  
তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্কন্তি যন্তদেদ যৎ স বেদ  
স ময়ৈতদুক্ত ইতি ।

৫। তৎ (২।১, হংসবয়ের কথোপকথন) উ হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ  
উপশুশ্রাব (উপ+শ্র; শ্রবণ করিয়াছিলেন)। সঃ হ (তিনি)  
সঞ্জিহানঃ (শয্যা বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) এব কৃত্যরম্ (চারবাক্যকে;  
কর্তৃ শব্দ পাঃ ৩।২।১৩৫ বার্তিক) উবাচ (বলিলেন) :—অহ (হে  
বৎস) অরে! হ ‘সমুধানম্ ইব রৈকম্ আখ’ ইতি। যঃ হু কথম্  
স-মুখা রৈকঃ ইতি (৩ টীকা)। সঞ্জিহানঃ বৈদিক প্রয়োগ, ১।১০।৬  
যন্তব্য ভট্টব্য।

৬। যথা কৃত্য-বিজিতায় অধরেয়াঃ সংযন্তি, এবম্ এনম্ সর্বম্ তৎ  
অভিসমৈতি—যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্কন্তি। যঃ তৎ বেদ, যৎ সঃ  
বেদঃ, সঃ ময়া এতৎ উক্তঃ ইতি (৪ টীকা)।

পাঠান্তর—‘অভিসমৈতি’ স্থলে ‘অভিসম্যেতি’।

৫-৬ জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। (প্রাতঃকালে  
শয্যা হইতে) উখিত হইয়া তিনি চারবাক্যকে বলিলেন :—

“ত্বন বৎস। (তুই হংসের মতো কথা হইয়াছিল,—এক হংস  
বলিয়াছিল) ‘তাহার বিষয় এমন ভাবে বলিতেছ সে যেন শকটবান্  
রৈক।’ (অপর হংস বিজ্ঞাপা করিল) ‘তুমি যে শকটবান্ রৈকের  
কথা বলিতেছ, সে কে’? (পূর্বোক্ত হংস তাহার উত্তরে বলিল)  
‘কৃত’ নামক পাশা জর করিলে যেমন নিম্নাঙ্ক পাশাসমূহও তাহার অধীন

৭। স হ ক্ষত্বাশ্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যোয়ায় তং হোবাচ যত্রারে ত্রাক্ষণশ্চাশ্বেষণা তদেনমচ্ছেতি ।

৮। সোহধস্তাচ্ছকটশ্চ পামানং কষমাণয়ুপোপবিবেশ তং হাভ্যবাদ তং সু ভগবঃ সমুখা রৈক ইত্যহং হারা ৩ ইতি হ প্রতিজ্ঞস্তে স হ ক্ষত্বাহবিদমিতি প্রত্যোয়ায় ।

৭। সঃ হ ক্ষত্বা অশ্বিষ্য ( অহু + ইষ্, অহুসদ্ধান করিয়া ) ন নাবিদম্ ( বিদ্ লুঙ্ আশু হইয়াছি ) ইতি ( এই মনে করিয়া ) প্রতি + আ + ইয়ায় ( ফিরিয়া আসিল ) । তম্ হ ( সেই ষারপালকে ) উবাচ ( বলিলেন ) ‘যত্র ( যেখানে ) অরে ত্রাক্ষণশ্চ ( ত্রাক্ষণকে ; কর্ণে বধী ) অশ্বেষণা ( অহুসদ্ধান ‘করিতে হয়’ ), তং ( সেই স্থলে ) এনম্ ( ইহাকে ) অর্চ্ছ ( গমন কর, অশ্বেষণ কর )’ ইতি ।

৮। সঃ অধস্তাৎ ( অধোভাগে ) শকটশ্চ ( শকটের ) পামানম্ ( পামন্ ২।১ ; খোস-পাঁচড়া ) কষমাণম্ ( চুলকাইতেছে এমন

হয়, তেমনি এসমস্তই—লোকে বাহা কিছু সাধু কর্ম করে সে সমুদয়ই—  
রৈকের আয়ত্ত হয় । রৈকের ভায় যে জ্ঞানসম্পন্ন তাহার বিষয়েও এই  
প্রকার বলি ।

৭। ( রৈকের অহুসদ্ধান করিবার জন্য জ্ঞানশ্রুতি তাহাকে আদেশ করিলেন । ) সেই ষারপাল অহুসদ্ধান করিয়া ( ফিরিয়া আসিল ) এবং বলিল—‘আমি তাঁহাকে পাইলাম না’ । জ্ঞানশ্রুতি তাহাকে বলিলেন—‘যে স্থলে ত্রাক্ষণের অশ্বেষণ করিতে হয়, সেই স্থলে ( অর্থাৎ পীরপো বা নির্জন প্রদেশে ) তাঁহাকে অহুসদ্ধান করিবার জন্য গমন কর ।

৮। শকটের অধোভাগে একজন লোক খোস চুলকাইতেছিল । ষারপাল তাহার নিকট উপবেশন করিল । সে তাঁহাকে নিজস্ব

লোককে ) উপ ( সমীপে ) উপবিবেশ ( উপবেশন করিল ) । তন্ হ ( তাহাকে ) অভ্যবাদ ( বলিল )—‘অম্ ( আপনি ) হু ( কি ) ভগবঃ ( প্রাচীন ব্যবহার—ভগবন্! ) সমুখা ( শকটবান্ ) রৈকঃ ? ইতি । ‘অহম্ ( আমি ) হি অরা ৩ ( অরে—সম্বোধনে ) ইতি প্রতিজ্ঞে ( প্রতি+জ+লিট্ ; উত্তর করিল ) । সঃ হ কস্তা ( কত্ ১।১ ; স্বার-পাল ) অবিদম্ ( বিদ্ লুঙ্ ; জানিরাছি ) ইতি প্রতি+আ+ইদায় ( প্রত্যাগমন করিল ) । পাঠান্তর—‘কষমাণম্’ স্থলে ‘কৰ্ষমাণম্’ ।

করিল—“ভগবন্! আপনিই কি শকটবান্ রৈক ?” তিনি উত্তর করিলেন “অরে—এ—এ ? আমিই” । ‘জানিরাছি’ এই মনে করিয়া সেই কস্তা প্রত্যাগত হইল ।

### মন্তব্য

৪।১।১ । “জানজ্জতিঃ পোজ্জাঘণঃ”—ইহার নানা অর্থ হইতে পারে—  
( ক ) জনজ্জতের বংশধর ও প্রপৌত্র । পোজ্জাঘণ = পুত্রের পৌত্র ।  
( খ ) পুজ্জাঘণ-গোত্রীয় জানজ্জতি ; জানজ্জতি = জনজ্জতের পুত্র ; ( গ ) জানজ্জতি = জনজ্জতের পুত্র ( Macdonell ) ।

ইহার বংশধরগণের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ( ১।২৫।১১৫ ), শতপথ ব্রাহ্মণ ( ৫।১।১১৫।১ ), তৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ( ১।৬।৩, ৩।৪০।২ ) ও যৈজ্ঞানশী সংহিতাতে ( ১।৪।৫ ) পাওয়া যায় ।

আস = আস্ + লিট্ । ইহা প্রাচীন প্রয়োগ । রামায়ণ ( ১।১০।১৬ ), কঠোপনিষদ্ ( ১।১ ), ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ( ৬।১।১ ), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ( ১।৪।৩ ; ২।১।১, ১৩ ), শতপথ ব্রাহ্মণ ( ১।১।৪।১৪ ; ১।৬।৩।৪ ) ইত্যাদি গ্রন্থে এইপ্রকার প্রয়োগ পাওয়া যায় ।

৪.১.২। ‘ভদ্রাক’ :—কেহ কেহ বলেন ভদ্রাক = ভদ্রাক = বাহাদিরের দৃষ্টি শুভ ; ভদ্র = শুভ। বিক্রপচ্ছলেও এই শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

‘আখ’—বৈদ্যাকরণগণ বলেন ‘আখ’ ‘ক্র’ ধাতুরই একটা রূপ। নব্য ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেক বলেন প্রাচীনকালে ‘অহ্’ নামক একটা ধাতু ছিল। ‘আখ’ এই ‘অহ্’ ধাতুরই রূপ।

এতৎ সন্তম্ :—সমাস করিলে ‘এতৎসন্তম্’ হইতে পারে। শব্দের যতে এতৎ—এই বাক্য ২।১ আখ ক্রিয়ার বর্ণন। ‘সন্তম্’ = যাহা আ-যুক্ত, ২।১। তিনি এইরূপ অর্থ করেন—“এ একজন নিকট রাজ’, ইহার এমন কি যাহা আ আছে যে ইহাকে বৈদ্যের সহিত তুলনা করিতেছ ? কেই কেহ বলেন ‘সন্তম্’ = সাধু, ২।১, ‘বৈকম্’ এর বিশেষণ।

৪।১।৪। পাঠান্তর—‘অভিসমৈতি’ স্থলে ‘অভিসমেতি’ = অভি + সম্ + এতি। যোক্ষমূল্যর বলেন “অধরেহাঃ” স্থলে ‘অধরেহাঃ’ পাঠ ইওয়া উচিত। অধরেহাঃ = অধরে + অহাঃ।

৪।১।৭। ‘অচ্ছ’ বৈদিক প্রয়োগ ;—অচ্ছ, অ ধাতু হইতে। কিন্তু অচ্ছ = অ + অচ্ছ এরূপ বলিলে আর বৈদিক প্রয়োগ বলিতে হয় না।

৪।১.৮। ‘অহা’ শব্দের শেষ স্বর, প্লুত ; এই অক্ষ ইহার পর ৩ লেখা হইয়াছে। বৈক ‘খোস্’ চুলকাইতেছিলেন, এই প্রকার ঘটনা ঘটিলে লোকে স্বভাবতঃ প্লুতস্বরেই উত্তর দিগা থাকে।

## চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ও রৈকের আখ্যায়িকা (২)

১। তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং  
নিষ্কমশ্রুতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যবাদ ।

২। রৈকেমানি ষট্ শতানি গবাময়ং নিকোহয়মশ্রুতরীরথো-  
হমু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্ম ইতি ।

১। তৎ ( তাহার পর ; বা সেই জন্ত ) উ ত জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ  
ষট্শতানি ( ৬০০ ) গবাম্ ( গোসমূহের ), নিষ্কম্ ( স্বর্ণময় কণ্ঠহার )  
অশ্রুতরীরথম্ ( অশ্রুতরীযুক্ত রথ ) তং ( এই সমুদয় ; বা সেই স্থলে )  
আদায় ( লইয়া ) প্রতিচক্রমে ( প্রতি + ক্রম্ ধাতু ; গমন করিলেন ) ।  
তম্ হ ( তাহাকে ) অভ্যবাদ ( বলিলেন ) :—

২। রৈক ! ইমানি ( এই সমুদয় ) ষট্শতানি গবাম্ ( ৬০০  
গাভী ), অয়ম্ ( এই ) নিকঃ, অশ্রুতরীরথঃ । অমু ( শাধি + )  
মে ( আমাকে ) এতাম্ ( + দেবতাম্ ) ভগবঃ ( প্রাচীনপ্রয়োগ =  
ভগবন্ ) দেবতাম্ ( এতাম্ + ; = এই দেবতাকে ) শাধি ( অমু + ;  
শাস্ লোট্‌হি ; উপদেশ দান করুন ), যাম্ দেবতাম্ ( যে দেবতাকে )  
উপাসাসে ( উপাসনা করেন ) ইতি ।

পাণিনির মতে 'কুদ্রত' বুঝাইলে অশ্রুতরীরথ 'তর' প্রত্যয় হয় (৫।৩।৯১)।

১। তাহার পর জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ৬০০ গাভী, স্বর্ণময় কণ্ঠহার,  
এবং অশ্রুতরীযুক্ত রথ লইয়া সেই স্থলে গমন করিলেন এবং রৈককে  
এইরূপ বলিলেন—

২। 'হে রৈক ! আপনার জন্ত এই ৬০০ গাভী, এই স্বর্ণময়  
কণ্ঠহার, এই অশ্রুতরীযুক্ত রথ (আনীত হইয়াছে) । আপনি যে দেবতার  
উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার বিষয়ে উপদেশ দিন ।



৩। তম্ হ পরঃ প্রভ্যবাচাহ হারে ষা শূত্র তবৈব সহ গোভিরজ্জিতি তদ্বহ পুনরেব জ্ঞানজ্জতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিকমশ্বতরীরথং ছহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ।

৪। তং হাভ্যবাদ রৈকৈদং সহস্রং গবাময়ং নিকোহয়ম-  
শ্বতরীরথ ইয়ং জায়াহয়ং গ্রামো যশ্মিন্মাসুসেহ্বেব মা ভগবঃ  
শাধীতি ।

৩। তম্ ( জ্ঞানজ্জতিকে ) উ হ পরঃ ( অপরজন = বৈক ) প্রতি +  
উবাচ ( উত্তর করিলেন ) :—‘অহ ( অরে ) হার + ইত্বা ( হারসহ পকট ;  
ইত্বা গমনার্থক ‘ই’ ধাতু হইতে = রথ, যাহাতে গমন করা যায় ) শূত্র !  
তব এব ( তোমারই ) সহ গোভিঃ ( গাভীগণ সহ ) অশ্ব ( থাকুক )’  
ইতি । তৎ ( তাহার পর ; কিংবা সেই জন্ত ) উ = হ পুনঃ এব  
( পুনর্বার ) জ্ঞানজ্জতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাম্ ( ১০০০ গাভীকে ),  
নিকম্, অশ্বতরীরথম্, ছহিতরম্ ( ‘নিক’ ছহিতাকে ) তৎ ( সেই স্থানে,  
কিংবা তাহার জন্ত ) আদায় প্রতিচক্রমে । ( ১ ভ্রঃ ) ।

৪। তম্ ( তাঁহাকে, বৈককে ) হ অভি + উবাদ ( বলিলেন ) :—  
‘বৈক ! ইদম্ সহস্রম্ গবাম্, অয়ম্ নিকঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ, ইদম্ ( এই )  
জায়া, অয়ম্ গ্রামঃ, যশ্মিন্ ( যে গ্রামে ) আসুসে ( অসু লটে ; আপনি  
বাস করেন ) । অমু এব মা ভগবঃ শাধি’ ইতি ( ২ ভ্রঃ ) ।

৩। অনন্তর বৈক তাঁহাকে বলিলেন—“হে শূত্র ! এই হার ও রথ  
এবং এই সমুদয় গাভী তোমারই থাকুক” । অনন্তর জ্ঞানজ্জতি পৌত্রায়ণ  
সহস্র গাভী, স্বর্ণময় হার, অশ্বতরীযুক্ত রথ এবং নিক ছহিতাকে লষ্টয়া  
সেইস্থলে উপস্থিত হইলেন ।

৪। জ্ঞানজ্জতি বৈককে বলিলেন, “হে বৈক ! ( আপনাকে )  
সহস্র গাভী, এই স্বর্ণময় হার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই জায়া এবং

৫। তস্মা হ মুখমুপোদগৃহ্নুবাচাজহায়েমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেণ লাপয়িষ্যাথা ইতি তে হৈতে রৈকপর্ণা নাম মহাবৃষেয যত্রান্মা উবাস তস্মৈ হোবাচ ।

৫। তস্মাঃ ( জ্ঞানশ্রুতির দুহিতার ) হ মুখম্ ( ২।১ ) উপ + উৎ + গৃহ্ন ( হস্ত দ্বারা মুখ ধরিয়া ) উবাচ ( বলিলেন ) :—“আজহার ( আ + হ লট = আনিয়াছ ) ইমাঃ ( এই সমুদয় ) শূদ্র ! অনেন এব মুখেণ ( এই ‘কন্যার’ মুখ দ্বারাই ) আলাপয়িষ্যাথাঃ ( আ + লপ্, গিচ্, লট = কথা বলাইবে ) । তে এতে ( সেই এই সমুদয় ) রৈকপর্ণাঃ নাম ( রৈকপর্ণা নামক গ্রামসমূহ ) মহাবৃষেযু ( মহাবৃষ প্রদেশে ) যত্র ( যেখানে ) অস্মৈ ( জ্ঞানশ্রুতির জন্য অর্থাৎ তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য ) উবাস ( বাস করিয়াছিলেন ) । তস্মৈ ( জ্ঞানশ্রুতিকে ) হ উবাচ ( বলিলেন ) ।

আপনি যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রাম ( উপহার দিতেছি ) । আপনি আমাকে শিক্ষা দিন ।

৬। ( হস্ত দ্বারা ) সেই কন্যার মুখ উত্তোলন করিয়া ( বা ধরিয়া ) রৈক বলিলেন :—“হে শূদ্র ! তুমি এই সমুদয় আনিয়াছ ; ( কিন্তু একমাত্র ) এই মুখ দ্বারাই ( অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দ্বারাই ) আমাকে কথা বলাইতেছ ।”

মহাবৃষ প্রদেশে এই যে রৈকপর্ণ গ্রামসমূহ, এই স্থলেই রৈক জ্ঞানশ্রুতিকে উপদেশ দিবার জন্য বাস করিলেন । তিনি তাঁহাকে বলিলেন :—

মন্তব্য

৪।২।৩। ‘দুহিতরম্’—দুহিত = দুহ্ + তৃচ্, যে দুগ্ধ দোহন করে । বাক বলেন, “দুহিতা দুহিতা দুয়ে-হিতা দোহেৰ্বা ৩।১।৩ ; বিবাহের পর দুয়ে প্রেরণ করা হয় কিংবা দুগ্ধ দোহন করে এই অর্থে দুহিতা । পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—(১) যে দুগ্ধ দোহন করে ; অতি প্রাচীনকালে কন্যাগণই দুগ্ধ দোহন করিত, এই জন্য তাহাদিগের নাম দুহিতা । (২) যে মাতার দুগ্ধ পান করে । (৩) যে দুগ্ধ দ্বারা সন্তান পোষণ করে ।

এই উপনিষদে দুই স্থলে (৪।২।৩, ৫) জ্ঞানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । অথচ রৈক ইহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন । ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে 'তবে শূদ্রের ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে' । এই মত খণ্ডন করিবার জন্য দার্শনিকগণ এবং শাস্ত্রকারগণ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । বেদান্ত দর্শনে দুইটি সূত্রে ( ১।৩।৩৪, ৩৫ ; রামানুজভাষ্যে ১।৩।৩৩, ৩৪ ) এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে । প্রথম সূত্রটি এই :—

তু ক্ অশ্র তৎ + অনাদর + শ্রবণাৎ । তদাত্তবণাৎ সূচ্যতে ইতি ।  
তু ক্ = শোক অশ্র = রৈকের ; তৎ + অনাদর + শ্রবণাৎ = তাহার প্রতি অনাদরসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল এই জন্য । তদাত্তবণাৎ = তৎ + আত্মবণাৎ = শোক তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছিল কিংবা জ্ঞানশ্রুতি রৈকের নিকট দ্রুত গমন করিয়াছিলেন । 'তদাত্তবণাৎ' এর পদপাঠ 'তদা + আত্মবণাৎ' ও হইতে পারে । সূচ্যতে = সূচিত কইতেছে ।

বর্ণনকারের মতে শূদ্রশব্দ শুচ্ শব্দ এবং দ্র-ধাতু হইতে নিম্পন্ন । ভাস্কর্যকারগণ বলেন, জ্ঞানশ্রুতি শোকে দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোকে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, কিংবা শোকান্ত হইয়া রৈকের নিকট দ্রুত গমন করিয়াছিলেন, কিংবা শোক তাহাতে দ্রুত প্রবেশ করিয়াছিল, এই জন্য জ্ঞানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । শঙ্করাচার্য বলেন এখানে শূদ্র শব্দের ব্যবহারই গ্রহণ করা উচিত, কতি অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না ।

উপাদিসূত্রে আছে, ‘ভূচঃ দৃশ্যঃ’ ২.১২ ভূচ্ খাতুর উক্তর বক্ প্রত্যয় হইলে ‘উ’কার দীর্ঘ হয় এবং ‘চ’ স্থানে ‘দ’ হয়। এখানেও শূদ্র শব্দ দ্বারা শোক সূচিত হইয়াছে।

৪।২।৪। যোক্ষমূল্যার বলেন উপোৎপন্ন—মুখ ধুলিগা (বহন জানিবার জন্য) ; শব্দের মতে—“অবগত হইয়া” অর্থাৎ “কন্যার মুখকে বিজ্ঞানানের উপযুক্ত দ্বারা ধুলিগা অবগত হইয়া”। বৈক আদর করিয়া কন্যার মুখ ধরিয়াছিলেন ইহাই প্রকৃত অর্থ ধুলিগা মনে হয়।

অনেন এব মুখেন আলাপরিব্যথাঃ = এই কন্যার মুখ দ্বারা এই আমাকে কথা বলাইতেছ। ইহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। (ক) পবাদি লাভ করিয়াও আমি উপদেশ দিতে প্রস্তুত হই নাই ; এখন তুমি কষ্টা প্রদান করিতেছ। এই কষ্টার মুখই আমাকে উপদেশ দেওয়াইয়া লইবে। অর্থাৎ এই কন্যার মুখ দেখিয়াই এই কন্যা লাভ করিয়াই, আমি উপদেশ দিব। কিংবা এ অর্থও হইতে পারে—এই কষ্টার মুখ হইতেই যেন উপদেশ নিঃসৃত হইবে আমি উপলব্ধি মাত্র।

‘অনেন এব মুখেন’ অংশের এ অর্থও হইতে পারে—এই উপায় দ্বারা এই অর্থাৎ কন্যাসম্প্রদান দ্বারা। মুখ = উপায়।

‘মহাবৃষ’ একটি জাতির নাম। ইহার মধ্যে দেশে বাস করিত, সে দেশের নামও মহাবৃষ। অথর্ববেদ, বৌদায়ন প্রোক্ত সূত্র ( ২।৫ ) এবং ঐয়িনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে ( ১০।৪.০।২ ) ইহাদিগের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে ‘ভক্ষা’ নামক একটি ব্যাধি মহাবৃষ জাতির একটি বিশেষ ব্যাধি ( ৫।২২ )। যোক্ষমূল্যার মনে করেন ভক্ষা এক প্রকার চর্মরোগ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ‘পামা’ রোগগ্রস্ত বৈকও ঐ প্রদেশেই বাস করিতেন। ( যোক্ষমূল্যার )।

## চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

রৈক-কথিত সম্বর্গবিদ্যা—বায়ু ও প্রাণের প্রাধান্য

১। বায়ুর্বাৎ সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাণ্যেতি  
'যদা সূর্যোহস্তমেতি বায়ুমেবাণ্যেতি যদা চন্দ্রোহস্তমেতি  
বায়ুমেবাণ্যেতি।

২। যদাপ উচ্ছ্ব্যস্তি বায়ুমেবাণ্যস্তি বায়ুহে বৈতান্  
সর্বান্ সংবৃত্ত ইত্যধিদৈবতম্।

১। বায়ুঃ বাব্ সংবর্গঃ (যাহা গ্রাস করে, বা গ্রহণ করে; সর্বগ্রাস)।  
যদা (যখন) বৈ অগ্নিঃ উৎসায়তি (উৎ+বৈ; নির্কাপিত হয়), বায়ুন্  
এব (২।১) (অপি+ই; লীন হয়); যদা সূর্যঃ অস্তম্ এতি (অস্তমিত  
হয়) বায়ুন্ এব অপি+এতি; যদা চন্দ্রঃ অস্তম্ এতি, বায়ুন্ এব অপি+  
এতি। পাঠান্তর—'উদ্বায়তি' স্থলে 'উদ্বাসয়তি'।

২। যদা আপঃ (জল) উচ্ছ্ব্যস্তি (উৎ+ত্ব; তুচ্ছ হয়) বায়ুন্  
এব অপি যন্তি (অপি+ই; গমন করে); বায়ুঃ হি এব এতান্

৫.

১। "বায়ুহে সর্বগ্রাস (অর্থাৎ সকলকে গ্রাস করে); (কারণ) যখন  
অগ্নি নির্কাপিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন সূর্য  
অস্তমিত হয়, তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়; যখন চন্দ্র অস্তমিত হয়  
তখন (তাহা) বায়ুতেই লীন হয়।

২। যখন জল বিস্তৃত হয়, তখন তাহা বায়ুতেই গমন করে; বায়ু  
এই সমুদয়কে সংহার করে। ইহাই অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিবর্তক  
উপাসনা।

৩। অথাধ্যাত্মং প্রাণো বাব সংবর্গঃ স যদা অপিত্তি  
প্রাণমেব বাগপ্যতি প্রাণঃ চক্ষুঃ প্রাণঃ শ্রোত্রং প্রাণঃ মনঃ  
প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান সংবৃঙ্ক্ত ইতি।

৪। তৌ বা এতৌ হৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ  
প্রাণেযু।

সর্বান্ (এই সমুদয়কে) সংবৃঙ্ক্তে (সম্+বৃজ্ কিংবা বৃজ্;  
সংবরণ করে, বিনাশ করে), ইতি অধিষ্টোনতম্ (দেবতা বিষয়ক  
উপাসনা)।

৩। অথ অধ্যাত্মম্ (দেহসংক্রান্ত উপাসনা) :—প্রাণঃ বাব সংবর্গঃ  
(১মঃ)। সঃ (সে অর্থাৎ পুরুষ) যদা অপিত্তি (অপ্+; নিদ্রিত হয়)  
প্রাণম্ (২।১) বাক্ অপি+এতি; প্রাণম্ চক্ষুঃ, প্রাণম্ শ্রোত্রম্;  
প্রাণম্ মনঃ। প্রাণঃ হি এব এতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্তে ইতি  
(১,২টীঃ)।

৪। তৌ (১।১, সেই) বৈ এতৌ (১।২ এই) হৌ (দুই) সংবর্গৌ  
(দুই সংবর্গ ১ যজ্ঞ জঃ) :—বায়ুঃ এব দেবেষু (দেবগণের মধ্যে); প্রাণঃ  
প্রাণেযু (প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে)।

৩। অনন্তর অধ্যাত্ম (অর্থাৎ দেহবিষয়ক) উপাসনা :—প্রাণই  
সর্বগ্রাস; (কারণ) যখন পুরুষ নিদ্রিত হয় তখন বাক্ প্রাণে  
ক্রবেশ করে, চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে এবং মন প্রাণে (ক্রবেশ  
করে)। প্রাণই এই সমুদয়কে বিনাশ করে।

৪। এই দুইই সর্বগ্রাস—দেবগণের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়-  
সমূহের মধ্যে প্রাণ।

৫। অথ হ শৌনকঃ চ কাপেয়মভিপ্রতারণং চ কাক্সসেনিং পরিবিধ্যমাণো ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ ।

৬। স হোবাচ মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্ত গোপান্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যা অভিপ্রতারণিন্ বহধা বসন্তং যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ।

৫। অথ হ শৌনকম্ চ কাপেয়ম্ ( কপি-গোত্রোৎপন্ন শৌনককে ), অভিপ্রতারণম্ চ কাক্সসেনিম্ ( কাক্সসেনের পুত্র অভিপ্রতারণীকে ) পরিবিধ্যমানো ( যে দুইজনকে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল, সেই দুইজনকে ) ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে ( ভিক্ষা ; ভিক্ষা চাহিল ) । তস্মৈ ( তাহাকে ) উ হ ন দদতুঃ ( ভিক্ষা দিল ) ।

৬। সঃ হ উবাচ—“মহাত্মনঃ চতুরঃ ( চারিজন মহাত্মাকে ) দেবঃ একঃ কঃ ( কে ) সঃ জগার ( গৃহ ; গ্রাস করিয়াছে ) ? ভুবনস্ত ( ভুবনের ) গোপাঃ ( বক্ষক ) ? তম্ ( তাহাকে ) কাপেয় ! ন অভিপশ্যন্তি ( দেখিতে পায় না ) মর্ত্যাঃ ( মরণশীল মানবগণ ) অভিপ্রতারণিন্ । বহধা ( বহুরূপে ) বসন্তম্ ( বসন্ত+শত্, ২১১ ; বসন্তমান ) । যস্মৈ ( বাহার জন্ত ) বৈ এতৎ অন্নম্ ( এই অন্ন ) তস্মৈ ( তাহাকে ) এতৎ ন দত্তম্ ( ইহা দিলে না ) ইতি ।

৫। অনন্তর কপিপুত্র শৌনক এবং কাক্সসেনের পুত্র অভিপ্রতারণী— ( এই দুইজন ) কে অন্ন পরিবেশন করা হইতেছিল । এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল । তাহার তালিক ভিক্ষা প্রদান করিল না ।

৬। সেই ব্রহ্মচারী বলিল ‘এক দেবতা চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন ; তিনি কে ? কে ভুবনের বক্ষক ? হে কাপেয় ! হে



৭। তচ্ছ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমহানঃ প্রত্যোয়ায়াত্মা  
দেবানাং জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোহনসূরির্দ্ব্যহাস্ত-  
মস্ত মহিমানমাহরনস্তমানো বদনন্নমস্তীতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিয়ে-  
দমুপাশ্মহে দত্তানৈশ্চ তিক্কামিতি ।

৭। তৎ ( সেই বাক্যকে ) উ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমহানঃ  
( প্রতি + যন্ + শানচ্ = মনে মনে আলোচনা করিয়া ) প্রত্যোয়ায়  
( প্রতি + আ + ইয়ায়, ই ধাতু ; তাহার নিকট গমন করিল ) । আত্মা  
দেবানাম্ ( দেবগণের ) জনিতা ( বৈদিকপ্ররোগ = জনস্রিষ্টা ) প্রজানাম্  
( স্বাবর ও অজ্ঞদের ; যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই প্রজা, প্র + জন্ ) হিরণ্য  
দংষ্ট্রো ( স্বর্ণবস্তুর দস্ত বিশিষ্ট ) বভসঃ ( ভক্ষক ; ভৃন্ ধাতু = ভক্ষণ করা )  
অন সূরিঃ ( সূরি = মেধাবী ; অসূরি = যে মেধাবী নহে ; অনসূরি = যে  
অসূরি নহে = মেধাবী ), মহাস্তম্ ( মহান্ এইরূপ ২।১ ) অস্ত ( ইহার )  
মহিমানম্ ( মহিমাকে ) আহঃ ( বলিয়া থাকে ), অনস্তমানঃ ( ন অস্ত-  
মানঃ = যাহা অপর কর্তৃক ভক্ষিত হয় না ; অনস্তমানঃ ‘অদ্’ ধাতু হইতে )  
বৎ ( যাহা ) অনন্নম্ ( অন্ন নয় এমন বস্তুকেও ) অস্তি ( ভক্ষণ করেন )

অস্তিপ্রত্যারিন্ ! মর্ত্যগণ বহুরূপে বর্তমান সেই দেবতাকে দেখিতে পার  
না । যাহার জন্ম এই অন্ন, তাঁহাকেই সেই অন্ন দিলে না ।

৭। শৌনক কাপেয় এই বাক্য আলোচনা করিয়া সেই ব্রহ্মচারীর  
নিকট গমন করিলেন ( এবং বলিলেন ) :—“যিনি দেবগণের আত্মা,  
প্রজাগণের জনস্রিষ্টা, হিরণ্যদস্ত, ভক্ষণশীল এবং মেধাবী ; অপরে যাহাকে  
ভক্ষণ করিতে পারে না, অনন্নকেও (অর্থাৎ যাহা অন্ন নয় এমন বস্তুকেও)  
যিনি ভক্ষণ করেন, ( জানিগণ ) তাঁহার মহিমাকে মহান্ বলিয়া বর্ণনা  
করিয়াছেন । হে ব্রহ্মচারিন্ ! আমরা তাঁহারই উপাসনা করি ।”  
( তাহার পর তিনি বলিলেন ) ইতাকে তিক্কা দাও ।

৮। তস্মা উ হ দদ্রুস্তে বা এতে পঞ্চাশ্চে পঞ্চাশ্চে দশ  
সন্তুস্তংকৃতং তস্মাৎ সৰ্বানু দিক্শুম্বেব দশ কৃতং সৈষা বিরাড়ানাদী  
তয়েদং সৰ্বং দৃষ্টং সৰ্বমস্তেদং দৃষ্টং ভবত্যানাদো ভবতি য এবং  
বেদ য এবং বেদ ।

৫

ইতি বৈ বয়ম্ (আমরা) ব্রহ্মচারিন্ ! আ (+উপাস্মহে) ইদম্  
(ইহাকে) উপাস্মহে (আ+; উপাসনা করি)। দত্ত (দান কর)  
অস্মৈ (ইহাকে অর্থাৎ এই ব্রহ্মচারীকে) তিকাম্ ইতি ।

৮। তস্মৈ (সেই ব্রহ্মচারীকে) উ হ দদ্রুঃ (ভিক্ষা দিল)। তে  
বৈ এতে (সেই এট সমুদয়) পঞ্চ অস্তে (অন্ত পাঁচজন; বায়ু এবং  
তাহার চারি অঙ্গ অর্থাৎ অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও জল), পঞ্চ অস্তে  
(অপর পাঁচজন; প্রাণ ও তাহার চারিটি খাদ্য অর্থাৎ বাক, চক্ষু, শ্রোত্র  
ও মন) দশ সন্তুঃ (দশ জন হইয়া) তৎ (তাহা) কৃতম্। তস্মাৎ  
(সেইজন) সৰ্বানু দিক্শু (সমুদয় দিকে) অয়ম্ এব দশ কৃতম্। সা  
এষা (সেই এই—দশ) বিরাট অনাদী (অন্নভোক্ত্রী)। তয়া (সেই  
বিরাট দ্বারা) ইদম্ সৰ্বম্ (এই সমুদয়) দৃষ্টম্। সৰ্বম্ অস্ত (ইহার)  
ইদম্ (এই) দৃষ্টম্ ভবতি (হয়), অনাদঃ (অন্নভোক্ত্রী) ভবতি, যঃ  
(যে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ এবম্ বেদ (দ্বিকৃষ্ণ  
সমাধিসূচক)।

৮। (তখন) তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া হইল। সেই প্রথম পাঁচ (বায়ু  
ও তাহার চারিটি খাদ্য) এবং দ্বিতীয় পাঁচ (প্রাণ ও তাহার চারিটি  
খাদ্য) মিলিত হইয়া দশ হইলে 'কৃত' হয়। এই অল্প সৰ্বদিক্ কৃত  
ও (তাহার) অন্নের সংখ্যা দশ। ইহাই বিরাট ও অন্নভোক্ত্রী। ইহা  
দ্বারা এই সমুদয় দৃষ্ট হয়। যিনি এই প্রকার জানেন তিনি সৰ্বদিকে  
এই সমুদয় দেখিতে পান এবং তিনি অনাদ হন।

মন্তব্য

৪।৩।৫। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১০।৫।৭ ; ১৪।১।১২, ১৫) এবং জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে ( ১।৫২।১ ; ৩।১।২১, ইত্যাদি ) অভিশ্রুতারী কাক-  
সেনির উল্লেখ আছে। ইনি একজন কুকবংশোদ্ভব রাজপুত্র ছিলেন।

৪।৩।৬। বায়ু এই চারিজনকে গ্রাস করেন :—অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল।  
প্রাণ গ্রাস করেন এই চারিজনকে :—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, ও মন। এই  
বায়ু এবং প্রাণ একই দেবতা ; এইজন্যই বলা হইয়াছে, একই দেবতা  
চারিজনকে গ্রাস করেন।

শব্বরের মতে 'কঃ' অর্থ 'কে' নহে। তিনি বলেন এখানে 'ক'  
নামক দেবতার অর্থাৎ প্রজাপতির কথা বলা হইয়াছে।

৪।৩।৮। কৃত পাশায় ৪টি অক, ত্রেতায়া ৩টি, দ্বাপরে ২টি এবং  
কলিতে ১টি। কৃত অপর তিনটিকে অন্ন করিয়া থাকে এবং ভক্ষণ  
করিয়া থাকে অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে। এখানে ভক্ষক ও ভুক্তের  
সংখ্যা দশ ;  $৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০$ , সুতরাং কৃতই দশ।

বায়ুর খাদ্য ৪টি, প্রাণের খাদ্য ৪টি। এখানেও ভক্ষক ও  
ভুক্তের সংখ্যা দশ।

‘সর্কান্ন দিক্ষু অন্নম্ এব দশকৃতম্’—এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ  
হইতে পারে—(ক) কৃত ও অন্ন মোট দশ, (খ) অন্নই কৃত-সংস্কৃত  
দশ,—(গ) সর্কাদিকে অন্নের সংখ্যা দশ, সুতরাং অন্নই কৃত।

## চতুর্থীধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

সত্যকাম জ্বালোর আখ্যায়িকা ।

১। সত্যকামো হ জ্বালো জ্বালাং মাতরমামজ্ঞয়াঞ্চক্রে  
ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্তামি কিং গোত্রোহহমস্মীতি ।

২। সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বদ তাত যদেগোত্রস্তমসি  
বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে দামলভে সাহমেতন্ন বেদ  
যদেগোত্রস্তমসি জ্বালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম হমসি  
স সত্যকাম এব জ্বালো ক্রবীথা ইতি ।

১। সত্যকামঃ হ জ্বালঃ জ্বালাম্ মাতরম্ ( মাতা জ্বালাকে )  
আমজ্ঞয়াঞ্চক্রে ( আহ্বান করিয়া বলিল ) :—‘ব্রহ্মচর্য্যম্ ( ২।১ ) ভবতি  
( হে পূজনীয়ে ; ভবৎ শব্দের জ্বীলিত্বে ভবতী, সম্বোধনে ‘ভবতি’ )  
বিবৎস্তামি ( বি+বস্, লট ; বাস করিব ) । কিংগোত্রঃ ( কোন্  
গোত্রের ) তু অহম্ ( আমি ) অস্মি’ ( হই ) ? ইতি ।

২। সা ( সে অর্থাৎ জ্বালা ) হ এনম্ ( ইহাকে ) উবাচ ( বলিল )  
—“ন ( না ) অহম্ ( আমি ) এতৎ ( ইহা ) বেদ ( জানি ) তাত ( হে  
পুত্র ) যৎ-গোত্রঃ ( যে গোত্রের অন্তর্গত ) ত্বম্ ( তুমি ) অসি ( হও ) ।  
বহু ( + চরন্তী ) অহম্ চরন্তী ( বহু + ; বহু বিচরণ করিয়া ; কিংবা  
বহু লোকের সেবা করিয়া ) পরিচারিণী ( অপরের পরিচর্যা করিবার

১। সত্যকাম জ্বাল মাতা জ্বালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—  
“হে পূজনীয়ে ! আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে শ্রীম করিব ।  
আমার কি গোত্র ?”

২। জ্বালা তাহাকে বলিল, “হে তাত ! তোমার কোন্ গোত্র  
তাহা আমি জানি না । যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া পরিচারিণী

৩। স হ হারিক্রমতঃ গৌতমমেভ্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি  
বৎস্যাপ্যেয়াং ভগবন্তুমিতি ।

৪। তং হোবাচ কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি । স হোবাচ  
নাইমেতদ্বেদ ভো। যদেগাত্রোহহমস্মাপৃচ্ছঃ মাতরং সা মা  
প্রত্যব্রবীদ্ বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে স্বামলভে  
সাহমেতন্ন বেদ যদেগাত্রত্বমসি জ্বালা। তু নামাহমস্মি সত্যকামো  
নাম ক্বমসীতি সোহহং সত্যকামো জ্বালোহস্মি ভো ইতি ।

অর্থস্বায় ) যৌবনে স্বাম্ ( তোমাকে ) অলভে ( লাভ করিয়াছি ) ।  
স' অহম্ ( সেট আমি ) এতৎ ন বেদ '৪২-গোত্রঃ স্বম্ অসি' ; জ্বালা  
তু নাম অহম্ অস্মি ; সত্যকামঃ নাম ক্বম্ অসি ; সঃ ( সেই তুমি ) সত্য  
কামঃ এব জ্বালঃ ক্রবীথাঃ ( বলিও ) ইতি ।

৩। সঃ হ হারিক্রমতম্ গৌতমম্ ( হরিক্রমানের পুত্র গৌতমের  
নিকটে, ২।১ ) এত্যা ( আ+ইত্য, ইধাতু ; গমন করিয়া ) উবাচ  
( বলিল ) :—ব্রহ্মচর্য্যম্ ( ২।১ ) ভগবতি ( ৭।১, ভগবানের নিকটে,  
আপনার নিকটে ) বৎস্যামি ( বাস করিব ), উপেয়াম্ ( উপ+ই বিধি ;  
শিষ্যরূপে আসিয়াছি ) ভগবন্তম্ ( ২।১, ভগবানের নিকটে ) ইতি ।

৪। তম্ হ উবাচ—“কিং-গোত্রঃ নু সোম্য ! অসি ( ৪৩ ) ?”

অর্থস্বায় (কিংবা যৌবনে পরিচারিণীরূপে বহুলোকের পরিচর্যা করিয়া)  
তোমাকে লাভ করিয়াছি। আমি জানিনা তোমার কোন্ গোত্র।  
আমি জ্বালা, তুমি সত্যকাম ; সুতরাং বলিও “আমিসত্যকাম জ্বাল” ।”

৩। সত্যকাম হারিক্রমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিল—  
“আপনার নিকট আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিব ; এই ব্রহ্ম  
আপনার নিকট আসিয়াছি ।”

৪। গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে সোম্য ! তুমি কোন্

৫। তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং  
সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানাম  
বলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যামুসংব্রজেতি  
ত। অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেনাবর্তেয়েতি স হ বর্ষগণং  
প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ ।

ইতি। সঃ হ উবাচ—“ন অহম্ এতৎ বেদ ভোঃ যৎ-গোত্রঃ অহম্  
অস্মি। অপুচ্ছম্ ( জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ) মাতরম্ ( মাতাকে ) ।  
স। ( তিনি ) মা ( আমাকে ) প্রতি + অত্রবীৎ ( প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন )  
‘বহু অহম্ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্ অলভে, স। অহম্ এতদ্ ন  
বেদ যৎ-গোত্রঃ ত্বম্ অসি; জবালা তু নাম অহম্ অস্মি; সত্যকামঃ  
নাম ত্বম্ অসি’ ইতি। সঃ অহম্ সত্যকামঃ জাবালঃ অস্মি ভোঃ” ইতি।  
( ২য় যঃ ভ্রঃ )। পাঠান্তর - (১) ‘সোম্য’ হলে সোম্য; (২) ‘মা’ হলে  
‘মাম্’।

৬। তম্ ( তাহাকে ) হ উবাচ ( বলিলেন )—ন ( না ) এতৎ  
( ইহা ) অব্রাহ্মণঃ বিবক্তুম্ ( বিশেষরূপে বলিতে ) অর্হতি ( সমর্থ  
হয় )। সমিধম্; সোম্য! আহর ( আহরণ কর )। উপত্বা নেষ্যে

গোত্রীয় ?” সত্যকাম বলিল, “হে ( ভগবন্ )! আমি কোন্ গোত্রীয়  
তাহা আমি জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি  
প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—‘আমি যৌবনে বহু বিচরণ করিয়া  
পরিচারিণী অবস্থায় ( কিংবা আমি যৌবনে পরিচারিণীরূপে  
বহু পরিচর্যা করিয়া ) তোমাকে লাভ করিছি। এই অবস্থায় আমি  
জানি না তুমি কোন্ গোত্রীয়। আমি জবালা, তুমি সত্যকাম;  
সুতরাং ( বলিও ) ‘হে ( ভগবন্ )! আমি সত্যকাম জাবাল’।”

৭। পৌত্তম্য সত্যকামকে বলিলেন “অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার



(—ত্বা উপনেষ্যে—তোমাকে উপনীত করাইব । নেষ্যে—নী ভবিষ্যৎকাল ) । ন সত্য্যৎ ( সত্য্য হইতে ) অগাঃ ( হৈ সূড়্ ; বিচলিত হও নাই ) ইতি । ত্বম্ ( তাহাকে ) উপনীষ ( উপনীত করিয়া, উপনয়ন সম্পন্ন করিয়া ) কুশানাম্ অবলানাম্ ( কুশ ও দুর্কলদিগের ) চতুঃশতাঃ ( বৈদিক প্রয়োগ ; = চতুঃশতম্ = ৪০০ ) গাঃ ( গো-সমূহকে ) নিরাকৃত্য ( পৃথক করিয়া ) উবাচ—“ইমাঃ ( এই সমুদয়কে ) সোম্য ! অহুসংব্রজ ( অহুগমন কর )” ইতি । তাঃ ( সেই সমুদয়কে ) অভিপ্রস্থাপয়ন ( লইয়া যাইবার সময় ) উবাচ—“ন অসহস্রৈশ ( সহস্রসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ) আবর্তেষ ( আ+বৃত্ ; কিরিয়া আসিব )” ইতি । সঃ হ বর্ষগণম্ ( বহুবর্ষ ) প্র+উবাস ( প্রবাস করিয়াছিল ) । তাঃ ( তাহার ) বদা ( বধন ) সহস্রম্ ( সহস্রসংখ্যা ) সংপেদুঃ ( সম্+পদ্ লিট ; পূর্ণ হইয়াছিল ) ।

বলিতে সমর্থ হয় না । তুমি সমিধ্ কাষ্ঠ লইয়া আইস । আমি তোমাকে উপনীত করিব ( অর্থাৎ তোমার উপনয়ন হইবে ) ; তুমি সত্য্য হইতে বিচলিত হও নাই ।” তাহার উপনয়ন হইবার পর তিনি ৪০০ দুর্কল ও কুশ গো বাহির করিয়া বলিলেন—“হে সোম্য ! এই সমুদয়ের অহুগমন কর ।” তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিবার সময় সত্য্যকাম বলিল—“সহস্র সংখ্যা পূর্ণ না হইলে আমি কিরিব না ।” এইরূপে সে বহুবর্ষ প্রবাস করিল, তাহাদের সংখ্যা বধন সহস্র হইল ।

### মন্তব্য

৪।৪।২,৩ । অবলা সত্য্যকামের জননী ; অথচ তিনি জানেন না— তাহার জনকের নামগোত্রাদি কি । ইহার অর্থ কি ? শব্দর প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন—সম্রাটাবে ও লক্ষ্যবশতঃ অবলা স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন নাই ; এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে লক্ষ্য ও দুঃখবশতঃ এ বিষয়ে অপর কাহাকেও শিখাগা করেন নাই । কিন্তু এ প্রকার



ব্যাখ্যা নিতান্তই অসঙ্গত। জবালার ঘোবনাবহাৰ সত্যকামের জন্ম হয়। বর্তমান ঘটনার সময়ে জবাল এই ঘোবনাবহাকে অতীত কাল বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হয় এই সময়ে জবালার প্রৌঢ়াবস্থা। প্রৌঢ় বয়সেও একজন নারী তাহার স্বামীর নাম গোত্রাদি জানে না ইহা অসম্ভব কল্পনা। বিবাহের পূর্বে হইতেই ত্রীলোক স্বামীর নামাদি শুনিতে আরম্ভ করে। তাহার পরে পিতৃকুল, মাতৃকুল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দাস-দাসী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী অতিথি অহ্যাগত সকলেই নানা ঘটনার ইহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে; বিনা চেষ্টায় স্বামীর নাম কণে প্রবিষ্ট হয়। তবে জবাল প্রৌঢ়বয়সেও সত্যকামের পিতার নাম জানিতেন না কেন? আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ইহার কারণ কি?

পাণিনির মতে গোত্র অর্থ পৌত্র বা অন্ত কোন অধস্তন অপত্য (৪.১.১৬২)। উপনিষৎ পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই যুগে সাধারণতঃ প্রত্যেক নামেরই দুইটি অঙ্গ ছিল। যেমন উদ্ধালক আকর্ণি, প্রাচীন-শাল উপমন্তব ইত্যাদি। ‘আকর্ণি’ অর্থ ‘অকর্ণের পুত্র’; ‘উপমন্তব’ অর্থ ‘উপমন্তুর পুত্র’। অনেক স্থলে পিতার নাম জানিলে প্রপিতামহ এবং তাহা অপেক্ষাও উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের নাম জানা যাইত। যেমন যেতকেতু আকর্ণেয় (আকর্ণেয় = অকর্ণের পৌত্র) ইত্যাদি। সুতরাং পিতার নাম জানিলেই অস্বতঃ পিতামহের নামও জানা যায় অর্থাৎ পিতার নামের সঙ্গে সঙ্গেই গোত্রের পরিচয় হয়।

জবাল সত্যকামের গোত্রাদি জানিতেন না—ইহার অর্থ তিনি সন্তানের জনকের নামও জানিতেন না। কেন জানিতেন না। তাহার উত্তর ৪।৪।২ মন্ত্রে তিনি নিজেই দিয়াছেন।

উক্তমন্ত্রের দুইটি অর্থ হইতে পারে :—(১) “ঘোবনে বহুস্থলে বিচরণ করিয়া (বহু-চরন্তী) পরিচারিকী অবস্থায় তেজাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানি না তোমার কোন্ গোত্র”।

(২) ঘোবনে পরিচারিকীরূপে বহুলোকের পরিচয় করিয়া (বহু-চরন্তী) তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। (সুতরাং) জানি না তোমার কোন্ গোত্র।

যে অর্ঘ্যই গ্রহণ করা বাউক না কেন—সিদ্ধান্ত এই :—

এক স্থলে বাস করিয়াই হউক, বা বহুস্থলে বিচরণ করিয়াই হউক, জ্বালা ঘোবনকালে বলিতাক্রমে বহু পুরুষের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কে সত্যকামের অনেক ইহা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। এইজন্যই জ্বালা সত্যকামের গোত্রাদি বলিতে পারেন নাই।

হারিজয়ত গোতমও ইহাষ্ট বুঝিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি বলিবেন কেন—“অব্রাহ্মণ কখনও এ প্রকার বলিতে পারে না। ..... তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।”

সত্যকাম এমন কি বলিয়াছিলেন যাহা অব্রাহ্মণ, বলিতে পারে না। ইহা নিশ্চয়ই কোন কলঙ্কের কথা এবং এ কলঙ্ক মাতৃ-কলঙ্ক। গোতম যখন দেখিলেন যে সত্যকাম সত্যের অহুরোধে সরলভাবে মাতৃ-কলঙ্কের কথাও প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে অব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ এ প্রকার সরল ও সত্যবাদী হইতে পারে না। এইরূপে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন যে, সত্যকাম অব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য কিনা তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

৪।৪।৫। অগ্নাঃ—ই লুঙ, ২।১ ; ‘ই’স্থলে ‘গা’ আদেশ। কেহ কেহ বলেন প্রাচীনকালে পতিশূচক ‘গা’ ধাতুর প্রচলন ছিল। সেই ধাতু হইতেই ‘অগ্নাঃ’ হইয়াছে।

‘চতুঃশতাঃ’—দ্বীং বিতীয়ার বহুবচন। শত সহস্রাদি শব্দের প্রচলিত প্রয়োগ ক্লীং একবচন—যেমন রামকথনে চতুঃশতম্ দৈত্যান্ ( ৭।২৩।১৯ )। কিন্তু অন্য প্রকার প্রয়োগও আছে যেমন—শতং শতাঃ ( বনপর্ব ১৭২।২ মাঃ সংস্করণ ) সপ্তশতাঃ ( আদিঃ ৩।৬১ ), ত্রিশতাঃ ( আঃ ৩।৬০ ) ইত্যাদি। প্রাচীন সাহিত্যে উভয় প্রকার প্রয়োগই দেখা যায়।

## চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুর্কল প্রথমপাদ—‘প্রকাশবান্’

১। অথ হৈনমৃষতোহভ্যুবাদ সত্যকাম ও ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং শ্বঃ প্রাপয় ন আচার্য্যকুলম্ ।

২। ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবানীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাচী দিক্‌শা প্রতীচী দিক্‌শা দক্ষিণা দিক্‌শো দীচী দিক্‌শৈষ বৈ সোম্য চতুর্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-  
বান্মাম ।

১। অথ হ এনম্ ( ইহাকে ) ঋষভঃ ( এক বৃষ ) অভি + উবাদ ( বলিল ) :—সত্যকাম ও ( হে সত্যকাম ! ও সত্যবরের চিত্র )’ ইতি । ভগবঃ ( প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্ ! ) ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ( প্রত্যুত্তর করিল ) । প্রাপ্তাঃ ( প্রাপ্ত ) সোম্য ! সহস্রম্ শ্বঃ ( অসু খাতু ; হইয়াছি ) । প্রাপয় ( প্র + আপ্ পিচ ; লইয়া যাও ) নঃ ( আমাদিগকে ) আচার্য্যকুলম্ ( আচার্য্যগৃহে ) ।

২। ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মের ) চ তে ( তোমাকে ) পাদম্ ( এক পাদকে অর্থাৎ

১। তখন একটা বৃষ তাহাকে বলিল :—‘হে সত্যকাম!’ সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিল—‘হে ভগবন্!’ ( বৃষ বলিল )—‘হে সোম্য ! আমরা সহস্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ; আমাদিগকে আচার্য্য কুলে লইয়া চল ।

২। তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি’ । সত্যকাম বলিলেন

৩। স য এতমেবং বিদ্বাংশচতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-  
বানিত্যপাস্তে প্রকাশবানস্মিল্লোকে ভবতি প্রকাশবতো হ  
লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশচতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশ-  
বানিত্যপাস্তে।

চতুর্থাংশকে ) ব্রবাণি ( বলি ) ইতি । ব্রবীতু ( বলুন ) মে ( আমাকে )  
ভগবান্ ( :১১ ) ইতি । তস্মৈ ( তাহাকে ) হ উবাচ ( বলিল ) :—  
প্রাচী দিক্ ( পূর্বদিক ) কলা ( এককলা অর্থাৎ ১৬ ) ; প্রতীচী  
( পশ্চিম ) দিক্ কলা ; দক্ষিণা দিক্ কলা ; উদীচী ( উত্তর ) দিক্  
( কলা ) । এষঃ বৈ ( ইহাই ) সোম্য! চতুষ্কলং পাদং ( চারিকলা  
বিশিষ্ট এককলা ) ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম ।

৩। সঃ যঃ ( ২।১১।২ মন্তব্য ) এতন্ম্ ( ইহাকে ) এবন্ম্ ( এই  
প্রকার ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) চতুষ্কলম্ পাদম্ ( ২।১ ) ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মের )  
প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে ( উপাসনা করে ), প্রকাশবান্ ( প্রখ্যাত,  
প্রতিষ্ঠাবান্ ) অস্মিন্ লোকে ( এই লোকে ) ভবতি ( হন ),  
প্রকাশবতঃ হ লোকান্ ( উজ্জল লোকসমূহকে ) জয়তি ( জয় করেন )  
যঃ এতন্ম্ এবন্ম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে  
( বিক্রান্তি সমাপ্তিসূচক ) ।

‘হে ভগবন্ ! আমাকে বলুন’ । ব্রহ্ম তাহাকে বলিল—“পূর্বদিক ব্রহ্মের  
এক কলা ; পশ্চিমদিক এক কলা, দক্ষিণদিক এক কলা এবং উত্তর  
দিক এক কলা । হে সোম্য! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ ।

৩। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে  
‘প্রকাশবান্’ রূপে উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে প্রতিষ্ঠাবান্ হন ;  
এবং ( মৃত্যুর পর ) উজ্জল লোকসমূহ জয় করেন ।

## চতুর্থাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

ব্রহ্মের চতুর্দল দ্বিতীয় পাদ—‘অনন্তবান্’

১। অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শোভতে গা অভি-  
প্রস্থাপয়াক্কার তা যত্রাভিসায়ং বভুবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা  
উপক্ৰধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রোড়পোপবিবেশ ।

১। অগ্নিঃ তেজ (তোমাকে) পাদম্ (২।১) বক্তা (বচনুট; বলিবে ;  
কিংবা বক্তৃ শব্দের ১।১) ইতি । সঃ ( সে ) হ যঃ ভূতে ( পরদিনে ) গাঃ  
( গো-সমূহকে ) অভিপ্রস্থাপয়াক্কার ( প্রস্থান করাইল ) । তাঃ  
( সেই গো-সমূহ ) যত্র ( যেখানে ) অভিসায়ম্ বভুবুঃ ( সায়ংকাল প্রাপ্ত  
হইল ; সায়ংকালে একত্র হইল ) । তত্র ( সেই স্থানে ) অগ্নিম্ উপ-  
সমাধায় ( উপ + সম্ + আ + ধা ; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ) গাঃ উপক্ৰধ্য  
( অবরোধ করিয়া ) সমিধম্ আধায় ( আহরণ করিয়া ) পশ্চাৎ অগ্নেঃ  
( অগ্নির পশ্চাৎভাগে ) প্রোড়্ ( পূর্বমুখ হইয়া ) উপ + উপবিবেশ  
( ‘গো ও অগ্নির’ সমীপে উপবেশন করিল ) ।

১। ( বুঝ আরও বলিল ) ‘অগ্নি তোমাকে একপাদ বলিবে ।’  
পরদিন সন্ধ্যাকাল গো-সমূহ লইয়া ( গুরুগৃহাতিমুখে ) প্রস্থান করিল ।  
গো-সমূহ যে স্থলে সায়ংকালে একত্র হইল, সেই স্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত  
করিয়া, গো-সমূহকে আবদ্ধ করিয়া, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির  
পশ্চাৎভাগে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিল ।

২। তমগ্নিরভ্যবাব সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ  
প্রতিশ্রুতাব ।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রহ্মণীতি ব্রবীতু মে  
ভগবান্নিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলান্তরিক্কঃ কলা দ্যৌঃ  
কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোহনন্ত-  
বান্নাম ।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংস্ততুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্ত-

২। তম্ ( তাহাকে ) অগ্নিঃ অতি + উবাদ ( বলিল )—সত্য কাম  
৩ ইতি । ভগবঃ ইতি হ প্রতিশ্রুতাবঃ ( ৪।৫।১ টী। ) ।

৩। ‘ব্রহ্মণঃ ( সোম্য ! ) তে পাদম্ ব্রহ্মণীতি । ‘ব্রবীতু মে  
ভগবান্’ ইতি । তস্মৈ হ উবাচ—পৃথিবী কলা ; অন্তরিক্কম্ কলা ;  
দ্যৌঃ কলা ; সমুদ্রঃ কলা ; এষঃ বৈ সোম্য ! চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ  
‘অনন্তবান্’ নাম ( ৪।৫।২ ) ।

৪। সঃ যঃ ( ২।১১।২ ) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ

২। অগ্নি তাহাকে উচৈঃসরে বলিল—“সত্যকাম” । সত্যকাম  
উত্তর করিয়া “হে ভগবান্ ”

৩। অগ্নি বলিল ‘হে সোম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি ।’  
সত্যকাম বলিল—“ভগবান্ আমাকে বলুন” । অগ্নি তাহাকে বলিল—  
“পৃথিবী এক কলা ; অন্তরিক্ক এক কলা ; ছালোক এককলা ; সমুদ্র  
এক কলা । হে সোম্য ! ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল এক পাদ ; ইহার নাম  
‘অনন্তবান্’ ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিষ্টা ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে ‘অনন্তবান্’

বানিত্যপাস্তেহনন্তবানস্মিল্লৌকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাশ্রয়তি  
য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যপাস্তে ।

‘অনন্তবান্’ ইতি উপাস্তে, অনন্তবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, অনন্তবতঃ  
হ লোকান্ ( অনন্তবান্ অর্থাৎ অক্ষয় লোক-সমূহকে ) অশ্রয়তি, যঃ এতন্  
এবম্ বিদ্বান্ চতুষ্কলম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ ইতি উপাস্তে ( ৪।৫।৩ ) ।

বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান্ হন এবং  
( যুত্বার পর ) অনন্তবান ( অর্থাৎ অক্ষয় ) লোক-সমূহ অশ্রয় করেন ।

### মন্তব্য ।

৪.৬।১ । অগ্নিঃ কতে = অগ্নিতে; ‘অগ্নিটে’ বৈদিকপ্রয়োগ। অতিসায়ম্  
বভূবুঃ অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে ( ক ) অতিসায়ম্ বভূবুঃ =  
সায়ংকালের অতিমুখ হইয়াছিল; অতিসায়ম্ = সায়ংকালের অতিমুখ ।  
সায়ম্ অতিবভূবুঃ = সায়ংকালকে প্রাপ্ত হইয়াছিল বা সায়ংকালের  
অতিমুখ হইয়াছিল। অতি + ভূ খাতুর অর্থ গমন করা, প্রাপ্ত  
হওয়া বা অতিমুখ হওয়া। স্ববেদে একস্থলে ( ৪।৩।৩ ) আছে  
“অগ্নিঃ ভবামি”। এখানে অতিভবামি অর্থ অতিমুখ হওয়া বা  
প্রাপ্ত হওয়া। ভট্টিকাব্যে ( ৬।১১৭ ) সন্তবতঃ প্রাপ্তি অর্থেই  
‘অতি + ভূ’ ব্যবহৃত হইয়াছে। আনন্দগিরি বলেন ‘উপ উপবিবেশ’  
অংশে ‘উপ’ দুই বার থাকায় বুঝিতে হইবে ‘গো ও অগ্নি উভয়েরই  
সমীপে উপবেশন করিবার কথা বলা হইয়াছে।’



## চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুর্দশ তৃতীয় পাদ—‘জ্যোতিষ্মান্’

১। হংসস্তে পাদং বক্তেতি স হ খোহুতে গা অভি-  
প্রহাপয়াক্কার তা যত্রাভিনায়ং বভুবুস্তদ্বাগ্নিমুপসমাধায় গা  
উপকৃধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ।

২। তং হংস উপনিপত্যাভ্যবাদ সত্যকাম ও ইতি ভগব  
ইতি হ প্রতিশ্রুত্বাব।

১। হংসঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ খঃহুতে গাঃ অভি-  
প্রহাপয়াক্কার। তাঃ যত্র অভিদায়ম্ বভুবুঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমা-  
ধায়, গাঃ উপকৃধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎঅগ্নেঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেশ  
( ৪৬।১ )।

২। তম্ হংসঃ উপনিপত্য ( উড়িয়া আসিয়া ) অভি+উবাদ—  
'সত্যকাম ও' ইতি। 'ভগবঃ' ইতি হ প্রতিশ্রুত্বাব ( ৪।৫২ )।

১। (বৃষ আরও বলিল) 'হংস তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিবে।' পরদিন সত্যকাম গো লইয়া ( আচার্য্যের গৃহাভিমুখে ) প্রস্থান করিল। সায়াংকালে তাহার। যেখানে একত্র হইল, সেইখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, গো-সমূহকে আবদ্ধ করিয়া, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পশ্চাৎ-  
ভাগে পূর্ব মুখ হইয়া উপবেশন করিল।

২। হংস তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিল 'হে সত্যকাম !'  
সত্যকাম প্রত্যুত্তরে বলিল 'ভগবন্'।

হংস বলিল 'হে সোম্য। তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি।' সত্যকাম  
বলিল 'ভগবান্ আমাকে বলুন'।

৩। অক্ষণঃ সোম্য তে পাদং অবানীতি অবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কনাসূর্য্যঃ কন। চন্দ্রঃ কন। বিহ্বাৎ কনৈষ বৈ সোম্য চতুৰ্ভুজঃ পাদো অক্ষণো জ্যোতিষ্মান্মম ।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংস্ততুৰ্ভুজং পাদং অক্ষণো জ্যোতি-  
ষ্মানিত্যুপাঙ্গে জ্যোতিষ্মানস্মিন্ লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ  
লোকাজ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংস্ততুৰ্ভুজং পাদং অক্ষণো জ্যোতি-  
ষ্মানিত্যুপাঙ্গে ।

৩। অক্ষণঃ সোম্য, তে পাদম্ অবানি ইতি । ‘অবীতু মে ভগবান্’  
ইতি । তস্মৈ হ উবাচ—‘অগ্নিঃ কন। ; সূর্য্যঃ কন। ; চন্দ্রঃ কন। ; বিহ্বাৎ-  
কন। । এষ বৈ, সোম্য, চতুৰ্ভুজঃ পাদঃ অক্ষণঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম  
( ৪।৫।২ ) ।

৪। সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুৰ্ভুজম্ পাদম্ অক্ষণঃ জ্যোতিষ্মান্  
ইতি উপাঙ্গে, জ্যোতিষ্মান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি, জ্যোতিষ্মতঃ হ  
লোকান্ ( জ্যোতিষ্মৎ লোক সমূহকে ) জয়তি—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্  
চতুৰ্ভুজম্ পাদম্ অক্ষণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাঙ্গে ( ৪।৫।৩ ) ।

৩। হংস তাহাকে বলিল—অগ্নি এক কন।, সূর্য্য এক কন।, চন্দ্র  
এক কন।, বিহ্বাৎ এককন। । হে সোম্য ! ইহা অক্ষের এক চতুৰ্ভুজ  
পাদ; ইহার নাম জ্যোতিষ্মান্ ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অক্ষের এই চতুৰ্ভুজ পাদকে  
জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান্  
হন, এবং ( যুহার পরে ) জ্যোতিষ্মৎ লোকসমূহ লাভ করেন ।

## চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

ব্রহ্মের চতুর্কল চতুর্থ পাদ — ‘অয়িতনবান্’

১। মদগুঠে পাদং বক্তেতি স হ ষোড়শে গা অতি-  
প্রস্থাপয়াককার তা যত্রাতিসায়ং বহুবৃন্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা  
উপক্ৰুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ।

২। তং মদগুরুপনিপত্যাভ্যবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব  
ইতি প্রতিশুশ্রাব ।

১। মদগুঃ তে পাদম্ বক্তা ইতি। সঃ হ ষোড়শে গাঃ অতি-  
প্রস্থাপয়াককার। তাঃ যত্র অতিসায়ম্ বহুবৃন্তঃ, তত্র অগ্নিম্ উপসমাধায়,  
গাঃ উপক্ৰুধ্য, সমিধম্ আধায়, পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাঙ উপ উপবিবেশ  
( ৪।৬।১ )।

২। তম্ মদগুঃ উপনিপত্যা ( ৪।৬।৩ ) অতি+উবাদ ‘সত্যকাম  
৩’ ইতি। ‘ভগবঃ’ ইতি হ প্রতি শুশ্রাব ( ৪।৬।২ )।



১। ( হংস আরও বলিল ) ‘মদগু তোমাকে ( ব্রহ্মের ) একপাদ  
বলিবে’। পরদিন সত্যকাম গো লইয়া ( গুরু গৃহাভিমুখে ) প্রস্থান  
করিল। যে স্থলে তাহার সায়ংকালে একত্র হইল, সেই স্থলে সত্যকাম  
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, গো সমূহকে আবরোধ করিয়া, সমিধ্ আনয়ন  
করিয়া অগ্নির পশ্চাত্তাপে পূর্ক্বে উপবেশন করিল।

২। মদগু তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া উঠেঃবরে বলিল—  
‘সত্যকাম!’ তাহার উত্তরে সত্যকাম বলিল ‘ভগবন্’।

৩। ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রহ্মণীতি ব্রবীতু মে ভগ-  
বানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ  
কলৈষ বৈ সোম্য চতুৰ্ভুজঃ পাদৌ ব্রহ্মণঃ আয়তনবায়াম ।

৪। স য এতমেবং বিদ্বাংস্ততুৰ্ভুজং পাদং ব্রহ্মণ আয়তন-  
ধানিত্যপাস্তু আয়তনবানশ্মিল্লোকে ভবত্যাযতনবতো ই  
লোকাক্ষয়তি য এতমেবং বিদ্বাংস্ততুৰ্ভুজং পাদং ব্রহ্মণ  
আয়তনবানিত্যপাস্তে ॥

৩। 'ব্রহ্মণঃ, ( সোম্য, তে পাদম্ ব্রহ্মণি ) ইতি 'ব্রবীতু মে ভগবান্  
ইতি । তস্মৈ ই উবাচ 'প্রাণঃ কলা ; চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রম্ কলা ; মনঃ  
কলা । এষঃ বৈ সোম্য, চতুৰ্ভুজঃ ব্রহ্মণঃ 'আয়তনবান্' নাম ( ৪।৫.২ ) ।

৪। সঃ যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ চতুৰ্ভুজম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ 'আয়তনবান্'  
ইতি উপাস্তে, আয়তনবান্ অশ্মিন্ লোকে ভবতি, আয়তনবতঃ ই  
লোকান্ ( আয়তনবান্ লোকসমূহকে ) ক্ষয়তি—যঃ এতম্ এবম্  
বিদ্বান্ চতুৰ্ভুজম্ পাদম্ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে ( ৪.৫.৩ ) ।

৩। মদগু বলিল 'হে সোম্য ! তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলি ।'  
( সত্যকাম বলিল ) 'ভগবান্ আমাকে বলুন' ।

মদগু বলিল 'প্রাণ এক কলা, চক্ষু এক কলা, শ্রোত্র এক কলা,  
মন এক কলা । হে সোম্য ! ইহাই ব্রহ্মের চতুৰ্ভুজ এক পাদ—ইহার  
নাম আয়তনবান্ ( অর্থাৎ আশ্রয়বান্ ) ।

৪। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুৰ্ভুজ পাদকে  
আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান্  
( অর্থাৎ আশ্রয়বান্ ) হন এবং ( মৃত্যুর পরে ) আয়তনবান্ লোক-  
সমূহ লাভ করেন ।'

## চতুর্থাধ্যায়ে নবম খণ্ড

সত্যকাম জাবালের প্রকৃতি-লব্ধ ও মানব-লব্ধ শিক্ষা

১। প্রাপ হাচার্য্যকুলং তমাচার্য্যোহভ্যবাদ সত্যকাম ৩  
ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশ্রুত্বাৎ ।

২। ব্রহ্মবিদ্যৈব বৈ সোম্য ভাসি কোনু বানুশশাসেত্যন্তে  
মমুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজ্ঞন্তে ভগবাংস্তেব মে কামে ক্রমাৎ ।

১। প্রাপ (প্র+আপ্, লিট্; প্রাপ্ত হইল) হ আচার্য্যকুলম্  
(আচার্য্যগৃহকে)। তম্ (তাহাকে) আচার্য্যঃ অভ্যবাদ (বলিলেন)  
—“সত্যকাম ৩।” ইতি। ‘ভগবঃ’ ইতি হ প্রতিশ্রুত্বাৎ (৪।৫।১)।

২। ব্রহ্মবিৎ ইব (ব্রহ্মবিদের ন্যায়) বৈ সোম্য ভাসি (দীপ্তি  
পাইতেছে)। কঃ (কে) নু ত্বা (তোমাকে) অহুশশাস (অহু+শাস্  
লিট্; উপদেশ দিয়াছে) ? ইতি। “অন্তে মমুষ্যেভ্যঃ” (মমুষ্য হইতে  
অন্ত) ইতি হ প্রতিজ্ঞন্তে (প্রতি+জ্ঞা লিট্=বলিল)। ‘ভগবান্  
(১।১) তু এব মে কামে (আমার ইচ্ছাতে; কিংবা মে—আমাকে  
বা আমার; কামে অতীষ্টবিষয়ে) ক্রমাৎ (বলুন)।

১। (অনন্তর) সত্যকাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইল। আচার্য্য  
পৌত্তম্য তাহাকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন—“সত্যকাম”। প্রত্যুত্তরে  
সত্যকাম বলিল ‘ভগবান্।’

২। (আচার্য্য বলিলেন) ‘হে সোম্য ! তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি  
পাইতেছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ?’

সত্যকাম বলিল ‘মমুষ্য তিহ অন্ত’। ভগবান্ই আমাকে অতীষ্ট

৩। অতং হ্যেব মে ভগবদুশেত্য আচার্য্যাক্যেব বিজ্ঞা  
বিদিতা সাধিষ্টং প্রাপয়তীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্ম হ ন  
কিংচন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ।

• ৩। অতম্ হি এব মে ( আমি শুনিয়াছি ; “মে” = যরা = আমা  
কর্তৃক ) ভগবদ্ দূশেত্য : ( ভবাদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে ), আচার্য্যাৎ  
হ এব ( আচার্য্য হইতে ) বিজ্ঞা বিদিতা ( বিজ্ঞা বিদিত হইলে ) সাধিষ্টম্  
( সাধু + ইষ্ট, পা: ৬.৪।১৫৫ সাধুতমত্ব ) প্রাপয়তি ( প্র + আপ নিচ. ;  
প্রাপ্ত করার ) ইতি । তস্মৈ ( সত্যকামকে ) হ. এতৎ এব ( এই  
বিজ্ঞাকেই ) উবাচ ( বলিলেন ) । অত্ ( এই বিষয়ে ) হ ন ( না )  
কিংচন ( কিছুই ) বীয়ায় ( বি + ই লিট্. ; পরিত্যক্ত হইয়াছে ) ইতি ;  
বীয়ায় ইতি ( দ্বিগুক্তি সমাপ্তিসূচক ) । পাঠান্তর — ‘প্রাপয়তীতি’  
স্থলে ‘প্রাপতীতি’ এবং ‘প্রাপদিত্তি’ ।

বিষয়ে উপদেশ দিন্ ( কিংবা আমার ইচ্ছা ভগবানই আমাকে  
উপদেশ দিন ) ।

৩। ভবাদৃশ ব্যক্তিদ্বিগের নিকট শুনিয়াছি যে আচার্য্য হইতে  
বিজ্ঞা লাভ করিলেই তাহা কল্যাণতম হয় । ( অনন্তর ) আচার্য্য  
সত্যকামকে সেই সমুদয়ই ( অর্থাৎ বৃষ, অগ্নি, হংস, এবং মদগু যে সমুদয়  
উপদেশ দিয়াছিল সেই সমুদয়ই ) বলিলেন, তাহার কিছুই পরিত্যক্ত  
হয় নাই ।

## চতুর্থাধ্যায়ে দশম খণ্ড

### উপকোসল কামলায়ন-প্রাপ্ত অগ্নিবিদ্যা

১। উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে  
ব্রহ্মচর্য্যমুবাশ তস্মাৎ হ দ্বাদশবর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার স হ স্মান্তানন্তে-  
বাসিনঃ সমাবর্তয়ন্তঃ হ স্মৈব ন সমাবর্তয়তি ।

২। তং জায়োবাচ তৎ। ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্পরিচ-  
চারীয়া স্বাগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্ প্রক্ৰহ্যম্মা ইতি তস্মৈ হাত্মোচৈব  
প্রবাসাং চক্রে ।

১। উপকোসলঃ হ বৈ কামলায়নঃ ( কামলের পুত্র ) সত্যকামে  
জাবালে ( সত্যকাম জাবালের নিকট ) ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাশ ( ব্রহ্মচর্য্য  
অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল ) । তস্মাৎ হ ( সত্যকামের ) দ্বাদশবর্ষাণি  
( ১২ বৎসর ) অগ্নীন্ ( ২।৩ ) পরিচচার ( পরি + চর্ লিট্ = পরিচর্য্য  
করিয়াছিল ) । সঃ ( শুক ) হ স্ম ( হ, বৈ ইত্যাদির অমুকুপ  
অব্যয় ) স্মান্ অস্তেবাসিনঃ ( অন্তশিষ্যগণকে ) সমাবর্তয়ন্  
( সম + আ + বৃৎ পিচ্ লভ সমাবর্তন করাইয়া ; ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পর গৃহে  
প্রত্যাগমনের নাম 'সমাবর্তন' ) তন্ ( তাহাকে ) হ স্ম ( সমাবর্তয়তি + )  
এব ন ( না ) সমাবর্তয়তি ( সমাবর্তন করাইলেন ) । পাঠান্তর :—  
'উপকোসল' স্থলে 'উপকোশল' ।

২। তন্ ( সত্যকামকে ) জায়া উবাচ ( বলিলেন )—“তৎ:

১। উপকোশল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্য্য  
অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল এবং দ্বাদশবর্ষ শুকর অগ্নির পরিচর্য্য  
করিয়াছিল । সত্যকাম অন্য শিষ্যদিগকে সমাবর্তন করাইলেন কিন্তু  
উপকোশলকে সমাবর্তন করাইলেন না ।

২। তাহার জায়া তাহাকে বলিলেন—‘ব্রহ্মচারী উপত্যাক্ত হইয়া



৩। স হ ব্যাধিনানশিতুং দধে। তমাচার্য্যজ্ঞায়োবাচ  
ব্রহ্মচারিম্ভশান কিংনু নান্নাসীতি। স হোবাচ বহব ইমেহস্মিন্  
পুরুষে কামা নানাত্যায়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোহস্মি নাশিষ্যামীতি।

(তপস্তাযুক্ত বা ক্লিষ্ট) ব্রহ্মচারী (কুশলমূনৈপুণ্যসহকারে) অগ্নীন্  
(২।৩) পরিচচারীৎ (বৈদিকপ্রয়োগ = পর্য্যচারীৎ = পরি + অচারীৎ,  
চর্ খাতু লুঙ; কিংবা, = পরিচচার = পরি + চর্, লিট্ = পরিচর্য্যা  
করিয়াছে)। মা (না) যা (তোমাকে) অয়ম্ (১।৩) পরি এবোচন্  
(= পরিপ্রাবোচন = পরি + প্র + অবোচন্ লুঙ; 'মা' যোগে  
'অবোচন্' এবং 'অ' লোপ; = নিন্দা করক)। এক্রহি (উপদেশ  
দাও) অতৈশ্ব (ইহাকে) ইতি। ততৈশ্ব (তাহাকে) ২ অপ্রোচ্য (অ +  
প্র + উচ্য = উপদেশ না দিয়াই) প্রবাসাঞ্চক্রে (প্রবাসে চলিয়া  
গেলেন)।

৩। সঃ (উপকোশল) ২ ব্যাধিনা (ব্যাধিবশতঃ; মানসিক দুঃখ-  
বশতঃ) অন শতুম্ (অনাহারে থাকিতে) দধে (দু, লিট্; ধারণ করিয়াছিল,  
মনন করিয়াছিল)। তম্ (তাহাকে) আচার্য্য-জ্ঞায়া উবাচ—  
ব্রহ্মচারিন্! অশান (অশ্; ভোজন কর)। কিম্ হু (কেন)  
ন অন্নাসি (ভোজন করিতেছ) ? ইতি। সঃ (সে) ২ উবাচ—

(অথবা ক্লেণ করিয়া) নৈপুণ্যসহকারে অগ্নির পরিচর্য্যা  
করিয়াছে। অগ্নি যেন তোমাকে নিন্দা না করে—তুমি ইহাকে  
উপদেশ দাও'। (কিন্তু) তিনি উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে  
চলিয়া গেলেন।

৩। উপকোশল যনোদুঃখে অনশন (ব্রত) ধারণ করিল। তখন  
আচার্য্য-জ্ঞায়া তাঁহাকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারিন্! ভক্ষণ কর, তুমি  
কেন আহার করিতেছ না' ?

৪। অথ হাথয়ঃ সমুদিরে তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ  
পর্যচারীকৃন্তায়ৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম  
খং ব্রহ্মোতি ।

বহবঃ (বহ) ইমে (কায়াঃ—এই সমুদয় কামনা) অগ্নিন্  
পুরুষে (এই পুরুষে অর্থাৎ আমাতে) কায়াঃ (কামনাসমূহ)  
নানাত্যায়াঃ (নানা+অত্যায়া; ‘ই’ ধাতু হইতে ‘অত্যায়া’;  
‘ই’ গতিসূচক; নানাত্যায়াঃ—নানাদিকে যাহাদিগের গতি);  
ব্যাধিতিঃ (ব্যাধিসমূহ দ্বারা) প্রতিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) অগ্নি (হই) ন  
(না) অনিষ্যামি (অন্; ভক্ষণ করিব)।

৪। অথ ২ অগ্নয়ঃ (১৩) সম্+উদিরে (সম্+বদ্, লিট্,  
বলিতে লাগিল)—“তপ্তঃ (তপস্যাশীল, ক্রিষ্ট) ব্রহ্মচারী কুশলম্  
(নিপুণতার সহিত) নঃ (আমাদিগকে) পরি+অচারীং (চর, লুঙ্;  
পরিচর্যা করিয়াছে)। হস্ত (আদরসূচক অব্যয়) অস্মৈ (ইহাকে)  
প্রব্রবামঃ (উপদেশ দিই) ইতি। তস্মৈ (তাহাকে) হ উচুঃ  
(বলিয়াছিল) ‘প্রাণঃ ব্রহ্ম, কং (ক—স্বপ্ন) ব্রহ্ম; খং (খ—আকাশ)  
ব্রহ্ম ইতি।’

উপকোশল বলিল ‘এই পুরুষে (অর্থাৎ আমাতে) নানা দিকে  
গতিবিশিষ্ট অনেক কামনা রহিয়াছে। আমি নানা ব্যাধিতে (অর্থাৎ  
মানসিক দুঃখে) পরিপূর্ণ। আমি আহ্বার করিব না’।

৪। অনস্তর অগ্নিগণ (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবণীয় এই তিন  
অগ্নি) পরস্পর বলিতে লাগিল—“এই তপোনিরত ব্রহ্মচারী যত্নের সহিত  
আমাদিগকে পরিচর্যা করিয়াছে। আমরা ইহাকে উপদেশ দিই।  
অনস্তর তাহারা বলিল :—“প্রাণই ব্রহ্ম; কং (অর্থাৎ স্বপ্ন) ই ব্রহ্ম খং  
অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম।”

৫। স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম কঞ্চ তু  
খঞ্চ ন বিজানামীতি । তে হোচুর্ষদ্যাব কং তদেব খং যদেব  
খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাষ্ট্যৈ তদাকাশং চোচুঃ ॥

৫। সঃ (সে) ২ উবাচ (বলিল)—“বিজানামি (জানি)  
অহম্ (আমি) যৎ (যে) প্রাণঃ ব্রহ্ম । কম্ চ (ক অর্থাৎ সুখকে)  
তু খম্ চ (খ অর্থাৎ আকাশকে) ন বিজানামি” ইতি । তে (তাহারা)  
২ উচুঃ (বলিল)—“যৎ (যাহা) বাব ‘কম্’ (সুখ), তৎ (তাহা)  
এব খম্ (আকাশ) ; যৎ এব ‘খম্’, তৎ এব ‘কম্’ ইতি । প্রাণম্ চ  
(প্রাণকে) ২ অষ্ট্যৈ (ইহাকে, উপকোশলকে) তৎ আকাশম্ চ উচুঃ  
(বলিয়াছিল) ॥

৫। উপকোশল বলিল—“প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা জানি ; কিন্তু ‘ক’  
এবং ‘খ’ (যে ব্রহ্ম, তাহা) জানি না ।”

তাহারা বলিল “যাহা ‘ক’ তাহাই ‘খ’ এবং যাহা ‘খ’ তাহাই ‘ক’ ।

‘ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ’ তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিল ।

### বস্তুবা

৪।১০।১ । “পরিপ্রবোচন” ইত্যাদি । কেহ কেহ ইহায় এইরূপ অর্থ  
করেন “তোমার সঙ্গে অগ্নিসমূহ যেন ইহাকে উপদেশ না দেয়  
সুতরাং তুমিও ইহাকে উপদেশ দেও ।”

৪।১০।৪। সমুদ্বিরে—সম্+উদ্বিরে—সম্+বদ, লিট্, ৩।৩, । পাঃ

১৩৪৮ অক্ষুণ্ণাং 'বদ' ধাতুৰ আত্মনেপদ প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। প্রাচীনকালে 'বদ' ধাতু আত্মনেপদীভেদে ব্যবহৃত হইত, যেমন মহাত্ম্যভেদে আদিপর্কে ( ১৪০।৬১, যাঃ সংস্করণ ) বনপর্কে ( ৬৭।১১, ২২২।৩৬ ) শান্তিপর্কে ( ২৭৫।৬৮ ) ও অক্ষুণ্ণাং পর্কে ( ২২৭।৩০ ) 'বদ' ; উদ্যোগপর্কে ( ৩০।৩৪ ) বদেধাঃ ইত্যাদি আত্মনেপদ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৪।১০।৫ । 'তদাকাশম্' ইত্যাদি—

তদাকাশম্ = তৎ + আকাশম্।

কেহ কেহ বলেন তৎ = ব্রহ্ম ; তদাকাশম্ = ব্রহ্মরূপ আকাশকে। শব্দের মতে তদ্রূপ আকাশঃ = তদাকাশঃ। তদ্রূপ = সেই প্রাণের, সেই প্রাণসম্বন্ধী। কেহ কেহ 'তৎ' এবং 'আকাশম্' কে পৃথক পৃথক পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ = ব্রহ্ম, ২।১। কেহ কেহ বলেন তৎ = স্তুত্বাৎ।

শেষ অংশের এই সমুদয় অর্থ হইতে পারে :—

(১) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং সেই আকাশের বিষয় বলিয়া-  
ছিলেন। (২) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং ব্রহ্মরূপ আকাশের  
বিষয় বলিয়াছিলেন। (৩) তাহাকে প্রাণের বিষয় এবং স্তুত্ব  
আকাশের বিষয় বলিয়াছিলেন। (৪) 'ব্রহ্মই প্রাণ এবং আকাশ'—  
তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন। (৫) '(ব্রহ্মই) প্রাণ এবং  
স্তুত্বাকাশ' তাহার নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন।

## চতুর্থাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

### গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

১। অথ হৈনং গার্হপত্যোহমুশশাস পৃথিব্যাগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি সএবাহমস্মীতি ।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপ কৃত্যাং লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভৃগ্বামোহস্মিংচ লোকেহমুস্মিংচ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ।

১। অথ হ এনম্ গার্হপত্যঃ ( গার্হপত্য অগ্নি ) অমুশশাস ( অহু + শাস্ লিট্, উপদেশ দিয়াছিল )—“পৃথিবী, অগ্নিঃ অন্নম্, আদিত্যঃ” ইতি । যঃ এষঃ ( এই যে ) আদিত্যে পুরুষঃ দৃশ্যতে ( দৃষ্ট হন ), সঃ ( তিনি ) অহম্ ( আমি ) অস্মি ( হই ) ; সঃ এব ( তিনিই ) অহম্ অস্মি ইতি ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১ ) এতম্ ( ইহাকে ) এবম্ ( এইরূপ ) বিদ্বান ( জানিয়া ) উপাস্তে ( উপাসনা করে ), অপহতে ( বৈদিকপ্রয়োগ = অপহস্তি = বিনাশ করে ) পাপকৃত্যাম্ ( পাপকৃত্য ২।১, পাপকর্মকে ) লোকী ( লোকবান্ ) ভবতি ( হয় ), সর্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্

১। অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি উপকোশলকে বলিল—পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্য ( ইহারাই আমার তনু বা ব্রহ্মের তনু )। আদিত্য-যণ্ডে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি ।

২। ( তৎপর সমুদয় অগ্নি বলিল )—যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপ কর্ম বিনাশ করেন, ( গার্হপত্য অগ্নির )

জীবতি, ন ( না ) অস্যা ( ইহার ) অপর পুরুষাঃ ( অধন্তন পুরুষগণ  
অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদি ) কীর্ত্তে ( কী ; কয় হয় ) ; উপ ( + ভুজামঃ )  
বয়ম্ ( আমরা ) ভম্ ( তাহাকে ) ভুজামঃ ; ( প্রাচীন প্রয়োগ ; - ভুজ্যমঃ ;  
উপভুজ্যমঃ = উপভোগ করি, শালন করি ) অশ্বিন্ চ লোকে ( এই  
লোকে ) অশ্বিন্ চ ( ঐ লোকেও, পরলোকেও )—যঃ এতম্ এবম্  
বিদ্বান্ উপাশ্বো ( বিকৃতি ) । ( ২।১।২ ভ্রঃ ) ।

লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ুলাভ করেন, উজ্জল ( বা দীর্ঘ ) জীবনধারণ  
করেন, তাহার অধন্তন পুরুষগণ ( অর্থাৎ সন্তানগণ ) কল্পপ্রাপ্ত হয় না ।  
ইহলোকে এবং পরলোকেও আমরা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি ।

### মন্তব্য

৪।১।১ । ‘ভুজামঃ’—ভোজনার্থে ‘ভুজ’ ধাতু কথাদিগণীয় । কিন্তু  
প্রাচীনকালে এই অর্থে অস্ত্র প্রকার প্রয়োগও দেখা যায় । মহাভারতে  
ভুজোং ( অমুঃ ১৬১।৯৪, ২১৬।৬০ ইত্যাদি ), ভুজীয়াম্ ( অমুঃ ৪৪।৩৪২,  
আশ্রঃ ৪।৭৬, বনঃ ৬২।৬৯ ইত্যাদি ) ভুজীয়াং ( শান্তিঃ ১০।৩ ) ইত্যাদি  
প্রয়োগ পাওয়া যায় । পালিসাহিত্যে ভুজতি ( কথা বৎখু ১৭।৮  
বহুবার ) ভুজামি ( কসি ভারদ্বাজ সূ ৩।৪ ) ইত্যাদির প্রয়োগ আছে ।

## চতুর্থাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

### দক্ষিণাগ্নিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

১। অথ হৈনমবাহার্যাপচনোহমুশশাসাপো দিশো  
নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এব চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি  
স এবাহমস্মীতি ।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপ-কৃত্যাং  
লোকীভবতি সর্বমাসুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত  
উপ বয়ং তং ভুঞ্জা মোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ য এতমেবং  
বিদ্বানুপাস্তে ।



১। অথ ২ এনম্ অবাহার্যাপচনঃ ( অবাহার্যাপচন নামক অগ্নি,  
দক্ষিণাগ্নি ) অমুশশাস—“আপঃ ( ১।৩, জল ), দিশঃ ( দিকসমূহ ),  
নক্ষত্রাণি ( নক্ষত্রসমূহ ) চন্দ্রমাঃ ইতি । যঃ এবঃ চন্দ্রমসি ( চন্দ্রমাতে )  
পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম্ অস্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি, ইতি ( ৪।১.১. ) ।

২। সঃ যঃ ( ২।১১।২ টীকা ) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে অপহতে

১। অনন্তর দক্ষিণাগ্নি উপকোশলকে এই উপদেশ দিল :—জল,  
দিকসমূহ, নক্ষত্রসমূহ, চন্দ্রমা—( ইহারা আমার তত্ত্ব বা ব্রহ্মের তত্ত্ব ) ।  
চন্দ্রমাতে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি



পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি, সৰ্বম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোত্ জীবতি  
ন অস্যা অবর পুরুষাঃ কীর্ত্তে; উপ বরম্ তম্ তুলায়ঃ অশ্বিন্  
চ লোকে, অশ্বিন্ চ; বঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাশ্তে (৪।১।২ ভ্রঃ)।

পাপ কর্ম বিনাশ করেন, ( বক্ষিপাথির ) লোক প্রাপ্ত হন, পূর্ণ আয়ুলাভ  
করেন, উজ্জল ( বা দীর্ঘ ) জীবন ধারণ করেন। তাহার অধস্তন পুরুষগণ  
( অর্থাৎ সম্ভ্রামগণ ) কর্ম প্রাপ্ত হয় না। ইহলোকে এবং পরলোকেও  
আমরা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি।

---

## চতুর্থাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

### আহবনীয়ানিবিদ্যা—ব্রহ্ম সর্বগত

১। অথ হৈনমাহবনীয়োহমুশশাস প্রাণ আকাশো  
দ্যৌর্বিদ্যাদিতি য এষ বিদ্যাতি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স  
এবাহমস্মীতি ।

২। স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপকৃত্যাং  
লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যেগ্জীবতি নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত  
উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহমুস্মিংশ্চ য এতমেবং  
বিদ্বানুপাস্তে ।

১। অথ ২ এনম্ আহবনীয়ঃ অমুশশাস—প্রাণঃ আকাশঃ, দ্যৌঃ  
বিদ্যাং ইতি । যঃ এষঃ বিদ্যাতি ( বিদ্যাতে ) পুরুষঃ দৃশ্যতে, সঃ অহম  
স্মি, সঃ এব অহম্ অস্মি ইতি ( ৪।১।১১ ব্রঃ ) ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১২ টীকা ) এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, অপহতে

১। অনন্তর আহবনীয় অগ্নি তাহাকে এই উপদেশ দিল—প্রাণ,  
আকাশ, দ্যৌ, এবং বিদ্যাং—ইহারা ( আমার তত্ত্ব কিংবা ব্রহ্মের তত্ত্ব ) ।  
বিদ্যাতে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি ।

২। যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি

পাপকৃত্যাম্, লোকীভবতি, সৰ্গম্ আয়ুঃ এতি, জ্যোক্তীভবতি, ন অস্ম  
অবরপুরুষাঃ কীর্ত্তে, উপ বহম্ তম্ ভুজ্যামঃ, স্মৃশ্বিন্ চ লোকে অমুশ্বিন্  
চ—যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে ।

পাপকৰ্ম্ম বিনাশ করেন, (আহবনীয় অগ্নির) লোক প্রাপ্ত হন,  
পূর্ণ আয়ু লাভ করেন, উজ্জল (বা দীর্ঘ) জীবন ধারণ করেন । তাঁহার  
অধস্তন পুরুষগণ (অর্থাৎ সন্তানগণ) কয়প্রাপ্ত হয় না । ইহলোকে  
এবং পরলোকেও আমরা তাঁহাকে ব্রহ্মা কল্পিয়া থাকি ।

---

## চতুর্থাধ্যায় চতুর্দশখণ্ড

### অগ্নিবিদ্যার ফল

১। তে হোচুৰূপকোসলৈষা সোম্য তেহস্মদ্বিদ্যাঅবিদ্যা  
চাচার্য্যস্ত তে গতিং বক্তেত্যাঙ্গগাম হান্তাচার্য্যস্তমাচার্য্যোহভ্যা-  
বাদোপকোসল ৩ ইতি ।

২। ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব অস্মবিদ্ ইব সোম্য তে  
মুখং ভাতি কো নু বামুশশাসেতি কো নু মামুশিষ্যাত্তো  
ইতীহাপেব নিহুত ইমে নুনমীদৃশা অশ্বাদৃশা ইতীহাগ্নীনভ্যাদে  
কিং নু সোম্য কিল তেহবোচনমিতি ।

১। তে ( তাহারা ) ২-উচুঃ ( বলিয়াছিল )—উপকোশল ! এষা  
( এই 'বিদ্যা' ) সোম্য ! তে ( তোমাকে ) অস্মৎবিদ্যা ( আমাদের  
সংক্রান্ত বিদ্যা অর্থাৎ অগ্নি বিদ্যা ) আত্মবিদ্যা চ । আচার্য্যঃ তু তে  
গতিম্ ( গতি, ২।১ ) বক্তা ( বচ্-লুট্ ; বলিবেন ) 'ইতি । অঙ্গগাম  
( আ+গম্ লিট্—প্রত্যাগত হইলেন ) ২ অশ্ব ( ইহার ) আচার্য্যঃ ।  
তম্ ( তাহাকে ) আচার্য্যঃ অভি+উবাদ ( বলিলেন )—'উপকোশল  
৩' ইতি ।

২। ভগবঃ ( প্রাচীন প্রয়োগ ; = ভগবন্ ! ) ইতি ২ প্রতি

১। অগ্নিস্তম্ তাহাকে বলিল—হে উপকোশল ! তোমাকে এই  
অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা ( বলি হইল ) । আচার্য্য তোমাকে পুরস্কৃত  
যাইবার ) পথের বিষয় বলিবেন । ( এই সময়ে ) আচার্য্য ( প্রবাস  
হইতে ) প্রত্যাগত হইলেন । তিনি তাহাকে বলিলেন—'উপকোশল'—

২। উপকোশল প্রত্যুত্তর করিল—'ভগবন্' ! আচার্য্য বলিলেন

৩। ইদমিতি হ প্রতিজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য  
তেহবোচসহং তু তে তদ্ব্যাক্যামি যথা পুঙ্করপলাশ আপো ন  
শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কৰ্ম ন শ্লিষ্যত ইতি ত্রবীতু মে  
ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ।

ভগবান্ (প্রত্যুত্তর করিল)। ব্রহ্মবিদঃ ইব (ব্রহ্মবিদের ন্যায়) সোম্য! তে (তোমার) মুখম্ ভীতি (দীপ্তি পাইতেছে)। কঃ (কে) হু বা (তোমাকে) অহুশশাস (অহু+শাস্ লিট্—অহুশাসন করিয়াছে)। কঃ হু মা (আমাকে) অহুলিষ্যাৎ (অহু+শাস্ বিধিলিঙ্; উপদেশ দিবে)। ভোঃ ইতি। ইহ (এই বিষয়ে) অপ ( + নিহুতে ) ইব (যেন) নিহুতে (নি+হু; গোপন করিল)।

ইমে (এই সমুদয়; অহুলিষ্যার নির্দেশ করিয়া বলিল এই অগ্নিসমূহ) নুনম্ (নিশ্চয়ই) ঈদৃশাঃ (এই প্রকার) অন্তাদৃশাঃ (অন্ত প্রকার) ইতি ইহ (এইহলে) অগ্নীন্ (অগ্নিসমূহকে লক্ষ্য করিয়া) অত্যায়ে (অতি+বদ্ লিট্ আত্মনেপদ—বলিয়াছিল)—কিম্ (কি) হু সোম্য। কিল তে (তাহারা কিংবা তোমাকে) অবোচন্ (বচ, লুঙ; বলিয়াছে)।

৩। ইদম্ (এই উপদেশ; কি উপদেশ দিয়াছিল, তাহা বর্ণনা

“ব্রহ্মবিদের ন্যায় তোমার মুখ দীপ্তি পাইতেছে। তোমাকে কে উপদেশ দিয়াছে?” উপকোশল বলিল—“হে ভগবন্! কে আমাকে উপদেশ দিবে?” এই বলিয়া বিষয়টা যেন গোপন করিল। (তৎপরে) অহুলিষ্যার অগ্নিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“এই প্রকার যে অগ্নি, ইহা নিশ্চয়ই অন্ত প্রকার।” (জাচার্য্য বিজ্ঞাসা করিলেন) “অগ্নি-সমূহ তোমাকে কি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছে?”

৩। (অগ্নিগণ তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া উপকোশল) বলিল—“এই (উপদেশ)।”

করিয়া বলিল ‘ইদম্’ এই ) ইতি ২ প্রতিজ্ঞকে ( প্রতি+জ্ঞা মিট্ = প্রতিজ্ঞ করিল ) । লোকান্ ( লোকসমূহকে, লোকসমূহের বিষয়কে ) বাব কিল ( নিশ্চয়ই ) সোম্য ! তে ( তোমাকে ; কিংবা তাহার ) অবোচন্ ( বলিয়াছে ) অহম্ ( আমি ) তু তে তৎ ( তাহা অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে ) বক্ষ্যামি ( বলিব ) ।

যথা পুঙ্খপলাশে ( পদ্মপত্র ; পুঙ্খ = পদ্ম ; পলাশ = পত্র ) আপঃ ( জল = ১।৩ ) ন স্নিহ্যতে ( সংশ্লিষ্ট হয় ), এবম্ ( এই প্রকার ) এবং বিদি ( এবং বিৎ ৭।১ ; যিনি এই প্রকার জানেন তাহাতে ) পাপম্ কৰ্ম্ম ন স্নিহ্যতে ( লিপ্ত হয় ) ইতি । ত্রীতু ( বলুন ) মে ( আমাকে ) ভগবান্ ( ১।১ ) ইতি । তস্মৈ ( তাহাকে ) ২ উবাচ ।

## ২

আচার্য্য বলিলেন ‘ইহারা তোমাকে লোকসমূহের কথা বলিয়াছে, আমি তোমাকে তাঁহার ( অর্থাৎ ব্রহ্মের ) কথা বলিব । যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহাতে পাপকৰ্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না ।’

উপকোশল বলিল ‘ভগবান আমাকে ( তাহা ) বলুন ।’ আচার্য্য তাহাকে বলিলেন :—( ১৬শ খণ্ড দেখ ) ।

## সংস্কৃত

৪।১৪।১। ব্যাখ্যাকারগণ ‘প্রতি’ শব্দের অনেক অর্থ করিয়াছেন ( ক ) গতি = ফল ; অগ্নিগণ যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল, তাহার ফল ( খ ) গতি = ব্রহ্মজ্ঞান । অগ্নিগণ অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল ; এখানে

ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হইতেছে। (গ) গতি = পথ; পরলোকে গমন ক্রিয়াকার পথ, দেবপথ বা ব্রহ্মপথ। ইহার পরবর্তী খণ্ডে এই পথের কথাই বলা হইয়াছে (৪।১৫।৫ যজ্ঞবল্ক্য)।

৪।১৪।২। অভ্যাসে = অভি + উদে, বদ্. লিট্ আত্মনেপদ, এ-বিবর্ষে  
৪।১০।৪ যজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মব্যা ।

২। “ঈদৃশাঃ অস্তাদৃশাঃ” অংশের অর্থ শব্দ এই প্রকার করিয়াছেন “এই অগ্নিগণ এখন এইপ্রকার (ঈদৃশাঃ) কাম্যমান বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে পূর্বে অন্য প্রকার (অস্তাদৃশাঃ) ছিল।” কেহ কেহ অর্থ করেন “ইহারা কি এই প্রকার না অন্য প্রকার?”

— — —



## চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

### অগ্নিপুরুষ ও দেবপথ

১। য এষোহগ্নিনি পুরুষো দৃশ্যত এব আত্মেতি  
হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্যস্মেতি তদ্বদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং  
বা সিকন্তি বস্বানী এব গচ্ছতি ।

২। এতং সংযস্যাম ইত্যচকত এতং হি সর্বাণি বামাশ্চ-  
ভিসংযন্তি সর্বাণ্যেনং বামাশ্চভিসংযন্তি য এবং বেদ ।

১। ‘যঃ এষঃ’ (এই যে) অগ্নিনি (বৈদিক প্রয়োগ; = অগ্নি, অগ্নি=চকুতে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) এবঃ আত্মা’ ইতি ৫ উবাচ (বলিলেন)—“এতৎ (ইহা) অমৃতম্ অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি । তৎ (সেই ব্রহ্ম) যদ্যপি অস্মিন্ (এই চকুতে) সর্পিঃ বা (২।১, স্রুত) উদকম্ বা (২।১, জল) সিকন্তি (নিষ্ক্ষেপ করে) বস্বানী এব (বস্বান্ ক্রীঃ ২।২ কিংবা বস্বানি ক্রীঃ ২।২ উভয়দিকে, চকুর উভয় প্রান্তে, চকুর পক্ষ দ্বয়ে) গচ্ছতি (গমন করে) ।

২। এতম্ (ইহাকে) ‘সংযস্যাম’ ইতি আচকতে (বলা হয়) । এতম্ হি (ইহাকে) সর্বাণি বামাণি (সমুদয় কল্যাণকর বস্তু) অভিসংযন্তি (অভি+সম্+ই; সর্বতোভাবে গমন করে) । সর্বাণি (সমুদয়)

১। আচার্য্য বলিলেন—‘চকুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা । ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম । এইব্রহ্ম যদি কেহ স্রুত বা জল চকুতে নিষ্ক্ষেপ করে, তাহা চকুর উভয় প্রান্তে গমন করে ।

২। ইহাকে ‘সংযস্যাম’ বলা হয় কারণ সমুদয় ‘বাম’ (অর্থাৎ শোভনীয়, সন্তোজনীয় বস্তু) ইহাকে আশ্রয় করে (সংযন্তি) । যিনি

৩। এষ উ এব বামনীরেব হি সর্কানি বামানি নয়তি  
সর্কানি বামানি নয়তি য এবং বেদ ।

৪। এষ উ এব ভামনীরেব হি সর্কেষু লোকেষু ভাতি  
সর্কেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ।

এনম্ ( এই ব্যক্তিকে ) বামানি অতিসংঘটি, যঃ ( যিনি ) এবম্ ( এই  
প্রকার ) বেদ ( জানেন ) ।

৩। এষঃ ( এই পুরুষ ) উ এব বামনীঃ ( বাম+নী হইতে ) এষঃ  
হি সর্কানি বামানি নয়তি ( নী ধাতু ; = প্রাপ্ত করান ) ; সর্কানি বামানি  
নয়তি, যঃ এবম্ বেদ ( ২ত্বঃ ) ।

৪। এষঃ উ এব ভামনীঃ ভাম+নী ধাতু ; ( ভাম=দীপ্তি ;  
নী ধাতু=প্রাপ্ত করান ) । এষঃ হি সর্কেষু লোকেষু ( সমুদয়  
লোকে ) ভাতি ( প্রতিভাত হয় ) । সর্কেষু লোকেষু ভাতি, যঃ এবম্  
বেদ ( ৩ত্বঃ ) ।

এই প্রকার জানেন, সমুদয় শোভনীয় বুদ্ধ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ  
করিয়া থাকে ।

৩। এই অক্ষিপুরুষই 'বামনী' কারণ তিনি সমুদয় 'বাম' ( অর্থাৎ  
কল্যাণ ) প্রাপ্ত করান ( নয়তি, নী ধাতু ) । যিনি এই প্রকার জানেন,  
তিনি সমুদয় কল্যাণ প্রাপ্ত করান ।

৪। এই পুরুষই 'ভামনী' কারণ ইনিই সর্বলোকে প্রতিভাত  
হন ( ভাতি ) । যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সর্বলোকে  
দীপ্তি পান ।

৫। অথ যদু চৈবান্মিহুৰ্য্যং কুৰ্বন্তি যদি চ নার্চি  
যমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোহহরহং আপূৰ্য্যমানপক্ষমাপূৰ্য্যমানপক্ষাদ-  
বান্ বড়ুদঙ্ভেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরা-  
দাদিত্যাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যাতং তৎপুরুষোহমানবঃ ।

৫। অথ (অনন্তর, যত্নের পর) যৎ (যদি) উ চ এব অশ্বিন  
(এই পুরুষে) শব্যম্ (শবকর্ম, অস্ত্রোষ্টিকর্ম) কুৰ্বন্তি (করে), যদি  
চ ন (যদি না করে), অর্চিবম্ (২।১; অর্চি = ছোয়াতি) এব অভি  
সম্ভবন্তি (অভি + সম + ভূ; প্রাপ্ত হইবে), অর্চিবঃ (অর্চি হইতে)  
অহঃ (দিনকে), অহঃ (দিন হইতে) আপূৰ্য্যমানপক্ষম্ (গুরুপক্ষকে;  
আপূৰ্য্যমান = আ + পূ বা পূর শানচ, কর্মবাচ্য)। আপূৰ্য্যমান  
পক্ষাৎ (গুরুপক্ষ হইতে) বান্ বট্ (+মাসান্ = যে ছয়মাস  
কাল) উদঙ্ (উত্তর দিকে) এতি ('স্থধ্য' গমন করে; ই  
ধাতু) মাসান্ (বান বট্ +) তান্ (সেই ছয় মাসকে), মাসেভ্যঃ  
(মাসসমূহ হইতে) সম্বৎসরম্ (২।১) সম্বৎসরাৎ (৫।১) আদিত্যম্  
(২।১); আদিত্যাৎ (৫।১) চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রকে); চন্দ্রমসঃ (৫।১)  
বিদ্যাতম্; তৎ (= তদস্থান্ = সেইস্থানে অর্থাৎ বিদ্যাৎলোকে অবস্থিত  
২।৩; +এনান্) পুরুষঃ (একজন পুরুষ) অমানবঃ (যে মানব  
নহে) সঃ (সেই) এনান্ (তৎ + ; = সেই সমুদয় মনুষ্যকে) ব্রহ্ম  
গময়তি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়)। এবঃ (ইহাই) দেবপথঃ ব্রহ্মপথঃ।  
এতেন (এই পথদ্বারা) প্রুতিপদ্যমানাঃ (প্রতি + পদ, কর্মবাচ্য

৫। (যিনি এই প্রকার জানেন) যত্নের পর তাঁহার অস্ত্রোষ্টি-  
ক্রিয়া হউক বা না হউক, তিনি অর্চিতে গমন করেন, অর্চি হইতে  
দিবসে, দিবস হইতে গুরুপক্ষ, গুরুপক্ষ হইতে উত্তরাষাঢ়ের ছয়মাসে,  
সেই ছয়মাস হইতে সম্বৎসরে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য  
হইতে চন্দ্রমাসকে, চন্দ্রমাস হইতে বিদ্যাতে গমন করেন। তখন সেই

স এনান্ ত্রয়া যম্মত্তেয দেবপথো ত্রয়পথ এতেন্ প্রতিপদ্যমান।  
ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে ।

শানচ, গমন করিয়া ) ইমন্ মানবন্ আবর্তন্ ( এই মানব জন্মরূপ  
আবর্তকে ) ন আবর্তন্তে ( আ+বৃত্ ; আবর্তিত হই না, প্রাপ্ত হই না ) ;  
ন আবর্তন্তে ( বিক্রান্তি নিষ্ঠর বা সমাপ্তিসূচক ) ।

পাঠান্তর :—‘এনান্’ স্থলে ‘এতান্’ ।

হানের এক অমাত্য পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্মে লইয়া যান । ইহাই  
দেবপথ, ( ইহাই ) ত্রয়পথ । এই স্থলে গমন করিলে আর মানবকে  
আবর্তে ( সংসার আবর্তে ) কিরিয়া আসিতে হই না ।

### মন্তব্য

৪।১৫।১। বামানি সংঘস্তুি অর্থাৎ কল্যাণকর বস্তুসমূহ নিকট গমন  
করে, এইজন্য ইহার নাম ‘সংঘদাম’ । ‘সংঘদাম’ এবং ‘বামানি সংঘস্তুি’  
এতদ্বয়ের উচ্চারণের সাদৃশ্য লক্ষ্য্য ।

ভগবানের মতে ‘সংঘদাম’ শব্দের অর্থ “Love's treasure” অর্থাৎ  
প্রিয় বস্তুর আধার ।

৪।১৫ ৪। ভগবান্ সাহেব বলেন :—

বামনী—The herald of love ; The prince of love.

ভামনী—The prince of radiance.

## চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

### যজ্ঞ সফলতার নিয়ম

১। এব হ বৈ যজ্ঞো যোহয়ং পবত এব হ যন্নিদং সর্বং  
পুনাতি যদেষ যন্নিদং সর্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞন্তম্ভ মনন্ত  
বাক্ চ বর্তনী।

২। তয়োঃশ্রুতরাং মনসা সংকরোতি ব্রহ্মা বাচা হোতা-  
অধ্বর্যুঃ। উদগাতাশ্রুতরাংস যত্রোপাকৃতে প্রোতরভুবাকে পুরা পরি-  
ধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি।

১। এবঃ (ইনি) হ বৈ যজ্ঞঃ, বঃ অয়ম্ (এই যিনি) পবতে  
(পবিত্র করেন); এবঃ হ যন্ (ই শত্; গমন করিয়া) ইদম্ সর্বম্  
(এই সমুদয়কে) পুনাতি (পবিত্র করেন)। যৎ (যেহেতু) এবঃ  
যন্ সর্বম্ ইদম্ পুনাতি, তস্মাৎ (সেইজন্য) এবঃ এব যজ্ঞঃ। তন্ত  
(তাহার) মনঃ চ বাক্ চ বর্তনী (বর্তনি ত্রীং ১।২, উভয়পথ) পাঠান্তর  
—‘মনন্ত বাক্ চ’ হলে ‘বাক্ চ মনন্ত’।

২। তয়োঃ (এই দুইটির) অশ্রুতরাম্ (একটিকে) মনসা (মনদ্বারা)  
সংকরোতি (সম্পন্ন করেন, শোধন করেন) ব্রহ্মা। বাচা (বাক্যদ্বারা)  
হোতা অধ্বর্যুঃ, উদগাতা অশ্রুতরাম্। সঃ (ব্রহ্মা) যত্র (যখন)  
উপাকৃতে (উপ+আ+কৃ+ক্ত, ৭।১; আরম্ভ হইলে) প্রোতঃ  
অভুবাকে (প্রোতঃকালে পঠনীয় অভুবাক ৭।১) পুরা (পূর্বে) পরি-  
ধানীয়ায়াঃ (‘পরিধানীয়া’ নামক ঋকের) ব্রহ্মা ব্যববদতি (বি+অব  
+বদ্; মৌনভাবে পরিত্যাগ করিয়া শব্দ করেন)।

১। এই যিনি পবিত্র করেন, ইনিই (অর্থাৎ এই বায়ুই) যজ্ঞ, যেহেতু  
তিনি প্রবাহিত হইয়া পবিত্র করেন। যেহেতু তিনি প্রবাহিত হইয়া এই  
সমুদয় পবিত্র করেন, সেইজন্য ইহাই যজ্ঞ। মন এবং বাক্য ইহার দুইটি পথ।

২। ব্রহ্মানামক ঋকিক ইহার একটা পথকে মন দ্বারা (অর্থাৎ

৩। অন্ততরামেব বর্তনীং সংস্করোতি হীরতেহন্ততরা স  
ষথৈকপাদ্ ভ্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্তমানো রিষ্যত্যেবমন্ত  
যজ্ঞো। রিষ্যতি যজ্ঞঃ রিষ্যন্তঃ যজমানোহনুরিষ্যতি স ইষ্টু।  
পাপীয়ান্ ভবতি।

৩। অন্ততরাম্ এব বর্তনীম্ ( ছইটীর মধ্যে একটি পথকে ; 'বর্তনী' শব্দ ২।১ ) সংস্করোতি ( সংস্কার করেন ), হীরতে ( হীন হয় ) অন্ততরা ( মনোরূপ পথটি )। সঃ যথা ( যেমন, সে যেমন ) একপাদ্ ( এক পদ বিশিষ্ট ) ভ্রজন্ ( গমন করিয়া ), রথঃ বা ( অথবা যেমন রথ ) একেণ চক্রেণ ( এক চক্রের সহিত ) বর্তমানঃ রিষ্যতি ( রিষ্ ; বিনাশ প্রাপ্ত হয় ), এবম্ ( এই প্রকার ) অন্ত ( ইহার ) যজ্ঞঃ রিষ্যতি। যজ্ঞম্ রিষ্যন্তম্ ( + অহু ; যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে ; যজ্ঞ বিনাশের অন্তগমন করিয়া ; 'অহু'যোগে ২য়। ) যজমানঃ অহু ( রিষ্যন্তম্ + অহু ) রিষ্যতি। সঃ ইষ্টু। ( যজ্ + ত্বা = যজ্ঞ করিয়া ) পাপীয়ান্ ( পাপ + দেবহু পাঃ ৬।৪।১৫৫ = অতিশয় পাপী ) ভবতি ( হয় )। পাঠান্তর—'বর্তনীম্' স্থলে 'বর্তনিম্'।

চিন্তা দ্বারা, বা মোনাবলম্বনপূর্বক ) সম্পন্ন করেন ( বা সংশোধন করেন ) ( এইটী মনোরূপ পথ )। হোতা, অধ্বৰ্যু ও উদ্গাতা বাক্য দ্বারা অপরটিকে সম্পন্ন করেন ( এইটী বাক্যরূপ পথ )। প্রাতঃপঠনীর অন্তবাক্য আরম্ভ হইবার পর, এবং পরিধানীর নামক শব্দ পাঠ করিবার পূর্বে যদি 'ব্রহ্মা' মোনাবলম্বন ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন।

৩। তবে তিনি একটি পথকেই ( অর্থাৎ বাক্যরূপ পথকেই ) সংস্কৃত করেন ; কিন্তু অন্ত পথটি ( অর্থাৎ মনোরূপ পথটি ) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন একপদ বিশিষ্ট মানব চলিতে গেলে কিংবা এক চক্র বিশিষ্ট রথ গমন করিতে আরম্ভ করিলে বিনষ্ট হয়, তেমনি ইহার যজ্ঞ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞবিনষ্ট হইলে যজমানও বিনষ্ট হয় ; সে যজ্ঞ করিয়া অতিশয় পাপী হয়।



৪। অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতঃস্মৃত্বাকৈ ন পুরা পরিধানীয়ায়াঃ ব্রহ্মা ব্যববদতুভে এব বর্জনো সংস্কৃৎস্বস্তি ন হীয়তেহন্যন্তরা।

৫। স যথোত্তরপাদ্ ব্রহ্মন্ রথো বোভাত্যাং চক্রাভ্যাং বর্জমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমশ্র যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তঃ যজ্ঞমানোহনু প্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্টুঃ শ্রেয়ান্ ভবতি।

৪। অথ যত্র (যে যজ্ঞে) উপাকৃতে প্রাতঃ স্মৃত্বাকৈ, ন (না) পুরা পরিধানীয়ায়াঃ ব্রহ্মা ব্যববদতি উভে এব বর্জনী (উত্তরপদই; বর্জনি জীঃ ২।২) সংস্কৃৎস্বস্তি (সংস্কার করেন); ন (না) হীয়তে অন্যন্তরা (একটাও) (২মী ভ্রঃ)।

৫। সঃ যথা (৪।১৬।৩) উত্তরপাদ্ (উত্তরপদযুক্ত) ব্রহ্মন্ (গমন করিয়া) রথঃ বা উভাভ্যাম্ চক্রাভ্যাম্ (উভয় চক্রের সহিত) বর্জমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকে, পড়িয়া যায় না), এবম্ অশ্র যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি। যজ্ঞম্ প্রতিতিষ্ঠন্তম্ (অনু+; যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে) যজ্ঞমানঃ অনু (প্রতিতিষ্ঠন্তম্+) প্রতিতিষ্ঠতি। সঃ ইষ্টুঃ শ্রেয়ান্ ভবতি (শ্রেয়োলাভ করে)। (৪।১৬।৩ ভ্রঃ)।

৪। আর যে যজ্ঞে প্রাতঃপঠনীয় অনুবাক্ আঃস্ত হইবার পর এবং পরিধানীয় ব্রহ্মা পাঠ করিবার পূর্বে 'ব্রহ্মা' বাক্য উচ্চারণ করেন না, সে যজ্ঞে উত্তর পদই সংস্কৃত হয়, কোনটাই হীন হয় না।

৫। যেমন উত্তরপদযুক্ত লোক চলিতে গেলে কিংবা উত্তর চক্রযুক্ত রথ গমন করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (অর্থাৎ পড়িয়া যায় না), তেমনি ইহার যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শ্রেয়োভাগী হয়।



১১৬৩ বস্তুনি ২১১ বস্তুনি

৪:১৫২। হোতু — হন-তুন্ ; হ হাত্ত অর্থ আহুতি দেওয়া । ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে অতি প্রাচীনকালে ‘হোতা’ হোম কৰ্ম্মও সম্পন্ন করিতেন ।

৪:১৬৩। ‘বস্তুমীম্’ — বস্তুমী জৌলিখ ২১১ বস্তুনি এবং বস্তুমী উভয়ই জৌলিখ ( পাঃ ৪:১১৪৫ বার্তিক ) ।

‘সঃ যথা’ :—অনেকস্থলে ‘য’ কিংবা ‘তঃ’ শব্দ ‘যথা’ ও যদি শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয় । ‘যথা’ এবং ‘যদি’ শব্দের অর্থ দৃষ্টান্ত করিবার জন্যই এই প্রকার প্রয়োগ । পালিতে ‘সেয্ যথা’, প্রাকৃতে ‘সেজ্জহা’, ‘তম্জহা’ ইত্যাদির প্রয়োগ আছে । ইহার অর্থ ‘যেমন’, ‘সে যেমন’ । ‘ব্রহ্মা’র কর্তব্য কি সেবিষয়ে ঐ তরের ব্রাহ্মণের ২৫৮ অংশ দ্রষ্টব্য ।

৪:১৬৩। সোমযজ্ঞে চারি প্রকার ঋত্বিক নিযুক্ত হইয়া থাকে :—  
(১) ঋগদৌ ঋত্বিক—ইহার নাম হোতা । হোতার তিনজন সঙ্গী (ক) মৈত্রাবরুণ, (খ) অচ্ছাধাক (গ) গ্রাবস্তব্ ; মোট চারি জন (২) যজুর্বেদী অধ্বর্যু । ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রতিপ্রস্থাতা (খ) নেষ্টা (গ) উরেষ্টা ; মোট ৪ জন । (৩) সামবেদী উদ্গাতা—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) প্রস্থোতা (খ) প্রাতহর্ষা (গ) সুব্রহ্মণা ; মোট ৪ জন । (৪) ব্রহ্মানামক ঋত্বিক—ইহার তিনজন সঙ্গী (ক) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (খ) আশ্বীধ (গ) পোতা মোট ৪ জন ।

হোতা নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করেন ; অধ্বর্যু হোমদ্রব্য প্রস্তুত ও আহুতি অর্পন করেন এবং উদ্গাতা সামগান করেন । ব্রহ্মার তিন বেদের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । তিনি অপরাপর ঋত্বিকের কাৰ্য্যের তত্ত্বাবধান করেন এবং ভ্রম সংশোধন করিয়া থাকেন । পরবর্ত্তীকালে ‘ব্রহ্মা’ অথর্ববেদী ঋত্বিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

## চতুর্থাধ্যায়ের সমুদয় খণ্ড

### যজ্ঞশোধনে ব্যাহতিব্যবহার

১। প্রজাপতির্লোকানভ্যতপন্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্  
প্রাবৃহদগ্নিঃ পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিকাদাদিত্যাং দিবঃ ।

২। স এতাস্তিত্বো দেবতা অভ্যতপন্তাসাং তপ্যমানানাং  
রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋচো বায়োঋজুংসি সামান্দ্বাদিত্যাং ।

১। প্রজাপতিঃ লোকান্ (লোকসমূহকে ‘উদ্দেশ্য করিয়া’) অতি+অতপৎ (তপস্তা করিলেন)। তেষাম্ তপ্যমানানাম্ (সেই অতিসন্ত লোক সমূহের) রসান্ (রসসমূহকে) প্রাবৃহৎ (প্র+বৃহ-লুট্; উদ্ধৃত করিলেন)—অগ্নিঃ (২।১) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) বায়ুম্ অন্তরিকাং (অন্তরিক হইতে), আদিত্যাম্ দিবঃ (দ্যৌ হইতে) ।

২। সঃ এতাঃ তিত্বঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া) অভ্যতপৎ । তাসাম্ তপ্যমানানাম্ (তপ্যমান দেব সমূহের) রসান্ প্রাবৃহৎ—অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) ঋচঃ (ঋক্ সমূহকে), বায়োঃ (বায়ু হইতে) ঋজুংসি (ঋজুঃ সমূহকে), সামানি (সাম সমূহকে) আদিত্যাং (আদিত্য হইতে) ১মঃ ব্রঃ ।

১। প্রজাপতি লোকসমূহকে (উদ্দেশ্য করিয়া) তপস্তা করিলেন । তপ্যমান লোকসমূহ হইতে তিনি রস উদ্ধৃত করিলেন । পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক হইতে বায়ু এবং ছালোক হইতে আদিত্যকে (উদ্ধৃত করিলেন) ।

২। তিনি এই তিন দেবতাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) তপস্যা করিলেন । তপ্যমান দেবগণ হইতে তিনি রস উদ্ধৃত করিলেন—অগ্নি হইতে ঋক্গমূহ বায়ু হইতে ঋজুঃ সমূহ এবং আদিত্য হইতে সাম সমূহ (উদ্ধৃত করিলেন) ।

৩। স এতান্ অয়ীং বিজামত্যভ্যুপস্ত্যাস্ত্যপ্যমানান্না রসান্  
প্রাবৃহদুরিত্যগত্যো ভুবরিত্তি বজুর্ভ্যঃ ঋরিত্তি সামভ্যঃ ।

৪। তদ্যদ্যন্তো রিষ্যেদ্বুঃ স্বাহেতি গাহপত্যে জুহুয়াৎ-  
চামেব তত্রসেমর্চাং বীর্ঘ্যেগর্চাং যজ্ঞস্ত বিরিষ্টেঃ সম্বধাতি ।

৩। সঃ এতান্ অয়ীম্ বিজাম্য (এই অয়ীবিদ্যাকে লক্ষ্য  
করিয়া) অভ্যুপস্ত্য। তস্যঃ তপ্যমানান্নাঃ (তপ্যমান অয়ীবিদ্যার)  
রসান্ প্রাবৃহৎ—ভুঃ ইতি ঋগ্ভাঃ (ঋক্ সমূহ হইতে); ভুবঃ  
ইতি বজুর্ভাঃ (বজুঃসমূহ হইতে) ঋঃ ইতি সামভ্যঃ (সামসমূহ  
হইতে) (২ ভ্রঃ) ।

পাঠান্তর ‘ভুবরিত্তি’ স্থলে ‘ভুব ইতি’ ।

৪। তৎ (সেই জন্ত) যদি ঋক্ভ্যঃ (ঋক্ + তস্ = ঋক্ হইতে,  
ঋক্ সংক্রান্ত দোষবশতঃ) রিষ্যেৎ (যজ্ঞের অনিষ্ট হয়)—‘ভুঃ স্বাহা’  
ইতি গাহপত্যে (গাহপত্য অগ্নিতে) জুহুয়াৎ (হোম করিবে) ।  
ঋচাম্ এব (ঋক্ সমূহের) তৎরসেন (সেই রসদ্বারা) ঋচাম্ বীর্ঘ্যেন  
(বীর্ঘ্য দ্বারা) ঋচাম্ (ঋকের) যজ্ঞস্ত (যজ্ঞের) বিরিষ্টে (অনিষ্টকে)  
সম্বধাতি (সম্ + ধা ; প্রতিবিধান করে) ।

৩। প্রজাপতি এই অয়ীবিদ্যাকে (লক্ষ্য করিয়া) উপস্ত্য করিলেন ।  
তপ্যমান অয়ীবিদ্যা হইতে রস সমূহ উদ্ধৃত করিলেন; ঋক্সমূহ হইতে  
ভুঃ, বজুঃসমূহ হইতে ভুবঃ এবং সামসমূহ হইতে ঋঃ উদ্ধার  
করিলেন ।

৪। সেই জন্ত যদি ঋক্ প্রয়োগের দোষে যজ্ঞের কোন অনিষ্ট  
হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ‘ভুঃ স্বাহা’ বলিয়া গাহপত্য অগ্নিতে হোম  
করিবে । তাহা হইলে ঋক্ সমূহের রসদ্বারা, ঋক্সমূহের বীর্ঘ্যদ্বারা  
—ঋক্ প্রয়োগের দোষবশতঃ যজ্ঞের যে দোষ হইতে পানিত,  
তাহার প্রতিবিধান হইবে ।

৫। অথ যদি যজুঃ ঋত্ব্যদ্ব্যঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ  
জুহ্বাদ্ যজুশ্চামেব তদ্রসেন যজুশ্চ বীৰ্য্যেণ যজুশ্চ যজ্ঞস্ত  
বিরিষ্টে সন্দধাতি ।

৬। অথ যদি সামতে ঋত্ব্যৎস্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহ্বাৎ  
সাম্ভামেব তদ্রসেন সাম্ভাৎ বীৰ্য্যেণ সাম্ভাৎ যজ্ঞস্ত বিরিষ্টে  
সন্দধাতি ।

৫। অথ যদি যজুঃ ( যজুঃ + তস্ = যজুঃ প্রয়োগের দোষবশতঃ )  
ঋত্ব্যৎ, 'ভুবঃ স্বাহা' ইতি দক্ষিণাগ্নৌ ( দক্ষিণাগ্নিতে ) জুহ্বাৎ ;  
যজুশ্চাম্ ( যজুঃ সমূহের ) এব তৎরসেন, যজুশ্চাম্ বীৰ্য্যেণ, যজুশ্চাম্ যজ্ঞস্ত  
বিরিষ্টে সন্দধাতি ( ৪য়ঃ ) ।

৬। অথ যদি সামতঃ ( সাম + তস্ = সামপ্রয়োগের ( দোষ  
বশতঃ ) ঋত্ব্যৎ, 'স্বঃ স্বাহা' ইতি আহবনীয়ে ( আহবনীর অগ্নিতে )  
জুহ্বাৎ । সাম্ভাম্ ( সাম সমূহের ) এব তৎ রসেন, সাম্ভাম্ বীৰ্য্যেণ  
সাম্ভাম্ যজ্ঞস্ত বিরিষ্টে সন্দধাতি ( ৪য়ঃ ) ।

৫। যদি যজুঃপ্রয়োগের দোষবশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা  
থাকে, তবে 'ভুবঃ স্বাহা' এই বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিবে।  
তাহা হইলে যজুঃসমূহের রসদ্বারা, যজুঃসমূহের বীৰ্য্যদ্বারা—যজুঃ  
প্রয়োগের দোষবশতঃ যে অনিষ্ট হইতে পারিত—তাহার প্রতিবিধান  
হইবে।

৬। যদি সামপ্রয়োগের ক্রটি বশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা  
থাকে, তবে 'স্বঃ স্বাহা' এই বলিয়া আহবনীর অগ্নিতে হোম করিবে।  
যদি সাম প্রয়োগের দোষবশতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে,  
তবে সামসমূহের রসদ্বারা, সামসমূহের বীৰ্য্য দ্বারা সেই ক্রটির প্রতি-  
বিধান হইবে।

৭। তদ্ যথা লবণেন স্তবর্ণং সন্দধ্যাৎ স্তবর্ণেন রজতং  
রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দারু  
চৰ্ম্মণা ।

৮। একমেবাং লোকানামাসাং দেবতানামস্ত্যাস্ত্রয়া বিদ্যায়া  
বীৰ্য্যোণ যজ্ঞস্ত্য বিরিষ্টং সন্দধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো  
যত্ৰৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি ।

৭। তৎ যথা ( যেমন ) লবণেন ( লবণ দ্বারা ) স্তবর্ণম্ ( ২।১ )  
সন্দধ্যাৎ ( সম + ধা : সংযোজিত করে ), স্তবর্ণেন ( ৩।১ ) রজতম্  
( ২।১ ), রজতেন ত্রপু ( রজকে ), ত্রপুণা ( ত্রপু দ্বারা ) সীসম্ ( ২।১ ),  
সীসেন ( ৩।১ ) লোহম্ লোহেন ( ৩।১ ) দারু ( কাঠকে ), দারু  
( দারুকে ) চৰ্ম্মণা ( চৰ্ম্মদ্বারা ) ।

৮। এবম্ ( এই প্রকার ) এযাম্ লোকানাম্ ( এই লোক সমূহের )  
আসাম্ দেবতানাম্ ( এই দেবতা সমূহের ) স্ত্যাস্ত্রাঃ স্ত্রয়াঃ বিদ্যায়াঃ  
( এই ত্রয়ী বিদ্যার ) বীৰ্য্যোণ যজ্ঞস্ত্য বিরিষ্টম্ সন্দধাতি । ভেষজকৃতঃ  
( সূচিকিৎসিত ) হ বৈ এষঃ যজ্ঞঃ, যত্র ( যে যজ্ঞে ) এবংবিদ্ ( এই  
প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ) ব্রহ্মা ভবতি ( হয় ) ( ৪ মঃ ) ।

৭। যেমন লবণদ্বারা স্তবর্ণকে ; স্তবর্ণদ্বারা রজতকে, রজতদ্বারা  
রাজকে, রাজদ্বারা সীসকে, সীসকদ্বারা লোহকে এবং লোহদ্বারা  
ও চৰ্ম্মদ্বারা কাঠকে ( সংযোজিত করা হয় ) ।

৮। তেমনি এই লোকসমূহের, এই দেবগণের এবং এই ত্রয়ী  
বিদ্যার বীৰ্য্য দ্বারা যজ্ঞের অনিষ্ট প্রতিবিধান করা হয় । এই  
প্রকার জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞে ঋষিক হন, সেই যজ্ঞ সূচিকিৎসিত  
হয় ।

৯। এষ হ বা উদকপ্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা  
ভবত্যেবংবিদং হ বা এষা ব্রহ্মাণমনু গাথা যতো যত আবর্ততে  
তদ্ভদগচ্ছতি ।

১০। মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্কুরুনশ্চাভিরক্ষত্যেবংবিদ্ হ  
বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞঃ যজ্ঞমানঃ সৰ্বাংশ্চত্বিজোহভিরক্ষতি তস্মাদেবং-  
বিদমেব ব্রহ্মাণং কুব্বীত নানৈবংবিদং নানৈবংবিদম্ ।

৯। এষঃ (এই) হ বৈ উদকপ্রবণঃ (উত্তরদিকে নিম্ন অর্থাৎ উত্তরায়ণ  
পথে যাইবার উপায়) যজ্ঞঃ, যত্র এবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি । এবং বিদম্ (২।১)  
হ বৈ এষা ( এই ) ব্রহ্মাণম্ অহু ( ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া ) গাথা—

যতঃ যতঃ ( যেখানে, যেখানে ) আবর্ততে ( আ + বৃত ; ক্ষতধুক্ত  
হয়—শব্দ ; কিংবা যন্ত্রের আবৃত্তি হয় ), তৎ তৎ ( সেই সেই স্থানে )  
গচ্ছতি ( গমন করে ) ।

১০। মানবঃ ( মননশীল বা মৌনাবলম্বী ) ব্রহ্মা এব একঃ ঋত্বিক ।  
কুরুন্ ( কুরুদিগকে ; শব্দের মতে কুরুকর্তা বা বোদ্ধা, কৃ ধাতু হইতে ।  
এখানে কুরুবংশীয় না বলিয়া শব্দ সাধারণ বোদ্ধগণ বলিয়াছেন )  
অশ্বা ( ঘোটকী ) অভিরক্ষতি ( রক্ষা করিয়া থাকে ) । এবংবিৎ  
হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞম্ যজ্ঞমানম্ সৰ্বান্ চ ঋত্বিজঃ ( এবং সমুদয় ঋত্বিককে )  
অভিরক্ষতি । তস্মাৎ (সেই জন্য) এবংবিদম্ এষ ব্রহ্মাণম্ ( এই প্রকার

৯। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞের ঋত্বিক সেই যজ্ঞ উদক-  
প্রবণ ( অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে যাইবার উপায় ) । এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন  
ব্রহ্মার বিষয়ে এইরূপ একটি গাথা ( আছে )—

“যে যে স্থানে ক্ষত হয় সেই সেই স্থানে গমন করেন ( কিংবা  
যেখানে যেখানে যন্ত্রের আবৃত্তি হয় সেই সেই স্থানে গমন করেন )” ।

১০। মননশীল ( বা মৌনাবলম্বী ) ব্রহ্মাই একমাত্র ঋত্বিক । ঘোটকী  
কুরুগণকে ( কিংবা বোদ্ধগণকে ) রক্ষা করিয়া থাকে ; ( তেমনি ) এই



জানী ব্রহ্মাকেই ) কুর্বীত ( নিষ্কৃত করিবে ) ; ন ( না ) অনেবং-বিদম্ ( ন এবংবিদম্—এ প্রকার জ্ঞান সাহায্য নাই তাহাকে ) ; ন অনেবং-বিদম্ ( দ্বিকৃতি সমাপ্তিসূচক কিংবা গুরুত্বসূচক ) ।

প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও ঋত্বিককে রক্ষা করেন । স্বতরাং যিনি এই প্রকার জানেন, তাহাকেই ব্রহ্মাঋত্বিকরূপে নিষ্কৃত করিবে । যে এ প্রকার জানে না তাহাকে নিষ্কৃত করিবে না ।

### মন্তব্য

‘অভ্যতপঃ’—কেহ কেহ বলেন “লোকান্ অভ্যতপঃ”—“লোক-সমূহকে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন” । ‘তপ্’ ধাতুর মৌলিক অর্থ উত্তপ্ত করা ।

‘তং যদি’—৪।১৬।৩ এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।

‘তং যথা’—৪।১৬।৩ মন্তব্য দ্রঃ ।

লবণ—Borax salt

(১) ‘গাথা’—আনন্দ গিরি বলেন গাথা শব্দের অর্থ “গায়ত্রীাদি ছন্দোব্যতিরিক্তছন্দো বিষয়ঃ” অর্থাৎ গায়ত্রীাদি ছন্দ ছাড়া অপর ছন্দে যাহা রচিত তাহাই গাথা । পিঙ্গল সূত্রে ও আছে “ছন্দঃ শাস্ত্রে” সাহায্য উল্লেখ নাই, অথচ প্রয়োগ আছে তাহাই গাথা ( ৮।১ ) ।

ঐতরেয় আরণ্যকে লিখিত আছে যে ঋগ্, যজুর্, সামাদি অপৌরুষেয় এবং গাথা—মানবরচিত ।

যে সমুদয় কবিতা যজ্ঞ নহে, সেই সমুদয় কবিতাকে প্রাচীনকালে গাথা বলা হইত ।

(২) ‘যতঃ যতঃ আবর্ততে’ কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন “যে স্থলে ব্রহ্মা-পুরোহিত গমন করেন, সেই স্থলে সাধারণ মানবও গমন করে ।

‘অশ্বা’—Denasen এবং Bohtlingk ও Roth ‘অশ্বা’ স্থলে ‘শ্বা’ গ্রহণ করিয়াছেন । শ্বা = কুকুর ।

কেহ কেহ বলেন কুরূনু—যজ্ঞকর্তৃগণ । তাহা হইলে এই অংশের অর্থ হইবে—

“কুকুর যেমন যজ্ঞকারীগণকে রক্ষা করে ।





# ছান্দোগ্যোপনিষদ্

দ্বিতীয়ার্ধ—শেষ চারি অধ্যায়

# A SYSTEM OF RATIONAL THEOLOGY

## IN SIX BOOKS

IN HARMONY WITH THE FUNDAMENTAL TEACHINGS

OF THE HIGHER HINDU SCRIPTURES

BY SĪTANATH TATTVABHUSHAN

*Lecturer, Theological Society, Sadharan Brahma Samaj.*

1. **Brahmajijnasa** (in English); An Exposition of the Philosophical Basis of Theism. Rs. 1-8
2. **Brahmasadhan** (in English) or Endeavours after the Life Divine: Twelve lectures on spiritual culture. Rs. 1-8.
3. **The Philosophy of Brahmatism** :\* Twelve lectures on Brahma doctrine, *sadhan* and social ideals. Rs. 2-8.
4. **The Vedanta and its Relation to Modern Thought** \* Twelve lectures on all aspects of Vedantism. Rs. 2-4
5. **Krishna and the Gita** :\* Twelve lectures on the authorship philosophy and religion of the *Bhagavadgita*. Rs. 2-8
6. **The Theism of the Upanishads and other Subjects** : Six lectures on the religion of the *Upanishads* and the religious aspect of Hegel's philosophy. Rs. 2.
7. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal English translation :—The *Iso*, *Kena*, *Katha*, *Prasna*, *Mundaka*, *Mandukya*, *Svetasvatara*, *Taittiriya*, *Aitareya*, and *Kaushitaki* Upanishads in Devanagari characters. Second Edition in one volume. Rs. 2-8
8. Edited by the author with easy Sanskrit annotations and a literal Bengali translation :—উপনিষদ ১৩ খণ্ড—ইশা, কেনা, কঠা, প্রশ্না, মুণ্ডক ও মণ্ডুক্য। দ্বিতীয় খণ্ড—বেতাংবতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি। মূল্য প্রতি খণ্ড ২ টাকা। দুই খণ্ড একত্র বঁধান ২১০ টাকা।

*All elegantly bound. To be had of the author and editor,*

*210-3-2, Cornwallis Street, Calcutta. Books marked*

*with an asterisk are out of print.*

# ছান্দোগ্যোপনিষদ্

শ্রীমহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি-কর্তৃক

পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য-ঘটিত  
বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত

দশোপনিষদের টীকা ও অনুবাদকার

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্তৃক

খণ্ডীর্ষ, বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদ্রুপ সাধন-প্রণালী  
বিষয়ক ভূমিকাসহ সম্পাদিত

দ্বিতীয়ার্ধ—শেষ চারি অধ্যায়

কলিকাতা

২১০।৩২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

‘দেবালয়’নামক ভবনের ত্রিতলগৃহে

গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকট প্রাপ্য

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ

মূল্য দেড় টাকা

୨୧୧, କର୍ପଓଗ୍ରାମିନ୍ ଟ୍ରାଟ୍, କଲିକାତା

ଭ୍ରାନ୍ତକ୍ଷିପ୍ତନ ଥେମେ

ବିଦିଗୁଣାନାଥ ରାୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

## মুখবন্ধ

ঈশ্বরকৃপায় ছান্দোগ্যের বর্তমান সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল। এই দ্বিতীয়ার্ধে যে চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইল সেই চারি অধ্যায়ই ব্রহ্মবিজ্ঞার্থীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। উপনিষদের পরলোকবাদ প্রথম ও অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আধুনিক পাঠক সমগ্রভাবে সেই মত গ্রহণ করুন আর নাই করুন, ইহা তাঁহার নিবিষ্ট অধ্যয়নের উপযুক্ত। অশ্বপতি ও বড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ সামাজিক ও দার্শনিক উভয় দিক্ হইতেই প্রয়োজনীয়। ষষ্ঠাধ্যায়ে ‘তৎস্বমসি’ মহাবাক্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে ইহার স্থান সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তম অধ্যায়ে ‘নাম’ হইতে আৰম্ভ করিয়া ঋষি সোপান-পরম্পরা অতিক্রমপূর্বক চিন্তার উচ্চতম স্তর ‘ভূমা’তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যায়ী এই ব্যাখ্যা পাঠ করিতে করিতে নিশ্চয়ই হেগেলের জ্ঞান-পদ্ধতি স্বরণ করিবেন। অষ্টমাধ্যায়ে পাঠক অমৃত্যু বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থা সহজে বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যাত মতের বিরুদ্ধ, অন্ততঃ আপাত-বিরুদ্ধ, মত দেখিতে পাইবেন। উপনিষদিক ব্রহ্মবিজ্ঞার এই দুই ধারা সহজে প্রথমার্ধের মুখবন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

অতিরিক্ত বয়সে অঙ্গকরা কীণ চক্ষু লইয়া বেতনভোগী প্রফ-সংশোধকের সাহায্যে ছান্দোগ্যের সংস্করণ শেষ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি অনেক আছে ইহাই সন্দেহ। কিন্তু বড় ত্রুটি বোধ হয় একটাই।

৩৪ এর পৃষ্ঠার নিম্নভাগস্থ ৩ সংখ্যক পদপাঠের দুই পংক্তি ৩৫এর পৃষ্ঠায় যাইবে এবং ৩৫এর পৃষ্ঠার নিম্নভাগস্থ ৫ সংখ্যক পদপাঠের এক পংক্তি ৩৬এর পৃষ্ঠায় যাইবে ।

( পদপাঠ ও মন্তব্যে অনেকগুলি গ্রন্থের নাম সাংকেতিকভাবে দেওয়া হইয়াছে । সেই সকল গ্রন্থের প্রায় সকলগুলিরই পূর্ণ নাম বোধ হয়, এই পুস্তকের কোনও না কোনও স্থলে আছে । সুতরাং সাংকেতিক নামগুলি বুঝিতে বোধ হয় পাঠকের বিশেষ বাধা হইবে না । এই ভাবিয়া এই সকল সাংকেতিক নামের কোনও নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল না ।

ঈশ্বরেচ্ছা থাকিলে অনতিবিলম্বেই ‘বৃহদারণ্যকে’র সংস্করণ লইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হইব । এই কার্য সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি ।

সম্পাদক





# বিষয়ানুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
ভূমিকা	
পঞ্চমাধ্যায়	১-৯৩
প্রথম খণ্ড—ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ—এ গের ত্রৈলোক্য	১
দ্বিতীয় খণ্ড—প্রাণোপাসনা	১০
তৃতীয় খণ্ড—বেতকেতু-প্রবাহন-সংবাদ	১৭
চতুর্থ খণ্ড—প্রবাহন-কথিত পঞ্চায়ি বিজ্ঞা (১)	২৬
পঞ্চম খণ্ড—ঐ (২)	২৮
ষষ্ঠ খণ্ড—ঐ (৩)	২৯
সপ্তম খণ্ড—ঐ (৪)	৩০
অষ্টম খণ্ড—ঐ (৫)	৩১
নবম খণ্ড—পঞ্চায়িবিজ্ঞার উপসংহার (১)	৩২
দশম খণ্ড—ঐ (২) দেব-ধান,	
পিতৃযান ও পুনরাবর্তন	৩৩
একাদশ খণ্ড—অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—	
বৈদ্যানর—(১)	৪০
দ্বাদশ খণ্ড—ঐ (২)	৪১
ত্রয়োদশ খণ্ড—ঐ (৩)	৪২
চতুর্দশ খণ্ড—ঐ (৪)	৬১
পঞ্চদশ খণ্ড—ঐ (৫)	৬৩
ষোড়শ খণ্ড—ঐ (৬)	৬৫
সপ্তদশ খণ্ড—ঐ (৭)	৬৭
অষ্টাদশ খণ্ড—ঐ (৮)	৬৯
একোবিংশতি খণ্ড—প্রাণায়িহোত্র (১)	৮৩
বিংশ খণ্ড—ঐ (২)	৮৫
একবিংশ খণ্ড—ঐ (৩)	৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষাটবিংশ খণ্ড—	৮৮
অষ্টোবিংশ খণ্ড—	৮৯
চতুর্বিংশ খণ্ড—	৯০
ষষ্ঠাধ্যায়	৯ - ১৫৪
প্রথম খণ্ড—আকর্ষিতকেন্দ্র-সংবাদ—এক বিজ্ঞানে গর্ব- বিজ্ঞান	৯৫
দ্বিতীয় খণ্ড—সংস্করণ হইতে তেজ, অপ ও অয়ের সৃষ্টি	১০১
তৃতীয় খণ্ড—আদিদেবত্রয়ের মিশ্রণে জগৎস্রষ্টি	১০৪
চতুর্থ খণ্ড—অগ্নিসূর্যাদি সমুদায় বস্তুতে দেবত্রয়ের অবস্থিতি	১০৭
পঞ্চম খণ্ড—আদি দেবত্রয় হইতে শরীর, মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি	১১৩
ষষ্ঠ খণ্ড—আদি দেবত্রয় হইতে মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি	১১৬
সপ্তম খণ্ড—শ্বেতকেন্দ্রের অনশন ও পুনর্ভোজন দ্বারা উক্ত তত্ত্বের স্পষ্টীকরণ	১১৯
অষ্টম খণ্ড—স্রষ্টি ও পানভোজনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১২৪
নবম খণ্ড—মধুচক্র ও জীববৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৩২
দশম খণ্ড—নদীর উৎপত্তি বিলয় ও জীববৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৩৪
একাদশ খণ্ড—জীবের জীবনমৃত্যুর দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৩৬
দ্বাদশ খণ্ড—শুক্রোষ, বৃক্ষবীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৩৯
ত্রয়োদশ খণ্ড—সবগাস্ত্র জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৪২
চতুর্দশ খণ্ড—সমুদ্রকর্ষক বস্তুচক্র, পাতারদেশীয় পৃথিবীর দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ খণ্ড—মুমূর্ষু ও মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্তদ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৩০
ষোড়শ খণ্ড—তপ্ত পরশুম্পর্শের দৃষ্টান্তদ্বারা ‘তৎস্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা	১৪২
সপ্তমাধ্যায়	১৫৫-২১৩
প্রথম খণ্ড—নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ—কুমাতর—ঋষেদাদি বিজ্ঞান নামনাজ	১৫৫
দ্বিতীয় খণ্ড—নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ	১৬২
তৃতীয় খণ্ড—বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ	১৬৪
চতুর্থ খণ্ড—মন অপেক্ষা সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ	১৬৭
পঞ্চম খণ্ড—সঙ্কল্প অপেক্ষা চিন্তা শ্রেষ্ঠ	১৭১
ষষ্ঠ খণ্ড—চিন্তা অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ	১৭৪
সপ্তম খণ্ড—ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ	১৭৬
অষ্টম খণ্ড—বিজ্ঞান অপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ	১৭৯
নবম খণ্ড—বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ	১৮১
দশম খণ্ড—অন্ন অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ	১৮৩
একাদশ খণ্ড—জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ	১৮৬
দ্বাদশ খণ্ড—তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ	১৮৯
ত্রয়োদশ খণ্ড—আকাশ অপেক্ষা স্রুতি শ্রেষ্ঠ	১৯১
চতুর্দশ খণ্ড—স্রুতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ	১৯৩
পঞ্চদশ খণ্ড—আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ	১৯৪
ষোড়শ খণ্ড—প্রাণবিৎ ও সত্যবিদের প্রভেদ	১৯৯
সপ্তদশ খণ্ড—সত্যস্বরূপের বিজ্ঞান	২০০
অষ্টাদশ খণ্ড—বিজ্ঞান মনন-সাপেক্ষ	২০১
একোবিংশ খণ্ড—মনন প্রজ্ঞা-সাপেক্ষ	২০১
বিংশ খণ্ড—প্রজ্ঞা নিষ্ঠা-সাপেক্ষ	২০২
একবিংশ খণ্ড—নিষ্ঠা কর্ম-সাপেক্ষ	২০৩
দ্বাবিংশ খণ্ড—কর্ম সুখ-সাপেক্ষ	২০৪
ত্রয়োবিংশ খণ্ড—কুমারী সুখস্বরূপ	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্বিংশ খণ্ড—কুমার লক্ষণ	২০৫
পঞ্চবিংশ খণ্ড—ভূমা সর্বময়—ভূমাবিদেহ আরাধ্য	২০৭
ষড়বিংশ খণ্ড—ভূমাতত্ত্ববিৎ সমুদয় অগৎ ব্রহ্মময় দেখেন	২১০
অষ্টমাধ্যায়	১৪-২৭১
প্রথম খণ্ড—দহরবিষ্ঠা—বিদ্যা আ ও জীবাত্মার একত্বজ্ঞান ও তৎফল	২১৪
দ্বিতীয় খণ্ড—পরলোকে জ্ঞানীর কামনাপূরণ	২২০
তৃতীয় খণ্ড—অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত 'সত্য' কামনা- 'সত্য' ও 'স্বদয়ে'র নিকট	২২৪
চতুর্থ খণ্ড—ব্রহ্মসেতুরূপ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (১)	২২৮
পঞ্চম খণ্ড—ব্রহ্মচর্যরূপে নানা যজ্ঞের উল্লেখ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (২)	২৩২
ষষ্ঠ খণ্ড—নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সংযোগ—ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বার	২৩৬
সপ্তম খণ্ড—প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (১)	২৪২
অষ্টম খণ্ড— উপনিষৎ	(২) আহুরী ২৪৭
নবম খণ্ড—ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—দেহাত্মবোধের ভ্রম	২৫২
দশম খণ্ড— এ	—স্বপ্নাবস্থার শুভাশুভ ২৫৫
একাদশ খণ্ড— এ	—স্বপ্ত অবস্থার শুভাশুভ ২৫৮
দ্বাদশ খণ্ড— এ	—অশরীরী আত্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা ২৬১
ত্রয়োদশ খণ্ড—সত্ত্ব ও নিগুণ ব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক গমনের আয়োজন	২৬৭
চতুর্দশ খণ্ড—আকাশরূপ ব্রহ্ম—পুনর্জন্মে অনিচ্ছা	২৬৮
পঞ্চদশ খণ্ড—সাধু জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র	২৭০

# উপনিষদুক্ত সাধন-প্রণালী

## ১। উপনিষদের নীতি

উপনিষদে নৈতিক উপদেশের বাহুল্য নাই। তাহার কারণ এই যে প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসারে ইষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞাদি কৰ্ম, পূৰ্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কূপ-খননাদি লোকহিতকর কৰ্ম, এবং দত্ত অর্থাৎ দানাদি কৰ্ম, এই ত্রিবিধ কৰ্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার ইচ্ছা উদ্ভূত হইলে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে হইত। সুতরাং উপনিষৎকারেরা বিদ্বতভাবে নৈতিক উপদেশ দিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রথমা বর্গী একাদশ অনুবাকে পাঠক কতিপয় উপদেশ নৈতিক উপদেশ পাইবেন। তত্ত্বের উপনিষদের নামা স্থানেই সংক্ষিপ্ত আকারে বিবিধ উপদেশ ছড়ান আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪) একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে ইহা হইতেই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও ব্রহ্ম এই ষট্‌সম্পত্তি অর্থাৎ ছয়টি নৈতিক গুণ সংগৃহীত হয়। ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানার্থী শিষ্যের আদর্শ এই দাঁড়াইল যে তাঁহাকে সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সাধনচতুষ্টয়ের প্রথম সাধন নিত্যানিত্য-বিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রত্যেক বৃদ্ধিবার শক্তি বা অভ্যাস। দ্বিতীয় সাধন ইহামুক্তফলতোপবিয়াগ অর্থাৎ ইহলোকে বা পরলোকে নিজ কৰ্মের ফল ভোগ সম্বন্ধে বৈরাগ্য। সংক্ষেপে বলিতে

গেলে নিকাম হইয়া কেবল কৰ্তব্যবোধে সমুদায় সংকল্প সম্পাদন করা। তৃতীয় সাধন উপরি-উক্ত ষট্‌ষপ্তি। চতুর্থ সাধন যুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তি লাভের ইচ্ছা। ব্রহ্মজ্ঞানার্থীর এই আদর্শ উপনিষদের সময়েই বিশেষরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। ঐশোপনিষদের প্রথম যজ্ঞেই বলা হইয়াছে “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্তাচিদ্ ধনম্।” —ঈশ্বর-প্রদত্ত বিষয়দ্বারা ভোগ নির্বাহ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।” কেনোপনিষদে দেখা যায় অগ্নি ও বায়ু যক্ষরূপী ব্রহ্মের সম্মুখীন হইয়াও অহংকারবশতঃ তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। কিন্তু ইজের নিকট হইতে তিনি তিরোহিত হইলেও ইজ সহিষ্ণু ও বিনীত ভাবে হিমালয়শিখরে প্রোতুর্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যাক্রপিণী উমার শরণাপন্ন হওয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ঐ উপনিষদেরই শেষ ভাগে বলা হইয়াছে “তপস্তা অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান, দম অর্থাৎ চিত্তের বৈষ্ণ্য, এবং কন্ম, ইহার অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পাদস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপায়, বেদাধ্যয়ন ইহার সর্বাঙ্গ অর্থাৎ সহায় এবং সত্য ইহার আশ্রয়।” কঠোপনিষদে দেখা যায় নচিকেতা আত্মজ্ঞানার্থী হইলেও যম তাঁহাকে সহজে আত্মোপদেশ দেন নাই। পার্থিব ঐশ্বর্য এবং দেবলোকের নানা ভোগ্য বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া যখন দেখিলেন নচিকেতা বিচলিত হইলেন না, আত্মজ্ঞানলাভের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না, তখনই তিনি তাঁহাকে জ্ঞানদানে সম্মত হইলেন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে অপরা বিদ্যার জ্ঞান পরা বিদ্যাও কেবল বুদ্ধি-দ্বারাই লাভ করা যায়। কঠোপনিষদ বলিতেছেন তাহা সম্ভব নহে।

নাবিরতো হুশ্রিতান্নাশাস্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্যাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ চুস্তরিজ হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত-মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইহাকে প্রাপ্ত হয় না। (২।২৪)

প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায় ইচ্ছা প্রভৃতি ছয় জন অস্বনিষ্ঠ ব্যক্তি ঋষি পিঙ্গলাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানার্থী হইয়া উপনীত হইলে ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন “পুনরায় তপস্তা, ব্রহ্মচর্যা ও শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্বক সংবৎসর যাপন কর, তৎপর ইচ্ছাহরুপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও, যদি আমার জ্ঞান থাকে, তবে তোমাদিগকে সমুদায় বলিব।” যুগ্ত-কোপনিষদের প্রথমাংশে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর যোগ্যতা কথঞ্চিত্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই যোগ্যতার সার—“প্রশান্ত চিত্তায় শমাদিতায়।” তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবলীতে উক্ত হইয়াছে যে বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে পিতা তাঁহাকে তপস্তা করিতে বলিলেন। ভৃগু পাঁচ বার তপস্তা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই পাঁচটা স্তরে ক্রমশঃ উন্নীত হইলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ ভাগে বলা হইয়াছে জ্ঞানী শ্বেতাশ্বতর তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন। আরও বলা হইয়াছে এই জ্ঞান অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে এবং অযোগ্য পুত্র বা অযোগ্য শিষ্যকে দেওয়া অকর্তব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জীবাল এবং উপকোসল কামলায়ন প্রভৃতির কঠোর তপস্তা এবং তদ্বারা শিষ্টাযোগ্যতালভ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই উপনিষদেই আকর্ণি-শ্বেতকেতু সংবাদে, নারদ-মনঃ-কুমার-সংবাদে এবং অশ্বপতি ও যজ্ঞ-ব্রাহ্মণ সংবাদে দেখান হইয়াছে যে অপরা বিদ্যার পারদর্শী ব্যক্তিও পরা বিদ্যা সম্বন্ধে অতিশয় অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে। কৌরীতকি ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই জাতীয় অনেকগুলি আখ্যানিকা আছে।



## ২। জ্ঞান-সাধন

প্রচলিত অজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত উপনিষদ শাস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভকে সাধনের অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই জ্ঞানলাভের নানা প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উপনিষৎকারেরা কোন শাস্ত্র বা গুরুকে স্বাধীন প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, সুতরাং স্বাধীন চিন্তা বিচার এবং ধ্যানপ্রসূত অমৃতবই তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। উপনিষদ্রুক্ত জ্ঞানপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথমার্ধের ভূমিকায় বিশেষরূপে বলা হইয়াছে; এস্থলে তাহার আর পুনরুক্তি করিব না। কেবল জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাধারণতঃ লোকে কেবল বিচারমূলক শিক্ষাসমূহকেই জ্ঞান বলে। কিন্তু উপনিষদ-প্রতিপাদিত জ্ঞান আরও গম্ভীরতর বস্তু। বিচারমূলক শিক্ষাসমূহ জ্ঞানের একটি নিম্ন স্তরমাত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে (২।৩ ও ৪।৫) ব্রাহ্মবাক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন “আত্মা বা অরে ব্রহ্মব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্ব্বং বিদিতম্”—“হে মৈত্রেয়ি, ! আত্মাকে দেখিতে শুনিতে মনন করিতে এবং বিশেষরূপে ধ্যান করিতে হইবে। আত্মাকে দেখিলে শুনিলে মনন করিলে এবং বিশেষরূপে জানিলে এই সমুদয় জ্ঞান হইবে”। আচার্য্য শব্দের ব্যাখ্যা-মুসারে দর্শনই লক্ষ্য; সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। ‘শ্রবণ’ অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অথবা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শোনা; ‘মনন’ অর্থ ব্রহ্ম বিষয় বিচারসহ (‘তর্কজঃ’) চিন্তা করা, এবং ‘নিদিধ্যাসন’ অর্থ উক্ত প্রণালীতে জ্ঞাত আত্মবস্তুর ধ্যান। এই প্রণালীর ফল আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞানের

পরাকাষ্ঠা। এই দর্শনের অবন্ততাবীকল আনন্দ ও পবিত্রতা, কারণ  
 ব্রহ্ম রসস্বরূপ এবং ‘সুখমপাপবিহীন’। উপনিষদে ভক্তির উল্লেখ  
 নাই বলিলেই হয়। ১২ খানা প্রধান উপনিষদের মধ্যে  
 কেবল বেতাগতরের শেষ মন্ত্রে ভক্তি শব্দের উল্লেখ আছে—‘বস্ত দেবে  
 পরা ভক্তিঃ’। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা উপনিষদের অনেক  
 স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে  
 ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে। এই ব্রহ্মানন্দই পরবর্তী ভক্তিশাস্ত্রে  
 ‘ভক্তি’ নামে বিকশিত ও বর্ণিত হইয়াছে। বাহা হউক, ব্রহ্মদর্শন  
 সম্বন্ধে আমরা আরোও কিছু বলিব। কঠ, মুণ্ডক ও বেতাগতর প্রভৃতি  
 পদ্য উপনিষদগুলিতে পাঠক ইহার বহুল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাইবেন।  
 গদ্য উপনিষদগুলিতে—কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে—  
 ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা পাইবেন। এই সকল বর্ণনাতে  
 দেখিবেন দুই প্রকার ধ্যানপ্রণালীতে ব্রহ্মদর্শনে উপনীত হওয়া  
 যায়। এই দুই প্রকার প্রণালীকে পরবর্তী বৈদান্তিক সাহিত্যে—  
 যেমন ‘অপরোক্ষানুভূতি’তে—‘অম্বর’ ও ‘ব্যতিরেক’ বলা হইয়াছে।  
 ‘ভগবদগীতার’ ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্যতিরেকপ্রণালী এবং একাদশাধ্যায়ে  
 অম্বরপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, যদিও ‘অম্বর’ ও ‘ব্যতিরেক’ কথাগুলি  
 তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড, কৌষীতকি  
 উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ ও ৭ম  
 অধ্যায় অম্বরপ্রণালী সাধনের বিশেষ সহায়। এক অখণ্ড বস্তুই  
 আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের বিষয়,—এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে উপলব্ধি  
 করিয়া মনকে সেই অখণ্ড বস্তুতে স্থাপন করিতে হয়। এই স্থাপনের  
 নামই ধারণা। এই ধারণা ছান্দোগ্যের সপ্তমাধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডে  
 ‘স এবাধতাৎ’ ইত্যাদি প্রকৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। যে অম্বরহারা এক

অপণ্ডিত কুমারস্বয়ং উপলব্ধি হয় সে ব্যবহার 'সঃ' 'আত্মা' 'অহঙ্কঃ' এই সকল শব্দ নির্বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা যায়। এরূপ ব্রহ্মদর্শনের ফল জীবনে কিরূপ হয় তাহা এই অধ্যায়েরই বড়বিশিষ্ট বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেকপ্রণালী সাধারণভাবে সর্বত্রই এবং বিশেষ ভাবে বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃত বুদ্ধির দেহাশ্রাবোদ্ব দূর করিয়া আত্মার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করানই এই প্রণালীর বিশেষ উদ্দেশ্য। আত্মার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধ হইলে এই প্রণালীর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু উপনিষদের কোন কোন কবি, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রণালীর উপর এত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে মনে হয় যেন তাঁহারা ইহার লক্ষিত অবস্থাকেই চরম অবস্থা মনে করেন। এই প্রণালীর মূল কথা এই—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমস্ত বিষয় এবং এই সমুদয়ের চিন্তাকে 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ এই সমুদয় আত্মা নহে, এই বলিয়া ধ্যানরাজ্য হইতে দূর করিতে হইবে এবং জ্ঞাত-রূপী আত্মাতে মনকে স্থাপন করিতে হইবে। আত্মাকে নির্বিষয় ও নিগুণ রূপে ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যান গাঢ় হইলেই ইহা আনন্দময় সমাধিতে পরিণত হয়। কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি পদ্য উপনিষদে এই প্রণালীর যথেষ্ট আভাস আছে। কিন্তু বৃহদারণ্যকের (৪।৩,৪) জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদেই ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেকপ্রণালী দ্বারা অনেক পরিমাণে বিষয় বা গুণের চিন্তা পরিহার করা যায়। আত্মা যে চিন্ময় তাহা উপলব্ধি করিবার পক্ষেও এই প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বিষয় বা গুণের চিন্তা যে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায়, তাহা মনে করা আমাদের নিকট অসম বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানের ভিতরে সর্বদেহ ভাব একবারে অদৃশ্যতঃ, বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, এই সর্বত্র ব্যতীত জ্ঞান সমস্ত। এই পদ্যের ভিতরে ভেদ ও

অভেদ উভয়ই আছে,—এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে এককে ছাড়িয়া অপরের ভাবনা অসম্ভব। প্রাকৃত বুদ্ধি ভেদের দিকই বেশী দেখে, কিন্তু সেই বুদ্ধিতেও অভেদ প্রচ্ছন্ন থাকে। ব্যতিরেক-প্রণালীতে অভেদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়, ভেদ প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, এই পর্য্যন্ত ঠিক; ভেদ একেবারে চলিয়া যায়, এই কথা ঠিক নহে। অভেদের সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য এই প্রণালী একান্তই আবশ্যক। আত্মাতিরিক্ত অত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু যে নাই ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে আর অত্মদর্শন কি হইল? কিন্তু অভেদের আশ্রিত ভেদ ও সত্য। অসীম আত্মার পক্ষে ভেদ প্রচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভেদময় জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় না। সর্বজ্ঞ পুরুষের নিকট কিছুই প্রচ্ছন্ন নহে, কিছুই মিথ্যা নহে। অত্মস্বরূপ সম্যক-রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে অত্মের এই সর্বরূপী ভাবও দর্শন করিতে হইবে। জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ইহার উপরই নির্ভর করে। যাহারা ব্যতিরেক-প্রণালীকে চরম মনে করেন তাহারা ইহলোকে সন্ন্যাস এবং পরলোকে কৈবল্য বা লয়ের পক্ষপাতী হন। সুতরাং ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট না হইয়া অধ্যয়যোগ সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে। সমুদয় বস্তুতে এবং গৃহ, সমাজ, কার্যক্ষেত্র, জীবনের-সমুদয় বিভাগে অত্মদর্শন সাধন করিতে হইবে।

### ৩। প্রেম-সাধন

উপনিষদ কেবল জ্ঞানশাস্ত্র নহে, ইহাতে গভীর প্রেমতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে ভক্তিসাধনের উপদেশ আছে, সেই ভক্তির মূল এই উপনিষদিক প্রেমতত্ত্ব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রেমতত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঐ উপনিষদের প্রথমোক্তাংশের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—  
 “তদেতৎ প্রেমঃ পুত্রাৎ প্রেমো বিত্তাৎ প্রেমোহমৃত্যুর্নাম সৰ্ব্বস্যৈব অন্তরন্তরঃ  
 যদমমাত্মা”—“যেহেতু এই আত্মা অন্তরন্তর, অমৃত সমুদয় বস্তু অপেক্ষা  
 নিকটতর, সেই হেতু ইহা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অমৃত  
 সমুদয় হইতে প্রিয়।” তৎপরেই বলা হইয়াছে—“আত্মানমেব প্রিয়মুপা-  
 সীত, স য় আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হান্ত প্রিয়ং প্রমায়ুকং তবতি”—  
 “আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে প্রিয়রূপে  
 উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয় না”। ঐ উপনিষদের  
 মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে (২।৪ ও ৪।৫) এই প্রেমতত্ত্ব আরো বিস্তৃতভাবে  
 ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার অব্যবহিত  
 পূর্বে নিজ পত্নীকে মৈত্রেয়ী ও কাত্যাবনীকে নিজ সম্পত্তি বিভাগ  
 করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন বিত্তময়ী  
 সমগ্র পৃথিবী যদি তাঁহার হয় তবে তিনি তদ্বারা অমর হইতে পারেন  
 কি না। যখন স্বামীর নিকট শুনিলেন যে বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের  
 আশা নাই, তখন তিনি বলিলেন “যেনাহং নাস্মতা স্তাৎ কিমহং তেন  
 কুর্যাম্”?—“যদ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি  
 করিব?” এই উত্তর শুনিয়া এবং মৈত্রেয়ীকে অমৃতত্বের জিজ্ঞাসা ও  
 প্রয়াসী দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—“তুমি আমার প্রিয়া, কিন্তু এই উত্তর  
 দ্বারা তোমার প্রতি আমার প্রেম বর্ধিত হইল।” এই বলিয়া তিনি  
 তাঁহার প্রেমতত্ত্ব ও অমৃতত্বের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রেম-  
 তত্ত্বের মূল কথা এই যে পতি, পত্নী, সন্তান, সম্পত্তি, স্বজাতি, সমুদয়  
 জগৎ, যে আমাদের প্রিয় হয়, তাহা এই সকল ক্ষুদ্র বস্তুর বড়ই মূল্যবানতঃ  
 নহে, কিন্তু ইহাদের অন্তর্ভুক্ত সর্বগত আত্মার অঙ্গরূপে। “আত্মানন্ত  
 কামার সর্বং প্রিয়ং তবতি।” এই সর্বগত আত্মাই বউদা, ঘোড়দা,



মস্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। যোট কথা এই যে আত্মা সকলেরই প্রিয়। আত্মপ্রেমবশতঃই লোকে সকল কার্য করে। যখন অস্ত্রের অস্ত্র কার্য করে, তখন জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারে হউক, অস্ত্রকে নিজের সঙ্গে এক করিয়া লয়, অস্ত্রতে আত্মাকে দেখে, অস্ত্ররূপ আত্মাকেই প্রসারিত আকারে দেখে। পারিবারিক জীবন, জাতীয় জীবন, সামাজিক জীবন, বিশ্বপ্রেমিকের বিশ্বহিতৈষী জীবন, সমুদয়ই মূল আত্মপ্রেমের বিকাশমাত্র। জ্ঞানী সমুদয় জীবে নিজ অস্ত্ররূপ আত্মাকে দেখিয়া “ততো ন বিগুপ্সতে” (“ঈশা ৬”)—“অতঃপর আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।” এই আত্মপ্রেমেই ব্রহ্মপ্রেমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। আমরা যে নিজেকে ভালবাসি, অস্ত্রকে ভালবাসি, মানবসাধারণকে ভালবাসি, ইহাতেই ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপী প্রেম প্রকাশিত। আত্মা আত্মাকে ভালবাসে, ইহার অর্থই ব্রহ্ম জীবকে ভালবাসেন এবং জীব ব্রহ্মকে ভালবাসে। এই প্রেমতত্ত্ব উপনিষদে এমন সরল ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই যাহাতে সাধারণ স্কুলদর্শী পাঠক তাহা বুঝিতে পারেন। বরঞ্চ ইহাতে জীবব্রহ্মের মৌলিক অষ্টৈতত্ত্বাবের উপর এত কোঁক দেওয়া হইয়াছে যে প্রেমের ভিতর যে অবস্তৃতাবি ও চিরন্তন বৈতত্ত্বাব আছে তাহা এক প্রেণীর ব্যাখ্যাকারের নিকটও প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উপনিষদের সমস্ত সাধন ও মুক্তিতত্ত্বই এই অষ্টৈতগত বৈতত্ত্বাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। নির্কণ্ঠেব অষ্টৈত ব্রহ্ম নিজেকে নিজে ভালবাসেন, ইহার কোন অর্থই নাই, আর অর্থ থাকিলেও একরূপ ভালবাসাতে কোন মূল্য নাই, মাহাত্ম্য নাই। তিনি নিজেকে নির্কণ্ঠেব অষ্টৈত জানিয়াও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজেকে সসীম বলিয়া জ্ঞাত হইতেছেন, এবং এই অসমপ্রসূত বদ্ধ জীবকে মুক্তির পথে—নিজের সহিত যোগের পথে—অগ্রসর করিতেছেন, এই কথাও অর্থহীন এবং জ্ঞান নামের অস্ব-

পশু। অথচ জীবের যুগ্মত্ব অর্থাৎ যোজনাত্তের প্রয়াস এবং জীবকে মুক্তি দিবার জন্য—নিজের সহিত যুক্ত করিবার জন্য—ব্যবস্থা, এই দুই সত্য উপনিষদের সর্বত্রই নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম এবং ব্রহ্মের প্রতি জীবের প্রেম সত্য না হইলে এই যুক্তিতত্ত্ব, যোগ-তত্ত্ব, অর্থহীন হইত। ঈশোপনিষদ্ (৮) বলিতেছেন “তিনি প্রাণীদিগের ভোগের জন্য যথোপযুক্ত বস্তু সকল বিধান করিতেছেন।” কেনোপনিষদ্ (৪,৫) বলিতেছেন তিনি দেবতাদিগের ভ্রম দূর করিবার জন্য এবং তাহাদের নিকট আত্মপরিচয় দিবার জন্য যক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কঠোপনিষদ্ (৫।৮) বলিতেছেন “যখন সমুদয় প্রাণী নিদ্রিত থাকে তখন যে পুরুষ আগ্রত থাকিয়া কাম্য বস্তুপরম্পরা নির্মাণ করেন, তিনিই উজ্জল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন।” প্রাশ্নোপনিষদ্ (২য়) ব্রহ্মকে প্রাণ রূপে স্তব করিয়াছেন এবং তাহাকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদ্ (৩।১) ব্রহ্মের অমুখ্যত্ব হইয়া ব্রহ্ম ও জীবকে এক বৃক্ষস্থিত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষীদ্বয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং যিনি প্রাণরূপী ব্রহ্মকে জানিয়া আত্মকীড়, আত্মরতি ও জিয়াবান হন, তাহাকেই ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বরতর উপনিষদ্ ব্রহ্মের ব্যক্তিবৃত্তাবে পরিপূর্ণ। শ্বেতাশ্বরতর (৩।৫) প্রার্থনা করিয়াছেন,—“তোমার যে মঙ্গলরূপা অভয়া পূণ্য-প্রকাশিনী তনু সেই সুখতমা তনুদ্বারা আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর”। অন্যত্র (৪।২১) —“তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তদ্বারা আমাকে সর্বদা বক্ষা কর।” তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।৭) বলিতেছেন, “তিনিই বসন্তরূপ। এই জীব বসন্তরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দিত হয়। .....ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন।” কোষীতকি উপনিষদের প্রথমোধ্যায়ে মুক্তাশ্রম ব্রহ্মলোক-গমনের সূচনায় জীবের প্রতি ব্রহ্মের মঙ্গলভাব বেক্সণ উজ্জল ও সুন্দররূপে বর্ণিত



হইয়াছে, উপনিষদ্ শাস্ত্রের অন্য কোথাও সেরূপ বর্ণনা নাই। শরীর-  
যুক্ত আত্মার ব্রহ্মাভিমুখী যাত্রার আরম্ভেই ব্রহ্ম শ্রুতি ও বিচাররূপিনী  
দেবকামিনীগণকে বলিতেছেন, “তাহার দিকে ধাবিত হও এবং আমার  
যোগ্য সম্মানের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা কর।” দেবকামিনীগণ  
জীবাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে “ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন”।  
“ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত” হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতে  
থাকিলে প্রথমতঃ তাঁহাতে “ব্রহ্মগন্ধ,” দ্বিতীয়তঃ “ব্রহ্মরস,” তৃতীয়তঃ  
“ব্রহ্মভেদ,” চতুর্থতঃ “ব্রহ্মবশ” প্রবেশ করে। ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া  
তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পান এবং উপাসনারূপিনী নদীতীরে দেবতাদের  
সঙ্গে চিরবাণ করেন। ব্রহ্মের আর অন্য লোক কি? “ব্রহ্ম এব লোকঃ”—  
ব্রহ্মই লোক। এই ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৮।৫.৩১২) সংক্ষেপে ব্রহ্মলোকের  
বর্ণনা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে  
ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, “অমত্য হইতে আমাকে মত্যেতে লইয়া যাও,  
অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে  
অমৃততে লইয়া যাও”। এই সকল প্রার্থনা এবং উদ্ধৃত অন্যান্য  
শ্রুতিদ্বারা জীবের প্রতি ব্রহ্মের প্রেম স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।  
প্রেমের লক্ষ্য ও পরাকাষ্ঠা মিলন, চিরমিলন। ব্রহ্মের সহিত জীবের  
চিরমিলনই উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন কোনও ঋষির  
শিষ্য লয়বাদের বীজ আছে, তাহা আমরা প্রথমার্ধের ভূমিকায়  
দেখাইয়াছি। এই লয়বাদ প্রেমের বিরুদ্ধ। প্রেম সর্বদাই মিলন চায়,—  
সজ্ঞান মিলন,—কারণ অজ্ঞান মিলন প্রকৃত পক্ষে মিলনই নহে। সুতরাং  
লয়বাদ উপনিষদের মূল সাধনদ্বারায় বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। যাজ্ঞ-  
বল্ক্যের কোন কোনও উক্তিতে যদি লয়বাদের বীজ থাকে, তবে তাহা  
তাঁহার নিজেরই ব্যাঘাত প্রেমতত্ত্বের বিরোধী। ইন্দ্র, প্রজাপতি,

চিত্র প্রভৃতি কবিগণ যে লয়বাদের বিরোধী তাহাও আমরা উক্ত কুমিকায় দেখাইয়াছি। পাঠক নিরপেক্ষভাবে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিলেই এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।

সুতরাং উপনিষদের সাধনতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই,—  
 অকামপ্রমত্ত উপাসনা ও সংকর্ষাদ্বারা শুদ্ধচিত্ত, শাস্ত ও সমাহিত হইয়া  
 অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। শ্রবণ মনন ও  
 নির্দিধ্যাসন-দ্বারা ব্রহ্মলক্ষণ করিয়া প্রীতিপূর্বক তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা  
 করিতে হইবে। উপনিষদ্রুতা ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদিকা বিদ্যাসমূহ ব্রহ্মজ্ঞান ও  
 উপাসনা সাধনের বিশেষ সহায়। উপাসনার অমুভূত ব্রহ্মসামিধা, ব্রহ্মপ্রেম,  
 ব্রহ্মানন্দ, ও ব্রহ্মের পূর্ণ পবিত্রতা কার্যগত জীবনে যথাসাধ্য উপলব্ধি  
 করিতে হইবে। সকল আত্মার সুখ ও দুঃখে, সংগ্রাম ও সাধনে, যথাসাধ্য  
 প্রবেশ করিয়া জীবনকে বহুধা করিতে হইবে। একপ জীবনই ব্রহ্মলোক,  
 ব্রহ্মধাম। ইহকালে, পরকালে, সকল অবস্থায়ই, এই লোক. এই ধাম,  
 উপলব্ধি করিতে হইবে। এই মহাসাধনে সঞ্চল—

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

## পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

### ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ—প্রাণের শ্রেষ্ঠতা

১। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ।

২। যো হ বৈ বসিষ্ঠঃ বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানঃ ভবতি বাগ্ বাব বসিষ্ঠঃ ।

৩। যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাঃ বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যশ্বিঃশ্চ লোকেহমুশ্বিঃশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ।

১। যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠম্ চ (জ্যেষ্ঠকে) শ্রেষ্ঠম্ চ (এবং শ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন), জ্যেষ্ঠঃ চ হবৈ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি (হন)। প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ।

২। যঃ হ বৈ বসিষ্ঠম্ বেদ, বসিষ্ঠঃ হ স্বানাম্ (ব, ৬।৩ স্বজনগণের) ভবতি । বাব বাব বসিষ্ঠঃ ।

৩। যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম্ (২।১; প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি = প্রতিষ্ঠা) বেদ,

১। যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠই হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ।

২। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে (কিংবা স্বজনের) বসিষ্ঠই হন। বাবই বসিষ্ঠ ।

৩। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠাইলাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ।

৪। যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাটৈশ্চ কামাঃ পদ্যন্তে  
দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ।

৫। যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্থানাং ভবতি মনো  
হ বা আয়তনম্ ।

৬। অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি ব্যুদ্বিহেহং শ্রোয়ানশ্র্যহং  
শ্রেয়ানশ্রীতি ।

প্রতি হ তিষ্ঠতি (= প্রতিতিষ্ঠতি ২-প্রতিষ্ঠালাভ করেন) অশ্বিন্  
চ লোকে (এই লোকে) অশ্বিন্ চ (ঐ লোকে) । চক্ষুঃ বাব  
প্রতিষ্ঠা । পাঠান্তর—“অশ্বিন্ চ চক্ষুর্বাব” হলে “অশ্বিন্ চক্ষুর্বাব” ।

৪। যঃ হ বৈ সম্পদম্ বেদ, সম্ (+পদ্যন্তে) হ অটৈশ্চ (উহার  
জন্ত) কামাঃ (কাম্যবস্তসমূহ) পদ্যন্তে (সম্ + কৰ্মকর্তৃবাচ্য;  
উপস্থিত হইয়া) দৈবাঃ চ (দেব সম্বন্ধীভোগ্যবস্তসমূহ) মানুষাঃ চ  
(মানব সংক্রান্ত ভোগ্যবস্তসমূহ) । শ্রোত্রম্ বাব সম্পৎ ।

৫। যঃ হ বৈ আয়তনম্ (আশ্রয়কে) বেদ, আয়তনম্ (১।১)  
হ স্থানাম্ (২।১।১) ভবতি । মনঃ হ বৈ আয়তনম্ ।

৬। অথ হ প্রাণাঃ (১।৩) ‘অহম্ + শ্রেয়সি’ (‘অহম্ শ্রেয়স্  
অর্থাৎ আমি শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে; কে শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে) ব্যুদ্বিহে

৪। যিনি সম্পদকে জানেন, তাঁহার জন্ত দৈব এবং মানবীয় সমুদয়  
কাম্যবস্তুই উপস্থিত হয় । শ্রোত্রই সম্পৎ ।

৫। যিনি আয়তনকে (অর্থাৎ আশ্রয়কে) জানেন, তিনি বসন-  
বর্ণের, আয়তনই হন । মনই আয়তন ।

৬। এক সময়ে ‘কে শ্রেষ্ঠ’ এই বিষয়ে বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে  
কলহ হইয়াছিল । (সকলেই বলিল) ‘আমি শ্রেষ্ঠ’ ‘আমি শ্রেষ্ঠ’ ।

৭। তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো  
নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎকাস্তে শরীরং পাপিষ্ঠ-  
তরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ।

৮। সা হ বাঙুচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যোভ্যোবাচ

( বি + উদ্বিরে = বি + বদ্ মিট্ আত্মনেপদ, পাঃ ১।৩।৪৭ — বিবাদ  
করিয়াছিল ) — ‘অহম্ ( আমি ) শ্রেয়ন্ ( শ্রেষ্ঠ ) অস্মি ( হই )’ ‘অহম্  
শ্রেয়ান্ অস্মি’ ইতি ।

৭। তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিম্ পিতরম্ ( পিতা প্রজাপতিকৈ )  
এত্য ( ই ধাতু ; গমন করিয়া ) উচুঃ ( বলিল “ভগবন্ ! কঃ ( কে )  
নঃ ( আমাদিগের মধ্যে ) শ্রেষ্ঠঃ” ) ইতি তান্ ( তাহাদিগকে ) হ  
উবাচ ( বলিলেন ) — “যস্মিন্ বঃ উৎকাস্তে (তোমাদিগের মধ্যে যে  
বহির্গত হইলে) শরীরম্ ( ১।১ ) পাপিষ্ঠতরম্ ইব ( সৰ্ব্বাপেক্ষা  
পাপিষ্ঠের দ্বারা ; হীন অপেক্ষাও হীন তরের দ্বারা ; ” পাপিষ্ঠ = পাপ + ইষ্ঠ  
পাঃ ৫।৩।৬০ ; ৬।৪।১৫৫ বছর মধ্যে পাপী, ইহার উত্তর ‘তর’ এত্যায়া ।

ভীষণ তম পাপী অপেক্ষাও ভীষণতর পাপী ) দৃশ্যেত ( দৃষ্ট হয় ),  
সঃ ( সে ) বঃ ( তোমাদিগের মধ্যে ) শ্রেষ্ঠ ; ইতি ।

৮। সা হ বাক্ ( এই বাক্ ) উৎচক্রাম ( উৎ + ক্রম্, মিট্ ;  
উৎক্রান্ত হইল ) । সা সংবৎসরম্ প্রোষ্য ( প্র + ক্ ; প্রবাস করিয়া ) পর্যোভ্য  
( পরি + আ + ইত্য ; ই ধাতু পুনরাগমন করিয়া ) উবাচ ( বলিল ) :—

৭। প্রাণ সমূহ পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিল—  
‘হে ভগবন্ ! আমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?’ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন  
— ‘তোমাদিগের মধ্যে যে বহির্গত হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর ( অর্থাৎ  
হীন অপেক্ষাও হীনতর ) হয়, সেটো তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।’

৮। বাক্ দেহ হইতে চলিয়া গেল । সে সংবৎসর প্রবাস করিয়া  
প্রত্যাগত হইয়া বলিল— ‘আমার অভাবে তোমরা বিরূপে জীবিত

কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তুঃ প্রাণন্তুঃ প্রাণেন  
পশ্যন্তুচ্চক্ষুষা শৃণুন্তুঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তুঃ মনসৈবমিতি প্রবিবেশ  
হ বাক্ ।

৯। চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং পোষ্যপর্য্যেত্য। বাচ  
‘কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি যথাক্কা অপশ্যন্তুঃ প্রাণন্তুঃ প্রাণেন  
বদন্তুঃ বাচা শৃণুন্তুঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তুঃ মনসৈবমিতি প্রবিবেশ  
হ চক্ষুঃ ।

কথম্ ( কি প্রকারে ) অশকত ( শবলুও ; সমর্থ হইয়াছিল ) ঋত মৎ  
( আশা বিনা ) জীবিতুম্ ( জীবনধারণ করিতে ) ইতি । যথা কলাঃ  
( মুকগণ ) অবদন্তুঃ ( কথা না বলিয়া ) প্রাণন্তুঃ ( প্রাণ ধারণ করিয়া )  
প্রাণেন ( প্রাণের সাহায্যে, নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি দ্বারা ), পশ্যন্তুঃ  
( দেখিয়া ) চক্ষুষা ( চক্ষুদ্বারা ), শৃণুন্তুঃ ( শ্রবণ করিয়া ) শ্রোত্রেণ  
( কর্ণদ্বারা ) ধ্যায়ন্তুঃ ( চিন্তা করিয়া ) মনসা ( মনদ্বারা )—এবম্ ( এত  
প্রকার ) ইতি । প্রবিবেশ ( প্র + বিন্, লিট = প্রবেশ করিল ) হ বাক্  
অশকতর্থে = অশকত + ঋতে ।

৯। চক্ষুঃ হ উচ্চক্রাম । তৎ ( সে ) সংবৎসরম্ পোষ্য পর্য্যেতা  
উবাচঃ—“কথম্ অশকত ঋত মৎ জীবিতুম্ ?” ইতি । যথা অক্কাঃ

ছিলে ?” ( অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল )—‘মুক যেমন কথা বলে না,  
অথচ নিশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা  
শ্রবণ করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি ( আমরাও জীবিত ছিলাম ) ।  
অনন্তর বাক্ দেখে প্রবেশ করিল ।

১০। তখন চক্ষু উচ্চক্রমণ করিল । সংবৎসর প্রবাস করিবার পর  
প্রত্যাগমন করিয়া বলিল “আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত

১০। শ্রোত্রংহোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যো-  
ভ্যোবাচ কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরা অশৃণুস্তঃ  
প্রাণস্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তুচ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মন-  
সৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্।

( অঙ্কগণ ) অপশ্রুস্তঃ ( দর্শন না করিয়া ), প্রাণস্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ ( কথা  
বলিয়া ) বাচা ( বাগিঞ্জির দ্বারা ), শৃণুস্তঃ শ্রোত্রেণ, চক্ষুস্তঃ মনসা—এবম  
ইতি । প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ৫।১৮ ভূঃ ।

১০। শ্রোত্রম্ হ উৎক্রাম । তৎ সংবৎসরম্ প্রোষ্য পর্যোভ্য  
উবাচঃ—‘কথম্ অশকত তর্থে মজ্জীবিতুম্ ?’ ইতি ‘যথা বধিরাঃ ( বধির  
গণ ) অশৃণুস্তঃ ( শ্রবণ না করিয়া ) প্রাণস্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ বাচা, পশ্যন্তঃ  
চক্ষুষা, ধ্যায়ন্তঃ মনসা—এবম, ইতি । প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ । ( ৫।১৮।  
৩৯ ভূঃ ) ।

ছিলে ?’ ( অপরাপর ইঞ্জির বলিল )—অঙ্ক যেমন দর্শন করে না, অথচ  
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে, বাগিঞ্জির দ্বারা উচ্চারণ  
করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি ( আমরা  
জীবিত ছিলাম ) । অনন্তর দর্শনেঞ্জির দেহে প্রবেশ করিল ।

১০। অনন্তর শ্রোত্র উৎক্রমন করিল । সে সংবৎসর প্রবাস  
করিবার পর পত্যাগমন করিয়া বলিল ‘আমার অভাবে তোমরা কিরূপে  
জীবিত ছিলে ?’ ( অপরাপর ইঞ্জির বলিল ) যেমন বধিরগণ শ্রবণ করে  
না অথচ প্রাণ দ্বারা শ্রাবণ করে, বাগিঞ্জির দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে,  
চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, মন দ্বারা চিন্তা করে, তেমনি ( আমরাও জীবিত  
ছিলাম ) । তখন শ্রোত্র ( দেহে ) প্রবেশ করিল ।



১১। মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং শ্রোত্বা পর্য্যন্তোবাচ  
কথমশকতর্থে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালাঅমনসঃ প্রাণস্তঃ প্রাণেন  
বদন্তো বাচা পশ্যন্তচক্ষুযা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ  
মনঃ ।

১২। অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পডীশ-শকুন্  
সংখিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদন্তঃ হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্মেধি  
ৎ নঃ শ্রোষ্ঠোহসি মোৎক্রমীরিতি ।

১১। মনঃ উৎচক্রাম । তৎ সংবৎসরম্ শ্রোত্বা পর্য্যন্তো উবাচ—  
‘কথম্ অশকত কথ্যে মৎ জীবিতুম্’ ইতি । “যথা বালাঃ ( শিশুগণ )  
অমনসঃ ( মনন অর্থাৎ চিন্তা না করিয়া ) প্রাণস্তঃ প্রাণেন, বদন্তঃ  
বাচা, পশ্যন্তঃ চক্ষুযা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ—এবম্” ইতি । প্রবিবেশ হ মনঃ  
( ৫।১।৮, ৯ ব্রঃ ) ।

১২। অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষান্ ( উৎ + ক্রম, মন, স্তম্ভ  
উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে ) ২ঃ যথা সু-হয়ঃ ( উৎকৃষ্ট অশ্ব পডীশ-  
শকুন্ (পাদ বন্ধনের অন্তর্গত) সমূহ, ২।৩ শকু—খুঁটা ) সংখিদেৎ ( বৈদিক

১১। তখন মন উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসর প্রবাস করিবার  
পর প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘আমার অভাবে তোমরা  
কিভাবে জীবিত ছিলে?’ ( অপরাপর ইন্দ্রিয় বলিল ) ‘শিশু যেমন চিন্তা  
করে না, কিন্তু প্রাণ দ্বারা প্রাণন করে, বাকু দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করে,  
চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, তেমনি ( আমরাও জীবিত ছিলাম ) ।’ ( তখন )  
মন ( দেহে ) প্রবেশ করিল ।

১২। অনন্তর যখন প্রাণ উৎক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিল, তখন,  
উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন পাদবন্ধনের শকুসমূহ উৎপাটিত করে, তেমনি প্রাণও

১৩। অথ হৈনং বাণুবাত যদহং বসিষ্ঠান্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠো-  
হসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাত যদহং প্রতিষ্ঠান্মি ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠাসীতি ।

প্রয়োগ ; — সমখিন্দ্রং = সমুৎপাটিত করে ) এবম্ (এই প্রকার )  
ইতরান্ প্রাণাণ্ (অপরপর প্রাণ সমূহকে) সম্ + অধিনৎ (বৈদিক  
প্রয়োগ, — সমখিন্দ্রং = সমুৎপাটিত করিল) । তম্ (তাহার নিকট )  
হ অভিসম্যেত্য (অভি + সম্ + ই ; একত্র আগমন করিয়া ) উচুঃ  
(বলিয়াছিল) — ভগবন্ ! এষি (অস্ম লোট হি — হউন, অর্থাৎ ‘প্রভু’  
হউন) ; ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদিগের) শ্রেষ্ঠঃ অসি (হইতেছেন) ।  
মা উৎক্রমীঃ (মা, উৎ + অক্রমীঃ, ক্রম্ লুঙ, ‘মা’ বোলে ‘আক্রমী’র  
‘অ’ লোপ ; — উৎক্রমণ করিবেন না) ।

১৩। অথ হ এনম্ (ইহাকে, মুখ্যপ্রাণকে) বাক্ উবাচ : — ত্বং (যে,  
যদি, ক্রিংবিং) অহম্ (আমি) বসিষ্ঠা অস্মি (হই), ত্বম্ (আপনি) তৎ  
বসিষ্ঠঃ (সেই প্রকার বসিষ্ঠগুন সম্পন্ন। কিংবা তৎ = তাহা হইলে)  
অসি (হইতেছেন) । অথ ৩ এনম্ চক্ষুঃ উবাচ — “ত্বং অহম্ প্রতিষ্ঠা  
অস্মি, ত্বম্ তৎ প্রতিষ্ঠা (সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা ; কিংবা তৎ = তব) অসি”  
ইতি ।

অপরপর ইন্দ্রিয় সমূহকে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিল । তখন  
তাহারা প্রাণের নিকট সমাগত হইয়া বলিল — ‘হে ভগবন্ ! আপনিই  
প্রভু হউন ; আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি উৎক্রমণ  
করিবেন না’ ।

১৩। অনন্তর বাক্ তাহাকে বলিল — “আমি যদি বসিষ্ঠ হই,  
তাহা হইলে আপনিও বসিষ্ঠ (কিংবা আপনিও সেই প্রকার বসিষ্ঠ) ।”  
তাহার পর চক্ষু তাহাকে বলিল — “আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই, তাহা হইলে  
আপনি ও প্রতিষ্ঠা (কিংবা আপনি সেই প্রকার প্রতিষ্ঠা) ।”

১৪। অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি হং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি হং তদায়তনমসীতি।

১৫। ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃসি ন শ্রোত্রানি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হে বৈতানি সর্বাণি ভবতি।

১৪। অথ হ এনম্ শ্রোত্রম্ উবাচ—“যং অহম্ সম্পদং অস্মি তম্ তৎসম্পদং (সেই প্রকার সম্পদ; বা তৎ=তবে) অসি” ইতি অথ হ এনম্ মনঃ উবাচ—“যং অহম্ আয়তনম্ (আশ্রয়) অস্মি, তম্ তৎ+আয়তনম্ সেই প্রকার আয়তন; কিংবা তৎ(=তাহা হইলে) অসি” ইতি (১৩তঃ)।

১৫। ন (না) বৈ বাচঃ (বাক্ সমূহ), ন চক্ষুঃসি (চক্ষুঃসমূহ) নো শ্রোত্রানি (শ্রোত্র সমূহ), ন মনাংসি (মন সমূহ) ইতি আচক্ষতে (অ+চক্ষ+অস্তে=বলিয়া থাকে)। প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ) ইতি এব আচক্ষতে। প্রাণঃ হি এব এতানি সর্বাণি (এই সমূহঃ) ভবতি (হয়)।

১৪। অনন্তর শ্রোত্র বলিল—“আমি যদি সম্পদ হই, তবে আপনিও সম্পদ” (কিন্তু সেই প্রকার সম্পদ)। তাহার পর মন বলিল, “আমি যদি আয়তন হই আপনিও আয়তন” (কিংবা সেই প্রকার আয়তন)।

১৫। এই ক্ষণ (পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে) বাক্ বলেন না, চক্ষু বলেন না, শ্রোত্র বলেন না, মন বলেন না; (ইহাদিগকে) প্রাণই বলিয়া থাকেন। এই সমূহই নিশ্চয়ই প্রাণ।

### যন্তব্য

৫।১।১। পানিনির মতে জ্যেষ্ঠ=প্রশস্ত+ইষ্ঠ; বা, বৃদ্ধ+ইষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ=প্রশস্ত+ইষ্ঠ : ৫.৩.৬০, ৬১, ৬২)। বহুস বিষয়ে জ্যেষ্ঠ এবং শুণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ। এবিধে ১।১।১ যন্তব্য জ্যেষ্ঠ্য। কেহ কেহ বলেন ত্রি ধাতু হইতে জ্যেষ্ঠ হইয়াছে।

বসিষ্ঠ = বসু + ইষ্ঠ পা: ৬।৪।১৫৫ — অতিশয় বসুমান অর্থাৎ অতিশয় ধনশালী। শকর ও আনন্দগিরির মতে অশ্রু অর্থও হর যেমন—বাসম্বিতা, যিনি অপরকে বাস করান; আচ্ছাদম্বিতা, যিনি পরিচ্ছদাদি দ্বারা অপরকে আচ্ছাদন করেন।

৫।১।৬। শ্রেয়ান্ = শ্রেয়স্ ১।১, প্রশস্ত + ঐয়স্ = শ্রেয়স্ পা: ৫।৩।৬০, নবা পণ্ডিতগণ কেহ কেহ মনে করেন, 'শ্রি' ধাতু হইতে এই শব্দের উৎপত্তি।

৫।১।১২। পডৌশ—আনন্দগিরি বলেন “পদম শীলা: পাদ:, তেবাম্ সংহতি: পড়ি:, তস্তা: ঐশা: নিয়ামকা: শকর:-বর্ষবিকাং: ছান্দস:”। ইহার মতে ব্যাকরণের নিয়মামুসারে ‘পদাশ’ হওয়া উচিত। ‘পদৌশ’ স্থলে ‘পডৌশ, বৈদিক।

এই শব্দ ঋগ্বেদ ( ১।১৬২ : ৪, ১৬ ), তৈত্তিরীয় সংহিতা ( ৪।৬ ৩।১, ২ ), বাজসনেয় সংহিতা ( ২৫।৩৮, ৩৯ ), সাম্ব্যায়ন আরণ্যক ( ৯।৭ ), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ( ৩।২।১৩ ), ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু কি প্রকারে ইহার উৎপত্তি হইল তাহা বলা কঠিন। তবে ইহার অর্থ যে ‘পাদবন্ধন’ সেবিসয়ে প্রায় সকলেই এক মত। Roth ( রথ ) বলেন ‘পদ্’ হইতে পড্; ইহার অর্থ পদ; বীশ—বন্ধন। কেঁচ কেহ বলেন পদ্ ধাতু হইতে ‘পডৌশ’ হইয়াছে; এই পদ্ ধাতুর অর্থ ‘বন্ধন করা’ এবং ‘পদ্ শব্দের অর্থ বন্ধন বা বন্ধনরক্ষা।

‘শ’ স্থলে ‘ড’ প্রয়োগ স্বাভাবিক আছে। ৪।২।১২ মতে ‘পড্ভি:’ পাওয়া যায়। Macdonell বলেন এস্থলে ‘পদ্’ শব্দ হইতে পড্ভি: হইয়াছে; ‘পদ্’ শব্দের অর্থ দৃষ্টি।

পাঠান্তর ৫।১।১৩। কোন কোন সংস্করণে ‘বসিষ্ঠা’ স্থলে ‘বসিষ্ঠ:’, আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাঠ বসিষ্ঠা এবং ‘বাক্’ শব্দও ত্রীলিঙ্গ এই অল্প ‘বসিষ্ঠা’ পাঠই গৃহীত হইল।

## পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

### প্রাণোপাসনা

১। স হোবাচ কিং মেহ্মং ভবিষ্যতীতি যৎকিঞ্চিদিদমা-  
শ্ৰুত্যা আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তথা এতদনস্তান্নমনো হ বৈ নাম  
প্রত্যক্ষং ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনান্নং ভবতীতি ।

১। সঃ (সে) ৩ উবাচ (বলিল)—‘কিম্ (কি) মে (আমার) অন্নম্  
ভবিষ্যতি,’ (হইবে) ? ইতি । ‘যৎ (যাহা) কিম্ + চিৎ (কিছু) ইদম্ (এই)  
আশ্ৰুত্যা: (‘শ্রু’ হইতে ; কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া) আশকুনিভ্যঃ  
(পক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া ; শকুনি = পক্ষী)’ ইতি হ উচুঃ (বলিয়াছিল)  
তৎ বৈ এতৎ (সেই এই) অনস্ত (প্রাণের ; অন = প্রাণ) অন্নম্ । ‘অনঃ  
(‘অন এষ্ট শব্দ) হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্ । ন চ বৈ এবং বিদি (এই প্রকার  
জান’ সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে) কিম্ + চন (কিছুই) অনন্নম্ (ন, অন্নম্ = অন্ন  
নয় এমন, অত্যা) ভবতি (হয়) ।

১। মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল “আমার কি অন্ন হইবে ?” অপরায়ণ  
ইন্দ্রিয় বলিল ‘কুকুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু আছে  
( সে সমুদয়ই ),’ এ সমুদয়ই প্রাণের অন্ন । ‘অন’ এই নাম প্রত্যক্ষ  
( প্রাণবাচক ) । যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহার নিকট কিছুই  
অত্যা নহে ।

২। স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি  
হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিবাস্তুঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্ঠাচ্চাভিঃ পরিদধতি  
লভুকো হ বাসো ভবত্যনগো হ ভবতি ।

৩। তন্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈষাশ্র-  
পত্ন্যায়োক্তে বাচ যদাপ্যেনচ্ছুকায় স্থানং ক্রযাঙ্জায়েরনৈ-  
বাস্মিহ্মাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ।

২। সঃ হ উবাচ— “কিম্ মে বাসঃ ( বস্ত্র ) ভবিষ্যতি” ? ইতি ।  
( ১ ব্রঃ ) আপঃ ( ১।৩, জল ) ইতি হ উচুঃ । তস্মাৎ ( সেই জন্ত ) বৈ  
এতৎ ( ইহাকে ) অপিবাস্তুঃ ( অণ, স্তত্ ; ভোজন করিবে এমন লোক  
সমূহ ১।৩ ) পুরস্তাৎ ( পূর্বে ) উপরিষ্ঠাৎ ( পরে ও ) অভিঃ  
( অলম্বারা ) পরিদধতি ( পরি + ধা + অস্তি = পরিধান করে, বেটন  
করে ) । লভুকঃ ( লভ্, হইতে ; যে লাভ করে ; লভা ) হ বাসঃ  
( বাস্ লক ; বাস অর্থাৎ আচ্ছাদনকে ) ভবতি ( হই ) ; অনগঃ ( নগ নয় ;  
পরিহিত বস্ত্র ) হ ভবতি ।

৩। তৎ চ এতৎ ( সেই ইহাকে ) সত্যকামঃ জাবালঃ গো শ্রুতয়ে  
বৈষাশ্রপদ্যায় ( বাশ্রপদের অপত্য গোশ্রুতিকে ) উক্তা ( বলিয়া )  
উবাচঃ—যদাপি এনৎ ( এই উপদেশকে ) শুকায় স্থানং ( শুক স্থানে ;  
স্থানু—আখাপল্লববিহীন বৃক্ষকাণ্ড ) ক্রযাৎ ( বলা হই ), জায়েরন ( জন

২। প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—“আমার কি বাস হইবে ?” তাহার  
বলিল—“জল ( আপনার বস্ত্র হইবে ) ।” সেইজন্য ভোজন করিবার  
পূর্বে ও পরে অন্নকে জল দ্বারা বেটন করে । সে বাস প্রাপ্ত হই, আর  
নগ থাকে না ।

৩। সত্যকাম জাবাল বাশ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই উপদেশ

৪। অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্তায়াম্ দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্তাং  
সাত্ত্বো সৰ্বৌষধস্তা মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠাং চ শ্রেষ্ঠায়  
স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্তা হত্বা যন্তে সম্পাতমবনয়েৎ ।

বিধি ৩৩; উৎপন্ন হইতে পারে) এবং অগ্নিন্ (এই স্বাস্থ্যে)  
শাখা প্রয়োহেয়ুঃ (প্র+কৃহ+বিধি ৩৩) পলাশানি (পত্রসমূহ)।  
পাঠান্তরঃ—‘এনং’ স্থলে ‘এতৎ’

৪। অথ যদি মন্থং (মহত্বকে) জিগমিষেৎ (গম্ সন্ প্রাপ্তি অর্থে;  
প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে), অমাবাস্তায়াম্ (অমাবস্রাতে) দীক্ষিত্বা দীক্ষা  
গ্রহণ করিয়া) পৌর্ণমাস্তায়াম্ সাত্ত্বো (পূর্ণিমা বহুনীতে) সৰ্বৌষধস্তা (সমূহ  
ঔষধ) মন্থম্ (২।১; বিভিন্ন ঔষধি একত্র পেষণ করিলে যে পিষ্ট হইত,  
তাহার নাম মন্থ) দধিমধুনোঃ (৭।২; দধি ও মধুতে) উপমথ্য (উপ+  
মথ, বা মন্থ; (মন্থন বা মিশ্রিত করিয়া) ‘জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা’ (জ্যেষ্ঠ  
ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নে (অগ্নিতে) আজ্যস্তা (আজ্যের  
বা ২য় স্থানে ৬শী ব্যবহৃত; = আজ্যকে; শব্দের মতে “আজ্য নিকষ  
স্থলে”; আজ্য=ঘৃত) হত্বা (আহুতি দিয়া) যন্তে (যে মন্থ পূর্বে প্রস্তুত  
করা হইয়াছিল সেই যন্তে; কিংবা মন্থপাত্রে) সম্পাতম্ (পাত্র সংলগ্ন  
হোমের অবশিষ্টাংশকে) অবনয়েৎ (অব+নী+যাৎ=নিম্নে নিক্ষেপ  
করিবে)।

দিয়া বলিয়াছিলেন ‘যদি শুক স্বাস্থ্যকে ও এই উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা  
হইলে তাক্রান্তেও শাখা উৎপন্ন এবং পত্র সমূহও উদ্গত হইতে পারে।’

৪। যদি কেহ মন্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে অমাবস্রাতে  
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে নানা প্রকার ঔষধি মিশ্রিত করিয়া  
পেষণ করিবে। সেই মন্থকে দধি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া  
‘জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা)’ এই  
বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাদি, এবং মন্থন পাत्रে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে।



৫। বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতমবনয়েৎ  
প্রতিষ্ঠাট্যৈ স্বাহেত্যগ্নাবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতমবনয়েৎ সম্পাদে  
স্বাহেত্যগ্নাবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতমবনয়েৎ । আয়তনায়  
স্বাহেত্যগ্নাবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতমবনয়েৎ ।

৬। অথ প্রতিস্থপাক্তলৌ মনুমাধায় জপত্যমো নামান্তম্য  
হি তে সৰ্বমিদং স হি ত্যোষ্ঠঃ শ্রোষ্ঠো রাজাধিপতিঃ স মা জ্যোষ্ঠাঃ  
শ্রোষ্ঠাঃ রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সৰ্বমসানোতি ।

৫। 'বসিষ্ঠায় স্বাহা' (বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ  
আবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতম্ অবনয়েৎ । 'প্রতিষ্ঠাট্যৈ স্বাহা'  
(প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতম্  
অবনয়েৎ । 'সম্পাদে স্বাহা' (সম্পাদের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ  
আবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতম্ অবনয়েৎ । 'আয়তনায় স্বাহা'  
(আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা) ইতি অগ্নৌ আবাক্যাস্ত হুত্বা যন্তে সম্পাতম্  
অবনয়েৎ । ৪মঃ স্রঃ)।

৬। অথ প্রতিস্থপ্য (প্রতি + স্থপ্, 'অগ্নি হইতে' দূরে যাইব)  
অক্ললৌ (অক্ললিতে) মনুম্ আধায় (আ + ধা; গ্রহণ করিয়া) জপতি

৫। 'বসিষ্ঠায় স্বাহা' (বসিষ্ঠের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া অগ্নিতে  
আহতি দিয়া যন্তে সম্পাত নিবেশ করিবে । 'প্রতিষ্ঠাট্যৈ স্বাহা'  
(প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে স্বাহা), এই বলিয়া অগ্নিতে আহতি দিয়া যন্তে সম্পাত  
নিবেশ করিবে । 'সম্পাদে স্বাহা' (সম্পাদের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া  
অগ্নিতে আহতি দিয়া যন্তে সম্পাত নিবেশ করিবে । 'আয়তনায় স্বাহা'  
(আয়তনের উদ্দেশে স্বাহা) এই বলিয়া অগ্নিতে আহতি দিয়া যন্তে  
সম্পাত নিবেশ করিবে ।

৬। অনন্তর অগ্নি হইতে কিকিৎ দূরে যাইয়া যন্ত গ্রহণ করিয়া এই যজ্ঞ

৭। অণ খবেতয়চাঁ পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুবৃণীমহ ইত্য্যচামতি বয়ং দেবস্ত ভোজনমিত্য্যচামতি শ্রেষ্ঠঃ সৰ্ব্বধাতমমিত্য্যচামতি ত্বরং ত্বগস্ত ধীমহীতি সৰ্ব্বং পিৰতি । নির্ণিঃ

(অণ করে) :—অমঃ নাম অসি (হও) ; অমা (সহিত) হি তে (তোমার ; তে অমা = তোমার সহিত) সৰ্ব্বম্ ইদম্ (এই সমুদয়) । সঃ (তিনি) হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (রাজা বা দীপ্তিমান) আধিপতিঃ । সঃ মা (আমাকে) জ্যেষ্ঠম্ (জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্তকে) শ্রেষ্ঠম্ (শ্রেষ্ঠত্বকে) রাজ্যম্ (দীপ্তিকে বা রাজ্যকে) আধিপত্যম্ প্রযতু (প্রাপ্ত করান) অহম্ (আমি) এব ইদম্ সৰ্ব্বম্ অসানি অস্ লোটে ১'১ — হই) ।

৭। অণ খলু এতয়া ঋচা ( এই ঋক্ ঋচা ) পচ্ছঃ ( পদ্ + শস্, অবাধ এক এক পদে অর্থাৎ এক এক পদ উচ্চারণ করিয়া ) আচামতি ( ভজন করে ) :—

(১) ‘তৎ (সেই খাদ্যকে) সবিতু (সবিতার) বৃণীমহে’ (বৃ ধাতু ১।৩ — প্রার্থনা করি) ইতি (এই বাগ্ধা) আচামতি ।

(২) বয়ম্ (আমরা) দেবস্ত (দেবতার) ভোজনম্ (খাদ্যকে) ইতি আচামতি ।

অপিবে—হে যম্, ( অর্থাৎ হে প্রাণ! ) তুমি হও অম ; এই সমুদয় তোমাতে (প্রতিষ্ঠিত) । তিনি ( অর্থাৎ যমরূপী প্রাণ ) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা (বা দীপ্তিমান) এবং আধিপতি । তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য (বা দীপ্তি) ও আধিপত্য প্রাপ্ত করান । আমি এই সমুদয় হইতে ইচ্ছা করি ।

৭। অনন্তর এই ঋক্ উচ্চারণ করিয়া ইহার প্রত্যেক পদে ভোজন করিবে । ‘তৎ সবিতুবৃণীমহে’ এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার ভোজন করিবে । ‘বয়ম্ দেবস্ত ভোজনম্’ এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার ভোজন করিবে । ‘শ্রেষ্ঠম্ সৰ্ব্বধাতমম্’ এই পাদ উচ্চারণ করিয়া একবার

কং সং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চক্ষুনি বা হৃদিলে বা  
বাচংযমোহপ্রসাহঃ স যদি জিয়ং পশ্চাৎ সমুদ্বংকর্ষেতি বিদ্যাৎ ।

৮। ভদেষ শ্লোকঃ ।

(৩) 'শ্রেষ্ঠম্ সর্বধাতুযম্' ( শ্রেষ্ঠ ও সকলের ধারম্মিতাকে ) ইতি  
আচাযতি ।

(৪) তুরম্ (পৌত্র—শব্দের মতে ; শত্রুবিনাশক ২। , সায়নের  
মতে) ভগ্ন্যসা ধীমহি । 'শব্দের মতে চিন্তা করি ; সায়নের ( মতে  
উপভোগ করি বা প্রার্থনা করি )' ইতি সর্বম্ পিষতি (এই বলিয়া  
সমুদয় পান করিবে ) ।

নির্ণজা ( নিঃ+নিজ্ ধাতু ; প্রফালন করিয়া ) কংসম্ ( কংস  
নামক পাত্ৰকে ) চমসম্ বা (অথবা চমস নামক পাত্ৰকে) পশ্চাৎ অগ্নেঃ  
(অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে) সংবিশতি (সম্+বিষ্ ; শয়ন করে ) চক্ষুনি বা  
(চক্ষুর উপরে) হৃদিলে বা (অথবা মূর্ত্তিকার উপরে ) বাচম্+যমঃ ( পাঃ  
৩.২ ৪০ ; ৬।৩।৬২ ; =বাক্যত হইয়া ) অপ্রসাহঃ ( অ+প্র+সহ সংযত-  
চিত্ত হইয়া ) সঃ যদি জিয়ম্ ( জীলোককে ) পশ্চাৎ ( 'বপ্নে' দর্শন করে )  
সমুদ্বম্ (সম্+ঋধ্ ; সকল) কর্ম্ ইতি বিদ্যাৎ (ইহা জানিবে) ।

৮। তৎ (সে বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই শ্লোক):—

• ভোজন করিবে। 'তুরম্ ভগ্ন্য ধীমহি' এই পাদ উচ্চারণ করিয়া সমুদয়  
পান করিবে ।

৭। অনন্তর কংস পাত্ৰই হউক বা চমস পাত্ৰই হউক পাত্ৰ ধৌত  
করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে বাক্য ও চিত্তকে সংযত করিয়া চক্ষুর উপরে  
কিংবা মূর্ত্তিকাতে শয়ন করিবে । সে যদি (বপ্নে) জীলোক দর্শন করে  
তবে জানিবে তাহার কর্ম্ সকল হইয়াছে ।

৮। সে বিষয়ে এই শ্লোক আছে :—যদি কাম্য কর্ম্মে বপ্নে জীলোক

যদা কৰ্ম্মসু কাম্যেযু জিয়ং স্বপ্নেযু পশুতি ।

সমৃদ্ধিং তত্র আনৌয়াস্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥

যদা (যখন) কৰ্ম্মসু (কাম্য কৰ্ম্মে) জিয়ং (জীলোককে) স্বপ্নেযু (স্বপ্নে) পশুতি(দেখে), সমৃদ্ধিম্ (২।১) তত্র (সেখানে) আনৌয়াৎ (আনিবে) তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে (স্বপ্নদর্শনে, স্বপ্নদর্শনের কালে)— তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে ( বিকৃতি নিশ্চয়ার্থক বা সমাপ্তিসূচক ) ।

দর্শন করে, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন নিদর্শন হইতে আনিবে যে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে ।

### মন্তব্য

৫।২।১ ‘অন’ শব্দের সহিত উপসর্গযোগে প্রাপ উদান, সমান, ব্যান ইত্যাদি নিম্পন্ন হয় । প্র + অন = প্রাপ ; অপ + অন = অপান ; সম + আ + অন = সমান ; উৎ + আ + অন = উদান ; বি + আ + অন = ব্যান । অন এবং অন্ন বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক ; উচ্চারণের সাদৃশ্যে উভয়ের সংযোগ দেখান হইয়াছে ।

৫।২।২ । ভোজনের পূর্বে ও পরে মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য যে আচমন করা হয়, তাহাকেই এখানে বাস বা আচ্ছাদন বলা হইয়াছে ।

৫।২।৩ । ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং বৃড়িগকেও ‘বৈব্রাহ্মণস্য’ বলা হইয়াছে ( ৫।১৪।১ ; ৫।১৬।১ ) । শাঙ্খায়ন আরণ্যকে গোপ্ৰতিঃ নামো-ক্তেখ আছে (১১।৭) ।

৫।২।৪ । দধি মধুনোঃ বটী ও সপ্তমি উভয়ই হইতে পারে । আনন্দ গিরি বটী বিবচন গ্রহণ করিয়াছেন । অর্থ কবিরাছেন ‘দধিমধুনোঃ সমৃদ্ধি পাত্রে’ অর্থাৎ দধি ও মধু সমৃদ্ধি পাত্রে । কোন কোন সংস্করণে ‘দধি মধুনা’ অর্থাৎ ‘দধি ও মধু দ্বারা’ ব্যবহার করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

৫।২।৬। শব্দর বলেন 'অথা' প্রাণের একটা নাম। ইহার প্রকৃত অর্থ কি বলা কঠিন।

৫।২।৭। যে এক উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা এই:—

তৎ সবিভূবীমহে

বহম্ দেবস্ত ভোজনম্

শ্রেষ্ঠন্ সৰ্বা ধাতমম্

ভুগম্ ভগন্ত ধীমহি। স্বায়েদ ৫।৮-২।১

অর্থ:—দেব সবিতার নিকট আমরা সকলের ধারক সেই শ্রেষ্ঠ অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শীঘ্র ভগ্নদেবতার ধ্যান করি ( কিংবা দেবসবিতার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। আমরা শীঘ্র ভগ্নদেবতার শ্রেষ্ঠ, সর্বধারক স্বরূপের ধ্যান করি)।

## পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

### শ্বেতকেতু-প্রবাহন-সংবাদ

১। শ্বেতকেতুর্হাক্রণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তংহ প্রবাহণো জৈবলিক্রবাচ কুমারানু কাশিষং পিতৃত্যনু হি ভগব ইতি।

১। শ্বেতকেতুঃ হ আকিনেঃ (—আকণির পুত্র ; আকণি—অকণের পুত্র) পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালজাতির কিংবা পঞ্চাল দেশ সমূহের)

১। (একসময়ে) শ্বেতকেতু আকণের পঞ্চালসমিতিতে গমন করিয়া ছিল। (সেই স্থলে) প্রবাহন জৈবলি তাহাকে বিজ্ঞাপ্য করিয়াছিলেন—

২। বেথ যদিভোহি প্রজাঃ প্রযন্তীতি ? ন ভগব ইতি । বেথ যথা পুনরাবর্তন্ত ৩ ইতি ? ন ভগব ইতি । বেথ পথোদ্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্তনা ৩ ইতি ? ন ভগব ইতি ।

সমিতিম্ ( ২।১ ; সভাতে ) এয়াঃ ( আ + ইয়ায়—ইধাতু লিট ; গমন করিয়াছিল ) । তম্ ( তাহাকে ) হ প্রবাহণঃ কৈবলিঃ ( জীবলের পুত্র প্রবাহণ ) উবাচ ( বলিয়াছিল )—‘কুমার ! অহু ( + অশিষৎ ) যা ( তোমাকে ) অশিষৎ ( অহু ; + শাস লুঙ ;—শিক্ষা দিয়াছেন ) পিতা ইতি । অহু ( + ‘অশিষৎ’—অহুশাসন করিয়াছেন ) হি ( নিশ্চয়ই ) ভগবঃ ( প্রাচীন প্রয়োগ—ভগবন্ ) ।

২। “বেথ ( ইবদ্ লিট,—জান ? ) যৎ ( যেখানে ) ইতঃ ( এই স্থান হইতে ) অধি ( উর্দ্ধদেশে ) প্রজাঃ ( প্রাণিগণ ) প্রযন্তি ( প্র + ই ; গমন করে )” ইতি । “ন ভগবঃ” ইতি । “বেথ যথা ( যে প্রকারে ) পুনঃ আবর্তন্তে ৩ ( প্রত্যাগমন করে )” ? ইতি । “ন ভগবঃ” ইতি । “বেথঃ পথোঃ ( পথ-ঘরের ) দেবযানস্য ( দেবযানের ) পিতৃযানস্য চ ( পিতৃযানের ) ব্যাবর্তনা ৩ ( যেখানে পৃথক হইয়াছে ) ?” “ন ভগবঃ” ইতি ।

“আবর্তন্তে ৩” এবং “ব্যাবর্তনা ৩” ৩ শ্লোকের চিহ্ন ।

“হে কুমার ! (তোমার) পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন ?” যেত-কেতু বলিল—“হে ভগবন্ ! নিশ্চয়ই অহুশাসন করিয়াছেন” ।

২। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রাণিগণ ( যত্নের পর ) উর্দ্ধে কোন্ দেশে গমন করে তাহা কি জান ?” যেতকেতু বলিল—“হে ভগবন্ ! জানিনা” । প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন “যে প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্তন করে ( অর্থাৎ কিরিয়া আসে ) তাহা কি জান ?” যেতকেতু বলিল—“হে ভগবন্ ! জানিনা” ।

৩। বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূৰ্ণত ৩ ইতি ? ন ভগব ইতি । বেথ যথা পঞ্চম্যাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি ? নৈব ভগব ইতি ।

৪। অথানু কিমনুশিষ্টোহবোচথা যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথংসোহনুশিষ্টো ক্রবীতেতি স হায়ন্তঃ পিতুরর্কমেয়ানু ভংহোবাচাহননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু কানিষমিতি ।

৩। বেথ যথা অসৌ লোকঃ (ঐ লোক; বা চন্দ্রলোক) ন সম্পূৰ্ণতে ৩ (সম্+পূৰ্ণ, কিংবা পূ কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্ববাচ্য ; সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্ণ হয়) '৩' প্লুত স্বরের চিহ্ন 'ন ভগবঃ' ইতি । 'বেথ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চম সংখ্যক আহুতিতে) আপঃ (জল ১।৩) পুরুষবচসঃ (পুরুষবচ-বাচ্য) ভবন্তি (হয়)' ইতি "ন এব ভগবঃ" ইতি ।

৪। অথ নু কিম্ । ( কেন ) অনুশিষ্টঃ (অনু+শাস্; উপনিষ্ট 'হইয়াছি') অবোচথাঃ (বচ, লঙ, আত্মনেপদ ; বলিয়াছে) ? যঃ (যে)

প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবদান ও পিতৃদান কোথায় পৃথক হইয়াছে, তাহা কি জান?" শ্রোতকেতু বলিল, "হে ভগবন! জানিনা।"

৩। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জান ঐলোক (অর্থাৎ পিতৃলোক) কেন (জীবদ্বারা) পূর্ণ হয় না?" শ্রোতকেতু বলিল "হে ভগবন! জানিনা"। প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জান পঞ্চম্য আহুতিতে জলকে কেন পুরুষ বলা হয়?" শ্রোতকেতু বলিল "হে ভগবন! জানিনা"।

৪। তখন প্রবাহণ বলিলেন "তবে কেন বলিয়াছিলে 'আমি উপনিষ্ট হইয়াছি?' যে এসমুদয় বিষয় জানেমা সে কি প্রকারে বলিতে-



৫। পঞ্চ মা রাজশ্রবকুঃ প্রশ্নানপ্রাকৌত্তেযাং নৈকঞ্চ  
নাশকং বিবক্ষুমিতি। স হৌবাচ যথা মা স্বং তদৈতানবদো  
যথাহমেযাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যঃ কথং তে  
নাবক্ষ্যমিতি।

হি ইমানি ( এই সমুদয়কে ) ন বিদ্যাৎ ( জানেনা ), কথম্ ( কি প্রকারে )  
সঃ ( সে ) “অনুশিষ্টেঃ” ক্রবীত ( বলে ) † ইতি। সঃ হ আশ্রুত ( আ + যস্ ;  
মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া ) পিতুঃ ( পিতার ) অর্হম্ ( স্থানকে ) এয়ায়  
( আ + ইয়ায়, ইধাতু লিট ; প্রত্যাগমন করিল )। তম্ ( তাহাকে )  
হ উবাচ ( বলিল ) :—অনুশিষ্যা ( ন অনুশিষ্যা — শিক্ষা না দিয়া ) বাব  
কিল মা ( আমাকে ) ভগবান্ ( ১।১ ) অব্রবীৎ ( বলিয়াছিলেন ) অনু  
হা অশিবম্ ( — স্বাক্ষর অনু + অশিবম্ শাসলুঙ্ = তোমাকে শিক্ষা  
দিয়াছি ) ইতি। পাঠান্তর — ‘অথ হু’ বুলে ‘অথানু’।

৬। পঞ্চ (পাঁচটি) মা ( আমাকে ) রাজশ্র-বকুঃ প্রশ্নান্ ( প্রশ্ন  
সমূহকে ) অপ্রাকৌৎ ( প্রাক্, লুঙ্ ; = প্রিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন )।  
তেষাম্ ( সেই সমুদয় প্রশ্নের ) ন একম্ + চন ( একটিও ) অপকম্  
( পক্, লুঙ্ ; সমর্থ হইয়াছি ) বিবক্ষুম্ ( বি + বচ্ ধাতু ; বলিতে ) ইতি।

পারে যে ‘আমি অনুশিষ্টে “হইয়াছি”?’ যেতকৈতু মনোভুঃখে পিতার  
নিকট প্রত্যাগমন করিল এবং তাঁহাকে বলিল—“ভগবান্ আমাকে  
(যথোপযুক্ত) উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছিলেন—‘তোমাকে উপদেশ  
দিতাম’।”

৭। “সেই রাজশ্রবকু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি  
তাহার একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই।”

পিতা ( এই সমুদয় প্রশ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া  
সমর্থ হইয়া ) বলিলেন—“তুমি তখন ( অর্থাৎ রাজার নিকট হইতে

৬। স হ গৌতমো রাজোহর্ষমেরায় তস্মৈ হ প্রাপ্যাহারীক-  
কার, স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ার, তংহোবাচ মানুষ্যস্ত ভগবন্  
গৌতম বিস্তস্ত বরং বৃণীথা ইতি । স হোবাচ তবৈব রাজন্  
মানুষ্যং বিস্তং যামেব কুমারস্তান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে  
ব্রূহীতি । স হ কৃচ্ছ্রীবভূব ।

সঃ ( পিতা ) হ উবাচ ( বলিলেন ) :—“যথা ( যে, যে প্রকার )  
তদা ( তখন রাজসভা চইতে প্রত্যাগমন করিয়া ) এতান্ ( এই  
সমুদয়কে; এই সমুদয় প্রগ্রকে ) অবদঃ ( বদ্ লট্ ; বলিরাছিগে )—” “যথা  
( যেহেতু ) অহম্ ( আমি ) এষাম্ ( এ সমুদয়ের ) ন একম্+চন  
( একটীও ) বেদ ( জানি )—” “যদি অহম্ ইমান্ ( এ সমুদয়কে )  
অবেদিস্যম্ ( বিদ্, লৃট্ ; জানিতাম ), কথম্ ( কেন ) তে ( তোমাকে )  
ন অবক্ষ্যাম্ ( বচ্, লৃট্ ; বলিতাম ) ?”

৬। সঃ হ গৌতমঃ রাজঃ (রাজার) অর্হম্ (হান ; ২।১) এষাম্ (এম) ।  
তস্মৈ হ প্রাপ্যাহ ( সেই অভাগতকে ) অর্হাম্ চকার (পূজাকরিলেন)।  
সঃ হ প্রাতঃ সভাগে ( সভা+গম+৬,৭।১ ; রাজা সভাগত হইলে )  
উদেয়ার ( উৎ+আ+ইয়ায়=ই লিট=উপস্থিত হইল ) । তম্ হ উবাচ  
( বলিলেন ) মানুষ্য ( + বিস্তস্ত=মানুষসংখ্যী বিস্তার ) ভগবন্

প্রত্যাগমন করিয়া ) আমাকে যে এই সমুদয় প্রগ্রের কথা বলিরাছিলে  
( সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি বলি, শুন ) ” । “যেহেতু আমি ইহার  
একটীও জানিনা ( সেইজন্য তোমাকে এবিষয়ে উপদেশ দিই নাই ) ।  
যদি আমি জানিতামই তবে কেনই বা তোমাকে না বলিতাম ?”

৬। ( অনন্তর ) গৌতম রাজত্ববনে গমন করিলেন । রাজা  
অভাগতকে সমাদর করিলেন । প্রাতঃকালে রাজা সভায় উপস্থিত  
হইলে, গৌতম ও সেই স্থলে গমন করিলেন । রাজা তাঁহাকে

৭। তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াক্কার তং হোবাচ যথা  
মা স্বং গোতমাবদো যথেষং ন প্রাক্ স্বঃ পুরা বিদ্যা। ব্রাহ্মণান্  
গচ্ছতি তস্মাহ্ সৰ্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রৈশ্চৈব প্রশাসনমভূদিত্তি  
তস্মৈ হোবাচ।

গৌতম! বিত্তশ্র ( বিত্তের ) বরম্ ( ২।১ ) বর্ণীধা ( বৃ ; প্রার্থনা করুন )  
ইতি। সঃ হ উবাচ—“তব এব ( আপনারই ‘থাকুক’ ) রাজন্!  
মাহুযম্ বিত্তম্ ( মাহুযাসম্বন্ধীবিত্ত )। যাম্ এব ( + বাচম্ = বে বাক্যকে )  
কুমারশ্র ( কুমারের ) অন্তে ( নিকটে ) বাচম্ অতাবধাঃ ( বলিয়াছিলেন ),  
তাম্ এব ( সেই বাক্যকেই ) মে ( আমাকে ) ক্র’হ ( বলুন ) ইতি।  
সঃ ( রাজা ) কচ্ছী + কঁভুব ( চুঃখী হইলেন )।

৭। তম্ ( গোতমকে ) হ ‘চিরম্ ( দীর্ঘকাল ) বস ( বাস কর )’  
ইতি আজ্ঞাপয়াক্কার ( এই আজ্ঞা করিলেন )। তম্ হ উবাচ :—  
“যথা ( যেমন, বে প্রকার ) মা ( আমাকে ) স্বম্ গোতম! অবদঃ  
( বদ্ লভ্ ; বলিয়াছিলেন )—। যথা ( যেহেতু ) ইধম্ ( + বিদ্যা ;  
= এই বিদ্যা ) ন প্রাক্ তস্বঃ ( স্বং + তম্ ; তোমার পূর্বে ) পুরা  
( পুরাকালে ) বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ ( ব্রাহ্মণদিগকে ) গচ্ছতি ( প্রাপ্ত

বলিলেন—“ভগবন্ গোতম! মাহুযাসম্বন্ধী বিত্তের বর প্রার্থনা করুন।”  
গৌতম বলিলেন ‘হে রাজন! মাহুযসম্বন্ধী বিত্ত আপনারই থাকুক।  
আপনি আমার পুত্রের নিকট যে বাক্য বলিয়াছিলেন, আমাকে  
তাঁহাই, বলুন।’ ইহা শুনিয়া রাজা বিসম্ব হইলেন।

৭। রাজা তাঁহাকে এই আজ্ঞা করিলেন—“দীর্ঘকাল ( আমার  
নিকট ব্রহ্মচারীরূপে ) বাস কর। ( এইরূপ দীর্ঘকাল বাসকরিবার  
পর, একদিন রাজা ) তাঁহাকে বলিলেন—“তুমি বে আমাকে সেই

হইয়াছে), তন্ম.৭ (সেইজন) উ সর্ব্বেষু লোকেষু (সর্ব্বলোকে) ক্ষত্রম্ এব (ক্ষত্রিয়েরই) প্রশাসনম্ (শিক্ষা দিবার কৰ্মতা) অত্৭ (কৃ. লু.২; ছিল) ইতি। তন্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন):—

বিষয় বিজ্ঞান করিয়াছিলেন—তোমার, পূর্বে পুরাকালে কোন, ব্রাহ্মণই এই বিজ্ঞা লাভ করে নাই। (ইহা কেবল ক্ষত্রিয়গণই জাতিত, এইজন্য সর্ব্বলোকে ক্ষত্রিয়দিগেরই (এ বিষয়ে উপদেশ দিবার) কৰ্মতা ছিল।”

### মন্তব্য

৫।৩।১। কুমার = কন্ + আরণ; কন্ = ইচ্ছা করা, প্রীতিকর (উপনিষদ ৩।১৩৮), কমনীয় বলিয়া ইহার নাম কুমার। কেহ বলেন ইহার অর্থ ক্রীড়ামূল। Monier Williams এর অভিধানে কুমার — কু + মার = যে সহজে মরে।

কৌষীতকি উপনিষদের শ্রোতকেতুকে ‘আকুণিপুত্র’ এবং গৌতম বলা হইয়াছে (১।১)। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।২।৭।১২; ১১।৫।৪।১৮ ইত্যাদি) কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (২৬।৪ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৬।২।১) ইহার নামোক্ত আছে। শ্রোতকেতু পিতা উদ্যালকের নিকট হইতে যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা এষ্ট ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

৫।৩।৩। ‘অসৌ লোকঃ,—উপনিষদের ভাষ্য শব্দর ইহার অর্থ পিতৃ লোক করিয়াছেন। কিন্তু সূত্র ভাষ্য অর্থ করিয়াছেন চন্দ্রলোক।

‘ভামতী’ টীকাতেও এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণের অর্থ ‘দ্যুলোক’।

৪।৩।৪। অথোচখাঃ—বচ্ছাত্ত্বর আত্মনেপদ ব্যবহার সম্বন্ধে ৪।১০।৪ সম্বন্ধ দেখ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন আত্মত্বঃ=আত্মাশ্রিতঃ=অপরকর্তৃক মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া।

৪।৩।৫। এই পঞ্চম মন্ত্রে অনেক কথা উহা আছে, সেইজন্য এই অংশের অর্থ করা কঠিন। তির তির লোকে ইহার তির তির অর্থ করিয়াছেন।

আত্মাদিপের নিকট এই প্রকার অর্থ বুদ্ধিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। যেহেতু পিতাকে বলিলেন আমি এই সমুদয় প্রশ্নের একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই। ইহার পরে এই অংশ আছে—“সঃ ত উবাচ ‘বখা মা যম্ তদা এতান্ অবদঃ’” অর্থাৎ পিতা বলিলেন “তুমি যে সেই সময়ে এই সমুদয় প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে—”, পিতা যাহা বলিলেন তাহা একটি অসম্পূর্ণ বাক্য। কিন্তু বর্তমান সময়েও কোন বিষয় আরম্ভ করিবার সময় আমরা এই প্রকার ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অংশের সপ্তম মন্ত্রেও এই প্রকার ভাষাই আছে। রাজা যখন গৌতমকে উপদেশ দিবেন তখন এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন—“বখা মা যম্ অবদঃ”=“তুমি যে আমাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দা করিয়াছিলে—”।

পিতা সন্তানকে বলিয়াছিলেন “সেই সময়ে ( তদা ) যে তুমি বলিয়াছিলে”। এই ‘তদা’ (=সেই সময়ে) শব্দের ব্যবহার হইতে বুঝা যাইতেছে যে পিতা পুত্রের কথা শুনিবামাত্রই উত্তর দেন নাই। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার পরে পুত্রের সহিত আবার এবিষয়ে কথা হইয়াছিল। তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন—“তুমি যে সেই সময়ে এই সমুদয় প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে—”।

ইহার পরে পিতা বলিলেন—“বখা অহম্ এবাম্ এককম ন বেদ—যেহেতু আমি এ সমুদয়ের একটিও জানি না—”। এইও একটি অসম্পূর্ণ বাক্য। পুত্র রাজসভা হইতে আসিয়া পিতাকে বলিয়াছিল—

“আপনি আমাকে সব বিষয়ে উপদেশ দেন নাই, অথচ বলিষ্ঠাছিলেন ‘তোমাকে সব উপদেশ দিলাম’।” তাহার ধারণা ছিল পিতা আরও অনেক বিষয় জানিতেন কিন্তু তিনি সে সব বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দেন নাই। পুত্রের কথায় পিতা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার এই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য এখন বলিলেন—“যেহেতু আমি এ সমুদয় বিষয়ের একটীও জানি না”। পিতার বলিবার উদ্দেশ্য এই :—“যেহেতু আমি এ সমুদয় বিষয়ের একটীও জানি না (সেই জন্যই তোমাকে এ সব বিষয়ে উপদেশ দিই নাই। ইহা মনে করিও না যে আমি এ সব বিষয় জানিয়াও তোমাকে উপদেশ দিই নাই)।

উক্ত মন্তব্য শেষ অংশ এই :—“আমি যদি জানিতামই তবে তোমাকে বলিতাম না কেন?”

অনুরূপ স্থলে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার আছে :—  
“সঃ ৩ উবাচ ‘তথা নঃ ত্বম্ তাত জানীথাঃ, যথা যৎ অহম্ কিঞ্চন বেদ, সৰ্বম্ অহম্ তুভ্যম্ অবোচম্’—” পিতা বলিলেন—“আমি যাহা কিছু জানি, সে সমুদয়ই তোমাকে বলিয়াছি ; তুমি আমার বিষয়ে এই প্রকারই জানিবে”। ইহার পরে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই অংশ আছে :—“প্রেহিতু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্যম্ বৎস্তাবঃ ইতি। তবান্ এব গচ্ছতু টিতি।” পিতা বলিলেন—চল সেই স্থলে যাই ; সেই স্থলে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করি ( অর্থাৎ শিষ্য হইয়া বিদ্যালভ করি )। যেতকেতু বলিল—“আপনিই গমন করুন” ৬।২।৪।

রাজস্ববন্ধুঃ—রাজার গুণ নাই, কেবল রাজগণের বন্ধু বলিয়া রাজা। ইহা একটী সুপাত্ৰক বাক্য। ব্রহ্মবন্ধু, বিদ্যবন্ধু, কত্রবন্ধু এত্ৰুতি কথারও অর্থ এইরূপ।

এই স্থলে ‘রাজস্ব’ শব্দ ‘রাজা’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্তু প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশের লোকদিগকেও ‘রাজস্ব’ বলা হইত।

৫।৩।৩। কোন কোন সংস্করণে ‘সভাগে’ স্থলে ‘সভাগঃ’ পাঠ

আছে। সভাগঃ = স + ভাগঃ : ভাগ = পূজা, সেবা; সভাগঃ = পূজার  
সহিত বর্তমান অর্থাৎ পূজিত হইয়া। রাজ্যবিষয়ে সপ্তমাস্ত্র অর্থাৎ  
সভাগে = রাজ্য সভাগত হইলে। গৌতম বিষয়ে প্রথমাস্ত্র অর্থাৎ  
সভাগঃ = গৌতম পূজিত হইয়া। ( শঙ্কর ও আনন্দগিরি )।

ভগবৎ এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—“হে গৌতম! তুমি  
বলিলে যে তোমার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণ এবিধ্যা লাভ করে  
নাই,—এইজন্যই রাজ্য শাসন করিবার কষতা কজ্জিদিগের হস্তেই  
রহিয়াছে।” ইহার মতে শাসন = শাসন করিবার।

## পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

(পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর)

প্রবাহন-কথিত পঞ্চাশিবিদ্যা ( ১ )

১। অসৌ বাব লোকে গৌতমাগ্নিস্তাদিত্য এব  
সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোহহরচিচ্চন্দ্রমা অগ্নরা নক্ষত্রানি বিস্কুলিতাঃ।



১। অসৌ বাব লোকঃ ( ঐলোক, ছালোক ) গৌতম! অগ্নিঃ।  
তস্ত ( তাহার ) আদিত্যঃ এব সমিৎ ( কাঠ ); রশ্ময়ঃ ( রশ্মি )

২। হে গৌতম! ঐ লোকই ( অর্থাৎ ছালোকই ) (যজ্ঞের)



২। তন্নিরৈতন্নিরগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্তা  
আহুতেঃ সোমো রাজা সস্তবতি ।

সমূহ ) ধূমঃ ; অগ্নিঃ ( দিন ) অর্চিঃ ( শিখা ) ; চক্রমা অঙ্গারিঃ ;  
( ১১৩ ) নক্ষত্রাণি ( ১১৩ ) বিকুলিকাঃ ( ১১৩ ) ।

২। তন্নিন্ এতন্নিন্ অগ্নৌ ( সেই এই অগ্নিতে ) দেবাঃ ( ১১৩ )  
শ্রদ্ধাং ( ২১১ ) জুহ্বতি ( হ ; আহুতি দেয় ) । তস্তাঃ আহুতেঃ ( সেই  
আহুতি হইতে ) সোমঃ রাজা ( চক্র ) সস্তবতি ( উৎপন্ন হয় ) ।

অগ্নি ; আদিত্য তাহার কাঠ ; রশ্মি সমূহ তাহার ধূম ; দিনই  
শিখা ; চক্রমাই অঙ্গার এবং নক্ষত্রসমূহই কুলিক ।

২। দেবগণ সেই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন ।  
সেই আহুতি হইতে সোমরাজা ( অর্থাৎ চক্র ) উৎপন্ন হয় ।

### মন্তব্য

৫।৪।২ । এখানে অপ্ কেই শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে । এতৎ সংক্রান্ত  
প্রশ্ন অপবিষয়ে ( ১৩৩ ) এবং উপসংহার ও অপ্ বিষয়ে ( ৫।২।১ ) ।  
সুতরাং এখানে অপ্ই শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধার সহিত কলকে আহুতি দেওয়া  
ও এইরূপই সম্ভবতঃ কলকে শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে । শঙ্কর বেদান্তসূত্র  
ভাষ্যে ( ৩।১।৫ ) ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

### প্রবাহন-কথিত পঞ্চাশিবিদ্যা (২)

১। পৰ্জন্তো বাব গৌতম্যগ্নিস্তত্ত্ব বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো  
বিদ্র্যদর্চিরশনিরজ্জারা হ্রাদনয়ো বিস্কুলিকাঃ ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমঃ রাজানং জুহ্বতি  
তস্তা আহতেবর্ষং সম্ভবতি ।

১। পৰ্জন্তঃ (বৃষ্টির দেবতার নাম) বাব গৌতম্য! অগ্নিঃ ।  
তত্ত্ব বায়ুঃ এব সমিৎ ; অভ্রম্ (মেঘ) ধূমঃ ; বিদ্র্যৎ অর্চিঃ ;  
অশনিঃ অজ্জারাঃ ; হ্রাদনয়ঃ (মেঘগর্জন ১৩; হ্রাদনি = মেঘ  
গর্জন) বিস্কুলিকাঃ ( ৫।৪।১৩ঃ ) ।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমম্ রাজানম্ (সোম  
রাজাকে) জুহ্বতি ; তস্তাঃ আহতেঃ বর্ষম্ (বৃষ্টি) সম্ভবতি ( ৫।৪।২  
ঃ ) ।

১। হে গৌতম ! পৰ্জন্তই অগ্নি ; বায়ুই তাহার কাঠ ; মেঘই  
ধূম ; বিদ্র্যৎই পিখা ; বজ্রই অজ্জার ; মেঘগর্জনই স্কুলিক ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহতিক্রমে অর্পণ করে ।  
সেই আহতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

### প্রবাহণ-ক খত পঞ্চাশিবিদ্যা (৩)

১। পৃথিবী বাব গৌতম্যগ্নিত্ত্বাঃ সৎবৎসর এব সমিদা-  
কাশো ধূমো রাত্রিরচির্দিশোহজারাম্ অবাস্তরদিশো বিক্ষুলিক্কাঃ ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্তা আহতে-  
রন্নং সস্তবতি ।

১। পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ ; তস্তাঃ ( এই পৃথিবীর ) সৎবৎসরঃ  
এব সমিৎ ; আকাশঃ ধূমঃ ; রাত্রিঃ অর্চিঃ ; দিশঃ ( দিকসমূহ )  
অজারাম্ ; অবাস্তরদিশঃ ( ঈশান, নৈঋতাদি কোন সমূহ ; অবাস্তর =  
অব + অস্তর = বধ্যবর্তী ) বিক্ষুলিক্কাঃ (৫।৪।১। দ্রঃ) ।

২। তস্মিন্ এতস্মিন অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষম্ ( বৃত্তিকে ) জুহ্বতি ।  
তস্তাঃ আহতেঃ অন্নম্ সস্তবতি (৫।৪।২ দ্রঃ) ।

১। হে গৌতম ! পৃথিবীই অগ্নি ; সৎবৎসরই ইহার সমিৎ ;  
আকাশই ধূম ; রাত্রীই শিখা ; ( উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই )  
দিক সমূহই অজার ; ( ঈশান, নৈঋত প্রভৃতি ) অবাস্তর কোন  
সমূহই ক্ষুলিক ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ বৃত্তিকে আহতি দেন । সেই আহতি  
হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

### প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাশিবিদ্যা (৪)

১। পুরুষো বাব গোতম্যগ্নিস্তস্ত বাগেব সমিৎপ্রাণোধূমো  
জিহ্বাচিচ্চক্ষুরঙ্গারঃ শ্রোত্রং বিস্কুলিঙ্গাঃ ।

২। তন্মিত্তেন্তন্মিত্তাগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্তা আহতে  
রেতঃ সন্তবতি ।

১। পুরুষঃ বাব গোতম্য ! অগ্নিঃ ; তস্ত বাক্ এব সমিৎ ; প্রাণঃ  
ধূমঃ ; জিহ্বা অর্চিঃ ; চক্ষুঃ অঙ্গারঃ ; শ্রোত্রম্ বিস্কুলিঙ্গাঃ (৫।৪ ১ ভ্রঃ) ।

২। তন্মিহ্ন এতন্মিহ্ন অগ্নৌ দেবাঃ অন্নম্ ( ২।১ ) জুহ্বতি ; তস্তাঃ  
আহতেঃ রেতঃ সন্তবতি ( ৫।৪।২ ) ।

১। হে গোতম্য ! পুরুষট্ট অগ্নি ; বাক্‌ই তাহার সমিৎ ; প্রাণট্ট  
ধূম ; জিহ্বাই শিখা ; চক্ষুই অঙ্গার ; শ্রোত্রই ফুলিঙ্গ ।

২। সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন ; সেই আহুতি  
হইতে শুক্র উৎপন্ন হয় ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

### প্রবাহণ-কথিত পঞ্চাশিবিদ্যা (৫)

১। যোষা বাব গোতম্যগ্নিস্তা উপস্থ এব সমিদ্  
বহুপমস্বয়তে স ধুমো যোনিরচির্ষদন্তঃ করোতি তেহদ্বাক্স  
অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ।

২। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা  
আহতেগর্ভঃ সম্ভবতি ।

১। যোষা ( দ্বীলোক ) বাব গৌতম্য অগ্নিঃ ; তস্তাঃ উপস্থঃ এব  
সমিৎ ; যৎ উপমস্বয়তে ( আহ্বান করে ) সঃ ধূমঃ ; যোনিঃ অর্চিঃ ;  
যৎ অস্তঃ করোতি, তে অদ্বারাঃ ; অভিনন্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ( ৫।৪।১ ) ।

২। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি ; তস্তাঃ আহতেঃ  
গর্ভঃ সম্ভবতি ( হৃদ ) ( ৫।৪।২ ভ্রঃ ) ।

### মন্তব্য

প্রথম আহুতিতে জলকে অগ্নিতে হোম করা হয় ;  
ইহা হইতে সোম উৎপন্ন হয় । দ্বিতীয় আহুতিতে সোমকে হোম  
করা হয় ; ইহা হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় । তৃতীয় আহুতিতে বৃষ্টিকে  
হোম করা হয় ; ইহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় । চতুর্থ আহুতিতে  
অন্নকে হোম করা হয় ; ইহা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয় । পঞ্চম আহুতিতে  
শুক্রকে হোম করা হয় ; ইহা হইতে মানব উৎপন্ন হয় । প্রথমে  
জলকে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল । সেই জলই পঞ্চম আহুতিতে  
গর্ভরূপে পরিণত হইয়া মানবরূপে উৎপন্ন হয় । এইরূপে পঞ্চম  
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

### পঞ্চাশি-বিদ্যার উপসংহার (১)

১। ইতি তু পঞ্চম্যাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি  
স উদ্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্  
বাধ জায়তে ।

২। স জাতো যাবদাযুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোহগ্নয়  
এব হরন্তি যত এবৈতো যতঃ সমুতো ভবতি ।

১। ইতি তু পঞ্চম্যামু আহতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি ( ৫।৩৩ )  
ইতি । সঃ ( সেই ) উদ্বাবৃত ( উব অর্থাৎ জরাযুধারা আবৃত )  
গর্ভঃ দশ বা নব বা মাসান্ ( দশ কিংবা নব মাস ) অন্তঃ ( অভ্যন্তরে )  
শয়িত্বা ( শয়ন করিয়া ) যাবৎ বা ( অথবা যতকাল আবৃতক হয় ),  
অথ ( অনন্তর ) জায়তে ( উৎপন্ন হয় ) । পাঠান্তর :—‘নব বা’  
অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

২। সঃ ( যে ) জাতঃ ( জন্মগ্রহণ করিয়া ) যাবৎ + আযুষম্  
( যতদিন আয়ু, ততদিন ) জীবতি ( জীবন ধারণ করে ) । তম্  
প্রেতম্ ( যত হইলে তাহাকে ; প্রেতম্—প্র+ইতম্ ; ঠি যাতু )  
দিষ্টম্ ( যেমন নির্দিষ্ট তেমান ; নির্দিষ্ট গাত প্রাপ্ত ) ৫৩ঃ ( এই স্থান

১। এই হেতু পঞ্চমী আহতিতে জনকে পুরুষ বলা হয় । জরাযু  
ধারা আবৃত সেই গর্ভ, নব মাস বা দশমাস, বা যতদিন আবৃতক হয়  
ততদিন, অভ্যন্তরে বাস করিয়া উৎপন্ন হয় ( অর্থাৎ ভূমিষ্ট হয় ) ।

২। জন্মগ্রহণ করিয়া যতদিন আয়ু ততদিন জীবিত থাকে ।  
নির্দিষ্ট নিয়মামুসারে যত হইবার পর ( তাহার আয়ুসম্বন্ধে )

হইতে ) অগ্নয়ে এব ( অগ্নিতে দগ্ধ করিবার অগ্ন ) হরতি ( হ ; লইয়া যায় ) যতঃ ( যাহা হইতে ) এব ইতঃ ( আগত ; ই + ত ), যতঃ সমুতঃ ( উৎপন্ন ) ভবতি ( হয় ) ।

তাহাকে অগ্নিতে ( দগ্ধ করিবার অগ্ন ) লইয়া যায় । এই অগ্নি হইতে গৈ আসিয়াছে এবং এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

### মন্তব্য

৫।৯২ । কেহ কেহ ‘অগ্নয়ে’ স্থলে ‘অগ্নয়ঃ’ পদপাঠ গ্রহণ করেন । কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে মূলমন্ত্রেই ‘অগ্নয়ে’ আছে ।

শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি প্রভৃতি পাঁচটীকে আহুতিক্রমে অগ্নিতে হোম করা হয় । সর্বশেষে মানুষের উৎপত্তি । এই অগ্নিই বলা হইয়াছে, যে পুরুষ অগ্নি হইতে আসিয়াছে এবং অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

### পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপসংহার ( ২ )

#### দেবযান, পিতৃযান ও পুনরাবর্তন

১ । তদ্ য ইথং বিদুর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেহর্চিষমভিসমুত্তবস্ত্যর্চিবোহহরকৃ আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ যড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্তান্ ।

১ । তৎ ( পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে ) যে ( যাহারা ) ইথম্ ( অব্যয়,

১ । যাহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন এবং যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও



২। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যাদিত্যা-  
চক্ষ্রমসং চক্ষ্রমসো বিদ্যাতং তং পুরুষো মানবঃ স এনং  
ব্রহ্ম গময়ত্যেব দেবযানঃ পশ্বা ইতি ।

৩। অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে  
ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিঃ রাত্রেঃপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্  
ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরমভিপ্রাপ্নু বন্তি ।

ইদম্+অম, পাঃ ৫।৩।২৪=এই প্রকারে) বিদুঃ (জানেন),  
যে চ ইমে (এই বাহারা) অরণ্যে 'অথা তপঃ' ইতি  
উপাসতে, তে (তাহারা) অর্চিসম্ (অর্চিকে) অভিসম্ভবন্তি  
(অভি+সম্+ভু, লট্ তি—প্রাপ্ত হই), অর্চিসঃ অহঃ; অরুঃ আপূর্যমান  
পক্ষম্; আপূর্যমান-পক্ষাৎ যান্ ষট্ উদঙ্, গতি মাসান্ তান্  
(৪।১৫।৫ জঃ) ।

২। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্; সংবৎসরাৎ আদিত্যম্; আদিত্যাৎ  
চক্ষ্রমসম্; চক্ষ্রমসঃ বিদ্যাতম্। তংপুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান্ ব্রহ্ম  
গময়তি । এষঃ দেবযানঃ পশ্বাঃ ইতি (৪।১৫।৫) ।

তপস্ত্যার উপাসনা করেন—তাহারা (যজু্যর পর) অর্চিতে গমন  
করেন; অর্চি হইতে দিনে; দিন হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে  
উত্তরায়ণের ছয় মাসে (গমন করেন) ।

২। মাস. সমূহ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে,  
আদিত্য হইতে চক্ষ্রমাতে, চক্ষ্রমা হইতে বিদ্যাতে, (গমন করেন) । সেই  
স্থানে এক অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলাভ করার। ইহাই দেবযান  
পথ ।

৩। অথ যে ইমে (এই বাহারা) গ্রামে 'ইষ্টাপূর্তে' (ইষ্ট+পূর্ত দিবচন;  
ইষ্ট=যজ্ঞ; কুপ, তড়াগ উদ্যানাদি প্রস্তুত করিবার নাম পূর্ত) দত্তম্

৩। আর বাহারা গ্রামে 'ইষ্টাপূর্ত ও দান' এই সমুদয়ের অনুষ্ঠান

৪। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশা-  
চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ।

৫। তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিহাঐতমেবান্নানং পুনর্নি-  
বর্তন্তে যথৈতমাকাশমাকাশায়ায়ুঃ বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি  
ধূমো ভূত্বান্নং ভবতি ।

( দান )' ইতি উপাসতে ( উপাসনা করে ), তে ( তাহারা ) ধূম ( ১, ২ )  
অভিসম্ভবন্ত ( ৫।১০।১৮ ) : ধূমাৎ ( ধূম হইতে ) রাত্রিঃ ; রাত্রিঃ  
( রাত্রি হইতে ) অপর পক্ষম্ ( কৃষ্ণপক্ষকে ) ; অপর পক্ষাৎ ( কৃষ্ণপক্ষ  
হইতে ) যান্ ষট্ দক্ষিণা এতি মাসান্ ( — যান্ ষট্ মাসান্ দক্ষিণা এতি =  
যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণদিকে গমন করে । দক্ষিণা—দক্ষিণ দেশে, পাঃ  
৫ ৩৩৬ ; এতি—গমন করে, ই খাতু ) তান্ ( সেই ছয়মাসকে ) । ন  
এতে ( তাহারা ) সংবৎসরম্ অভিপ্রাপ্নবন্ত ( প্রাপ্ত হয় ) ।

৪। মাসেভ্যঃ ( মাসসমূহ হইতে ) পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ  
( পিতৃলোক হইতে ) আকাশম্ ; আকাশাৎ ( আকাশ হইতে ) চন্দ্রমসম্  
( চন্দ্রকে ) ; এষঃ ( এই ) সোমঃ রাজা । তৎ ( সেই সোম ) দেবানাম্  
( দেবগণের ) অন্নম্ । তম্ ( তাহাকে ) দেবাঃ ( ১।৩ ) ভক্ষয়ন্তি ( ভক্ষণ  
করেন, ভোগ করেন ) ।

করে, তাহারা (যত্নের পর) ধূমে গমন করে ; ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি  
হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের ছয়মাসে গমন করে ।  
ইহারা সংবৎসরে গমন করে না ।

৪। মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে,  
আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে । এই চন্দ্রই সোমরাজা ; ইহা দেবতা-  
দিগের অন্ন ; ইহাকেই দেবগণ ভক্ষণ করেন ।

৫। তস্মিন্ ( সেই চন্দ্রমাতে ) যাবৎসম্পাতম্ ( কর্মকর পর্য্যন্ত ) ;

৫। যে পর্য্যন্ত কর্মকর না হয়, সে পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া

৬। অত্রঃ ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবৰ্ষতি  
ত ইহ ত্রীহিববা ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেহতো  
বৈ খলু দুর্নিম্প্রপতরং যো যো হ্রস্বমস্তি যো রেতঃ সিকতি  
তদুয় এব ভবতি ।

ক্রিঃ বিঃ ) উষিত্বা ( বস্ খাতু, বাস করিয়া ) অথ ( অনন্তর ) এতন্ম এব  
অধ্বানম্ ( এইপথে, ২।১ ) পুনঃ নিবর্তন্তে ( নি+বৃত্ ; প্রত্যাগমন করে )  
যথা+ইতন্ম ( যে ভাবে গমন করিয়াছিল ; যথা=যে ভাবে ; ইতন্ম—  
ই+ক্ত=গমন করিয়াছিল ) । আকাশম্ ( ২।১ ) । আকাশে  
( আকাশ হইতে ) বায়ু । বায়ুঃ ভূত্বা ( হইয়া ) ধূমঃ ভবতি ( হয় ) । ধূমঃ ভূত্বা  
( হইয়া ) অত্রম্ ( মেঘের প্রথমাবস্থা—যে অবস্থায় ইহা জল ধারণ  
করে ; ২।১৫।১ ভূঃ ) ভুবতি । পাঠান্তর—‘এতন্ম এব অধ্বানম্’ স্থলে  
‘এতন্ম অধ্বানম্’ ।

৬। অত্রম্ ভূত্বা মেঘঃ ভবতি, মেঘঃ ভূত্বা প্রবৰ্ষতি ( বর্ষণ করে ) ।  
তে ( তাহারা ) ইহ ( এই পৃথিবীতে ) ত্রীহিববাঃ ( ত্রীহি ও যব সমূহ )  
ওষধি-বনস্পত্যঃ ( ওষধি ও বনস্পতি সমূহ ) তিলমাষাঃ ( তিল ও মাষা  
সমূহ ) ইতি ( এইরূপে ) জায়ন্তে ( জন্মগ্রহণ করে ) । অতঃ ( এই  
অবস্থা হইতে ) বৈ খলু ( নিশ্চয়ই ) দুর্নিম্প্রপতরম্ ( দুরতিক্রমণীক,  
সহজে অতিক্রম করা যায় না ) । যঃ যঃ ( যে যে প্রাণী ) হি অন্নম্ ( অন্নকে )  
অস্তি ( ভোজন করে ) যঃ রেতঃ সিকতি ( সস্তান উৎপন্ন করে ) তৎ ভূয়ঃ  
এব ভবতি ( সেই প্রকারই হয় ; কিংবা তাহা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে ) ।

যে পথে গমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রতিনিবৃত্ত হয় । ( চন্দ্রমণ্ডল  
হইতে ) আকাশে এবং আকাশ হইতে বায়ুতে ( গমন করে ) বায়ু  
হইয়া ( উৎপন্ন ) ধূম হয় এবং ধূম হইয়া ( উৎপন্ন ) অত্র হয় ।

৬। অত্র হইয়া উৎপন্ন মেঘ হয় ; মেঘ হইয়া বর্ষণ করে । ( তদ-

৭। তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে রমণীয়াং  
যোনিমাপদ্যোরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং  
বাত্ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যোরন্  
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ।

৭। তৎ ( তাহার পর, বা তাহাদিগের মধ্যে ) যে ( যাহারা ) ইহ  
( এই পৃথিবীতে ) রমনীয়চরণাঃ ( শোভনকৰ্ম্ম ) অভ্যাশঃ ( শীঘ্র ;  
কিংবা "ফল" ১।৩।১২ ), চ যৎ (কিং বিং যে) তে ( তাহারা ) রমনীয়াম্  
যোনিম্ ( রমনীয় জন্মকে ) আপদ্যোরন্ ( আ + পদ্ + ঈরন্ = প্রাপ্ত হয় )  
—ব্রাহ্মণযোনিম্ বা ক্ষত্রিয়যোনিম্ বা বৈশ্যযোনিম্ বা । অথ ( আর )  
যে ইহ কপূয়চরণাঃ ( কুকৰ্ম্মা ; কপূয় অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত আচরণ যাহাদিগের ),  
অভ্যাশঃ হ যৎ তে কপূয়াম্ যোনিম্ ( কুৎসিত জন্মকে ) আপদ্যোরন্—  
শ্বযোনিম্ বা ( কুকুর জন্মকে ) শূকরযোনিম্ বা ( বা শূকরজন্মকে )  
চণ্ডালযোনিম্ বা ( বা চণ্ডালজন্মকে )

নস্তর ) তাহারা এই পৃথিবীতে ত্রীহি ও যব, ওষধি ও বনস্পতি, তিল  
ও মাষা—এই সমুদয় রূপে জন্মগ্রহণ করে । এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ  
অত্যন্ত কঠিন । যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে ও সন্তান উৎপন্ন করে,  
( ত্রীহি যবান্নিক্রমে অবস্থিত আশ্বা অন্নরূপে সেই সেই প্রাণীর দেহে  
প্রবেশ করিয়া রেত্যাক্রপ ধারণ করে এবং ) ইলাই সেই সমুদয় প্রাণিক্রমে  
পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে ।

৭। তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বজন্মে এই পৃথিবীতে শোভন কৰ্ম্ম  
করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্র রমনীয় জন্মলাভ করে—যেমন ব্রাহ্মণযোনি,  
ক্ষত্রিয়যোনি, বৈশ্যযোনি । আর যাহারা এই পৃথিবীতে কুৎসিত কৰ্ম্ম  
করিয়াছিল, তাহারা শীঘ্র কুৎসিত জন্মলাভ করে—যেমন কুকুরযোনি,  
শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি ।

৮। অণৈতয়োঃ পথোন' কতরেণ চ ন তানীমানি  
ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তানি ভূতানি ভবন্তি জায়ন্তে ত্রিযশেষেত্যততৃতীয়ং  
স্থানং তেণাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাচ্ছূণ্ডপ্পেত তদেষ  
ল্লোকঃ ।

৮। অথ এতয়োঃ পথোঃ ( এই দুই পথের ; ( ১ ) অর্চির পথ  
অর্থাৎ দেবদান ; ( ২ ) ধূমের পথ অর্থাৎ পিতৃদান ) ন ( না ) কতরেণ +  
চন ( কোন পথ দ্বারা ) , তানি ইমানি ( সেই এই সমুদয় ) ক্ষুদ্রানি  
( + ভূতানি = ক্ষুদ্রজন্তু সমূহ ) অসকৃৎ + আবর্ত্তিনী ( পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল,  
১।৩ ; সকৃৎ = একবার ; অসকৃৎ = বহুবার ; আবর্ত্তিনী = আবর্ত্তিন্,  
ক্রীৎ ১।৩ = বাহারা বারবার বাতায়িত করে ) ভূতানি ( ভূতসমূহ )  
ভবন্তি ( হয় ) । 'জায়ন্তে' ( জন্ম গ্রহণ কর ) ত্রিযশ ( মরিয়া যাও )' ইতি  
এতৎ ( এই ) তৃতীয়ং স্থানম্ । তেন ( সেইজন্য ) অসৌ ( ঐ ) লোকঃ  
ন সম্পূর্যতে ( সম + পৃ, বা পূর ; কৰ্ম্মকর্তৃবাচ্যে ; পূর্ণ হয় ) । তস্মাৎ  
( সেইজন্য ) শূণ্ডপ্পেত ( 'শূণ্' ঘৃণা করা অর্থে ; সংসারগতিকে ঘৃণা  
করিবে ) । তৎ ( এ বিষয়ে ) এবঃ ( এই ) ল্লোকঃ —

৮। ( বাহারা ) এতদুভয়ের কোন পথ দ্বারা ( গমন করে ) না,  
( তাহারা ) নিত্য আবর্ত্তনশীল এই সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ  
করে । ( ইহাদিগের বিষয়ে বলা বাইতে পারে ) “ জন্মগ্রহণ কর ” আর  
“ মরিয়া যাও ” ( অর্থাৎ ইহারা এতই ক্ষণস্থায়ী যে, জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই  
মরিয়া যাইতেছে ; সুতরাং জন্ম মৃত্যু ছাড়া ইহাদিগের জীবনের অস্ত  
কোন ঘটনা নাই ) ; ইহাই তৃতীয় স্থান ।

এই জন্যই ঐ লোক ( অর্থাৎ চন্দ্রলোক ) পূর্ণ হইতেছেন । সুতরাং  
সংসার গতিকে ঘৃণা করিবে । এবিধে এই লোক আছে—

৯। স্তেনো হিরণ্যস্ত সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্লামাবসন্  
ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরণস্তৈরিতি ।

১০। অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন স হ  
তৈরপ্যাচরণ্ পাপুনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যালোকো  
ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ।

৯। স্তেনঃ ( চোর ) হিরণ্যস্ত ( স্বর্ণের ) সুরাম্ পিবন্ চ ( সুরা পান  
করে এমন লোক ; পিবন্ = পা + পৃ ১।১ ) গুরোঃ ( গুরু )  
স্তল্লম্ ( শয়ান, ২।১ ) আবসন্ ( আ + বস্ পৃ ৩ ; যে গমন করে বা  
দুস্থিত করে ) ব্রহ্মহা চ ( পাঃ ৩।২।৮৭ = ব্রহ্মঘাতক )—এতে  
( + চত্বারঃ = এই চারিজন ) পতন্তি ( পতিত হয় ) চত্বারঃ ( চারিজন ) ।  
পঞ্চমঃ চ ( পঞ্চম ব্যক্তিও ) আচরণ্ তৈঃ ( তাহাদিগের সহিত  
যে আচরণ করে ) ইতি ।

১০। অথ হ যঃ ( যিনি ) এতান্ ( + পঞ্চাগ্নীন্ = এই পঞ্চাগ্নিকে )  
এবম্ ( এই প্রকারে ) পঞ্চাগ্নীন্ ( পঞ্চাগ্নিকে ) ন ( না ), সহ তৈঃ অপি  
( তাহাদিগের সহিতও ) আচরণ ( আচরণ করিয়া ) পাপুনা ( পাপ  
দ্বারা ) লিপ্যতে ( লিপ্ত হয় ) ; শুদ্ধঃ পূতঃ ( পবিত্র ) পুণ্যালোকঃ ( পুণ্য  
লোকবাসী ) ভবতি ( হন ) যঃ এবম্ ( এই প্রকার ) বেদ ( জ্ঞানেন ) যঃ  
এবম্ বেদ ( পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক ) ।

• ৯। স্বর্ণাণহারিক, সুরাপানী, গুরুতল্লাগামী এবং ব্রাহ্মঘাতক—  
এই চারিজন পতিত হয় এবং ইহাদিগের সহিত যে আচরণ করে, সেই  
পঞ্চম ব্যক্তিও ( পতিত হয় ) ।

১০। কিন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জ্ঞানেন, তিনি ইহাদিগের সহিত  
আচরণ করিয়াও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না । যিনি এই প্রকার জ্ঞানেন  
তিনি শুদ্ধ ও পূত ; এবং তিনি পুণ্যালোকবাসী হন ।



## মন্তব্য

৫।১০।১। ‘অহা তপ’ ইতি—কেহ কেহ অর্থ করেন ‘অহাই তপস্তা’ এই ভাবে। উয়সন্ বলেন ‘অর্চি’ অর্থ চিতাগ্নির অর্চি।

৫।১০।৩। ‘তৎ’ শব্দ সোমের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ‘সোম’ শব্দ পুংলিঙ্গ; সুতরাং ‘তৎ’ ব্যবহার না করিয়া ‘সঃ’ ব্যবহার করাটী প্রচলিত নিয়ম। ক্রৌবলিঙ্গ ‘অন্নম্’ এখানে বিধেয়; এই বিধেয়ের প্রাধান্যেই সম্ভবতঃ ‘তৎ’ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫।১০।৬। ‘তে ইহ’ ইত্যাদি। ‘তে’ শব্দ বহুবচন। পূর্বে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার পর এইস্থলে বহুবচন প্রয়োগ। পূর্বে যাহাদের বিষয়ে এক এক করিয়া বলা হইয়াছিল, এস্থলে তাহাদিগের বিষয়েই সমগ্র ভাবে বলা হইল—এইজন্য এস্থলে বহুবচন প্রয়োগ।

৫।১০।৭। পাঠান্তর—দুইটি ‘অভ্যাসঃ’ স্থলেই ‘অভ্যাসঃ’। ‘শুকর’ স্থলে ‘শুকর’। ‘চণ্ডাল’ স্থলে ‘চাণ্ডাল’ ‘শু কর’—‘শু’, ‘শু’ শব্দ করে বলিয়া এই অঙ্কে শুকরী বলে। ( Vedio Index and Mon. W. অভিধান )।

৫।১০।৮। এই অষ্টম মন্ত্রের স্থলে বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে :—  
“অথ যে এতৌ পশ্যানৌ ন বিদুঃ, তে কীর্টাঃ পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশুকম্”  
অর্থাৎ “যার যাহারা এই দুইটি পথের বিষয় জানেননা ( কিংবা এই দুইটি পথের কোনপথেই গমন করেননা ) তাহারা কীট পতঙ্গ এবং দন্দশুক রূপে জন্মগ্রহণ করে ( ৬।২।২৬ )। ন ‘কতরেন চন’ অংশের দুই প্রকার পদ-পাঠ হইতে পারে। ( ক ) ন, কতরেন, চন; অনিশ্চয়্যার্থে ‘চন’ প্রত্যয়,



অর্থ—তুই পথের কোন পথ দ্বারাই নয়। (খ) ন, কতরেণ, চ, ন = না, কোন পথ দ্বারাই নয়। 'ন' শব্দের বিকৃতি।

## ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। উভয় উপনিষদে যেমন সাদৃশ্য রহিয়াছে তেমনি পার্থক্যও আছে।

(১) ছান্দোগ্যে আছে “যে চ ইমে অরণ্যে ‘শ্রদ্ধা তপঃ’ ইতি উপাসতে তে অর্চিবন্ অভিসম্পত্তি” অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্তার উপাসনা করে তাহারা অর্চিতে গমন করে। বৃহদারণ্যকে আছে ‘যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাম্ সত্যম্ উপাসতে, তে অর্চিঃ অভিসম্পত্তি’ অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও সত্যের উপাসনা করে তাহারা অর্চিতে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে তপস্তা দ্বারা দেবদান পথে গমন করা যায়, কিন্তু বৃহদারণ্যকে ইহা স্বীকার করা হয় নাই। ছান্দোগ্যের মতে মাসসমূহে গমন করিবার পর এই সমুদয়ে যথাক্রমে উপস্থিত হইতে হয়—সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্বাৎ। বৃহদারণ্যকের মতে এই ক্রম—দেবলোক, আদিত্য, বিদ্বাৎ। বিদ্বাতে গমন করিবার পর সেই আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ইহা উভয় উপনিষদেই বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই অংশ অতিরিক্ত আছে—“তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি ; তেষাম্ ন পুনরাবৃত্তিঃ” (৬।২।১৫) = সেই সমুদয় ব্রহ্মলোকে তাহারা প্রেষ্ঠস্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করে ; তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পৃথিবীতে আশ্রিত্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানের উপাসনা করে তাহারা ধূমের পথে গমন করে। বৃহদারণ্যকের মতে যাহারা

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলোক জয় করে, তাহারাই ধূমের পথে গমন করে। ছান্দোগ্যের মতে “যাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে”। কিন্তু বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—যাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে; আকাশের কোন উল্লেখ নাই। বৃহৎ-দারণ্যক বলেন—যখন চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে, তখন সকলেই মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্য বলেন—কেহ কেহ পশুরূপেও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যাহারা পূর্জন্মে সাধু ছিল তাহারাই ব্রাহ্মণ ক্রিয় বৈশ্বরূপে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা অসাধু ছিল তাহারাই কুকুর, শূকর বা চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে।

“তন্মাৎ জুগ্মপেক্ষ” হইতে এই খণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত অংশ কেবল ছান্দোগ্যেই আছে।

‘ইষ্টাপূর্ত্ত’ ইত্যাদি।—আমরা ‘ইষ্টাপূর্ত্ত’ শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শব্দের এই মত। মহাত্মারত্নের টীকায় নীলকণ্ঠও এই অর্থ দিয়াছেন ( ২।৬৮।৮ ; ৩।৩২।৩০ )। কেহ কেহ বলেন ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট+আপূর্ত্ত। পূর্ত্ত ও আপূর্ত্ত একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইষ্ট এবং পূর্ত্ত এই দুই শব্দের সমাস করিলে ইষ্ট শব্দে কাণ্ডা হইতে আকার আসে, পাণিনিতে সে বিষয়ে কোন সূত্র নাই। তবে বৈদিক ভাষায় সমাসে অনেকস্থলে স্বর এই প্রকার দীর্ঘ হইয়া থাকে। আধুনিক মত বিষয়ে Macdonell সাহেবের Vedic Grammar এর ১৫৬—১৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা দ্বিবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মৃগ্ধকোপনিষদে ইহার একবচনের ব্যবহার পাওয়া যায়। অথর্ববেদে বহু স্থলে ইষ্টাপূর্ত্তম্, ইষ্টাপূর্ত্তস্ত, ইষ্টাপূর্ত্তেন ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ববেদে ‘ইষ্টাপূর্ত্তেন’ শব্দের প্রয়োগ আছে। সাহন বলেন, ইহার অর্থ—প্রোত

অর্চনাদানফলেন অর্থাৎ শ্রোত ও অর্চন দান ফলের সহিত ( ১০। ১৯.৮ ) । Whitney, Lanman, Macdonell প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত বলেন ইহার অর্থ 'What is sacrificed and what is bestowed' - বাহা আহুতি দেওয়া হয় এবং বাহা দান করা হয় । Haug সাহেব বলেন ঠেঠে - যজ্ঞ, আপুর্ন - ( স্বর্গে ) সঞ্চিত । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ( ৭।৩৪।৩ ) 'ইষ্টম্ পূর্নম্' এর প্রয়োগ আছে । ইহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ । এই গ্রন্থে যখন 'পূর্নম্' শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে এবং প্রচলিত যতও যখন ইহাই, তখন 'পূর্নম্' ত্যাগ করিয়া 'আপুর্নম্' গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই ।

৫।১০।৪ যজ্ঞে বলা হইয়াছে "সোম অর্থাৎ চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন এবং দেবগণ এই অন্ন ভক্ষণ করেন । এই অংশের অর্থ লইয়া অনেক বিচার হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন-" ইষ্টাপূর্ন ও দানকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে যদি সোমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের অন্ন হইতে হয়, তবে এসমুদয় কর্ম্ম করিয়া লাভ কি ? ব্যাখ্যাকারগণ ইহার এইপ্রকার উত্তর দিয়াছেন :-

(ক) অন্ন এবং অন্নভক্ষণ রূপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ দেবগণ ভক্ষণ করেন না, কেবল দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন ( ছাঃ ৩।৫—১০ ) । যখন কোন আত্মা চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয়, তখন দেবগণ তাহাকে দেখিাই তৃপ্ত হন ; ইহাই দেবগণের অন্নভক্ষণ ।

(খ) দেবগণ যেমন এই আত্মাকে ভোগ করেন, সেই আত্মাও যেমনি দেবগণকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন অর্থাৎ দেবগণকে সন্তোষ করেন । পৃথিবীতে ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । বাঘীই যে কেবল জীর সন্মোহিত করিয়া আনন্দিত হয় তাহা নহে, জীও

স্বামী সজ্জ লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করে। সোমকে যদি দেবগণের অন্ন বলা হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে দেবগণও সোমের অন্ন।

(গ) মানব যখন এই পৃথিবীতে বাস করে, তখন যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া দেবগণের সন্তোষ বিধান করে। মৃত্যুর পর সে যখন চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয় তখন দেবগণ তঁা আনন্দিত হইবেনই। বৃহস্পত্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে দেবোপাসকগণ দেবগণের পুত্র (১৪।১০)। ইহলোকে তাহারা যেমন দেবগণের সেবা করে, পরলোকে যাইয়াও তেমনি তাহাদিগের সেবা করিয়া থাকে। অন্তর্গত সেবক নিকটে অবস্থান করিলে কে না আনন্দিত হয়? এই অর্থেই পরলোকগামী আত্মা দেবগণের ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ অন্ন।

(ঘ) কেহ কেহ বলেন আত্মাকে ভক্ষণ করার অর্থ, আত্মার কর্ম সন্তোষকরা। অথর্ববেদের মতে (৩।২৯।১) দেবগণ ইষ্টা-পূর্বের ঐ অংশ ফল গ্রহণ করেন।

বেদান্তদর্শনের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচন করিয়াছেন (৩।১।৭ ভাঃ দ্রঃ)। জ্ঞানবাদিগণ এই অংশ হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে কর্মপথ সর্বথাই পরিত্যাজ্য। চন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের অন্ন হওয়া কোন ক্রমেই বাহ্যনীয় হইতে পারে না।

যাবৎ সম্পাদিতম্ ইত্যাদি ৫।১০।৫। 'যাবৎসম্পাদিতম্'কে ক্রিয়াবিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রূপ আরও অনেক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, যেমন—যাবদায়ুবম্ (চাঃ ৫।৯।২, ৮।১৫।১), যাবজ্জীবম্, যাবৎকামম্, যাবচ্ছক্তি, যাবদধ্যয়নম্ ইত্যাদি।

সম্পাদিত = সম্ + পৎ + যঞ ; 'পৎ' ধাতুর অর্থ 'পাশন করা', উড়িয়া

যাওয়া, পতিত হওয়া' ইত্যাদি। শঙ্করাচার্যের মতে সম্পাতঃ = কর্মের ক্ষয়; কর্মক্ষেয়ে মানবের স্বর্গাদি লোক হইতে পতন হয়, এই জন্ত কর্মক্ষয়ের নাম 'সম্পাত'। রামানুজের মতে সম্পাতঃ = কর্ম; কর্মদ্বারা স্বর্গাদি লোকে যাওয়া যায় এইজন্ত কর্মের নাম 'সম্পাত' (শ্রীভাষ্য ৩।১।৮)।

'যথেষ্টম্' ইত্যাদি (৫।১০।৫)। ইহার অর্থ "যে ভাবে গমন করে, সেই ভাবেই প্রত্যাবর্তন করে"। কিন্তু উত্তর পথ যে ঠিক একই তাহা নহে। চন্দ্রলোকে গমন করিবার ক্রম এই :—ধূম, স্নাত্তি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণের ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ এবং চন্দ্রলোক। প্রত্যাগমন করিবার পথ এই :—চন্দ্রলোক, আকাশ, বায়ু, ধূম, অজ্র, মেঘ, ব্রীহিস্রবাদি।

বায়ুঃ ভূত্বা ইত্যাদি ৫।১০।৫। পঞ্চম মন্ত্রের 'বায়ুঃ ভূত্বা' হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম মন্ত্রের শেষ পর্যন্ত অংশ বৃন্দারণ্যকে নাই। ইহার পরিবর্তে এইরূপ আছে :— বায়োঃ বৃষ্টিম্ ; বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্ । তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য অন্নম্ ভবন্তি । তে পুনঃ পুরুষাণ্যৌ হুয়ন্তে ; ততঃ ঘোষাণ্যৌ জায়ন্তে । লোকান্ প্রতি উখাশ্বিনঃ তে এবম্ এব অল্পপরিবর্তন্তে । অথ যে এতৌ পদ্বানৌ ন বিদুঃ তে কীটোঃ পতজাঃ যৎ ইদম্ দন্দশুকম্ (৬।২।১৩) ইহার অর্থ :— "বায়ু হইতে বৃষ্টিতে এবং বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে গমন করে। পৃথিবীতে গমন করিলে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় এবং তৎপরে ঘোষারূপ অগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে তাহার লোকসমূহের অভিমুখে উত্থান করে এবং বিবর্তমান হয়।" আর যাহারা এই দুই পথের বিষয় জানে না ( কিংবা এই দুইটিপথের কোন পথেই গমন করে না ) তাহার কীট পতঙ্গ এবং দন্দশুকরূপে জন্মগ্রহণ করে।

‘দুর্নিশ্পত্তরম্’ ইত্যাদি। এই শব্দটির প্রয়োগ বৈদিক। কেহ কেহ বলেন দুর্নিশ্পত্তরম্—দুর্নিশ্পত্তনম্; দুঃ+নিঃ+প্র+পৎ ধাতু হইতে। শব্দরাচাধার একটা অর্থ এই:—‘দুর্নিশ্পত্তত্তরম্’ স্থলে দুর্নিশ্পত্তরম্। বেদান্তভাষ্যে (৩।১।২৩) রামানুজও এই ব্যাখ্যা দিরাছেন।

‘অতঃ বৈ খলু দুর্নিশ্পত্তরম্’—শব্দর এই অংশের দুইটা অর্থ করিয়াছেন—(১) প্রথম অর্থ এই:—সেই আত্মা জগৎরূপে বর্ষিত হয়; এই জলাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। (২) দ্বিতীয় অর্থ এই:—ত্রীহিষবাদি ভাব হইতে মুক্তি লাভ করা কঠিন, কিন্তু এই সমুদয় যখন জীবদেহে প্রবেশ করে, তখন মুক্তি লাভ করা আরও কঠিন হয়। দুইটা বস্তুর তুলনা করিলে ‘তর’ প্রত্যয় হয়; এক্ষণেও তর প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ‘দুর্নিশ্পত্ত তরম্’ হওয়া উচিত; মত্রে একটি ‘ত’ লুপ্ত হইয়াছে (৭কঃ)। এই মত্রে চারিটা বাক্য। প্রথমবাক্যে মেঘও জলাদির কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে ত্রীহিষবাদির কথা। তৃতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে “এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ অত্যন্ত কঠিন। চতুর্থ বাক্যে বলা হইয়াছে যে ত্রীহিষবাদি জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্বার অনাগ্রহণ করে। শব্দের প্রথম অর্থগ্রহণ করিলে দুঃস্বপ্ন দোষ হয়। দ্বিতীয় অর্থও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগের মনে হয় ত্রীহিষবাদির অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন ইহাই মত্রে অর্থ। ত্রীহিষবাদির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইল “অতঃ” অর্থাৎ “এই অবস্থা হইতে”। সূত্রায়ং বলিতে হয় এখানে ত্রীহিষবাদির অবস্থার কথাই বলা হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন কেন? ইহার নানা প্রকার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। একটি উত্তর এই:—একটি ত্রীহি হইতে আর একটি ত্রীহি উৎপন্ন হইবে, এই ত্রীহি হইতে



তৃতীয় ত্রীহি—এইরূপে সেই আত্মা ক্রমাগতই ত্রীহিরূপে উৎপন্ন হইবে। মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু কবে যে ত্রীহিষাদি অন্নরূপে মানবদেহে প্রবেশ করিবে এবং বীজরূপে পরিণত হইবে এবং তৎপর সেই বীজ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। উদ্ধরেতা বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির আবার সন্তান হয় না। সুতরাং ত্রীহিষবাদি ঈহাদিগের দেহে প্রবেশ করিলেও কোন লাভ নাই। সুতরাং ত্রীহিষবাদির অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা সহজ নহে।

‘তৎভূয়ঃ এব ভবতি’ অংশের একাধিক অর্থ হইতে পারে।

( ক ) তৎ = তাহা, রেতঃ ; ভূঃ = পুনর্কার। কেহ কেহ বলেন ‘ভূ ধাতু’ হইতেই ‘ভূয়স্’ শব্দের উৎপত্তি ; ইহার মৌলিক অর্থ ‘পুনর্কার উৎপন্ন হওয়া’ এবং এই অর্থ হইতেই প্রচলিত অর্থ হইয়াছে। সমগ্র অংশের অর্থ এই :—তাহা পুনর্কার জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ত্রীহি-ষবাদি রূপে অবস্থিত আত্মা বান্যরূপে মানব দেহে প্রবেশ করে।\* সেই পাদ্যই রেতোরূপ ধারণ করে ; এবং ইহাই সন্তানরূপে উৎপন্ন হয়। তরাং এখানে বলা হইল চন্দ্রলোক হইতে পুনরাবর্তী আত্মাই আবার মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে।

( খ ) শব্দ ‘তৎভূয়ঃ’ কে একটি শব্দরূপে • গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ ‘সেই প্রকার’ কিংবা ‘সেই প্রকার আকৃতিসম্পন্ন’। তৎ + ভূ ধাতু কিংবা তৎ + ভূস্—উভয় হইতেই “তৎভূয়ঃ” শব্দকে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। ‘ব্রহ্মভূয়ঃ’, ‘দেবভূয়ঃ’ প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীর। এই প্রকার করিলে শেষ অংশের এই প্রকার অর্থ হইবে :—যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং সন্তান উৎপন্ন করে, ( ত্রীহিষবাদি অন্নরূপে তাহা-দিগের দেহে প্রবেশ করিয়া রেতোরূপ ধারণ করে এবং তাহাই সন্তানরূপে ) জন্মগ্রহণ করিয়া মাতাপিতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়।



‘ন কতরেণ চন’ অংশের দুইপ্রকার পদপাঠ হইতে পারে।—(ক) ন, কতরেণ, চন ; অনিচ্ছার্থে ‘চন’ প্রত্যয় । (খ) ন, কতরেণ, চ, ন = না, কোন পথ দ্বারাই নয় । ‘ন’ পদের দ্বিবক্তি ।

শব্দর অষ্টম মন্ত্রের প্রথমাংশের এইরূপ অর্থ ও অর্থ করিয়াছেন :—

(ক) “অথ এতরোঃ পথোঃ ন কতরেণ চ ন” = (যাহারা বিদ্যা বা ইগোপূর্তাদি কর্মের সেবা করে না, তাহারা) দুই পথের কোন পথেই (গমন করে) না ।

(খ) “তানি ইমানি ক্ষুদ্রানি অসকৃত আবর্তিনী ভূতান্তি ভবন্তি” = (তাহারা) এই সমুদ্র পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী রূপে জন্ম গ্রহণ করে ।

মোক্ষমূল্য ও গন্যনাথ বা মহাশয়গণ এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন :—“পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল এই সমুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এতদ্ব্যতয়ের কোন পথ দ্বারাই গমন করে না” । এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । এই দুইটি পথ কেবল মানবাত্মার জন্যই ; অন্য কোন প্রাণীই এই দুই পথে গমনাগমন করে না । সুতরাং “পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এই দুই পথে গমনাগমন করেনা” এরূপ বলিবার সার্থকতা কোথায় ? আর মানবাত্মার পরলোকতত্ত্বই এস্থলের বক্তব্য বিষয় ; অন্য প্রাণীর পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করা ঋষির উদ্দেশ্য নহে ।

উক্ত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে :—

(ক) যাহারা পঞ্চাঙ্গি বিদ্যার বিষয় অবগত আছে, কিংবা যাহারা অরণ্যে প্রজা ও তপস্তার সেবা করে, তাহারা দেবদান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলাভ করে ।

(খ) যাহারা সংসারে থাকিয়া যোগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে,

তাহারা ধূমের পথে গমন করে, তাহার পর নানাভাবে ব্রহ্ম  
করিয়া পুনর্বার পৃথিবীতেই কিরিয়া আসে।

(গ) আর এক শ্রেণীর মানব আছে, বাহারা এতদ্ব্যতিরিক্ত  
কোন পথেই যাতায়াত করে না। ইহারা কণ্ঠস্বর কীটপতঙ্গাদিরূপে  
জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের জন্ম এই তৃতীয় স্থান। কাহারো  
এই সমুদয় ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহা এই মত্রে বলা হয়  
নাই।

### পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর

প্রবাহণ বৈবলি যেতকৈতুকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন

(ক) মৃত্যুর পর প্রাণিগণ কোথায় যায়? ইহার উত্তর ১১শ  
মন্তব্যে দ্রষ্টব্য।

(খ) কি প্রকারে প্রাণিগণ পুনরাবর্তন করে? উত্তর—  
বাহারা ধূমাদির পথে গমন করে, তাহাদিগকে চন্দ্রলোক হইতে  
প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কি প্রণালীতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে,  
তাহা ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

(গ) পিতৃদান ও দেবদান কোথায় পুণ্যক হইয়াছে?  
উত্তর—মৃত্যুর পর সকলকেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর  
কেহ অর্চির পথে যায়, কেহ ধূমের পথে যায়। অর্চির পথই  
দেবদান এবং ধূমের পথই পিতৃদান। দেবদানে উত্তরাশ্রমের ছয়  
মাসের পর, সংবৎসর, তাহার পর আদিত্য, তাহার পর চন্দ্রলোক  
প্রাপ্তি। পিতৃদানে দক্ষিণাশ্রমের ছয়মাসের পরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তি।  
জানিগণ অর্থাৎ দেবদানযাত্রিগণ চন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্মে গমন  
করেন; কন্দিগণ আবার পৃথিবীতে আগমন করে।

(ঘ) চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না ?

উত্তর :—চন্দ্রলোক হইতে কেহ ব্রহ্মে গমন করে, কেহ পৃথিবীতে পুনরাগমন করে। এই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না।

(ঙ) পঞ্চমী আহুতিতে জনকে কেন মাতৃস্ব বলা হয় ?

উত্তর—৫.৮।২ 'মত্ৰস্ব্যে ব্রহ্মেবা'।

## পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (১)

১। প্রাচীনশাল উপমন্তবঃ সত্যবজ্রঃ পৌলুশিরিদ্ভ্যঃশ্রা ভান্নবেয়ো জনঃ শার্করাক্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেতা যৌমাংসাধক্লুঃ কো নু আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ।

(১) প্রাচীনশালঃ উপমন্তবঃ (উপমন্ত্যর পুত্র প্রাচীনশাল) সত্যবজ্রঃ পৌলুশিঃ (পুলুশের পুত্র বা বংশোদ্ভব), ইদ্ভ্যঃ ভান্নবেষঃ (ভান্নবিপুত্র ; ভান্নবি = ভান্নবির পুত্র), জনঃ শার্করাক্যঃ (শার্করাকের

১। উপমন্ত্যর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুশপুত্র সত্যবজ্র, ভান্নবিপুত্র ইদ্ভ্যঃ, শার্করাকপুত্র জন এবং আশ্বতরাশ্ব পুত্র বুড়িল—এই

২। তে হ সম্পাদয়াককুরুদালকো বৈ ভগবন্তো-  
হয়মাকুনিঃ সম্প্রতিমমাখানং বৈখানরমভ্যোতি তং হস্তাত্যা-  
গচ্ছামেতি তং হস্তাত্যগ্নুঃ ।

পুত্র), বুদ্ধিল আশুভরাশিঃ (অশুভরাশিপুত্র)—তে হ এতে (এই  
তাহার) মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থগণ; মহাশালা বাহাদিগের; শালা  
= গৃহ), মহাশ্রোত্রিয়াঃ (যাহারা হুম্বঃ অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করে  
তাহার, পাঃ ৫।২.৮৪; কিংবা শ্রোত্র=বেদজ্ঞান; শ্রোত্রিয়=  
বেদজ্ঞানসম্পন্ন) সমেত্য (সম্+ই; একত্র হইয়া) মীমাংসাম্ চকুঃ  
(মীমাংসা করিয়াছিল) ‘কঃ (কে), নঃ (আমাদিগের) আত্মা;  
কিম্ (কি) ব্রহ্ম’ ইতি ।

(২) তে (তাহার) হ সম্পাদয়াম্+চকুঃ (নিরূপণ করিলেন) :—  
উদালকঃ বৈ, ভগবন্তঃ (হে ভগবদ্গণ!), অয়ম্ আকুনি (—এই  
আকুনি) সম্প্রতি (বর্তমান সময়ে) ইয়ম্ আখানম্ বৈখানরম্  
(এই বৈখানর আত্মাকে) অভ্যোতি (অবি+ই, আত্মানে; জ্ঞানে  
গাঢ়াৱ মস্তব্য)। তম্ (২।১, তাঁহার নিকট) হস্ত (ব্যাকুলতা বা  
আনন্দমুচক অব্যয়) অতি+আগচ্ছাম (আমরা যাই) ইতি ।  
তম্ হ অতি+আগ্নুঃ (অতি+আ+গম্ লিট্—গমন করিয়াছিল) ।

সমুদয় মহাগৃহস্থ এবং মহাশ্রোত্রিয় সম্মিলিত হইয়া এই বিচার  
করিয়াছিলেন—“কে আমাদিগের আত্মা? ব্রহ্ম কি?”

২। তাঁহার (এ বিষয়ে বাহা) স্থির করিলেন (তাহাই তাঁহাদিগের  
মধ্যে একজন অপর সকলকে এইপ্রকারে বলিলেন) :—

‘হে ভগবদ্গণ! সম্প্রতি উদালক আকুনি এই বৈখানর আত্মাকে  
অবগত আছেন। তাঁহার নিকট গমন করা যাউক।’

(তৎপর) তাঁহার তাঁহার নিকট গমন করিলেন ।

৩। স হ সম্পাদয়াকর প্রক্যস্তি মামিমে মহাশালা  
মহাপ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্কমিব প্রতিপৎস্তে হস্তাহমন্তম-  
ভানুশাসানীতি ।

৪। তান্ হোবাচাশ্বপতির্কৈ ভগবন্তোহয়ঃ কৈকেয়ঃ  
সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যোতি তংহস্তাভাগচ্ছামেতি তং  
হস্ত্যাকগুঃ ।

(৩) সঃ (উদ্ধালক) হ সম্পাদয়াম্+চকার (স্থির করিলেন) প্রক্যস্তি (প্রচ্ছন্নুট; প্রস্ত করিবেন) মা (আমাকে) ইমে (এই সমুদয়) মহাশালাঃ মহাপ্রোত্রিয়াঃ (১৬ঃ) । তেভ্যঃ (৪।৩, তাভা-  
দিগকে) ন (না) সর্কম্ (সমুদয় বিষয়কে) ইব (ইবত) প্রতি-  
পৎসো (প্রতি+পৎ, কুট; বলিতে সমর্থ হইব) । হস্ত ! অহম (আমি)  
অন্তম্ (অন্তউপদেষ্টার নাম, ২।১) অতি+অনুশাসানি (শাস্ লোট;  
বলিয়া দি) ।

(৪) তান্ (তাঁহাদিগকে) হ উবাচ (বলিলেন)—‘অশ্বপতিঃ  
বৈ ভগবন্তঃ ! অহম্ (এই) কৈকেয়ঃ সম্প্রতি (এখন) ইমম্  
আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ অধ্যোতি । তম্ হস্ত অভাগচ্ছাম’ ইতি । তম্  
৩ অস্ত্যাকগুঃ (২ মঃ) ।

৩। উদ্ধালক (বুনে যুনে) এই স্থির করিলেন “এই সমুদায় মহাগৃহস্থ  
মহাপ্রোত্রির আমাকে প্রস্ত করিবেন । সম্ভবতঃ আমি সমুদয় প্রশ্নের  
উত্তর দিতে পারিবনা । ইহাদিগকে অন্ত উপদেষ্টার কথা বলি দি  
দি ।

৪। (এই প্রকার স্থির করিয়া) তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—  
“হে ভগবদ্গণ ! সম্প্রতি কৈকেয়পুত্র অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আমাকে  
অবগত আছেন । তাঁহার নিকট গমন করা বাউক ।” (তদনন্তর)  
তাঁহারা তাঁহার নিকট গমন করিলেন ।

৫। তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগহর্নি কারয়াক্কার, স  
হ প্রাতঃ সম্বিহান উবাচ—ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো  
ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নিনাবিদ্ধান শ্বৈরী শ্বৈরিণী কুতঃ।  
যক্ষমাণো বৈ ভগবন্তোহহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং  
দাস্তামি তাবন্তগবন্তো দাস্তামি বসন্তু ভগবন্তু ইতি।

(৫) তেভ্যঃ ৩ প্রাপ্তেভ্যঃ ( অভ্যাগত সেই সমুদয় লোকদিগকে ;  
৫:৩.৬ ভ্রঃ ) পৃথক্ ( প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ) অহর্নি ( ২৪, পূজা )  
কারয়াক্কার ( করাইলেন )। সঃ ( অধাপতি ) হ প্রাতঃ ( প্রাতঃকালে  
সম্বিহাণঃ ( টেকনিক প্রকোপা. ৪।১।৫ ভ্রঃ ; = শয্যা বা নিদ্রা  
ত্যাগ করিয়া ) উবাচ ( বলিলেন ) :—ন ( না ) মে ( আমার )  
স্তেনঃ ( চোর ) জনপদে ( রাজ্যে ) ন কদর্যঃ ( কুৎসিত ব্যক্তি )  
ন মদ্যপঃ ( মদ্যপায়ী ) - “ন অনাহিতাগ্নিঃ (আহিতাগ্নি অর্থাৎ  
অগ্নিগোষ্ঠী নয় এমন ব্রাহ্মণ। আহিত = স্থাপিত, আ + ধা ধাতু), ন  
অবিদ্বান, ন শ্বৈরী ( স্ব + ঈর্ষ, গমনার্থক ; বেচ্ছাচারী, চরিত্রহীন) ;  
শ্বৈরিণী ( বেচ্ছাচারিণী ) কুতঃ ( কোথা হইতে ) ? যক্ষমাণঃ ( যজ্ +  
সামান্ = যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইবে এমন লোক ) বৈ ভগবন্তঃ ( হে  
ভগবদ্গণ ) অহম্ ( আমি ) অস্মি ( হই )। যাবৎ ( যে পরিমাণ )  
এক + একতম ঋত্বিজে ( ৪।১ ; এক একজন ঋত্বিককে ) ধনম্ দাস্তামি  
( দিব ), তাবৎ ( সেই পরিমাণ ) ভগবদ্ভ্যঃ ( ভগবানদিগকেও )  
দাস্তামি ( দিব )। বসন্তু ( বাস করুন ) মে ( আমার ‘গৃহে’ )  
ভগবন্তু ইতি । ‘সম্বিহাণঃ’ সম্বন্ধে ৪।১।৫ মন্ত্রের মন্তব্য দেখ ।

৫। অধাপতি.সেই অভ্যাগতগণের, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ পূজা

৬। তে হোচুর্ধেন হৈবার্থেন পুরুষচরেষুংহৈব বদেদা-  
 ন্মানমেবৈমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোষি তমেব নো ক্রহীতি ।

৬।

(৬) তে ( তাঁহারা ) ২ উচুঃ ( বলিলেন ) যেন হ এব অর্থেন  
 ( যে প্রয়োজনে ; অর্থ—প্রয়োজন ) পুরুষঃ চরেষু ( আগমন করেন ),  
 তম্ ( সেই প্রয়োজনকে ) হ এব বদেৎ ( বলিয়া থাকে, বলা উচিত ) ।  
 আন্মানম্ এব ইমম্ বৈশ্বানরম্ ( এই বৈশ্বানর আত্মাকে ) সম্প্রতি ( এখন )  
 অধোষি ( অধি + ই + লট্ সি ; জানেন ) । তম্ এব ( তাহাকেই ) নঃ  
 ( আমাদিগকে ) ক্রহি ( বলুন ) ইতি ;

করাইলেন । ( পরদিন ) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উখিত হইয়া  
 তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমার বাঙা কোন চোর ন'ই, কোন  
 কদর্যা ব্যক্তি নাই, অনাহিতাগ্নি কেহই ন'ই ( অর্থাৎ এমন ভ্রান্ত  
 নাই যে অগ্নিকোত্রী নহে ), কোন অবিদ্বান্ নাই, কোন ব্যভিচারী  
 নাই—ব্যভিচারিণী কোথা হইতে আসিবে ? হে ভগবদ্গণ ! আমি  
 বস্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; এক এক জন ব্যক্তিকে আমি যে পরিমাণ  
 ধন দিব, ভগবান্নদিগকেও ( অর্থাৎ আপনাদিগকেও ) সেই পরিমাণ  
 ধন দিব । ভগবদ্গণ এখানে বাস করুন ।

৬। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন—“যাহুব যে উদ্দেশে আগমন করে  
 তাহাই ( প্রথমে ) বলিয়া থাকে । আপনি বর্তমান কালে এই বৈশ্বানর  
 আত্মাকে অবগত আছেন, তাঁহার বিষয়ই আমাদিগকে বলুন ।



৭। তান্ হোবাচ প্রাতঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎ-  
পাণয়ঃ পূৰ্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিरे তান্ হানুপনীয়ৈবৈতহ্বাচ ।

(৭) তান্ ( তাঁহাদিগকে ) হ উবাচ ( বলিলেন )—“প্রাতঃ বঃ  
( আপনাদিগকে ) প্রতিবক্তা অস্মি ( প্রত্যন্তর দিব ; প্রতিবক্তৃশব্দ ;  
কিংবা প্রতি + বচ্ লুট তাস্মি = প্রতিবক্তাস্মি ) । তে ( তাঁহারা ) হ  
সমিৎপাণয়ঃ ( সমিৎপাণি হইয়া ; সমিৎ হতে লইয়া ; ইহা শিষ্যদের  
লক্ষণ ) পূৰ্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিरे ( প্রতি + ক্রম লিট ; পুনর্বার আগমন  
করিলেন ) । তান্ অহুপনীয় এব ( ন + উপনীয় = উপনীত না  
করিয়াই ; উপ. যন সংস্কার না করিয়াই ) এতৎ ( ২।১, ইহা )  
উবাচঃ—

৭। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—“প্রাতঃকালে আপনাদিগকে  
প্রত্যন্তর দিব” । তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া ( পরদিন ) পূৰ্ব্বাহ্নে তাঁহারা  
নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন । তিনি তাঁহাদিগকে ‘উপনীত’ না  
করিয়াই এইরূপ বলিলেন—

### মন্তব্য

৫।১১।১। ( ক ) ঐহমিনীৰ উপনিষদ্ ভাষ্যে . প্রাচীনশালী  
নামক একজন উদ্ভাতার উল্লেখ আছে ( ৩.৭.২ ; ৩।১০।২ ) এবং  
প্রাচীনশালদিগেরও নাম পাওয়া যায় ( ৩।১০।১ ) ।

( খ ) এই উপনিষদের ৫।১৩।১ অংশে , সত্যবজ্ঞ গোমুখিকে

প্রাচীনযোগ্য (অর্থাৎ প্রাচীন যোগের বংশোদ্ভব) বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১০।৬।১।১) এবং জৈমিনীর উপনিষদ্ ব্রাহ্মণে ইহার নাম পাওয়া যায়। সত্যবজ্র, পুনরু প্রাচীন যোগের শিষ্য ছিলেন (জৈ: উ: ব্রা: ৩।৪০।২)।

(গ) ইন্দ্রদ্বার ভাস্কবেদকে বৈদ্যাজ্ঞপদ্য (অর্থাৎ ব্যাজ্ঞপদের অপত্য) বলা হইয়াছে (৫।১৪।১)। শতপথ ব্রাহ্মণেও ইহার নাম পাওয়া যায় (১০।৬।১।৮)।

(ঘ) বুড়িল আশ্বত্থানিকে ও বৈদ্যাজ্ঞপদ্য বলা হইয়াছে (৪।১৫।১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।৩০) এবং বৃহদারণ্যক (উপনিষদ ৫।১৫।১১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১।১) ইহার নাম পাওয়া যায়।

(ঙ) জন শর্কিরাকের নাম শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (১০।৬।১।১)।

৫।১১।২ “বৈদ্বাননর”—

বিশ্ব এবং নর এষ্ট দুইটি শব্দ হইতে বৈদ্বাননের উৎপত্তি। বিশ্ব = সমুদায়; নর = মানব। নর শব্দ ‘নৃ’ ধাতু হইতেও হইতে পারে—তাহা হইলে নর = নেতা। বৈদ্বাননর শব্দের এই সমুদয় অর্থ হইতে পারে :—

(ক) যিনি সমুদয় নরের মধ্যে বর্তমান। (খ) যিনি সকলের নেতা। (গ) যিনি সমুদয় নরের হিতকর। (ঘ) সমুদয় নর যাহাকে স্থাপন করে— অর্থাৎ অগ্নি। (ঙ) সমুদয় মানব বাহার।

৫।১১।৪। কৈকেয়ঃ = কেকয় + অঞ্ (পা: ৪।১।১৬৮; ৭।৩।২)

‘কেকয়’ শব্দ একটা কক্ৰিয় জাতির নাম এবং ইহারা যে দেশে বাস করে তাহার নামও কেকয়। ইহাদিগের রাজাও কেকয়

নামে পরিচিত। ‘কৈকেয়’ অর্থ কৈকেয়ের অপত্য কিংবা কৈকয় জাতির রাজা। শতপথ ব্রাহ্মণেও অশ্বপতি কৈকেয়ের উল্লেখ আছে ( ১০:৩:১২ )।

## পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

### অশ্বপতি ও বড়ভ্রাক্ষণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (২)

১। ঔপমন্ত্রব কং স্বমাআনমুপাস্ম ইতি দিবমেব ভগবো রাজস্বিতি হোবাটৈষ বৈ স্মৃতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং স্বমাআনমুপাস্মে তস্মাত্তব স্মৃতং প্রস্মৃতমাস্মৃতং কুলে দৃশ্যতে।

১। ঔপমন্ত্রব ( হে উপমন্ত্রার পুত্র ) কন্ ( কাহাকে ) স্বন্ ( তুমি ) আত্মনন্ ( আত্মরূপে ) উপাস্মে ( উপাসনা কর ) ? ইতি। ‘দিবন্ এব’ ( ছালোকট ) ভগবঃ ( প্রাচীন প্রহেল ) রাজন !’ ইতি হ উবাচ। এবঃ ( এত দ্যৌ ) বৈ ( নিশ্চয়ই ) স্মৃতেজাঃ ( শোভন তজোবন্ত ) আত্মা বৈশ্বানরঃ, স্বন্ ( কাহাকে ) স্বন্ আত্মনন্ উপাস্মে। তস্মাৎ ( সেইজন্য ) তব ( তোমার ) স্মৃতন্, প্রস্মৃতন্, আস্মৃতন্ কুলে দৃশ্যতে ( দৃষ্ট হয় )।

১। ‘হে ঔপমন্ত্রব ! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর ?’ ঔপমন্ত্রব বলিলেন—‘হে ভগবন্ ! রাজন্ ! আমি দ্যৌ কেউ আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। অশ্বপতি বলিলেন—‘তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, ইনি নিশ্চয়ই স্মৃতেজঃসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্য তোমার কুলে স্মৃত, প্রস্মৃত ও আস্মৃত দৃষ্ট হয়।

২। অংসুয়ং পশ্যসি প্রিয়মসুয়ং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যসু  
ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাখ্যানং বৈখানরমুপাঙ্গে মুক্কা হেব  
আখ্যান ইতি হোবাচ মুক্কা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য  
ইতি।

২। অংসি ( অদ্; ভোজন করিতেছ ) অয়ম্, পশ্যসি ( দর্শন  
করিতেছ ) প্রিয়ম্ ( প্রিয়বস্তুকে, প্রিয়জনকে )। অস্তি ( অদ্; ভোজন  
করে ) অয়ম্, পশ্যতি ( দর্শন করে ) প্রিয়ম্, ভবতি ( হয় ) অসু  
( ইহার ) ব্রহ্মবর্চসম্ ( বেদজ্ঞানজনিত দীপ্তি; ব্রহ্মবর্চস + অচ্,  
পাঃ ৫।৪ ৭৮ ) কুলে, যঃ ( যিনি ) এতম্ ( ২.১, ইহাকে ) এবম্  
( এইরূপে ) আখ্যানম্ বৈখানরম্ ( বৈখানর আখ্যাক্রমে ) উপাঙ্গে  
( উপাঙ্গনা করে )। মুক্কা ( মস্তক ) তু এষঃ ( এই ) আখ্যানঃ ( আখ্যার )  
ইতি হ উবাচ ( বলিলেন )। মুক্কা তে ( তোমার ) ব্যপতিষ্যৎ ( বি +  
অপতিষ্যৎ = বি + পৎ লৃট্, = পতন্তু ভট্ট ) যৎ ( যদি ) যাম্ ( আমার  
নিকট ) ন আগমিষ্যঃ ( গম্ লৃট্; আসিতে )। 'এতম্...বৈখানরম্  
আখ্যানম্ অংশের দুই অর্থ হইতে পারে—(১) এই বৈখানর আখ্যাকে  
( ২ ) ইহাকে বৈখানর আখ্যাক্রমে ।

২। ( এইজন ) অয়ম্ভোজন করিতেছ, প্রিয়জন ( না বস্তু )  
দর্শন করিতেছ ( অর্থাৎ লাভ করিতেছ )। যিনি এইরূপে এই  
বৈখানর আখ্যাকে উপাঙ্গনা করেন, তিনি অয় ভোজন করেন,  
প্রিয়জন দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে 'ব্রহ্মবর্চস' বর্তমান  
থাকে। ( কিন্তু ) এই দো আখ্যার মুক্কাযাত্র। তুমি যদি ( আখ্য-  
ভব শিখা করিবার জন্য ) আমার নিকটে না আসিতে তোমার মস্তক  
নিপতিত হইত।

### মন্তব্য

৫।১২।১। সূত, প্রসূত এবং আশুত—এ সমূহই ( গোম  
রসের কিংবা সোমসবনের বিভিন্ন নাম। 'একাহ' যজ্ঞে ইহার নাম 'সূত',

‘অহীন’ যজ্ঞে ইহার নাম ‘প্রস্থত’ এবং সত্র যজ্ঞে ইহার নাম আস্থত (আনন্দগিরি)। ‘স্তুতেজা’ স্তুত, ও প্রস্থত আস্থত এই কয়েকটি শব্দেই ‘স্তুত’ বহিষ্কারে। এইজন্যই সম্ভবতঃ স্তুত, প্রস্থত ও আস্থতকে স্তুতেজার উপাসনার ফল বালরা বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কয়েকটি খণ্ডেও বলা হইয়াছে যে উপাস্য দেবতার যে নাম উপাসনার ফলেরও তাহাই নাম। শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১) এইমতে ‘স্তুতেজা’ ব্যবহৃত হইয়াছে।

## পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও যড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৩)

১। অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুযিঃ প্রাচীনযোগ্য কং  
• কমাআনমুপাস্ম ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজমিতি হোবাচৈষ  
বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং কমাআনমুপাস্মে তস্ম্যাস্তব  
বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে।

১। অথ হ উবাচ ( বালি ) সত্যযজ্ঞম্ পৌলুযিম্ “প্রাচীনযোগ্য !  
(প্রাচীন যোগের অপত্য) কন্ম যন্ম আআনম্ উপাস্মে ? ইতি। আদিত্যম্

১। অনন্তর রাজা সত্যযজ্ঞ পৌলুযিকে বলিলেন—“হে প্রাচীন  
যোগ্য ! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর ?”

২। প্রবৃত্তোহন্বতরীরথো দাসীনিকোহংস্তন্নঃ পশ্যসি প্রিয়-  
মস্ত্যন্নঃ পশ্যতি প্রিয়ঃ ভবত্যস্ত ব্রহ্মবর্চসং কূলে য এতমেব-  
মাআনঃ বৈশ্বানরমুপাস্তে চক্ষুঃ তদাআন ইতি হোবাচাক্ষোহ-  
ভবিষ্যো যন্ মাং নাগমিষ্য ইতি ।

১

এব ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ : এবঃ বৈ ( এই আদিত্যই ) বিশ্বরূপঃ  
(নানা রূপ যাহার ; বিশ্ব = বিবিধ ) আত্মা বৈশ্বানরঃ যন্ তন্ মাআনন্  
উপাস্তে । তন্ ২ তব বহু বিশ্বরূপস্ ( বিবিধপ্রকার ধন )  
কূলে দৃষ্টতে ( ৫।১২।১ )

২। প্রবৃত্তঃ ( বিযুক্ত, প্রস্তুত ; শকরের নতে ইহার অর্থ তাম্  
অনু প্রবৃত্তঃ = তোমার অনুগত ) অন্বতরীরথঃ ( অন্বতরীযুক্তরথ )  
দাসী-নিকঃ ( দাসী ও বর্জহার ) অংসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্ ।  
অতি অন্নম্ পশ্যতি প্রিয়ম্, ভবতি অস্ত ব্রহ্মবর্চসম্ কূলে, যঃ এতম্  
এবম্ মাআনম্ বৈশ্বানরম্ উপাস্তে । চক্ষুঃ তু এতৎ ( ইহা ) মাআনঃ  
ইতি হ উবাচ । অক্ষঃ অভবিষ্যঃ ( হইতে ) যৎ মাম্ ন আগমিষ্যঃ  
( ৫।১২।২ ) পাঠান্তর, ‘অভবিষ্যঃ’ স্থলে ‘অভবিষ্যৎ’

সত্যযজ্ঞ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! রাজন্ !” “আদিত্যকেই, । রাজা”  
বলিলেন—তুমি যাহার উপাসনা কর, তিনি বিশ্বরূপ নামক বৈশ্বানর  
আত্মা । সেইজন্ত তোমার কূলে বিশ্বরূপ ধন দৃষ্ট হয় ।

২। সেইজন্ত অন্বতরীযুক্ত রথ, দাসী, বর্জহার, এই সমুদায়ই-তোমার  
অনুগত রহিয়াছে এবং তুমি অন্নভোজন করিতেছ ও প্রিয়বস্ত্র ধারণ  
করিতেছ । যিনি এইরূপে বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন,

তিনি অন্নভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্ত্র দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে  
ব্রহ্মবর্চস বর্ধমান থাকে। (কিন্তু) এই (আদিত্য) আত্মার  
চক্ষুমাত্র। তুমি যদি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষাদিরিবার জন্য) আমার নিকট  
না আসিতে, তুমি অন্ধ হইয়া যাইতে।

## পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

অশ্বপতি ও যড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ বৈশ্বানর (১)

১। অথ হোবাচেজ্জহ্যম্ ভাঙ্গবেয়ং বৈয়াত্রপদ্য কং  
জমাআনমুপাস্ স ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্বিতি হোবাচৈষ  
বৈ পৃথগ্বজ্জা বৈশ্বানরো যং জমাআনমুপাস্ সে তস্মাস্তাং  
পৃথগলয় আয়ন্তি পৃথগ্ রথশ্রেণয়োহনুযন্তি ।

১। অথ হ উবাচ ইজ্জহ্যম্ ভাঙ্গবেয়ম্ (২।১) 'বৈয়াত্রপদ্য !  
কম্ কম্ আআনম্ উপাস্ সে ? ইতি । 'বায়ুম্ এব ভগবঃ রাজন্'  
ইতি হ উবাচ । এষঃ বৈ পৃথক্ বজ্জা (পৃথক্ বজ্জানামক, নানা

১। অশ্বপতি, ইজ্জহ্যম্ ভাঙ্গবেয়কে বলিলেন—'হে বৈয়াত্রপদ্য !  
তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর ? 'ভাঙ্গবেয় বলিলেন 'হে



২। অংস্রঃ পশ্যসি প্রিয়মস্রঃ পশ্যতি প্রিয়ঃ ভব-  
ত্যস্য ব্রহ্মবর্চসঃ কুলে য এতমেবমাশ্রানঃ বৈশ্বানরমুপাস্তে  
প্রাণস্যেব আশ্রন ইতি হোবাচ প্রাণন্ত উদক্রমিষ্যদ্ যন্ মাং  
নাগমিষ্য ইতি ।

গতি বিশিষ্ট; বস্তু-পথ) আশ্রা বৈশ্বানরঃ যন্ যন্ আশ্রানম্  
উপাস্তে। তস্মাৎ শ্রাম্ (তোমার নিকট) পৃথক্ (নানাবিধ;  
নানাদিক হইতে আগত) বলয়ঃ (বলি সমূহ) আশ্রন্তি (আ+ই,  
আগমন করে), পৃথক্ রথশ্রেণয় (রথশ্রেণী সমূহ) অশ্রুন্তি  
(অশ্র+ই; অশ্রুগমন করে) (৫।১২।১) ৫।১৮।২ যত্র দেখিয়া-মনে  
হয় পৃথক্ বস্তুবিধা একটি কথা। পাঠান্তর—‘আশ্রন্তি’ হলে  
“আশ্রুন্তি”

২

২। অংসি অস্রম্, পশ্যসি প্রিয়ম্। অতি অস্রম্ পশ্যতি প্রিয়ম্,  
ভবতি অস্র ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আশ্রানম্ বৈশ্বানরম্  
উপাস্তে। প্রাণঃ তু এষঃ আশ্রনঃ ইতি হ উবাচ। প্রাণঃ তে  
উদক্রমিষ্যৎ (উৎ+অক্রমিষ্যৎ; ক্রম্ লৃঙ্; উৎক্রমণ করিত) যৎ মাং  
ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)

ভগবন্! ব্রাহ্মন্! বাহুকেই (আমি আত্মরূপে উপাসনা করি)।  
অশ্রুপতি বলিলেন ‘তুমি যাহার উপাসনা কর, তিনি পৃথক্ বস্তু’  
‘নামক বৈশ্বানর আশ্রা। সেই অস্র পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ নানাবিধ  
বলি (কিংবা নানাদিক হইতে-বলি) তোমার নিকট উপস্থিত হয় এবং  
নানাবিধ রথশ্রেণী তোমার অশ্রুগমন করে।

২। (সেই অস্র) তুমি অস্রভোজন করিতেছ, প্রিয় বস্তু দর্শন

করিতেছে। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজন করেন, প্রিয়বস্ত্র দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চস বর্তমান থাকে। (কিন্তু এই বারু আত্মার প্রাণ (অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস) মাত্র। যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিখিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে, তোমার প্রাণ বহির্গত হইত।

## পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়্ভ্রাক্ষণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৫)

১। অথ হোবাচ জনঃ শার্করাক্য কং হমাআনমুপাস্ম ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজমিতি হোবাচৈব বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং হমাআনমুপাস্মে তস্মাক্ষং বহুলোহসি প্রজয়া চ ধনেন চ।

১। অথ হ উবাচ জনম্—“শার্করাক্য! কন্ তন্ আত্মানম্ উপাস্মে?” ইতি।” “আকাশম্ এব ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ,

১। অনন্তর অশ্বপতি ‘জন’ কে বলিলেন ‘হে শার্করাক্য! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসমা কর?’ জন বলিল ‘হে ভগবন্!

২। অংস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মস্ত্যন্নং পশুতি প্রিয়ং ভব-  
ত্যস্ত ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈদ্বানরমুপাস্তে  
সন্দেহস্তেষু আত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীৰ্যাদ্ যন্  
মাং নাগমিষ্য ইতি ।

এষঃ বৈ বহুলঃ (বহুল নামক । বহুল = বিস্তৃত প্রশস্ত বহুল পূর্বতাপ্রাপ্ত )  
আত্মা বৈদ্বানরঃ, যন্ তন্ম আত্মানম্ উপাস্তে । তস্মাৎ তন্ম বহুলঃ  
(পূর্ব) পুসি প্রকর্যাচ (সন্ততি দ্বারা) ধনেন চ (ধন দ্বারা)  
(৫।২১)

২। অংসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্ । অস্তি অন্নম্ পশুতি প্রিয়ম্  
ভবতি অস্ত ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে, যঃ এতন্ম এবম্ আত্মানম্ বৈদ্বানরম্  
উপাস্তে । সন্দেহঃ (দেহের মধ্যভাগ ; . মধ্যম পরীর) তু এষঃ  
আত্মনঃ ইতি হ উবাচ । সন্দেহঃ তে (তেম্বার) বি+অশীয়াৎ  
(বি+শূ লঙ্, ল্ঙ্ স্থলে লঙ্ বৈদিক = বিশীর্ণ হইত) যৎ যাম্  
ন আগমিষ্যঃ (৫ ১২।২) ।

রাজন্ ! আকাশকেই (আমি আত্মা বলিয়া উপাসনা করি ।'  
রাজা বলিলেন 'তুমি বাহ্যকে বৈদ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা কর,  
তিনি বহুল নামক বৈদ্বানর আত্মা ; সেইজন্য তুমি সন্ততি ও ধনে  
বহুল হইয়াছ ।'

২। (সেইজন্য) অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, এবং প্রিয়বস্তু দর্শন  
করিতেছ । যিনি এইরূপে এই বৈদ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন,  
তিনি অন্নভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চস  
বিদ্যমান থাকে । (কিন্তু) এই আকাশ আত্মার মধ্য দেহ ।  
যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য) আশ্রম নিকট না আসিতে  
তোমার পরীরের মধ্যভাগ বিশীর্ণ হইত ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

### অশ্বপতি ও ষড়-ব্রাহ্মণ—সংবাদ (৬)

১। অথ হোবাচ বুড়িলম্বতরাশ্বিং বৈয়াজপদ্য কং  
কমাআনমুপাসস ইত্যপ এব ভগবো রাজন্রিতি হোবাচৈষ বৈ  
রয়িরাআ বৈশ্বানরো যং কমাআনমুপাসসে তস্মাৎ রয়িমান্  
পুষ্টিমানসি

(১) অথ হ উবাচ বুড়িলম্ব তরাশ্বিং “বৈয়াজপদ্য। কং তম্  
আত্মানম্ উপাসসে? ইতি। অপঃ এব (জলকেই) ভগবঃ রাজন্  
ইতি হ উবাচ। এষঃ বৈ রয়ি (‘রয়ি’ নামক; রয়ি=ধন) আত্মা  
বৈশ্বানরঃ, যম্ যম্ আত্মানম্ উপাসসে। তস্মাৎ যম্ রয়িমান্ (ধনবান্)  
পুষ্টিমান্ অসি (৫।১২।১)।

১। অনন্তর অশ্বপতি বুড়িলম্ব তরাশ্বিকে বলিলেন—“হে  
বৈয়াজপদ্য! তুমি কাহাকে আত্মরূপে উপাসনা কর? বুড়িলম্ব বলিলেন  
“হে ভগবন্! রাজন্! জলকেই (আমি আত্মরূপে উপাসনা করি)।  
রাজা বলিলেন—“তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি  
‘রয়ি’ নামক বৈশ্বানর, আত্মা। সেইজন্য তুমি রয়িমান্ এবং পুষ্টি-  
মান্।

২। অংস্ৱঃ পশ্ৱসি প্রিয়মত্যং পশ্ৱতি প্রিয়ং ভবত্যশ্ৱ  
ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্তেষ  
আত্মন ইতি হোবাচ, বস্তিস্তে ব্যভেৎ স্তদ্ ব্যভেৎস্যং যন্ মাং  
নাগামিষ্য ইতি।

(২) অংসি অন্নম্, পশ্ৱসি প্রিয়ম্। অস্তি অন্নম্, পশ্ৱতি প্রিয়ম্,  
ভবতি অশ্ৱ ব্রহ্মবর্চসম্ কুলে, যঃ এতম্ এবম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্  
উপাস্তে। বস্তিঃ (মৃত্যুশয়) তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ। বস্তিঃ  
তে বি+অভেৎস্যং (ভিদ্ লুঙ, বিদৌর্ণ হইত), যং মাম্ ন  
আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)।

২। (সেইজন) অন্নভোজন করিতেছে, প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছে।  
যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন  
ভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন; তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চস বর্তমান  
থাকে। (কিন্তু) এই জন আত্মার বস্তিদেশ। তুমি যদি (আত্ম  
তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য) আমার নিকট না আসিতে তোমার বস্তিদেশ  
বিদৌর্ণ হইয়া যাইবে।



## পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (৭)

১। অথ হোবাচাদ্রালকমারুণিং গোতম কং অমাত্মান-  
মুপাস্ম ইতি পৃথিবীমেব ভগবো রাজম্বিতি হোবাটৈষ বৈ  
প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং অমাত্মানমুপাস্মে তস্মাত্বং প্রতিষ্ঠি-  
তোহসি প্রজয়া চ পশুভিঃ ৷

(১) অথ হ উবাচ উদালকম্ আরুণিম্—“গোতম! কন্ অম্  
আত্মানম্ উপাস্মে? ইতি। “পৃথিবীম্ এব ভগবঃ রাজন্” ইতি। হ উবাচ  
এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা নামধেয়; প্রতিষ্ঠা প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি) আত্মা  
বৈশ্বানরঃ, যন্ অম্ আত্মানম্ উপাস্মে। তস্মাত্বং অম্ প্রতিষ্ঠিতঃ অসি  
(হও) প্রজয়া চ পশুভিঃ চ (৫।১২।১; ৫।১৫।১)।

(১) অনন্তর অশ্বপতি উদালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন  
“হে গোতম! তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?” উদালক  
বলিলেন—“হে ভগবন্! রাজন্, পৃথিবীকেই (আমি আত্মা বলিয়া  
উপাসনা করি)।” রাজা বলিলেন—“তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া  
উপাসনা কর, তিনি প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেইজন্য  
তুমি সন্ততি ও পশুলাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছ।

২। অংস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মন্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভব-  
ত্যন্ত ব্রহ্মবর্চসং কূলে য এতমেবমাখ্যানং বৈশ্বানরমুপাস্তে  
পাদৌ হেতাবাখ্যন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যাস্তেতাং যন্মাং  
নাগমিষ্য ইতি ।

(২) অংসি অন্নম্, পশ্যসি প্রিয়ম্ । অতি অন্নম্, পশ্যতি প্রিয়ম্,  
ভবতি অন্ত ব্রহ্মবর্চসম্ কূলে, যঃ এতম্ এবম্ আখ্যানম্ বৈশ্বানরম্  
উপাস্তে । পাদৌ (পাদবর্ষ) তু এতৌ (এই দুই) আখ্যনঃ ইতি হ  
উবাচ । পাদৌ তে ব্যাস্তোত্তাম (বি+স্ত+সোত্তাম-স্তান হইত)  
৩২ মাম্ ন আগমিষ্যঃ (৫।১২।২)

২। (পেট্টে <sup>২</sup>জন্ত) তুমি অন্ন ভক্ষণ করিতেছ, প্রিয়বস্ত  
দর্শন করিতেছ । যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা  
করেন, তিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, প্রিয়বস্ত লাভ করেন;  
তাঁহার কূলে ব্রহ্মবর্চস বিদ্যমান থাকে । (কিন্তু) ইহা আত্মার  
পাদবর্ষ মাত্র । যদি তুমি (আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্ত)  
আমার নিকটে না আসিতে, তোমার পাদবর্ষ শিথিল হইয়া  
বাইত ।



## পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

অশ্বপতি ও ষড়ব্রাহ্মণ-সংবাদ—বৈশ্বানর (১)

১। তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যুয়ং পৃথগিবমমাত্মানং  
বৈশ্বানরং বিদ্যাংসোহন্নমথ ; যদ্বৈতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমা-  
নমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাশ্বে স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু  
সর্বেষ্বাত্মনঃসমন্তি ।

( ১ ) তান্ ( তাহাদিগকে ) হ উবাচ— “এতে যুয়ং (= এই)  
তোমরা ) বৈ খলু যুয়ং ( এতে + ) পৃথক্ ইব ( যেন পৃথক্ এইরূপে  
উমম্ আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ এই বৈশ্বানর আত্মাকে ) বিদ্যাংসঃ ( জানিয়া)  
অন্নম্ আথ ( ভোজন করিতেছে ) । যঃ ( যিনি ) তু ( কিন্তু ) একম্  
( ইহাকে ) এবম্ ( এই প্রকারে ) প্রাদেশমাত্রম্ ( ছালোকাদি সমু-  
দয় প্রদেশ যাঁহার পরিমাণ, ২।১ ) অভিব্রিয়ানম্ ( অভিব্যপ্ত এবং  
অপরিমিত, ২।১ ) আত্মানম্ বৈশ্বানরম্ ( বৈশ্বানর আত্মাকে )  
উপাশ্বে, সঃ সর্বেষু লোকেষু ( সর্বলোকে ) সর্বেষু ভূতেষু  
( সর্বভূতে ) সর্বেষু আত্মষু ( সমুদয় আত্মাতে ) অন্নম্ অতি  
( ভোজন করে ) ।

( ১ ) । অশ্বপতি বলিলেন—( এই বৈশ্বানর আত্মা পৃথক পৃথক  
নহেন, কিন্তু ) তোমরা ইহাকে পৃথক পৃথক করিয়া অন্নভোজন  
করিতেছে । যিনি এইরূপে এই বৈশ্বানর আত্মাকে ‘প্রাদেশমাত্র’ ও  
‘অভিব্রিয়ান’ রূপে উপাসনা করেন, তিনি সর্বলোকে, সর্বভূতে ও  
সর্বআত্মাতে অন্ন ভক্ষণ করেন ।

২। তস্ম হ বা এতশ্চাত্মনো বৈশ্বানরস্ত যুর্কেব সূতেজা-  
 চক্ষুর্বিষরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্ বর্ষা আ সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব  
 রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদি-গৌমানি বহিঃস্থদয়ঃ  
 গার্হপত্যো মনোহ্বাহার্যাপচন আশ্রমাহবনীয়ঃ ।

২। তস্ম হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য (সেই বৈশ্বানর'  
 আত্মার) যুর্ক। এব সূতেজাঃ (৫।১২।১); চক্ষুঃ বিষরূপঃ (৫।১৩।১);  
 প্রাণঃ পৃথগ্ বর্ষা আ (৫।১৪।১); সন্দেহঃ বহুলঃ (৫।১৫।১); বস্তি  
 এব রয়ি (৫।১৬।১); পৃথিবী এব পাদৌ (৫।১৭), উরঃ (উরস্  
 শব্দ; বক্ষঃস্থল) এব বেদিঃ; গৌমানি (গোমসমূহ) বহিঃ (বহিঃ);  
 স্থদয়ম্ গার্হপত্যঃ (৫।১১) মনঃ অহ্বাহার্যাপচনঃ (৫।১২); আশ্রম  
 (মুখ) আহবনীয়ঃ (৫।১৩)।

(২) 'সূতেজা,' এই বৈশ্বানর আত্মার যুর্ক।; 'বিষরূপ' ইহার  
 চক্ষু; 'পৃথগ্ বর্ষা আ' ইহার প্রাণ; 'বহুল' ইহার শরীরের মধ্যভাগ;  
 'রয়ি' ইহার বস্তি এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়; বেদি ইহার বক্ষঃস্থল;  
 কুশ ইহার গোম; গার্হপত্য অগ্নি ইহার স্থদয়; দক্ষিণাগ্নি ইহার মন  
 এবং আহবনীয় অগ্নি ইহার মুখ।

### মন্তব্য

৫।১৮।১ "সঃ সর্কেষু লোকেষু সর্কেষু ভূতেষু সর্কেষু আত্মাই অরম্  
 অস্তি"—তিনি সর্বলোকে সর্বভূতে এবং সমুদ্র আত্মাতে অরভোজন  
 করেন অর্থাৎ তিনি সকলের সহিত একত্ব অনুভব করেন;  
 সুতরাং তাঁহার ভোগে সকলের ভোগ এবং সকলের ভোগে তাঁহার

ভোগ হইয়া থাকে। যতদিন মানব এই একমুখ অমৃতত্ব করিতে না পারে, ততদিন কেবল ক্ষুদ্র আশিষেই আবদ্ধ হইয়া থাকে। ‘প্রাদেশমাজম্’ এবং ‘অতিবিমানম্’ বিষয়ে মন্তব্য এই খণ্ডের পরে হইবে।

বৃহদারণ্যকে ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১০।৬।১) অমৃতরূপ একটা অংশ আছে। অনেক মনে করেন এই অংশ ছান্দোগ্যের পূর্বোক্ত অংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর। নিম্নে ইহার অমৃতবাদ প্রদত্ত হইল—

১। অনন্তর সত্যযজ্ঞ পৌলুহি, মহাশাল জাবাল, বুড়িল আশ্বতরাশি, ইজ্র্যায় ভাস্কবেয়, জনশার্করাক্য এই কয়েকজন অরুণ উপবেশির নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈশ্বানর বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা বৈশ্বানর বিষয়ে কোন একমত হইতে পারেন নাই।

২। তাঁহারা বলিলেন সম্প্রতি অশ্বপতি কৈকেয় বৈশ্বানরকে অবগত আছেন, তাঁহার নিকটই গমন করি। (অনন্তর) তাঁহারা অশ্বপতি কৈকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক বাসস্থান, পৃথক পূজা এবং পৃথক সাহস্র সোম অর্পণ করিবার উক্ত আজ্ঞা করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা একমত হইতে না পারিয়াই সমিধ হস্তে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন—“আমরা আপনার নিকট উপনীত হইলাম।

৩। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন “ভগবৎসগণ! আপনারা বিদ্বান এবং বিদ্বান লোকের পুত্র। (আপনারদের) এ কি (কার্য)?” তাঁহারা বলিলেন “ভগবান্ সম্প্রতি বৈশ্বানরকে অবগত আছেন। আমরা-দিগকে সেই বিষয়ে বলুন।” তিনি বলিলেন “হঁ। সম্প্রতি আমি বৈশ্বানরকে জানি। আপনারা অধিতে সমিধ রাখিয়া উপনীত হউন।”

৪। তিনি অরুণ ঔপবেশিকে বলিলেন—“হে গৌতম ! আপনি কাহাকে বৈদ্বানর বলিয়া জানেন ?

তিনি বলিলেন—“হে রাজন্ ! পৃথিবীকেই”। অরুণতি বলিলেন “ওম্) অর্থাৎ ই, ঠিক)। ইহা প্রতিষ্ঠা নামক বৈদ্বানর। তুমি এই প্রতিষ্ঠা নামক বৈদ্বানরকে অবগত আছ, এই জন্ত তুমি প্রজা ও পশু লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। যিনি এই প্রতিষ্ঠা নামক বৈদ্বানরকে অবগত আছেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে ( অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুকে ) জয় করেন এবং পূর্ণারু প্রাপ্ত হন । ইহা বৈদ্বানরের পাদব্রহ্ম । যদি তুমি ( এই বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্ত আমার নিকট ) না আসিতে, তোমার পাদব্রহ্ম গ্লান হইয়া যাইত কিংবা বৈদ্বানরের পাদব্রহ্ম তোমার অবিদিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি আগমন না করিতে ।”

৫। অনন্তর তিনি সত্যযজ্ঞ পৌলুহিকে বলিলেন—“হে প্রাচীন যোগ্য ! তুমি কাহাকে বৈদ্বানর বলিয়া জান ?”

তিনি বলিলেন—“হে রাজন্ ! ‘আপ্’ কেই”। অরুণতি বলিলেন ‘ওম্’। ইহা ব্রহ্ম নামক বৈদ্বানর। তুমি ব্রহ্ম নামক বৈদ্বানরকে অবগত আছ, এইজন্ত তুমি ব্রহ্মান ও পুষ্টিমান হইয়াছ। যিনি এই ব্রহ্ম নামক বৈদ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন এবং পূর্ণারু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈদ্বানরের বক্তি । তুমি যদি আমার নিকট উপদেশের জন্ত না আসিতে, তোমার বক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইত ; কিংবা ( বৈদ্বানরের ) বক্তি তোমার অবিদিত থাকিয়া যাইত যদি তুমি আগমন না করিতে ।

৬। অনন্তর তিনি মহাশাল কাশালকে বলিলেন—“হে উপমত্তব ! তুমি কাহাকে বৈদ্বানর বলিয়া জান ?” তিনি বলিলেন “হে রাজন্ ।

আকাশকেই”। অশ্বপতি বলিলেন—“৫ম্”। ইহা বহন নামক বৈদ্বানর। তুমি এই বহন নামক বৈদ্বানরকে জান, এই অস্ত্র তুমি প্রাণ ও পশুতে বহু হইয়াছে। যিনি এই বহন বৈদ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু ভয় করেন এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহার বৈদ্বানরের আশ্রয় (অর্থাৎ দেহ)। তুমি (যদি এই বিষয়ের জ্ঞান লাভার্থ আমার নিকট) না আসিতে, তোমার দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইত; কিংবা তোমার নিকট বৈদ্বানরের দেহ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত, যদি তুমি আগমন না করিতে।

৭। অনন্তর তিনি বুড়িল, আশ্বত্থাশ্বিকে বলিলেন—“হে বৈদ্বাত্র-পদ্য! তুমি কাহাকে বৈদ্বানর বলিয়া জান?” তিনি বলিলেন “হে রাজন্! বায়ুকেই”।

অশ্বপতি বলিলেন—“৬ম্”। ইহা পৃথগ্বজ্রা নামক বৈদ্বানর। তুমি পৃথগ্বজ্রা নামক বৈদ্বানরকে জান, সেইজন্য পৃথক রথশ্রেণী তোমার অঙ্গুগমন করে। যিনি পৃথগ্বজ্রা নামক এই বৈদ্বানরকে জানেন তিনি পুনর্মৃত্যু ভয় করেন, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈদ্বানরের প্রাণ। তুমি যদি (আশ্রয় নিকট এই বিষয়ে জ্ঞান লাভার্থ) না আসিতে, তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট প্রাণ অবিস্থিত থাকিয়া যাইত, তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে।”

৮। অনন্তর অশ্বপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাঙ্গবেয়কে বলিলেন “বৈদ্বাত্রপদ্য! তুমি কাহাকে বৈদ্বানর বলিয়া জান?” তিনি বলিলেন—“হে রাজন্! আদিত্যকেই”। অশ্বপতি বলিলেন—“৭ম্”। ইহাই হৃততেজা বৈদ্বানর। তুমি এই হৃততেজা নামক বৈদ্বানরকে জান,

সেই ক্ষুদ্র তোমার গৃহে স্তূত (অর্থাৎ সোমরস) পানকরা হয়, প্রস্তুত করা হয় এবং অক্ষয় রূপে বর্তমান বহিয়াছে। যিনি এই রূপ স্তূতভোজী বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু ভয় করেন ও পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। ইহা বৈশ্বানরের চক্ষু। তুমি যদি না আসিতে, তোমার চক্ষু বিমণ্ডিত হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট চক্ষু অবিমণ্ডিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি না আসিতে।”

৯। অনন্তর অশ্বপতি জন শার্করাককে বলিলেন ‘হে শার্করস! তুমি কাহাকে বৈশ্বানর বলিয়া জান?’ তিনি বলিলেন—“হে রাজন্! দ্যোকেই।”

অশ্বপতি বলিলেন—“ওম্। ইহা ‘অতিষ্ঠা’ নামক বৈশ্বানর। তুমি অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরকে জান, এই ক্ষুদ্র তুমি সমস্ত্রৈলোক্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ। যিনি অতিষ্ঠা নামক এই বৈশ্বানরকে জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু ভয় করেন এবং পূর্ণায়ু লাভ করেন। ইহা বৈশ্বানরের মূৰ্দ্ধা। তুমি যদি (এই জ্ঞান লাভের ক্ষুদ্র আমার নিকট) না আসিতে, তোমার মূৰ্দ্ধা বিমণ্ডিত হইয়া যাইত; কিংবা তোমার নিকট মূৰ্দ্ধা অবিমণ্ডিত থাকিয়া যাইত, যদি তুমি না আসিতে।

১০। অনন্তর তিনি তাগাদিগকে বলিলেন—“তোমরা বৈশ্বানরকে পৃথক পৃথক জানিয়া পৃথক পৃথক অন্ন ভোজন করিতেছ। দেবগণ তাঁহাকে ‘প্রাদেশমাত্র’ রূপে স্তুতিবিত্ত হইয়া সকল হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার অকপতাককে এমনভাবে বর্ণনা করিব, যেন প্রাদেশমাত্র রূপে তিনি বোধগম্য হইতে পারেন।

১১। তিনি অঙ্গুলী দ্বারা নিজের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর’। চক্ষুদ্বয়কে দেখাইয়া বলিলেন

“ইহাই স্তম্ভভেজা নামক বৈশ্বানর”। নাসিক দেখাইয়া বলিলেন—  
 “ইহাই পৃথগ্বক্ষা নামক বৈশ্বানর”। মুখের অভ্যন্তরস্থ আকাশকে  
 দেখাইয়া বলিলেন “ইহাই ‘বহুগ’ নামক বৈশ্বানর”। মুখের লাল  
 দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই রশ্মি নামক বৈশ্বানর’। চিবুক দেখাইয়া  
 বলিলেন ইহাই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর। এই যে পুরুষ, ইহাই  
 অগ্নি বৈশ্বানর। যে ব্যক্তি জানেন যে এট বৈশ্বানর পুরুষবিধ  
 এবং পুরুষের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তিনি পুনর্জন্ম জর করেন এবং  
 পূর্ণাঙ্ক প্রাপ্ত হন। যিনি এই প্রকার বলেন বৈশ্বানর তাঁহাকে  
 হিংসা করেন না। বৃহঃ ১০।৬।১।

### ‘প্রাদেশ মাত্রম্’ এবং ‘অভিবিমানম্’

‘প্রাদেশ মাত্রম্’ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে অতি প্রাচীন  
 কাল হইতেই স্তম্ভভেদ চলিয়া আসিতেছে।

### আশ্বারথ্যের মত

বুদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি বিস্তৃত করিলে একের অগ্রভাগ হইতে  
 অপরের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের নাম ‘প্রাদেশ’।  
 আশ্বারথ্য মুনি বলেন হৃদয় প্রাদেশ পরিমিত। পরমাত্মা এই  
 হৃদয়ে বাস করেন, এইজন্য তাঁহাকে ‘প্রাদেশ মাত্র’ বলা হইয়াছে  
 ( বেদান্ত সূত্র, ১।২।২২, শাকরভাষ্য )।

### বাদরির মত

“অহুশ্বতেঃ বাদরিঃ” বেঃ সূ ১।১।৩০। শব্দর এই সূত্রের দুইটা  
 অর্থ করিয়াছেন।



১। মনঃপ্রাদেশ যাজ্ঞ ক্রমের প্রতিষ্ঠিত। এইমন পরমাত্মার শ্রবণ করিয়া থাকে। এইজন্য তাঁহাকে ‘প্রাদেশ যাজ্ঞ’ বলা হইয়াছে।

২। পরমাত্মা প্রাদেশ যাজ্ঞ নহেন, কিন্তু তিনি প্রাদেশ যাজ্ঞ রূপে অক্ষুণ্ণত অর্থাৎ চিস্তনীয়; এই জন্য তাঁহাকে ‘প্রাদেশযাজ্ঞ’ বলা হইয়াছে।

### কৈমিনির মত

শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ লিখিত আছে :—

অন্যপতি, আকণি সত্যবজ্ঞ প্রভৃতিকে বলিলেন—‘দেবগণ বৈশ্বানরকে প্রাদেশ যাজ্ঞ রূপে আনিয়া লাভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অন্য প্রত্যেককে এমন ভাবে বর্ণনা করিব যেন প্রাদেশ যাজ্ঞ বস্তু তাঁহার উপমান হইতে পারে। তিনি অকুলি দ্বারা নিজের মস্তক দেখাইয়া বলিলেন—‘ইহাই অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর’। চক্ষুদ্বয়কে দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই সূতেশা নামক বৈশ্বানর।’ নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন ইহাই পৃথগ্‌বজ্রা নামক বৈশ্বানর। মূখের অন্ত্যস্তরস্থ আকাশকে দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই বহল নামক বৈশ্বানর’। মূখের লাল দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই রসি নামক বৈশ্বানর’। চিবুক দেখাইয়া বলিলেন ‘ইহাই অতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর’ ( ১০।৩। ১০,১১ )।

এইরূপে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্যন্ত, ক্রমশঃ অংশকে বৈশ্বানররূপে কল্পনা করা হইল। এই অংশের পরিমাণ এক প্রাদেশ অর্থাৎ এক বিঘা। এইজন্য বৈশ্বানর আত্মাকেও প্রাদেশ যাজ্ঞ বলা হইয়াছে। ইহাই কৈমিনির মত ( বেঃ শ্রুঃ ১।২।৩১ )।

## জাবাল শাখাধ্যায়ীদিগের মত

চিবুক হইতে যুঁহা পর্যন্ত অংশ প্রাদেশ পরিমিত। জ ও নাসিকা ইহারই অন্তর্গত। এই জ ও নাসিকার সন্ধিস্থলে পরমাণ্ব অবস্থিত। এইজন্য পরমাণ্বকে প্রাদেশ মাত্র বলা হইয়াছে।  
( রে : পৃ: ১।২।৩২, শঙ্কর ভাষ্য )।

## শঙ্করাচার্য্যের মত

শঙ্করাচার্য্য ইহার চারিটি অর্থ দিয়াছেন :—

১। ছালোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রদেশ দ্বারা তিনি পরিমিত হন ( মীমংসে, যা ধাতু ) অর্থাৎ জাত হন, এই জন্য তিনি প্রাদেশ মাত্র।

২। তিনি মুখ প্রভৃতি প্রদেশে ভোকৃরূপে পরিজ্ঞাত হন, এই জন্য তিনি প্রাদেশ মাত্র।

৩। ছালোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় প্রদেশ তাঁহার পরিমাণ, এইজন্য তিনি প্রাদেশ মাত্র।

৪। ছালোকাদি বিষয়ে শাস্ত্রে একটরূপে উপদেশ দেওয়া হয়, এইজন্য এ সমুদয়ের নাম প্রাদেশী (প্র+আদেশ)। এই প্রাদেশই তাঁহার পরিমাণ, এইজন্য তাঁহাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে।

## ‘অভিবিমান’

‘অভিবিমান’ শব্দের অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। শঙ্কর ইহার চারিটি অর্থ দিয়াছেন :—

১। তিনি প্রত্যগাত্মারূপে অতিবিমিত হন অর্থাৎ ‘অহম্’ (—আমি) বলিয়া জ্ঞাত হন এইজন্য তিনি অতিবিমান (ছাঃ ভাষা ৫:১৮ ও বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

২। প্রত্যগাত্মা বলিয়া তিনি সকলের নিকটস্থ (অতিগত) এইজন্য তিনি অতিবিমান (স্বঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

৩। তাঁহার পরিমিত করা যায় না এইজন্য তিনি অতিবিমান (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

৪। অগতের কারণ বলিয়া তিনি সমুদয় পরিমাপ করেন (অতিবিমিত) অর্থাৎ সমুদয় অবগত আছেন এইজন্য তিনি ‘অতিবিমান’ (বেঃ ভাঃ ১।২।৩২)।

রামানুজ ইহার এইরূপ অর্থ দিয়াছেন :—

“তিনি সর্বব্যাপী (অতিব্যাপ্ত্বান্) এবং অপরিমিত (বিগত মান); এইজন্য তাঁহার নাম অতি ‘বিমান’। (বেঃ ভাঃ ১।২।৩০) দেখা যাইতেছে এইটুকুই শব্দের অর্থ লইয়া অত্যন্ত যতভেদ। আমরাদিগের মনে হয় যে অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে, সেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। দেখা যাউক এই অংশের পূর্বে ও পরে এবিষয়ে কি বলা হইয়াছে।

ইহার পূর্ববর্তী ছয়খণ্ডে বৈশ্বানর আত্মার বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে :—

যিনি দ্যৌ অর্থাৎ সূতেজা নামক বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে স্তুত, প্রস্তুত ও আশ্রিত দৃষ্ট হয় (৫।১২।১)। সূতেজা শব্দেও ‘স্তুত’ এবং স্তুত, প্রস্তুত ও আশ্রিত শব্দেও ‘স্তুত’; এইজন্যই বোধ হয় সূতেজার সহিত স্তুত প্রস্তুতাদির সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অস্তুরূপ হলে ‘সূতেজা’ হলে ‘স্তুতেজা’

## পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

ব্যবহৃত হইয়াছে ( আক্ষরী সং, ১০।৩।১ ) ।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—“যিনি আদিত্য অর্থাৎ বিশ্বরূপ বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাহার কুলে ‘বহুবিশ্বরূপ’ বস্তু দৃষ্ট হয় ( ১১৩।১ ) ।

যিনি বায়ু অর্থাৎ পৃথগ্বজ্রায়া বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাহার কুলে ‘পৃথক’ বলি আগমন করে ( ৫।১৪।১ )

যিনি আকাশ অর্থাৎ বহুল নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও ধনে ‘বহুল’ হন ( ৫।১৫।১ ) ।

যিনি আগ্নে অর্থাৎ রসি নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি ‘বস্মিয়ান’ হন ( ৫।১৬।১ ) ।

যিনি পৃথিবী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ( ৫।১৭।১ ) ।

এই কয়েকটা স্থল পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে প্রতিষ্ঠার উপাসনার ফল প্রতিষ্ঠা, রসির উপাসনার ফল রসি, বহুলের উপাসনার ফল বহুল ইত্যাদি। উপাস্ত বস্তু যাহা, উপাসনার ফলও তদনুরূপ।

পূর্বোক্ত ছয় প্রকার বৈশ্বানরের উপাসনার কথা বলিয়া অশ্বপতি বলিতেছেন—যে বৈশ্বানর প্রাদেশমাত্র এবং অতিবিস্ময়—তাহার উপাসনার ফল সর্বলোকে সর্বভূতে এবং সর্ব আত্মায় অন্নভোজন। উপাস্ত যাহা, উপাসনার ফল ও বস্তু তাহাই, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে প্রাদেশমাত্র এবং অতিবিস্ময় যাহা, সর্বলোক সর্বভূত এবং সর্ব আত্মা তাহাই। এহলে যদি কেবল ‘প্রাদেশমাত্র’ শব্দটি থাকিত তাহা হইলে অতি সহজেই ইহার অর্থ নির্ণয় করা যাইত। ‘প্রাদেশমাত্র’ এবং ‘অতিবিস্ময়’ এই দুইটা শব্দ থাকিতে অর্থ

কিঞ্চিৎ অটিন হইয়াছে। এহলে দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে :—

১। সর্বলোক ও সর্বভূতের সহিত প্রাদেশমাত্রেয় সম্বন্ধ এবং সর্ব আত্মার সহিত অতিবিমানের সম্বন্ধ। সর্বলোক ও সর্বভূত অর্থাৎ স্থালোক ভূতলোক পৰ্বত সমুদ্র প্রদেশ ইহার যাত্রা এইজন্য ইহার নাম প্রাদেশ মাত্র ( শব্দের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ অর্থ জটব্য )।

সর্ব আত্মারূপে ইনি অতিবিমিত হন অর্থাৎ জ্ঞাত হন, এইজন্য ইহার নাম অতিবিমান ( শব্দের ১ম ও ২য় অর্থ জটব্য )।

প্রাদেশমাত্র নাম দ্বারা সমুদ্র অনাত্মাত্মকে বৈশ্বানরের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ‘অতিবিমান’ নাম দ্বারা বলা হইল সমুদ্র আত্ম বস্ত ও তিনি।

২। দ্বিতীয় অর্থ এই—

( ক ) প্রাদেশমাত্র বলিলে সর্বলোক, সর্বভূত ও সর্ব আত্মা এইতিনটিকেই বুঝিতে হইবে। ‘সর্ব আত্মা’ প্রদেশের বাহিরে, এপ্রকার আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। এহলে ‘আত্মা’ অর্থ অবশ্যই ‘অগরোর আত্মা’ নহে—যখন অন্নভোজনের কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে এ আত্মা সগরোর ‘আত্মা’, আর উপনিষদের বহুস্থলে ‘দেহ’ অর্থে ‘আত্মা’ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সর্বলোক, সর্বভূত এবং সর্ব আত্মা—এই তিনটি দ্বারাই প্রাদেশমাত্র বুঝাইতে পারে।

( খ ) • অতিবিমান = অতি + বি + মা + অনট্ ; ‘মা’ ধাতুর অর্থ ‘পরিমিত করা’। বাহার পরিমিত নাই তাহার নাম ‘বিমান’ বা অতিবিমান বা অতিবিমান ( শব্দের তৃতীয় অর্থ জটব্য )। রামায়ণে ‘অতিব্যাগ্ধ’ অর্থে ‘অতি’ এবং অপরিমিত অর্থে ‘বিমান’ গ্রহন

করিয়াছেন। রাশামুখের অর্থ ও শব্দের তৃতীয় অর্থ একই শ্রেণীর।

‘প্রাদেশমাত্র’ বলিলে বৈদ্বানরকে দেশ-পরিচ্ছিন্ন করা হয়; এইজন্য প্রাদেশমাত্র বলিয়াই সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল ইনি ‘অতিবিদ্যান’ অর্থাৎ অপরিমেয় ( কিংবা সর্বব্যাপী ও অপরিমেয় )।

‘প্রাদেশমাত্র’ দ্বারা বলা হইল বৈদ্বানর আত্মা জগৎরূপে প্রকাশিত; অতিবিদ্যান দ্বারা বলা হইল ‘জগৎ’ দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না- তিনি জগতের অতীত।

### ৪। মন্তব্য

প্রাচীনশাস্ত্রাদি ছয় জন দ্যৌ, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী এইছয়টিকে বৈদ্বানর বলিয়া জানিতেন। অথপাতি বলিলেন—এইছয়টির কোনটিই পূর্ণ বৈদ্বানর আত্মা নহে; এসমুদয় বৈদ্বানর আত্মার অঙ্গ মাত্র মাত্র। ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ইহার পরে বলা হইয়াছে দ্যৌ ইহার মন্তক, আদিত্য ইহার চক্ষু, বায়ু ইহার প্রাণ, আকাশ ইহার মধ্যদেহ, জল ইহার বস্তু এবং পৃথিবী ইহার পাদ। এইরূপে মন্তক হইতে পাদ পর্যন্ত সমুদয়েরই বর্ণনা করা হইল। এই স্থলে যত্ন-শেষ হইলে উপহার কোন হানি হইত না। শতপথ ব্রাহ্মণেও আর নূতন কোন উপমা দেওয়া হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে অতিরিক্ত দ্বারা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরিউক্ত অংশের বিশেষ কোন সঙ্গতি দেখা যায় না। দ্যৌ দ্বারা মন্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্তু, এবং পৃথিবী পদ—তাহার উরু, লোম, হৃদয়, মন ও মুখের সহিত বেদি, কূশ, গার্হপত্য অগ্নি, অহাংস্বপচন

অগ্নি এবং আহবনীর অগ্নির তুলনা দেওয়া সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শব্দর এই শেষ অংশকে পরবর্তী খণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উনবিংশ খণ্ড হইতে ত্রয়োবিংশ খণ্ড পর্যন্ত অংশে প্রাণাগ্নিহোত্রের বিষয় বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র বস্তু বেদি কুশ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গকে এই সমুদয় বস্তুরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন ভোক্তার বক্ষঃস্থলই যজ্ঞের বেদি, বক্ষঃস্থলের লোম সমূহই কুশ, হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি, মনই অদ্বাহার্য্যপচন এবং মুখই আহবনীর অগ্নি। প্রতিদিন যে ভোজন করা হয় তাহাই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; এবং মুখে যে অন্ন নিক্ষেপ করা হয় তাহাই এই যজ্ঞের আহুতি।

অষ্টাদশ খণ্ডে সর্বলোক, সর্বভূত এবং সর্ব আত্মাকে প্রাণেশমাত্র এবং অভিব্যমান বলা হইয়াছে। প্রাচীনশালাদি ছয় জন সর্বলোক ও সর্বভূতকেই বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিতেন; মানবাত্মাও যে বৈশ্বানর ইহা কেহই জানিতেন না। অশ্বপতি উপদেশ দিলেন— কেবল দ্যুলোকাদিই যে বৈশ্বানরের অন্তর্ভূত, তাহা নহে, সর্ব আত্মা ও ইহারই অন্তর্গত; মানবদেহ ও বৈশ্বানর; অন্ন ভোজন ও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। মানব যখন অন্নভোজন করে, তখন সেই অন্ন বৈশ্বানরকেই আহুতিরূপে অর্পণ করা হয়।



## পঞ্চমাধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

### প্রাণাগ্নিহোত্র (১)

১। তৎ যন্তুতং প্রথমমাগচ্ছেত্ত্বকৌমীয়ং স যাং প্রথমা-  
মাহুতিং জুহুয়াস্তাং জুহুয়াং প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণতুপ্যতি।

(১) তৎ (সেই জন্তু) যং তন্তুতং (যে অন্ন; কিংবা তৎ যং  
—সেই যে ২।১।২ মন্তব্য) প্রথমম্ (প্রথমে) আগচ্ছেৎ (উপস্থিত  
হয়) তৎ (তাহা) হোমীয়ম্ (হোমস্থানীয়)। সঃ (সেই অন্ন  
ভোক্তা) যাম্ প্রথমাম্ আহুতিম্ (যে প্রথম আহুতিকে) জুহুয়াং  
(হ; হোম করিবে) তাম্ (তাহাকে) জুহুয়াং 'প্রাণায় স্বাহা'  
ইতি (প্রাণের উদ্দেশ্যে স্বাহা এই বলিয়া)। প্রাণঃ তুপ্যতি  
(তুপ্ত হয়)।

১। সেই জন্তু যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোমস্থানীয়। অন্ন-  
ভোক্তা যে আহুতিকে প্রথমে হোমরূপে অর্পণ করেন, 'প্রাণায়  
স্বাহা' বলিয়া তাহা হোম করিবে। (ইহাতে) প্রাণ তুপ্ত হয়।  
[এখনও অনেকে অন্ন ভোজন করিবার সময় কল্পনা করেন যে  
প্রথম গ্রাসকে প্রাণের উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় গ্রাসকে ব্যানের উদ্দেশ্যে,  
তৃতীয় গ্রাসকে অপানের উদ্দেশ্যে, চতুর্থ গ্রাসকে সমানের উদ্দেশ্যে  
এবং পঞ্চম গ্রাসকে উদানের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হইল।]

২। প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যা-  
দিত্যস্তৃপ্যত্যাচিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ  
কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যাশ্চাধিত্তিষ্ঠতস্তৃপ্যতি তন্ত্ৰানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি  
প্রজয়া পশুতিরন্নাদ্যেন তেজস্যা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

(২) প্রাণে তৃপ্যতি ( তৃপ্যৎ ৭।১ ; প্রাণ তৃপ্ত হইলে ) চক্ষুঃ  
তৃপ্যতি ( তৃপ্ত হয় ) ; চক্ষুষি তৃপ্যতি ( চক্ষু তৃপ্ত হইলে ) আদিত্যঃ  
তৃপ্যতি ( তৃপ্ত হয় ), আদিত্যে তৃপ্যতি ( আদিত্য তৃপ্ত হইলে )  
দ্যৌঃ তৃপ্যতি ( তৃপ্ত হয় ), দিবি তৃপ্যন্ত্যাম্ ( দ্যৌ তৃপ্ত হইলে )  
যৎ কিম্ চ ( যাহা কিছু ২।১ ) ত্যোঃ চ আদিত্যঃ চ অধিত্তিষ্ঠতঃ  
( অধি+স্থ+তস্ ; অধিষ্ঠান করে ; পরিচালনা করে ) তৎ তৃপ্যতি  
( তাহা তৃপ্ত হয় ) ; তন্ত্ৰ ( তাহার ) অনুতৃপ্তিম্ ( = তৃপ্তিম্ অনু =  
তৃপ্তিকে অনুসরণ করিয়া ) তৃপ্যতি ( তৃপ্ত হয় ) প্রজয়া ( সন্ততিদ্বারা )  
পশুতিঃ ( পশুগণ দ্বারা ) অন্নাদ্যেন ( ৩।১৩ ; বাস্তাদি দ্বারা ) তেজস্যা  
( তেজ দ্বারা ) ব্রহ্মবর্চসেন ( ২।১৬।২ ত্রঃ ব্রহ্মবর্চস দ্বারা ) ইতি ।

২। প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয় ; চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত  
হয় ; আদিত্য তৃপ্ত হইলে ত্যো তৃপ্ত হয় ; ত্যো তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু  
ত্যো ও আদিত্য কর্তৃক অধিষ্ঠিত, সে সমুদায়ই তৃপ্ত হয় । ( ভোক্তা ও )  
এই তৃপ্তিনিবন্ধন সন্ততি, পশুসমূহ অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চস  
লাভ করিয়া তৃপ্ত হন ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

### প্রাণায়ামহোত্র (২)

১। অথ বাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াস্তাং জুহুয়াদ্যানায় স্বাহেতি  
ব্যানত্প্যতি ।

২। ব্যানে ত্প্যতি শ্রোত্রং ত্প্যতি শ্রোত্রে ত্প্যতি  
চন্দ্রমাস্ত্প্যতি চন্দ্রমসি ত্প্যতি দিশস্ত্প্যতি দিক্ষু ত্প্যস্তীষু  
যৎকিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাবিতিষ্ঠন্তি তত্প্যতি তন্তানুত্প্তিং  
ত্প্যতি প্রজয়া পশুতিরম্মাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

( ১ ) অথ যাম্ দ্বিতীয়াম্ ( যে দ্বিতীয়া আহুতিকে ) জুহুয়াং  
তাম্ জুহুয়াং ‘ব্যানায় স্বাহা’ ( ব্যানের উদ্দেশে ‘স্বাহা’ ইতি ( এই  
‘বলিয়া’ ) ) । ব্যানঃ ত্প্যতি ( ৫।১৯১ ) ।

( ২ ) ব্যানে ত্প্যতি ( ব্যান তৃপ্ত হইলে ) শ্রোত্রম্ ত্প্যতি ;  
শ্রোত্রে ত্প্যতি ( শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে ) চন্দ্রমাঃ ত্প্যতি ; চন্দ্রমসি  
ত্প্যতি ( চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে ) দিশঃ ( দিক সমূহ ) ত্প্যতি ( তৃপ্ত  
হয় ) ; দিক্ষু ত্প্যস্তীষু ( ৭।৩ ; দিকসমূহ তৃপ্ত হইলে ) যৎ  
কিঞ্চ + চ ( যে কোন বস্তুকে ) দিশঃ চ চন্দ্রমাঃ চ অধিতিষ্ঠন্তি  
( অধিষ্ঠান করে ) তৎ ত্প্যতি । তন্ত অনুত্প্তিম্ ত্প্যতি প্রজয়া  
পশুতিঃ অগ্নাশ্বেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি ( ৫।১৯২ ) ।

তাহার পর স্বাহাকে দ্বিতীয় আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে  
‘ব্যানায় স্বাহা’ ( ব্যানের উদ্দেশে স্বাহা ) এই বলিয়া হোম করিবে ।

\* ( ইহাতে ) ব্যান তৃপ্ত হয় । ১ ।

ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রোত্র তৃপ্ত হয় ; শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে চন্দ্রমা

## পঞ্চমাধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

### প্রাণাগ্নিহোত্র (৩)

১। অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াস্তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্য-  
পানস্তৃপ্যতি।

(১) অথ যাম্ তৃতীয়াম্ (যে তৃতীয়া আহুতিকে) জুহুয়াং,  
তাম্ জুহুয়াং ‘অপানায়’ (অপানের উদ্দেশ্যে) স্বাহা’ ইতি। অপানঃ  
তৃপ্যতি (৫।১২।১)।

তৃপ্ত হয়; চক্ষুমা তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হয়; দিক্‌সমূহ তৃপ্ত  
হইলে, স্বাহা কিছু দিক্ ও চক্ষুমা কর্তৃক পরিচালিত, সে সমুদয়ই  
তৃপ্ত হয়। (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তিনিবন্ধন সন্ততি পণ্ড, অন্নাদ্য, তেজ  
ও ব্রহ্মবর্চসজনিত তৃপ্তি লাভ করেন। ২।

তাহার পর স্বাহাকে তৃতীয় আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে  
‘অপানায় স্বাহা’ (অপানের উদ্দেশ্যে স্বাহা) এই বলিয়া হোম করিবে।  
(ইহাতে) অপান তৃপ্ত হয়। ১।

২। অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃ-  
প্যত্যগ্নৌ তৃপ্যতি, পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ  
কিংচ পৃথিবী চাগ্নিস্চাধিতিষ্ঠতন্তৃতৃপ্যতি, তন্ত্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি  
প্রজয়া পশুভিরন্নাদোন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

( ২ ) অপানে তৃপ্যতি (অপান তৃপ্ত হইলে), বাক্ তৃপ্যতি ;  
বাচি তৃপ্যন্ত্যাম (বাক্ তৃপ্ত হইলে) অগ্নিঃ তৃপ্যতি; অগ্নৌ তৃপ্যতি  
(অগ্নি তৃপ্ত হইলে) পৃথিবী তৃপ্যতি । পৃথিব্যাম্ তৃপ্যন্ত্যাম্ (পৃথিবী  
তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি ।  
তস্য অন্নতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদোন তেজসা ব্রহ্ম বর্চসেন  
ইতি ( ৫।১৩।২ ) ।

অপান তৃপ্ত হইলে বাগ্নিস্ত্রিম তৃপ্ত হয়, বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হয়,  
অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হয় ; পৃথিবী তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু পৃথিবী  
ও অগ্নি দ্বারা পরিচালিত সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয় । ( অন্নভোক্তা ) এই  
তৃপ্তি নিবন্ধন, প্রজা, পশু, অন্নাদ্য, তেজ ও ব্রহ্ম-বর্চস্ লাভ করিয়া  
তৃপ্ত হন । ২ ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

### প্রাণাঘিহোত্র (৪)

৮

১। অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াস্তাং জুহুয়াং সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ।

২। সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পৰ্জন্তৃপ্যতি, পৰ্জন্তে তৃপ্যতি বিদ্ব্যস্তৃপ্যতি, বিদ্ব্যতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিংচ বিদ্ব্যচ্চ পৰ্জন্ত্যধিতিষ্ঠন্তৃপ্যতি তন্ত্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি, প্রজয়া পশুতিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

অথ যাম্ চতুর্থীম্ (১) যে চতুর্থী আহুতিকে ) জুহুয়াং, তাম্ জুহুয়াং 'সমানায় / সমানের উদ্দেশে ) স্বাহা' ইতি । সমানঃ তৃপ্যতি ( ৫।১৯।১ )

( ২ ) সমানে তৃপ্যতি ( সমান তৃপ্ত হইলে ) মনঃ তৃপ্যতি ; মনসি তৃপ্যতি ( মন তৃপ্ত হইলে ) পৰ্জন্ত্যঃ তৃপ্যতি ; পৰ্জন্ত্যে তৃপ্যতি ( পৰ্জন্ত্য তৃপ্ত হইলে ) বিদ্ব্যং তৃপ্যতি ; বিদ্ব্যতি তৃপ্যন্ত্যাম্ ( বিদ্ব্যং তৃপ্ত হইলে ) যৎ কিম্ + চ বিদ্ব্যং চ পৰ্জন্ত্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি । তস্য অনুতৃপ্তিম্ তৃপ্যতি প্রজয়া পশুতিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি ( ৫।১৯।২ )

অনন্তর স্বাহাকে চতুর্থী আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে 'সমানায় স্বাহা' ( সমানের উদ্দেশে স্বাহা ) এই বলিয়া হোম করিবে । ইহাতে 'সমান' তৃপ্ত হয় । ১।

'সমান' তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হয় ; মন তৃপ্ত হইলে পৰ্জন্ত্য তৃপ্ত হয় ;

পৰ্জনা তৃপ্ত হইলে, বিদ্যা তৃপ্ত হয় ; বিদ্যা তৃপ্ত হইলে, যাহা কিছু বিদ্যা ও পৰ্জনা কর্তৃক পরিচালিত, সে সমুদয়ই তৃপ্ত হয় । (অন্নভোক্তা) এই তৃপ্তিনিবন্ধন প্রাণা, পশু, অন্নাদা, তেষা ও ব্রহ্মবর্চস্ লাভ কুরিয়া তৃপ্ত হন । ২ ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

### প্রাণাশ্বিহোত্র (৫)

১ । অথ যাং পঞ্চমীং জুহ্বাতাং জুহ্বাহুদানায় স্বাহেত্যা-  
নন্তু প্যতি ।

( ১ ) অথ যাম্ পঞ্চমীম্ ( যে পঞ্চমী আহুতিকে ) জুহ্বাতাং তাম্ জুহ্বাতাং 'উদানায় ( উদানের উদ্যোগ্যে ) স্বাহা' ইতি । উদানঃ তপ্যতি ) ৫।১৯।২।

অনন্তর যাহাকে পঞ্চমী আহুতিরূপে হোম করিবে, তাহাকে 'উদানায় স্বাহা' ( উদানের উদ্যোগ্যে স্বাহা ) এই বলিয়া হোম করিবে । ( ইহাতে ) উদান তৃপ্ত হয় । ১ ।



২। উদানে ত্প্যতি ষ্ণ্ ত্প্যতি, ষ্চি ত্প্যন্ত্যঃ  
বায়ুত্প্যতি, বায়ৌ ত্পত্যাকাশত্প্যত্যাকাশে ত্প্যতি যৎ কিঞ্চ  
বায়ুচাকাশচাধিতিষ্ঠন্তত্প্যতি, তস্মান্মুত্প্তিঃ ত্প্যতি প্রজয়া  
পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ।

৫৭

( ২ ) উদানে ত্প্যতি ( উদান ত্প্ত হইলে ) ষ্ণ্ ত্প্যতি ; ষ্চি  
ত্প্যন্ত্যাম্ ( ষ্ণ্ ত্প্ত হইলে ) বায়ুঃ ত্প্যতি ; বায়ৌ ত্প্যতি ( বায়ু  
ত্প্ত হইলে ) আকাশঃ ত্প্যতি ; আকাশে ত্প্যতি ( আকাশ ত্প্ত  
হইলে ) যৎ কিঞ্চ বায়ুঃ চ আকাশঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ ত্প্যতি । তস্য  
অমুত্প্তিম্ ত্প্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন  
ইতি । ) ৫।১৯।২

পাঠান্তর—‘উদানে ত্প্যতি’হলে ‘উদানে ত্প্যতি বা’ ।

উদান ত্প্ত হইলে ষ্ণ্ ত্প্ত হয় । ত্ ত্প্ত হইলে বায়ু ত্প্ত হয় ।  
বায়ু ত্প্ত হইলে আকাশ ত্প্ত হয় । আকাশ ত্প্ত হইলে যাহা কিছু  
বায়ু ও আকাশ কর্তৃক পরিচালিত সে সমুদয়ই ত্প্ত হয় । ( মনভোক্তা ,  
এই ত্প্তিনিবন্ধন প্রজা, পশু সমূহ, অন্নাদ্য ও ব্রহ্মবর্চস লাভ করিয়া  
ত্প্ত হন । ২ ।

## পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

### প্রাগ্নিহোত্র (৬)

১। স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাকীরানপোহু ভস্মনি জুহয়াস্তাদৃক্ তৎ স্তাৎ ।

২। অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্ম সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সবেষ্বান্ন হতং ভবতি ।

(১) সঃ যঃ (সেই যে কোন লোক) ইদম্ (ইহাকে) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (অগ্নিহোত্র হোম করে) যথা (যেমন) অকীরান্ (অলঙ্গারকে) অপোহু (অপ + বহ; পরিত্যাগ করিয়া) ভস্মনি (ভস্মে) জুহয়াৎ (হোম করে) তাদৃক্ (সেই প্রকার) তৎ স্তাৎ (হয়) ।

(২) অথ যঃ এতৎ (ইহাকে) এবম্ (একরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি (১মঃ) তস্ম (তাহার) সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সর্বেষু আন্যহু (সমুদয় আত্মাতে) হতম্ ভবতি (হোম করা হয়) ।

যে লোক ইহা (অর্থাৎ এই বৈদ্বানর বিদ্যা) না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে,—অলং অকীর পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি করিলে বাহ্য হয়—ইহারও তাহাই হয় । ১।

আর যিনি ইহাকে একরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহার সর্বলোকে সর্বভূতে সমুদয় আত্মাতে হোম করা হয় । ২।

৩। তৎ যেষীকাতুলমগ্নৌ প্রোক্তং প্রদূয়েতৈবং হান্ত  
সৰ্বৈ পাপমানঃ প্রদূয়েন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ।

৪। তস্মাত্ হৈবংবিদ্ যত্মপি চণ্ডালায়ৌচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছদাত্মনি  
হৈবাস্ত তবৈশ্বানরে হতং স্তাদিতি তদেষ শ্লোকঃ ।

( ৩ ) তৎ যথা ( যেমন ) ইযীকাতুলম্ ( ইযীকা গাছের তুলা )  
অগ্নৌ ( অগ্নিতে ) প্রোক্তম্ ( গ+বে; নিকিষ্ট 'হইলে' ) প্রদূয়েত  
( প্র+দূ; সম্যক দগ্ধ হইয়া যার ) এবম্ ( এই প্রকার ) ত অস্ত  
( ইহার ) সৰ্বৈ পাপমানঃ ( সমুদয় পাপ ) প্রদূয়েন্তে ( প্র+দূ;  
সম্যক দগ্ধ হইয়া যার ), যঃ ( যিনি ) এতৎ ( ইহাকে ) এবম্  
( এই প্রকার ) বিদ্বান্ ( জানিয়া ) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি ( ১মঃ )  
“তৎ যথা”—৪।১৬।৩ মন্তব্য ।

( ৪ ) তস্মাত্ ( সেই জন্য ) উ হ এবংবিৎ ( এই প্রকার জ্ঞান-  
সম্পন্ন ) যদ্যপি চণ্ডালায় ( চণ্ডালকে ) উচ্ছিষ্টম্ প্রযচ্ছৎ ( গা;  
প্রদান করে ); আত্মনি ( আত্মাতে ) হ এব অস্ত ( ইহার ) তৎ  
( সেই উচ্ছিষ্টকে ) তবৈশ্বানরে ( +আত্মনি=তবৈশ্বানর আত্মাতে )  
হতম্ স্তাৎ ( আহত হইয়া থাকে ) । তৎ ( এ বিষয়ে ) এবঃ ( এই )  
শ্লোকঃ—

৩। যেমন ইযীকার তুলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা সম্যক  
দগ্ধ হইয়া যার, তেমনি যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র  
হোম করেন, তাঁহার সমুদয় পাপ সম্যক দগ্ধ হইয়া যার ।

৪। সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি চণ্ডালকে

যথেষ্ট কুশিতা বালা মাতরং পর্যুপাসতে ।

এবং সর্বাণি ভূতান্ অগ্নিহোত্রমুপাসত অগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥

৫। যথা ( যেমন ) ইহ ( এই পৃথিবীতে ) কুশিতাঃ বালাঃ ( কুশিত শিশুগণ ) মাতরম্ ( মাতাকে ) পরি + উপাসতে ( উপাসনা করে ),  
এবম্ ( এই প্রকার ) সর্বাণি ভূতানি ( সমুদয় ভূত ) অগ্নিহোত্রম্  
উপাসতে ইতি ; অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি ) বিকৃতি সমাপ্তি সূচক ।

উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, তাহা হইলে বৈশ্বানর আত্মাতেই তাঁহার  
হোম করা হয় । এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে :—

৫। যেমন এই পৃথিবীতে কুশার্ত শিশুগণ মাতার উপাসনা করে,  
তেমনি সমুদয় ভূত অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন ।

## মন্তব্য

৫।২৪।১। অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার নাম ‘অগ্নিহোত্র’ । প্রাতঃকালে  
এবং সায়াংকালে নির্দিষ্ট অগ্নিতে আহুতি দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে একটি  
নিত্য কর্ম ।

৫।২৪।৪। “যদ্যপি চণ্ডালস্য উচ্ছিষ্টম্” ইত্যাদি—  
এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই—পবিত্র অগ্নিতেই পবিত্র বস্তুকে হোম  
করিতে হয় ; কিন্তু চণ্ডাল অম্পূণ্য জাতি এবং উচ্ছিষ্টও অপবিত্র বস্তু ।  
চণ্ডালস্ব বৈশ্বানর অগ্নিতে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিলে আহুতি প্রদানের  
কোন ফল লাভ হইবার কথা নয় । কিন্তু যিনি প্রাণাহুতিক্রম জানেন,  
তিনি এ প্রকার করিলেও ফল লাভ করিয়া থাকেন ।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

অরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদ(১)—একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান

১। ওঁ শ্বেতকেতুর্হাক্রণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো  
বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাস্বকুলীনোহননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব  
ভবতীতি ।

২

১। শ্বেতকেতুঃ হ অক্রণেয় ( ৫।৩।১ জঃ ) আস ( বৈদিক  
প্রয়োগ; অস্মিতি; = বহুব, ৪।১।১ মন্তব্য ভট্টব্য; ছিল )। তন্ম  
( তাহাকে ) হ পিতা উবাচ ( বলিলেন )—শ্বেতকেতো ! বস ( বাস  
কর—ব্রহ্মচারিরূপে ) ব্রহ্মচর্য্যম্ ( ২।১ )। ন ( না ) বৈ ( যে হেতু,  
নিষ্ঠরই ) সোম্য ! অস্বকুলীনঃ ( 'অস্বাৎ + কুল' হইতে নিষ্পন্ন;  
পাঃ ৪।১।১৩৯; কুলীনঃ = কূলে উৎপন্ন; = আমাদিগের বংশোদ্ভব  
কেহ ) অননূচ্য ( ন, অনু + বচ্ ল্যাপ্; বেদ অধ্যয়ন না করিয়া )  
ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব ( ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় ) ভবতি ( হয় )। “ব্রহ্মবন্ধুঃ”—  
ব্রাহ্মণের গুণ নাই কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ—  
এই অর্থে ব্রহ্মবন্ধু ( ৫।৩।৫ মন্তব্য ভট্টব্য )।

১। অরুণির শ্বেতকেতু নামক এক পুত্র ছিল। পিতা অরুণি  
তাহাকে বলিলেন—“হে শ্বেতকেতো ! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
কর। আমাদিগের বংশে কেহই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর  
স্তায় হন নাই।

২। স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদান-  
খীত্য মহামনা অনুচানমানী স্তক্ এয়ায় তং হ পিতোবাচ  
শ্বেতকেতো যস্মু সোম্যেদং মহামনা অনুচানমানী স্তকোহশ্রুত  
তমাদেশমপ্রাক্যঃ ।

৩। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি  
কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ।

( ২,৩ ) সঃ ( শ্বেতকেতু ) হ দ্বাদশবর্ষঃ ( দ্বাদশ বর্ষ বয়স ) উপেত্য  
( উপ+ইত্য; ই ধাতু; 'শ্রুতগৃহে' গমন করিয়া ) চতুর্বিংশতিবর্ষঃ  
( ২৪বৎসর বয়সে ) সর্বান্ বেদান্ ( সমুদয় বেদকে ) অখীত্য  
( অধ্যয়ন করিয়া ) মহামনাঃ ( গভীর সাধারণ মন; যে মনে করে  
আমার মন উন্নত ) অনুচানমানী ) পাণ্ডিত্যভিমানী; অনুচান=  
অনু+বচ কানচ, পাঃ ৩।২।১০২=বেদবিৎ; অনুচান+মন্+ণিনি  
পাঃ ৩।২।৮৩)=যে মনে করে 'আমি বেদজ্ঞ' ) স্তক্ ( অবিদিত )  
এয়ায় ( আ+ইয়াধ—'ই লিট, ফিরিয়া আসিল ) । তম্ ( তাহাকে )  
হ পিতা উবাচ ( বলিলেন )—শ্বেতকেতো ! যৎ নু সোম্য ! ইদম্  
( যৎইদম্=এইষে, ক্রিঃবিং ) মহামনাঃ অনুচানমানী, স্তক্ অসি  
( হইয়াছ ) । উত (কি) তম্ আদেশম্ ( সেই আদেশকে, উপদেশকে )  
অপ্রাক্যঃ ( বৈদিক প্রয়োগ, লুঙ হলে কৃত; =অপ্রাকীঃ= প্রচ্ছ  
লুঙ্ ২২=বিজ্ঞান করিয়াছিলে ) যেন ( যে উপদেশ দ্বারা )  
অশ্রুতম্ ( অশ্রুতবিষয় ) শ্রুতম্ ভবতি ( শ্রুত হয় ), অমতম্  
( অ+মন্ ধাতু; যাহা মনন করা হয় নাই সেই বিষয় ) মতম্  
( বোধগম্য ), অবিজ্ঞাতম্ ( অবিজ্ঞাত বিষয় ) বিজ্ঞাতম্ (বিজ্ঞাত)  
ইতি । কথম্ নু ( কি প্রকার ) ভগবঃ ( প্রাচীন প্রয়োগ  
ভগবন্! ) সঃ আদেশঃ ভবতি ।

২,৩। শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে শ্রুতগৃহে গমন করিয়া চতুর্বিংশ  
বয়স পর্য্যন্ত (সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিল, বেদ অধ্যয়ন করিয়া

যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাচ্চাচারস্তমঃ  
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকাকৈতব্যং সত্যম্ ।

( ৪ ) যথা ( যেমন ) সোম্য ! একেন মৃৎপিণ্ডেন ( একটা  
মৃৎপিণ্ড দ্বারা ) সৰ্ব্বম্ মৃন্ময়ম্ ( সমুদয় মৃন্ময় বস্তু ) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ  
( বিজ্ঞাত হয় ); বাচা + আচারস্তমঃ ( বাক্য সমূহের অবলম্বন ),  
বিকারঃ ( মৃন্ময় বস্তুরূপ বিকার ) নামধেয়ম্ ( নামমাত্র ); 'মৃত্তিকা'  
ইতি এব সত্যম্ ।

সে মহামনা ( গভীরচিত্ত ), পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হইয়া  
গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পিতা তাহাকে বলিলেন—শ্বেতকৈতব্য !  
তুমি ত মহামনা পাণ্ডিত্যভিমানী অবিনীত হইয়া কিরিয়া আসিয়াছ।  
কিন্তু তুমি কি সেই আগ্নেশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহা  
দ্বারা অশ্রুতবিষয় কৃত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় এবং  
অজ্ঞাতবিষয় বিজ্ঞাত হয় ?

শ্বেতকৈতু জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ ! সেই উপদেশ কি  
প্রকার ?

৪। পিতা বলিলেন "হে সোম্য ! যেমন একটা মৃৎপিণ্ড জানিলেই  
সমুদয় মৃন্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার বাক্যের অবলম্বন মাত্র, কেবল  
একটা নাম; কিন্তু মৃত্তিকাই সত্য ( অর্থাৎ মৃন্ময় বস্তু মৃত্তিকারই  
বিকার, কিন্তু এই বিকার আর কিছুই নহে, ইহা কেবল শব্দমাত্র ) ।  
[ ভাষায় বলিতে হয়, এইটা ঘট, এইটা পত্রা, কিন্তু ভাষা দ্বারা  
পার্থক্য না করিলে সমুদয়ই মৃত্তিকা হইয়া যায়; সুতরাং মৃত্তিকাই  
সত্য । ]



৫। যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং  
শ্রাঘাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ।

৬। যথা সৌম্যৈকেন নখনিকৃষ্টনেন সর্বং কৃষ্ণায়সং  
বিজ্ঞাতং শ্রাঘাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব  
সত্যমেবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি ।

৫। যথা সোম্য! একেন লোহমণিনা (একটি লোহমণি দ্বারা)  
সর্বম্ লোহময়ম্ (সমুদয় লোহময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্তাৎ; বাচা+  
আরস্তণম্ বিকারঃ (লোহময় বস্তুরূপ বিকার) নামধেয়ম্; 'লোহম্'  
ইতি সত্যম্ (৪মঃ ভ্রঃ) ।

৬। যথা সোম্য! একেন নখনিকৃষ্টনেন (একটি নকশ দ্বারা  
অর্থাৎ একখণ্ড লৌহদ্বারা; নিকৃষ্টন—বাহা দ্বারা ছেদন করা  
যায়; নখনিকৃষ্টন—বাহা দ্বারা নখ ছেদন করা যায়) সর্বম্  
কৃষ্ণায়সম্ (লৌহময় বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্তাৎ, বাচাঃস্তণম্ বিকারঃ  
নামধেয়ম্, 'কৃষ্ণায়সম্' ইতি এব সত্যম্ । এবম্ সোম্য! সঃ (সেই)  
আদেশঃ (উপদেশ) ভবতি (হয়) ইতি (৪মঃ ভ্রঃ) ।

৫। হে সোম্য! যেমন একটি স্তূর্ণপিণ্ড জানিলেই সমুদয় স্তূর্ণময়  
বস্তু জানা যায়; বিকার শব্দমূলক, নামমাত্র, কিন্তু স্তূর্ণই সত্য বস্তু  
(অর্থাৎ স্তূর্ণ-ময় বস্তু স্তূর্ণই বিকার, এই বিকার কেবল শব্দমূলক,  
কেবল একটি নামমাত্র; ভাষায় বলিতে হয় এইটি কুণ্ডল, এইটি  
বলয়; কিন্তু তথা দ্বারা পার্থক্য না করিলে সমুদয় স্তূর্ণময়  
বস্তু এক স্তূর্ণই হইয়া যায়; স্তূর্ণরূপ স্তূর্ণই সত্য পদার্থ) ।

৬। হে সোম্য! যেমন একটি নখনিকৃষ্টন (অর্থাৎ নকশ) জানিলে

৭। ন বৈ নুনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিসূর্যক্যোতদবেদিস্যন্ কথং  
মে নাবক্ষ্যসিতি ভগবাংস্তেবমেতদব্রবীদ্বিতি তথা সোম্যেতি  
হোবাচ ।

৭। ন (না) বৈ নুনম্ ভগবন্তঃ (পূজনীয়, ১।৩) তে (তাঁহারা  
উপাধ্যায়গণ) এতৎ (ইহা ২।১) অবৈদিসুঃ (বিদ লুঙ্; জানিতেন) ।  
যৎ (যদি) হি এতৎ অবৈদিস্যন্ (বিদ লুঙ্; জানিতেন), কথম্  
(কেন) মে (আমাকে) ন (না) অবক্ষ্যন্ (বলিবেন বচ লুঙ্)  
ইতি । ভগবান্ (১।১) তু এব মে তৎ (২।১) ব্রবীতু (বলুন)  
ইতি ।

‘তথা ( তাহাই ) সোম্য !’ ইতি হ উবাচ ।

সমুদায় লৌহময় বস্ত্র জানা যায়, বিকার শব্দাত্মক, নামমাত্র,  
লৌহই সত্য; তেমনি হে সোম্য! সেই উপদেশ ( অর্থাৎ সেই  
উপদেশ শ্রবণ করিলে অশ্রুত বস্ত্র শ্রুত হয়, অ-মত বিষয় মনন  
করা যায় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয় ) ।

৭। পুত্র বলিলেন—“ভগবান উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন  
না। যদি জানিতেনই তবে বলিলেন না কেন? সুতরাং ভগবানই  
( অর্থাৎ আপনিই ) আমাকে তাহা বলুন ।

### যস্তুব্য

৬।১।৪। বাচাহ্রস্তুণম্ = বাচা + অহ্রস্তুণম্। আনন্দগিরি বলেন ‘বাচা’ বটীস্থলে তৃতীয়া। বাচা = বাক্যদ্বারা; কিন্তু এস্থলে অর্থ “বাক্যের”।

৬।১।৫। লোহমণি = সুবর্ণপিণ্ড (শব্দর)। ‘লোহ’ শব্দ হইতেই ‘লোহিত’ শব্দ। এইরকম কেহ কেহ বলেন ‘লোহ’ নামক ধাতু লোহিত বর্ণই হইবে, সুতরাং লোহ = তাম্র এবং লোহমণি = তাম্রমণি অগ্গকার। ডব্লসন্ ইহার অমুবাদে ‘copper button or ornament’ ব্যবহার করিয়াছেন। ( ৬ষ্ঠ যস্তুব্য অষ্টব্য )।

৬।১।৬। নি + কৃৎ + অনট্ = নিকৃন্তন; ব্যাকরণের নিয়মামুসারে ‘নিকৃন্তন’ না হইয়া ‘নিকর্ন্তন’ হওয়া উচিত। কিন্তু প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যেও এই প্রকার ব্যবহার রহিয়াছে ( ভাগবত ৩৩।২৭, ৬।২।৪৬ )

‘কাক্ষায়স্’ শব্দ ‘কৃষ্ণায়স্’ শব্দ হইতে উৎপন্ন। কৃষ্ণায়স্ = কৃষ্ণ + অয়স্ = কৃষ্ণবর্ণ = অয়স্ = লোহ। ‘অয়স্’ একটা ধাতু, কিন্তু ইহা কোন্ ধাতু তাহা বলা কঠিন। বাজসনেয়ি সংহিতাতে ( ১৮।১৩ ) এই ছয়টা ধাতুর নাম করা হইয়াছে—( ১ ) হিরণ্য ( ২ ) অয়স্, ( ৩ ) শ্রাম, ( ৪ ) লোহ, ( ৫ ) সীস, ( ৬ ) তাম্র। ‘হিরণ্য’ অর্থ সুবর্ণ; আমরা বর্তমান সময়ে বাহাকে লোহ বলি, তাহারই প্রাচীন নাম ‘শ্রাম’। অধর্মবেদে এই অর্থেই ‘শ্রাম’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ( ৯।৫।৪ ; ১১।৩।৭ )। পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ

অনেকে মনে করেন লৌহ—তাম্র ( ৩১৫ মন্তব্য জট্টবা ) এবং ‘অয়স্’ bronze নামক রক্তাক্ত মিশ্র-ধাতু। সাধারণতঃ লৌহকে মনে করে অয়স্—লৌহ। ঋগ্বেদে ( ১০৮৭২ ) অগ্নিকে ‘অয়ো জ্যেষ্ঠ’ বলা হইয়াছে। অন্য একস্থলে ( ১০৮৫ ) অয়ো দধৌন শব্দের ব্যবহার আছে; Macdonell এর মতে এ শব্দ অগ্নিরই বিশেষণ। অগ্নির জিহ্বাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সমুদয় কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নির জিহ্বা বা নিখা অবশ্যই লৌহের মত নহে। একটী মন্ত্রে ( ৩৭১১৪ ) সূর্য্যকে হিরণ্যপানি ও অয়ো-হুহু বলা হইয়াছে। ‘অয়স্’ এখানে অবশ্যই লৌহ নহে। ইহা এমন এক ধাতু বাহার বর্ণ সূর্য্যের মত। সাধারণ মতে অয়োহুহুঃ = হিরণ্যহুহুঃ। একস্থলে ‘বান’কে অয়োমুখম্ বলা হইয়াছে ( ৩৭৫১১৫ ) ; অপর এক স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে ( ১০১২৩ ৬ ) ‘অয়ো অগ্নয়া’। এই দুই স্থলে ‘অয়স্’ অর্থ বে ‘লৌহ’ই করিতে চাইবে তাহা নহে, ইহার অর্থ তাম্র বা bronzeও হইতে পারে।

শতপথ ব্রাহ্মণে ‘অয়স্’ ও লোহায়স্ এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে ( ৫৪৪১২ )। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের মতে লোহায়স্ এবং কার্ষায়াস্ বিভিন্ন ধাতু ( ৩১৭১৩ )। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও কৃষ্ণায়স্ ও লোহায়স্কে দুই ধাতু বলা হইয়াছে ( ৩৬২ ৬৫ )। এই সমুদয় অংশ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এক সময়ে ‘অয়স্’ শব্দ “লৌহ” অর্থে ব্যবহৃত হইত না। ❀

## ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ড

সংস্বরূপ হইতে তেজ, অপ্ ও অমের সৃষ্টি

১। সদের সোম্যেদমগ্র্য অসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদ্বৈক  
আহঃসদেবেদমগ্র্য আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ।

১। সং এব সংস্বরূপই; সং ‘অস্’ ধাতু হইতে; ‘অস্’  
ধাতুর অর্থ থাক।; যাহা আছে তাহাই “সং”) সোম্য। ইদম্  
(এই জগৎ) অগ্রে আদীৎ (ছিল) একম্ এব অদ্বিতীয়ম্। তৎ  
(ইহাকে, এবিষয়ে) হ একে (কেহ কেহ) আহঃ (বলেন) অসৎ  
এব (অসৎই; যাহা নাই তাহার নাম ‘অসৎ’) ইদম্ অগ্রে  
আদীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ (সেই অসৎ হইতে)  
সং (সত্তা) জায়ত (বৈদিক প্রয়োগঃ = অজায়ত = উৎপন্ন  
হইয়াছে)।

১। “হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংরূপে বর্তমান  
ছিল। এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয়  
অসংরূপে বর্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সং উৎপন্ন  
হইয়াছে।”

২। কুতস্তু খলু সোমৈর্যং স্যানিতি হোবাচ কথমসতঃ  
সজ্জায়েতেতি সত্ত্বৈব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

৩। তদৈকত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্ত্বৈকোহসৃজত তত্ত্বৈক  
ঐকত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোহসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক চ  
শোচতি শ্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।

২। ‘কুতঃ তু খলু (কি প্রকারে)? সোম্য! এবম্ (এই  
প্রকার) স্যাং (হইতে পারে)? ইতি। হ উবাচ (বলিলেন)।  
কথম্ (কি প্রকারে) অসতঃ সৎ জায়েতে (উৎপন্ন হইতে পারে)  
ইতি। সৎ তু এব সোম্য! ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এক  
অদ্বিতীয়ম্ (১মঃ)। ২

৩। তৎ (সেই সৎ) ঐকত (ঐক্, সূক্ত; সঙ্কল্প করিয়া  
ছিল)—“বহুস্তাম্ (বহু হই) প্রজায়েয় (প্র+জন্, বিধি ১১১  
উৎপন্ন হই)” ইতি। তৎ (সেই সৎ) তেজঃ (২১১) অসৃজত  
(সৃষ্টি করিল)। তৎ (সেই) তেজঃ ঐকত ‘বহু স্তাম্ প্রজায়েয়  
ইতি তৎ অং (২১৩, কলকে) অসৃজত। তস্মাদ্ (এই কল্প)  
যত্র ক চ (যে কোন স্থানে) শোচতি (শোক করে) শ্বেদতে  
বা (ঘর্ষাক্ত হয়) পুরুষঃ, তেজসঃ এব (তেজ হইতেই) তৎ (সেই  
স্থলে) অধি (+জায়ন্তে) আপঃ (১১৩, কল) জায়ন্তে (অধি+  
উৎপন্ন হয়)। পাঠান্তর—‘ক চ’ স্থলে ‘ক চন’।

২। তিনি (ইহার পর আরও) বলিলেন “কিছু হে সোম্য! কেমন  
করিয়া ইহা হইতে পারে? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ  
উৎপন্ন হইতে পারে; এই অসৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সঙ্কপেই  
বর্তমান ছিল।

৩। সেই সৎ স্বরূপ আলোচনা করিলেন (বা সঙ্কল্প করিলেন) আমি

৪। তা আপ ঐকন্ত বহ্বাঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি  
তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্ যত্র ক চ বর্ষতি তদেব ভূমিষ্ঠমন্নং ভবত্যাচ্য  
এব তদধ্যান্নাচ্চ জায়তে ।

৪। তাঃ আপঃ (সেই জন) ঐকন্ত (ঐক লুঙ, সঙ্গ  
করিল) — “বহ্বাঃ (বহ) স্যাম (হই) প্রজায়েমহি (প্র+জন;  
উৎপন্ন হই)” ইতি। তাঃ (সেই জন) অন্নম্ (২।১)  
অসৃজন্ত (সৃষ্টি করিল)। তস্মাদ্ যত্র ক চ বর্ষতি (বৃষ্টি পাত  
হয়), তৎ এব (তখনই) ভূমিষ্ঠম্ (বহ+ইষ্ট, পাঃ ৩।৪ ১.৮; =  
বহ পরিমাণে) অন্নম্ ভবতি (হয়)। অত্যাঃ এব (জন হইতেই)  
তৎ (তখন) অধি (+জায়তে) অন্নান্যম্ (অন্নাদি) জায়তে (অধি+;  
উৎপন্ন হয়)।

বহ হই; আমি জন্মগ্রহণ করি। অনন্তর তিনি তেজঃ  
কহিলেন। সেই তেজঃ সঙ্গ করিল “আমি বহ হই, আমি জন্ম-  
গ্রহণ করি।” অনন্তর সেই তেজঃ জন সৃষ্টি করিল। সেইজন্য  
পূর্ববৎ যখন যে স্থলে শোকার্জ বা ঘর্ষাজ হই, সেই স্থলেই তেজঃ  
হইতে জন উৎপন্ন হয়।

৪। সেইজন্য সঙ্গ করিল ‘বহ হই, উৎপন্ন হই’। সেই জন অন্ন  
সৃষ্টি করিল। এই হেতু যেখানে যখন বৃষ্টিপাত হয়, সেই স্থলে  
বহ অন্ন উৎপন্ন হয়।



### যন্তব্য

৩২।৩। ঐকত—ঐক্ ধাতু হইতে। দর্শন করা, চিন্তা করা, সঙ্কল্প করা ইত্যাদি বহু অর্থে এই ধাতু ব্যবহৃত হয়।

(২) যত্র কচ—শব্দের মতে ইহার অর্থ দেশ এবং কাল উভয়ই হইতে পারে। "দেশে কালে বা"।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

### আদিদেবত্রয়ের মিশ্রণে জগদুৎপত্তি

১। তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অক্ষং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।

১। তেষাম্ খলু এষাম্ ভূতানাম্ (সেই এই ভূত সমূহের) ত্রীণি এব (তিন প্রকারই) বীজানি (কারণ) ভবন্তি (হয়)— অক্ষজম্ . (—অক্ষজম্—অক্ষ হইতে উৎপন্ন; অক্ষ, বৈদিক-প্রয়োগ—অণু), জীবজম্ (জীব হইতে উৎপন্ন) উদ্ভিজ্জম্ (উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন) ইতি।

১। সেই ভূত সমূহের উৎপত্তির তিনটি কারণ—(ইহারা) অক্ষজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।

২। সেরং দেবতৈকত হস্তাহমিমান্টিশ্রো দেবতা অনেন জীবেনাঅনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

৩। তানং ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তমেককাং করবাণীতি সেরং দেবতেমান্টিশ্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাঅনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

২। সা ইয়ং দেবতা ( সেই এই দেবতা ) ঐকত ( আলোচনা বা সঙ্কল্প করিলেন, ৩।২।৩ যন্তব্য ) - 'হস্ত ( আচ্ছা বেশ ) অহম্ ( আমি ) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ( ২।৩ এই তিন দেবতাতে অর্থাৎ তেজ, জল ও অগ্নি এই তিন দেবতাতে ) অনেন জীবেন আত্মনা ( এই জীবাত্মা দ্বারা ; এই জীবাত্মরূপে ) অনুপ্রবিশ্য ( অনুপ্রবেশ করিয়া ) নামরূপে ( নাম ও রূপকে ) ব্যাকরবাণি ( বি + আ + কৃ, গোটে, ব্যাক্ত করি, ব্যক্ত করি ) ইতি।

৩। তাসাম্ ( সেই তিন দেবতার ত্রিবৃত্তম্ ত্রিবৃত্তম্ ( ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত ) ঐককাম্ ( এক + একম্ = প্রত্যেককে ) করবাণি ( করি ) ইতি। সা ইয়ং দেবতা ( সেই এই দেবতা ) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ( ২।৩ ; এই তিন দেবতাতে ) অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ( বি + আ + অকরোৎ = ব্যক্ত করিলেন ) ( ২য় যঃপ্রঃ )।

২। সেই সংস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—“আচ্ছা, আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতাতে ( অর্থাৎ তেজ, জল ও অগ্নিনামক দেবতাতে ) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি।

৩। “আমি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত করি।”

৪। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যোমাস্তিস্রো দেবতাত্রিবৃত্ত্রিবৃত্তে কৈকা ভবতি তন্মে বিজানৌ-  
হীতি ।

৪। তাসাম্ ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ। যথা  
(১) (যে প্রকারে) তু খলু সোম্য! ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত  
এক+একা ভবতি, তৎ ( তাহা ) মে ( ৫মী, আমার নিকটে ) বিজা-  
নৌহি ( অবগত হও ) ইতি । ( ৩য় মঃ স্রঃ ) ।

অনন্তর তিনি জীবাশ্বরূপে এই সমুদয় দেবতার অভ্যন্তরে অল্পপ্রবিষ্ট  
হইয়া নাম ও রূপ শাক্ত করিলেন।

৪। সেই সংস্করণা<sup>১</sup> দেবতা তাহাদিগের প্রত্যেককে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত  
করিয়াছিলেন। হে সোম্য! এই তিন দেবতা প্রত্যেককে কি প্রকারে  
ত্রিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে অবগত হও ।

### মন্তব্য

৬।৩।১। ‘উত্তিষ্ঠম্’ শব্দের অনেক অর্থ করা হইয়াছে (১)।  
উত্তিষ্ঠ অর্থ্যৎ বৃক্ষাদি হইতে জাত (২) ‘উত্তিষ্ঠ’ অর্থ বীজ বা অঙ্কুর ;  
বীজ বা অঙ্কুর হইতে জাত জাত তাহাই উত্তিষ্ঠ ।

৬।৩.৩ ত্রিবৃত্তকরণের<sup>২</sup> অর্থ এই—

তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই তিনটা ভূত। তেজঃ যে কেবল।

বিশুদ্ধ তেজঃ, তাহা নহে, ইহাতে জল ও পৃথিবী এতদ্ব্যক্তির অংশও আছে। তবে তেজে তেজের অংশই বেশী। এইরূপ জলে, তেজঃ ও পৃথিবীর অংশও আছে। অমোদের দেশের দার্শনিকগণ বলেন—

তেজঃ =  $\frac{1}{2}$  ভাগ তেজঃ +  $\frac{1}{4}$  ভাগ জল +  $\frac{1}{4}$  ভাগ পৃথিবী।

জল =  $\frac{1}{2}$  ভাগ জল +  $\frac{1}{4}$  ভাগ তেজঃ +  $\frac{1}{4}$  ভাগ পৃথিবী।

পৃথিবী =  $\frac{1}{2}$  ভাগ পৃথিবী +  $\frac{1}{4}$  ভাগ তেজঃ +  $\frac{1}{4}$  ভাগ জল।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

অগ্নি সূর্য্যাদি সমুদায় বস্তুতে আদি দেবত্বের অবস্থিতি

১। যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তরূপং যচ্ছূক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদবস্ত্রাপাগাদগ্নেরগ্নিৎ বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম্।

১। যৎ (যে) অগ্নেঃ (অগ্নির) রোহিতম্ (লোহিত) রূপম্ তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ)। যৎ শুক্লম্, তৎ অপাম্ (ভাত, জলের)। যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অবস্ত্র (অবস্ত্রের)। অপ + অগাৎ (চলিয়া গেল; অগাৎ—‘ই’ লুপ্ত) অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) অগ্নিম্। বাচা-রন্তণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ (৩।১।৪ টীকা)। ত্রীণি রূপানি (তিনটি রূপ) ইতি এব সত্যম্।

১। অগ্নির যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ, আর যে

২। যদাদিত্যস্ত রোহিতং রূপং তেজসস্তরূপং যচ্ছূরুং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্থাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম্।

২। যৎ আদিত্যস্ত (আদিত্যের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ রূপম্; যৎ শুক্রম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্, তৎ অন্নম্। অপা-গাৎ আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) আদিত্যম্। বাচারম্ভণম্ বি-কারঃ নামধেয়ম্ (৬।১।৪)। ত্রীণি রূপানি ইতি এব সত্যম্ (১মঃ ভ্রঃ)।

শুক্ররূপ তাহা জলের রূপ এবং ইহার যে কৃষ্ণরূপ তাহা অগ্নির রূপ। সুতরাং অগ্নি হইতে অগ্নিই চলিয়া গেল। বাহা বিকার, তাহা শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটি রূপ, ইহাই কেবল সত্য।

২। আদিত্যেৎ যে রোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ, আর যে শুক্ররূপ; তাহা জলের রূপ (এবং ইহার) যে কৃষ্ণরূপ তাহা অগ্নির রূপ। সুতরাং আদিত্য হইতে আদিত্যই চলিয়া গেল। বিকার কেবল শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটি রূপ, ইহাই সত্য।

৩। যচ্চন্দ্রমসৌ রোহিতঃ রূপং তেজসস্তরুপং যচ্ছুক্ৰং তদপাং  
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্তাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রঃ বাচরন্তণং বিকারো  
নামধেয়ং ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম্।

৪। বদ্বিহ্যতো রোহিতঃ রূপং তেজসস্তরুপং যচ্ছুক্ৰং  
তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্তাপাগাদ্বিহ্যতোবিহ্যৎ বাচরন্তণং  
বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম্।

৩। যৎ চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ  
রূপম্; যৎ শুক্রম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নম্। অপাগাৎ  
চন্দ্রাৎ (চন্দ্র হইতে) চন্দ্রম্। বাচরন্তণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি  
রূপানি ইতি এব সত্যম্ (১ম মঃ)।

৪। যৎ বিহ্যতঃ (বিহ্যতের) রোহিতম্ রূপম্, তেজসঃ তৎ  
রূপম্; যৎ শুক্রম্, তৎ অপাম্; যৎ কৃষ্ণম্ তৎ অন্নম্। অপাগাৎ  
বিহ্যতঃ, (বিহ্যত হইতে) বিহ্যতম্ (বিহ্যত — বিহ্যতের ভাব)। বাচ-  
রন্তণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপানি ইতি এব সত্যম্। ১ম ব্রঃ।

৩। চন্দ্রের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ, আর যে  
শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ এবং ইহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের  
রূপ। সুতরাং চন্দ্র হইতে চন্দ্রই অপগত হইল। বিকার কেবল  
শব্দাত্মক, নামমাত্র; এই যে তিনটি রূপ ইহাই সত্য।

৪। বিহ্যতের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের রূপ, আর

৫। এতচ্চ স্ম বৈ তদ্বিদ্ভাংস আহঃ পূর্বে মহাশালা মহা-  
শ্রোত্রিয়া ন নোহদ্য কশ্চনাশ্রতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি  
হেভ্যো বিদাঞ্চকুঃ ।

৫। এতৎ হ (এই) স্ম বৈ তৎ + বিদ্ভাংসঃ (তাহার জ্ঞাতা  
লোক) আহঃ (বলিয়াছিলেন) পূর্বে (পূর্বকালের) মহাশালাঃ  
মহাশ্রোত্রিয়াঃ (৫।১১।১ টীঃ) 'ন (না) নঃ (আমাদিগের বা আমা-  
দিগকে,) অন্য কঃ + চন (কোন ব্যক্তি) অশ্রতম্ অমতম্, অবিজ্ঞা-  
তম্ (৬।১।২, ৩) উদাহরিষ্যতি (উৎ + আ + হ্র বলিবেন)' ইতি ।  
হি এভ্যঃ (এই সমূহের অর্থাৎ লোহিতাদি রূপ হইতে) বিদাঞ্চকুঃ  
(অবগত হইয়াছিলেন) ।

২

যে শুক্লরূপ তাহা জলের রূপ, (এবং ইহার) যে কৃষ্ণরূপ তাহা  
অগ্নির । সুতরাং বিদ্যৎ হইতে বিদ্যাত্ত চলিয়া গেল । বিকার  
বাক্যমূলক, কেবল একটি নাম : এই যে তিনটি রূপ, ইহাই  
কেবল সত্য ।

৫। ইহা অবগত হইয়াই পূর্বতন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ  
বলিয়াছিলেন—“অদ্য হইতে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে এমন কোন  
বিষয় বলিতে পারিবেনা, যাহা আমরা শ্রবণ করি নাই, মনন করি  
নাই, বা জ্ঞাত হই নাই ।” (তাহারা এইরূপ বলিতে সমর্থ  
হইয়াছিলেন । তাহার কারণ এইঃ—এই সমূহ হইতেই (অর্থাৎ



৬। যচ্চ রোহিতমিবাভূদিত্তি তেজসন্তরূপমিত্তি তদ্বিদাৎ-  
ক্রূর্যচ্চ শুক্রমিবাভূদিত্ত্যপাৎ রূপমিত্তি তদ্বিদাৎক্রূর্যচ্চ কৃষ্ণমিবা-  
ভূদিত্ত্যমস্তু রূপমিত্তি তদ্বিদাৎক্রূঃ।

৬। যৎ (যাহা) উ রোহিতম্ ইব (লোহিতের স্থায়) অভূৎ  
(ছিল) ইতি, তেজসঃ (তেজের) তৎ রূপম্ (সেইরূপ) ইতি,  
তৎ বিদাৎক্রূঃ (জানিয়াছিলেন); যৎ উ শুক্রম্ ইব (শুক্রের  
স্থায়) অভূৎ ইতি, অপাম্ রূপম্ (জলের রূপ) ইতি, তৎ  
বিদাৎক্রূঃ; যৎ উ কৃষ্ণম্ ইব (কৃষ্ণের স্থায়) অভূৎ ইতি,  
অমস্তু (অরের) রূপম্ ইতি তৎ বিদাৎক্রূঃ।

লোহিতাদির জ্ঞান হইতেই) তাহার। (সমুদয়) অবগত হইয়া  
ছিলেন (অর্থাৎ লোহিতাদিই সত্য আর সমুদয় লোহিতাদির বিকার;  
সুতরাং লোহিতাদি জানিলেই আর সমুদয় জানা যায়)

৬। যাহা লোহিতের স্থায় মনে হইত (অর্থাৎ লোকে যাহাকে  
লোহিত বলিয়া মনে করিত) তাহা তাহার। তেজের রূপ বলিয়া  
বুঝিয়াছিলেন, যাহা শুক্রের স্থায় মনে হইত, তাহা তাহার। জলের  
রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, যাহা কৃষ্ণের স্থায় বলিয়া মনে হইত,  
তাহাকে অরের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

৭। যদবিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস  
ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা তু খলু সোম্যোমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং  
প্রাপ্য ত্রিব্রহ্মিদৈকৈকা ভবতি তন্মে বিজ্ঞানীহীতি ।

৭। যৎ উ (যাহা) অবিজ্ঞাতম্ ইব (অবিজ্ঞাতের ন্যায়)  
অভূৎ (ছিল), ইতি এতাসাম্ এব দেবতানাম্ (এই দেবতা-  
দিগেরই) সমাসঃ (সম্ + অস্ + ঘঞ্ সংযোগ, সমষ্টি) ইতি, তৎ  
বিদাঞ্চক্রুঃ। যথা খলু তু সোম্য! ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষম্  
প্রাপ্য (পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি (হয়),  
তৎ মে বিজ্ঞানীহি (ভাৱ্যঃ) ।

৭। “যাহা অবিজ্ঞাত বলিয়া মনে হইত, তাহা এই দেবতাদিগেরই  
(অর্থাৎ তেজ, অপ্ ও অগ্নেরই) সংযোগ” — তাহার। এইরূপ  
বুঝিয়াছিলেন। হে সোম্য! এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত  
হইয়া প্রত্যেকে ধেরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার  
নিকট অবগত হও ।

## বর্থাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

আদি দেবত্রেয় হইতে শরীর, মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি

১। অন্নমশিতং ত্রেখা বিধীয়তে তস্ম যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ-  
পুৰীষঃ ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহনিষ্ঠস্তম্মনঃ ।

১। অন্নম্ অশিতম্ (অশ্; ভুক্ত হইলে) ত্রেখা (তিন  
প্রকারে) বিধীয়তে (বিভক্ত হয়); তস্ম (তাহাব) যঃ (যাহা)  
স্থবিষ্ঠঃ (স্থূল+ইষ্ট; স্থূলতম) ধাতুঃ (অংশ), তৎ (তাহা)  
পুৰীষম্ ভবতি; যঃ মধ্যমঃ, তৎ মাংসম্; • যঃ অনিষ্ঠঃ (অণু+  
ইষ্টঃ; সূক্ষ্মতম) তৎ মনঃ ।

১। অন্ন ভুক্ত হইয়া ত্রেখা বিভক্ত হয়; সেই অন্নের বাহা  
স্থূলতম অংশ, তাহা পুৰীষ হয়; বাহা মধ্যম ভাগ তাহা মাংস,  
এবং বাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মন হয় ।

২। আপঃ পীতাদ্বেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ শ্ববিষ্ঠো  
ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোহগিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ।

৩। তোজাহশিতং ত্রেধা বিধীয়তে স্তস্ত যঃ শ্ববিষ্ঠো ধাতু-  
স্তদহি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোহগিষ্ঠঃ সা বাক্ ।

২। আপঃ ( ১১৩, জল ) পীতাঃ ( পীত হইয়া ) ত্রেধা  
বিধীয়ন্তে ( বিভক্ত হয় ) ; তাসাম্ ( ৬৩, সেই জলের ) যঃ শ্ববিষ্ঠঃ  
ধাতুঃ, তৎ মূত্রম্ ভবতি ; যঃ মধ্যমঃ, তৎ লোহিতম্ ( রক্ত ) ;  
যঃ অগিষ্ঠঃ, সঃ প্রাণঃ ( ১৮২ ) ।

৩। তেজঃ ( যুতাদি তেজস্কর পদার্থ ) অনিতম্ ( ভুক্ত হইয়া )  
ত্রেধা বিধীয়তে । তস্ত যঃ শ্ববিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ অহি ভবতি ; যঃ  
মধ্যমঃ, সঃ মজ্জা ; যঃ অগিষ্ঠঃ, সা বাক্ ( ১৮২ ) ।

২। জল পীত হইয়া ত্রেধা বিভক্ত হয় । সেই জলের যাহা  
সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মূত্র হয় ; যাহা মধ্যম অংশ তাহা রক্ত এবং যাহা  
সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণ হয় ।

৩। তেজ ( অর্থাৎ যুতাদি তেজস্কর পদার্থ ) ভুক্ত হইয়া  
ত্রিধা বিভক্ত হয় ; তাহার যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা অহি হয় ;  
যাহা মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা  
বাক্ হয় ।

৪। অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাপন্তেজোময়ী  
বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি  
হোবাচ ।

৪। অন্নময়ম্ হি সোম্য ! মনঃ ; আপোময়ঃ (প্রাচীন প্রয়োগ  
অন্নময়ঃ = জলময়) প্রাপঃ তেজোময়ী বাক্ ইতি । ভূয়ঃ এব মা  
(আমাকে) ভগবান্ (১।১) বিজ্ঞাপয়তু (বিজ্ঞাপন করুন) ইতি ।  
'তথা (সেই প্রকার হউক) সোম্য !' ইতি হ উবাচ (১ত্রঃ)

৪। হে সোম্য ! মন অন্নময়, প্রাপ জলময় এবং বাক্  
তেজোময়ী । যেতকেতু বলিলেন—'ভগবান্ পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া  
দিন ।' পিতা বলিলেন—'হে সোম্য ! তাহাই (হউক) ।

—————

## ষষ্ঠাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

আদি দেবত্রয় হইতে মন, প্রাণ ও বাকের উৎপত্তি  
( পুনরুক্তি )

১। দধঃ সোম্য মধ্যমানস্ত যোহনিমা স উধ্বঃ সমুদীষতি  
তৎ সর্পিভবতি ।

২। এবমেব খলু সোম্যামস্তাম্যানস্ত যোহনিমা স উধ্বঃ  
সমুদীষতি তন্মনো ভবতি ।

১। দধঃ ( দধির ) সোম্য ! মধ্যমানস্ত ( যাহা মন্বন করা  
হইয়াছে তাহার ) যঃ ( যাহা ) অনিমা ( অণু+ইমন্ ; সূক্ষ্মতম  
অংশ ) সঃ উধ্বঃ ( উদ্ধৃদিক্ ) সমুদীষতি ( সম্+উৎ+ঈষ্ ;  
উখিত হয় ) ; তৎ ( তাহা ) সর্পিঃ ( নবনীত ) ভবতি ( হয় ) ।

২। এবম্ এব ( এই রূপই ) খলু সোম্য ! অস্ত্য অস্ত্যমানস্ত  
( তুচ্ছ অস্ত্যের ) যঃ অনিমা, সঃ উধ্বঃ সমুদীষতি ; তৎ মনঃ  
ভবতি ( ১ ব্রঃ ) ।

১। দধি মন্বন করা হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ উদ্ধে  
উখিত হয়, তাহা নবনীত হয় ।

২। হে সোম্য ! এই রূপ তুচ্ছ অস্ত্যের যাহা সূক্ষ্মতম অংশ,  
তাহা উদ্ধে উখিত হয় এবং তাহা মনো ( রূপে পরিণত ) হয় ।

৩। অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোহনিমা স উর্ক্‌ সমুদীষতি  
স প্রাণো ভবতি ।

৪। তেজসঃ সোম্যাশ্রয়ানস্ত যোহনিমা স উর্ক্‌ঃ সমুদীষতি  
স্‌ বাগ্‌ ভবতি ।

৩। অপাম্‌ ( ৬৩, জলের ) সোম্য! পীয়মানানাম্‌ ( বাহ্য  
পানকরা হয়, তাহার, ৬৩ ), যঃ অনিমা, সঃ উর্ক্‌ঃ সমুদীষতি,  
সঃ প্রাণঃ ভবতি । ( ১ মঃ )

৪। তেজসঃ ( তেজের ) সোম্য! অশ্রয়ানস্ত ( + তেজসঃ  
(ভুক্ত তেজের যঃ অনিমা, সঃ উর্ক্‌ঃ সমুদীষতি স্‌ ( তাহা )  
বাক্‌ ভবতি ( ১ অঃ ) ।

৩। হে সোম্য! যে জল পান করা হয়, তাহার সূক্ষ্মতম অংশ  
, উর্ক্‌গামী হয় এবং তাহা প্রাণ ( রূপে পরিণত ) হয় ।

৪। হে সোম্য! তেজস্কর বস্তু ভুক্ত হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম  
অংশ, তাহা উর্ক্‌ উদ্ভিত হয় এবং তাহা বাক্‌ ( রূপে পরিণত )  
হয় ।



৫। অন্নময়ংহি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণন্তেজোময়ী  
বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্‌বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি  
হোবাচ ।

৫। অন্নময়ং হি সোম্য ! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী  
বাক ইতি ।

ভূয়ঃ এব মা ভগবান্‌ বিজ্ঞাপয়তু ইতি । ‘তথা সোম্য !’ ইতি  
হ উবাচ ( অশ্বঃ )

পাঠান্তর—সর্বত্র ‘সোম্য’ স্থলে সোম্য ।

৫। হে সোম্য ! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক তেজোময়ী ।  
সেতকেতু বলিলেন—‘ভগবান্‌ পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন ।’  
পিতা বলিলেন ‘তাহাই হউক’ ।

### মন্তব্য

‘অনিম্য’ শব্দের প্রচলিত অর্থ অপর ভাব অর্থাৎ অগুণ ।  
প্রাচীনকালে ‘অপুতম্‌ অংশ’ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত ।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

শ্বেতকেতুর অনশন ও পুনর্ভোজন দ্বারা

উক্ত তত্ত্বের স্পষ্টীকরণ

১। বোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাসীঃ  
কামমপঃ পিবাণোময়ঃ প্রাণো নপিবতঃ বিচ্ছেৎস্যত ইতি ।

১। বোড়শকলঃ ( ১৬ কলা বাহার ) সোম্য! পুরুষঃ।  
পঞ্চদশ + অহানি ( ২৩, ১৭ দিন পাঃ ২৩৫ ; ) মা (না) অনীঃ  
( অশ্ লুট্ = অ + অনীঃ = আগীঃ, যা ঘোষে ‘অ’ লোপ ভোজন  
করিও )। কামম্ ( যথেষ্ট ) অপঃ ( ২১৩, অল ) পিব ( পানকর )।  
আপোময়ঃ ( প্রাচীন প্রয়োগ = অময় = অলময় ) প্রাণঃ। ন (না)  
পিবতঃ ( পানকারীর ) বিচ্ছেৎস্যতে বি + ছিদ্ লুট্ ; বিচ্ছেদ  
হয় না )।

পাঠান্তর — এইখানে সর্বত্র ‘সোম্য’ স্থলে ‘সোম্য’

১। হে সোম্য! পুরুষ বোড়শকলা যুক্ত। পঞ্চদশ দিন  
ভোজন করিও না কিন্তু যথেষ্ট অল পান করিও। প্রাণ অময়,  
অল পান করিলে প্রাণ বিরোগ হইবে না ( কিংবা অল পান না  
করিলে প্রাণ বিরোগ হইবে )।

২। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ত্রবীমি  
ভো ইত্যচঃ সোম্য যজুংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা  
প্রতিভাস্তি ভো ইতি ।

২। সঃ (সে) হ পঞ্চদশ+অহানি ন আশ (অশ; লিট্  
(ভোজন করিল)। অথ হ এনম্ (২।১, ইহার নিকট) উপসসাদ  
(উপ+সদ্ লিট্; গমন করিল)। ‘কিম্ (কি) ত্রবীমি (বলিব)  
ভোঃ!’ ইতি। যজু (যজুঃ সমূহকে) সোম্য যজুংষি (যজুঃ সমূহকে)  
সামানি (সাময়ঃ সমূহকে) ইতি। সঃ হ উবাচ (বলিল)  
—‘ন (না) বৈ মা (আমার নিকটে) প্রতিভাস্তি (প্রতিভাত  
হইতেছে) ভোঃ’ ইতি। পাঠান্তর—‘স হোবাচ’ পরিত্যক্ত  
হইয়াছে।

২। যেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না। অনন্তর  
পিতার নিকট গমন করিলেন। ‘তাঁহাকে বলিলেন)——‘পিতঃ!  
কি বলিব?’ পিতা বলিলেন ‘হে সোম্য! যজু, যজু, ও সাম  
যজু (বল)’ যেতকেতু বলিলেন—এ সমূহ আমার নিকট প্রতিভাত  
হইতেছে না।

৩। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোহত্যাহিতশ্চৈকোহঙ্গারঃ  
খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ শ্রাভেন ততোহপি ন বহু দহেদেবং  
সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা শ্রাভ্যৈতর্হি  
বেদান্নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাসাসীতি ।

৩। তম্ ( তাহাকে ) হ উবাচ ( বলিলেন ) যথা ( যেমন ),  
সোম্য! মহতঃ অভ্যাহিতশ্চ ( মহান প্রজ্বলিত অগ্নির ; অভ্যাহিত =  
অভি + ধা + ক্ত = ইচ্ছনাদি দ্বারা পরিবর্জিত ) একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ  
( খদ্যোতপরিমিত ; পরিমাণ অর্থে মাত্রাচ, পাঃ ৫।২।৩৭ ; খ =  
আকাশ । আকাশে জ্বাতি প্রদান করে এই অঙ্গ হোমনাকি পোকার  
নাম খদ্যোত ) পরিশিষ্টঃ ( অবশিষ্ট ) শ্রাৎ ( থাকে ) ; তেন ( তাহা  
দ্বারা ) ততঃ অপি ( তাহা অপেক্ষাও ) ন ( না ) বহু দহেৎ ( দহ  
কবে ), এবম্ ( এইপ্রকার ) সোম্য! তে ( তোমার ) ষোড়শানাম্  
কলানাম্ ( ১৬কলার ) একা কলা ( ১ কলা ) অতিশিষ্টা ( অবশিষ্ট )  
শ্রাৎ ( ছিল ) ; তরা ( তাহা দ্বারা ) এতর্হি ( ইদম্ + ঠিল্,  
পাঃ ৫।৩।১৬,৪ = এখন ) বেদান্ ( বেদসমূহ ) ন অনুভবসি ( বুঝিতে  
পারিতেছ ) । অশান ( অণ্ লোট ; ভোজন কর ) । অথ মে  
( আমার কথা ) বিজ্ঞাসসি ( বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিবে ) ইতি ।

৩। পিতা তাহাকে বলিলেন "হে সোম্য! যদি প্রভূত পরিমাণ  
প্রজ্বলিত অগ্নির খদ্যোতপরিমাণ একখণ্ড অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে,  
তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কোন  
বস্তু দহ করা যায় না ; হে সোম্য! তেমনি তোমার ষোড়শ  
কলার একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা বেদ সমূহ  
বুঝিতে পারিতেছ না । ( এখন ) ভোজন কর । অনন্তর আমার  
কথা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিবে ।

৪। স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তংহ যৎ কিংচ পশ্রচ্ছ সৰ্ব্বংহ  
প্রতিপেদে ।

৫। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোহভ্যাহিতসৈকমঙ্গারং  
যদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রাক্ষলয়েন্তেন  
‘ততোহপি বহু দহেৎ ।

৬। এবং সোম্য তে বোড়শানাং কলানামেকা কলাতি-  
শিষ্ঠাভূৎ সাহস্রেনোপসমাহিতা প্রাক্ষালী শুয়ে তর্হি বেদানমু-  
ভবস্যন্নময়ংহি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণন্তুজোময়ী বাগিতি  
তদ্বাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ।

৩

৪। সঃ হ আশ(অশ্ নিট; ভোজন করিল)। অথ হ  
এনম্ উপসসাদ (২ মঃ)। তম্ হ (তাহাকে) যৎ কিম্ চ (২।১,  
যাহা কিছু) পশ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন), সসম্ হ (সমুদয়েই)  
প্রতিপেদে (প্রতি + পদ্ নিট = বুঝিলেন)।

৫,৬। তম্ হ (তাহাকে) উবাচ—“যথা, সোম্য! মহতঃ  
অভ্যাহিতস্ত একম্ অঙ্গারম্ যদ্যোতমাত্রম্ পরিশিষ্টম্ (২।১,

৪। যেতকেতু ভোজন করিল এবং তৎপর পিতার নিকট  
সমন করিল। পিতা তাহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন—সে  
তৎসমুদয়েই প্রতিপত্তি দেখাটল।

৫,৬। পিতা বলিলেন—“যদি প্রকৃত পরিমাণ প্রাক্ষলিত অগ্নির  
যদ্যোতপরিমিত একখণ্ড অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে এবং সেই অঙ্গারকে যদি

৩ যন্তুণী) তন্ম ( সেই অঙ্গারকে ) তুণৈঃ ( তুণ দ্বারা ) উপসমাদায়  
( উপ + সম্ + আ + ধা ; উপচিহ্ন করিলে ) প্রজ্ঞানয়েৎ ( প্রজ্ঞানিত  
হয় ), তেন ততঃ অপি বহু দধেৎ এবম্, গোম্য! তে বোড়শানাম্  
কলানাম্ একা কলা অবিশিষ্টা অভূৎ ( ছিল ) ( ৩য়ঃ ), সা  
( সেই কলা ) অয়েন ( অন্ন দ্বারা ) উপসমাহিতা ( বর্ধিত হইয়া )  
প্রাজ্ঞানী ( বৈদিক প্রয়োগ ; = প্রাজ্ঞানি = প্র + জ্ঞান্ লুট্ কৰ্ণ  
বাচ্যে ), তস্মা এতর্হি বেদান্ অমুভবসি—( ৩য়ঃ )। অন্নমন্নম্  
হি গোম্য! যনঃ আপোমঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্ ইতি  
( ৬।৫।৪ ত্রঃ )।

তৎ ( এই বাক্যকে ) হ অন্ত ( পিতার নিকট ) বিজ্ঞেজৌ  
( বি + জ্ঞা লিট্ = বুঝিয়াছিল ) ইতি, বিজ্ঞেজৌ ইতি ( বৃদ্ধি )।

পাঠান্তর—‘প্রাজ্ঞানী’ হলে প্রাজ্ঞানীৎ।

তুণ দ্বারা প্রজ্ঞানিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা তদপেক্ষাও  
অধিক পরিমাণ বস্তু দহন করা যায়। তেমনি হে গোম্য! তোমার  
বোড়শ কলার এক কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল ; তাহা অন্নদ্বারা বর্ধিত  
হইয়া প্রজ্ঞানিত হইয়াছে। তাহা দ্বারাই তুমি বেদ বুঝিতে  
পারিতেছ। হে গোম্য! যন অন্নমন্ন, প্রাণ জলমন্ন, এবং বাক্  
তেজোময়ী।

৫, ৬। ( তখন বেটকেতু ) পিতার উপদেশ বুঝিয়া ছিল।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

শ্রুষ্টি ও পান ভোজনের দৃষ্টান্ত দ্বারা

তৎত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা

১। উদালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুঃ পুত্রমুবাচ স্বপ্নাস্তং  
মে সোম্য বিজানৌহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিত্তি নাম সত্য  
সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপি-  
তীত্যাচক্ষতে স্বং হপীতো ভবতি ।

১। উদালকঃ হ হারুণিঃ (অরণের পুত্র উদালক) শ্বেতকেতুঃ  
পুত্রম্ (২।১) উবাচ :—৩

‘স্বপ্নাস্তম্’ (শ্রুষ্টি-তত্ত্বকে ; স্বপ্ন = নিদ্রা ; স্বপ্নাস্ত = স্বপ্নের মধ্য  
অর্থাৎ শ্রুষ্টি) মে (আমার নিকট) সোম্য ! বিজানৌহি (অবগত  
হও) ইতি — ‘যত্র’ (যে সময়ে) এতৎ + পুরুষঃ (এই পুরুষ)  
স্বপিত্তি (শ্রুষ্টি হয়) নাম (বাক্যালঙ্কারে) সত্য (সৎ, ৩।১ ;  
সৎ স্বরূপ দ্বারা সোম্য ! তদা (সেই সময়ে) সম্পন্নঃ (সম্মিলিত)  
ভবতি (হয়), স্বম্ (স্ব, ২।১ ; আপনাকে ; আত্মস্বরূপকে)  
অপীতঃ (অপি + ই + ত = প্রাপ্ত) ভবতি । তস্মাৎ (সেইজন্য) এনম্  
(ইহাকে) ‘স্বপিত্তি’ ইতি আচক্ষতে (ইহা বলা হয়) ; স্বম্ হি  
অপীতঃ ভবতি ।

১। উদালক হারুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য !  
আমার নিকট শ্রুষ্টিতত্ত্ব অবগত হও । যখন এই পুরুষ নিদ্রিত  
হয়, হে সোম্য ! তখন সে সৎস্বরূপের সহিত সম্মিলিত হয় ।  
(সেই সময়ে) সে স্বীয় রূপ (স্বম্ রূপম্) প্রাপ্ত হয় (অপীতঃ) ।  
এই জন্য বলা হয়, এই পুরুষ শ্রুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে (স্বপিত্তি = নিদ্রা  
স্বাইতেছে) — (কারণ তখন) সে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হয় ।



২। স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবক্ষ্যে দিশং দিশং পতিহাশু-  
ত্রায়তনমলক্। বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো  
দিশং দিশং পতিহাশুত্রায়তনমলক্। প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণ-  
বন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ।

২। সঃ যথা ( যেমন ) শকুনিঃ ( পক্ষী ) সূত্রেণ ( সূত্রদ্বারা )  
প্রবক্ষ্যে ( আবদ্ধ হইয়া ) দিশম্ দিশম্ ( সম্মুখিকে ) পতিহা ( উড়িয়া )  
অশ্রুত আয়তনম্ ( আশ্রয়কে ) অলক্। ( প্রাপ্ত না হইয়া ) বন্ধনম্ এব  
( বন্ধনকেই ) উপশ্রয়তে উপ + শ্রি, লটতে = আশ্রয় করে ; ( এবম্  
এব ( এইপ্রকারেই ) খলু সোম্য ! তৎ মনঃ ( এই মন, জীবাত্মা )  
দিশম্ দিশম্ পতিহা অশ্রুত আয়তনম্ অলক্। প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে ।  
প্রাণবন্ধনম্ ( প্রাণের সহিত বন্ধন ব্যাপার ) হি সোম্য ! মনঃ ”  
ইতি ।—“সঃ যথা” —৪।১৩।১ মন্তব্য ভ্রঃ । পাঠান্তর—‘উপশ্রয়তে’  
স্থলে ‘উপাশ্রয়তে’

২। সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায়  
কিন্তু অশ্রুত আশ্রয় না পাইয়া সেই বন্ধন হানকেই আশ্রয়  
করে ; তেমনি এই মন চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া যখন অশ্রুত  
আশ্রয় না পায়, তখন প্রাণকেই অবগতন করিয়া থাকে । হে সোম্য !  
মন প্রাণেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ।

৩। অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ  
পুরুষোহশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদযথা গোনা-  
য়োহশনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেহশনায়েতি  
তত্রৈতচ্ছৃণুংপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদনমূলং ভবিষ্য-  
তীতি ।

৩। অশনা-পিপাসে ( ক্ষুধা ও পিপাসাকে ; এখানে 'অশনা' বৈদিক প্রয়োগ ; = অশনায়া = ভোজন করিবার ইচ্ছা ) মে ( আমার নিকট ) সোম্য ; বিজানীহি ( অবগত হও ) ইতি । যত্র ( যখন ) এতৎপুরুষঃ ( এইপুরুষ ) অশিশিষতি ( ক্ষুধার্থ হয় ; অশ্ শন্ ) নাম, আপঃ ( ১।৩, জগ ) এব তৎ অশিতম্ ( সেই ভুক্ত খাদ্যকে ) নয়ন্তে ( 'নী' ; 'যথাস্থানে, লইয়া যায় ) । তৎ যথা ( যেমন ৪।১৬।৩ মধ্য ) গোনায়াঃ অশনায়ঃ, পুরুষনাঃ ইতি ( এই সমুদয় বলা হয় ), এবম্, ( এই প্রকার ) তৎ ( সেইজন্ত ) অপঃ ( ২।৩, জলকে ) আচক্ষতে ( বলা হয় ) 'অশনায়' ইতি । তত্র ( সেই বিষয়ে ) এতৎ শুকম্ ( এই অকুর—শরীর ) উৎপতিতম্ ( উৎপন্ন হইয়াছে ) সোম্য ! বিজানীহি জানিও । ন ( না ) ইদম্ ( ইহা ) অমূলম্ ( মূলবিহীন ) ভবিষ্যতি ( হইবে ) ইতি । পাঠান্তর 'বিজানীহি' স্থলে বিজানীহীতি ।

৩। হে সোম্য ! ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বিষয় আমার নিকট অবগত হও । যখন এই পুরুষ ক্ষুধার্থ হয়, তখন জল দ্রব্যকে ( যথাস্থানে, বা যথাকার্য্যে ) লইয়া যায় অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্যের নেতা হয় । যেমন ( গো-নেতাকে ) 'গোনায়া' ( অশ্ব নেতাকে ) 'অশনায়' ( পুরুষের নেতাকে ) 'পুরুষনায়' ( বলা হয় ), তেমনি জলকে অশন-নায় অর্থাৎ অশনের নেতা বলা হয় । এই স্থলে এইরূপে এই শুক ( রূপ শরীর ) উৎপন্ন হয় । হে সোম্য ! জানিও ইহা ( অর্থাৎ এই শরীর ) কারণবিহীন নহে ।

৪। তস্য ক মূলং স্যাদিচ্ছাত্রাদিব্যেবধু সোম্যায়েন  
শুভেনাপো মূলমবিস্ফাতিঃ সোম্য শুভেন তেজোমূলমবিস্ফ  
তেজসা সোম্য শুভেন সমূলমবিস্ফ সমূলাঃ সোম্যোমাঃ সর্বাঃ  
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।

৪। তস্য ( সেই দেহের ) ক ( কোথায় ) মূলম্ ( কারণ )  
শ্রাৎ ( হইবে ) অগ্নজ অগ্নাৎ ( অগ্ন হইতে ) । এবং এব ধবু  
( এই প্রকারেই ) সোম্য ! অয়েন শুভেন ( অগ্নরূপ অকুর দ্বারা )  
অপঃ মূলম্ ( মূলরূপ জলকে ) অবিস্ফ ( অহু+ইষ্ লোট ; অহু  
সন্ধান কর ) । অস্তিঃ সোম্য ! শুভেন ( অস্তিঃ+ ; = জলরূপ  
অকুর দ্বারা ) তেজঃ মূলম্ ( তেজোরূপ মূলকে ) অবিস্ফ । তেজসা  
সোম্য ! শুভেন ( হে সোম্য ! তেজোরূপ অকুর দ্বারা ) সং-  
মূলম্ ( কারণরূপী সংস্করণকে ) অবিস্ফ । সমূলাঃ ( সং-মূলক )  
সোম্য ! ইমাঃ সর্বাঃ ( এই সমুদয় ) প্রজাঃ ( জন্মবান্ পদার্থ )  
সৎ+আয়তনাঃ ( সৎ বাহাদিগের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় ), সং-  
প্রতিষ্ঠাঃ ( সৎই বাহাদিগের প্রতিষ্ঠা । প্রতিষ্ঠা=সম্যক স্থিতি ;  
শব্দের মতে-লয় ) ।

৪। অগ্ন ভিন্ন এই দেহের মূল কোথায় ? হে সোম্য ! এই  
প্রকারে অগ্নরূপ অকুর দ্বারা ইহার কারণ স্বরূপ জলকে অবগত  
হও । হে সোম্য ! এই জলরূপ অকুর দ্বারা মূলরূপ তেজকে  
অবগত হও । হে সোম্য ! এটি অকুররূপ তেজোদ্বারা কারণ  
ভূত সংস্করণকে অবগত হও । হে সোম্য ! সংস্করণই এই ভূত  
সমূহের মূল ; সংস্করণই ইহাদিগের আয়তন এবং সংস্করণই  
ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা ।

৫। অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজ এব তৎ  
পীতং নয়তে তদ্বথা গোনায়েহশ্বনাযঃ পুরুষনায ইত্যেবং তন্তেজ  
আচষ্ট উদগ্ধেতি তত্রৈতদেব শুক্লমুৎপত্তিতং সোম্য বিজানীহি  
নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ।

৫।

৫। অথ ( তাহার পর ) যত্র ( যখন ) এতৎ + পুরুষঃ  
পিপাসতি ( পিপাসিত হয় ), নাম তেজঃ এব ( তেজই ) তৎপীতম্  
( সেই পীত জলকে ) নয়তে ( নী ; লইয়া যায়, নেতা হয় ) । তৎ  
বথা ( যেমন ) গোনাযঃ ( = গো-নেতা ) অশ্বনাযঃ ( অশ্ব-নেতা )  
পুরুষনাযঃ ( পুরুষনেতা ) ( ৩য়ঃ ) ইতি—এবম্ ( এই প্রকার )  
তৎ তেজঃ ( সেই তেজকে ) আচষ্টে ( বলা হয় ; আ + চক্ষ্ )  
'উদগ্ধ' ( উদগ্ধ-নেতা ) ইতি । তত্র ( সেই বিষয়ে, সেইরূপে )  
এতৎ এব শুক্লম্ উৎপত্তিতম্ সোম্য ! বিজানীহি, ন ইদম্ অমূলম্  
ভবিষ্যতি হতি । পাঠান্তর—'বিজানীহি' স্থলে 'বিজানীশীতি' ।

৫। যখন এই পুরুষ পিপাসিত হয়, তখন তেজই পীত জলের  
নেতা হয় ( অর্থাৎ জলকে লইয়া যায় ) । যেমন ( গো নেতাকে )  
'গো-নায', ( অশ্বনেতাকে ) 'অশ্ব-নায' ( পুরুষনেতাকে ) 'পুরুষনায'  
( বলা হয় ), তেমনি জলের নেতৃরূপী ( সেই তেজকে 'উদগ্ধ'  
বলা হয় । এইরূপে দেহরূপ এই অক্ষর উৎপন্ন হয় । হে সোম্য !  
জানিও, ইহা মূলবিহীন নহে ।

৬। তস্ম ক মূলং শাদশ্চাত্তোহিতিঃ সোম্য শুভেন  
তোজোমূলমধিচ্ছ তেজসা সোম্য শুভেন সন্মূলমধিচ্ছ সন্মূলাঃ  
সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠা যথা তু খলু  
সোম্যোমাস্তিত্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃজিবৃদেকৈকা ভবতি  
তদ্বক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্ম সোম্য পুরুষস্ম প্রযতো বায়নসি  
সংপত্ততে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্ ।

৬। তস্ম ( সেই দেহের ) ক ( কোথায় ) মূলম্ অস্তত্র অস্তাঃ  
( জল তির অস্তত্র ) ? অতিঃ সোম্য ? শুভেন ( হে সোম্য !  
জলরূপ শুভ দ্বারা ) তেজঃ মূলম্ ( কারণরূপ তেজকে ) অধিচ্ছ  
( অনু + ইচ্, অন্বেষণ কর ) । তেজসা সোম্য শুভেন ( হে সোম্য  
তেজোরূপ শুভ দ্বারা ) সং মূলম্ ( কারণরূপ সংরূপকে )  
অধিচ্ছ । সং + মূলাঃ সোম্য ! ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ ( এই সমুদয়  
প্রজা ; প্রজা = উৎপন্ন বস্তু, প্র + জন্ ) সং + আয়তনাঃ সং + প্রতিষ্ঠাঃ  
( ঐমঃ ) । যথা ( যে প্রকার ) হু খলু সোম্য ইমাঃ তিত্রঃ দেবতাঃ ( এই  
তিন দেবতা ) পুরুষম্ প্রাপ্য ( প্রাপ্ত হইয়া ) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ এক +  
একা ( প্রত্যেক ) ভবতি । তৎ ( তাহা ) উক্তম্ ( উক্ত ) পুরস্তাৎ  
এব ( পূর্বেই ) ভবতি । অস্ম সোম্য ! পুরুষস্ম প্রযতঃ ( হে  
সোম্য ! এই মুমূর্ষু পুরুষের ; প্রযতঃ = প্র + ই + শত্ ৬।১ - মুমূর্ষু  
ব্যক্তির ) বাক্ মনসি ( মনে ) সম্পত্ততে ( সম্মিলিত হয় ), মনঃ  
প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি ( তেজে ) তেজঃ পরস্তাম্ দেবতায়াম্ ( পরম  
দেবতাতে ) ।

৬। জলতির এই দেহের মূল আর কোথায় ? হে সোম্য !  
জলরূপ অস্তত্র দ্বারা কারণরূপ তেজকে অন্বেষণ কর ; হে সোম্য !  
তেজোরূপ শুভ দ্বারা কারণরূপ সং-রূপকে অন্বেষণ কর । হে সোম্য !

৭। স য এবোহির্নিমিত্তদাত্ত্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স  
আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়-  
ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ।

৭। সঃ যঃ ( ২।১।১২ মন্তব্য ) এষঃ ( এই ) অপরিমা ( সূক্ষ্ম  
তম বস্তু ), ঐতৎ+আত্মায় ( এতৎ=ইহা, এই ব্রহ্ম ; 'এতৎ'  
বাহ্যর আত্মা, তাহাই 'এতদাত্মা' ; ঐতদাত্মায়—এতদাত্মার ভাব )  
ইদম্ সৰ্ব্বম্ ( এই সমুদয় ) ; তৎ ( তাহা ) সত্যম্ ; সঃ আত্মা  
তত্ত্বমসি ( তৎ+ত্বম্+অসি ; তৎ=তাহা ; ত্বম্=তুমি ; অসি=হও )  
শ্বেতকেতো ! ইতি । ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু । 'তথা  
সোম্য !' ইতি হ উবাচ ( ৬।৫।৪ ) । 'অপরিমা' বিষয়ে ৬।৬।১ এর  
মন্তব্য জটব্য ।

এই সমুদয় প্রজা সম্মূলক সদাশক্তন এবং সংপ্রতিষ্ঠ । হে সোম্য !  
এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া যে ভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়  
তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । হে সোম্য ! সূর্য পুরুষের বাক  
মনের সহিত মিলিত হয়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের  
সহিত এবং তেজ পরম দেবতার সহিত মিলিত হয় ।

৭। এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাট সমুদায় জগতের আত্মা ।  
তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা । হে শ্বেতকেতো ! তুমিই তিনি ।  
শ্বেতকেতু বলিল—'ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন' । পিতা  
বলিলেন 'হে সোম্য ! তাহাই হউক' ।

**মন্তব্য**

( ১ ) 'যত্র এতৎ পুরুষঃ' ইত্যাদি—

এই অংশের দুই প্রকার অবয়ব হইতে পারে ।

( ক ) যত্র এতৎ + পুরুষঃ খাপাত নাম = যখন এই পুরুষ প্রযুক্ত হয় । নাম-বাক্যালঙ্কারে ।

( খ ) যত্র পুরুষঃ অপিতি এতৎ + নাম = যখন পুরুষ 'অপিতি' এই নাম যুক্ত হয় ।

( ২ ) 'অপিতি' এবং 'অম্ অপীতঃ' এই দুইটিকে একার্থ সূচক বলা হইয়াছে । কিন্তু ইহাদিগের ধাত্বর্থ এক নহে । অপিতি = অপ্ + লট তি = নিদ্রা যায় । অম্ = আপনাকে ; অপীতঃ = অপি ই + ক্ত = প্রাপ্ত ; অম্ অপীতঃ = আপনাকে প্রাপ্ত হয় । উচ্চারণে কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঋষি কলিতেছেন—যে ব্যক্তির বিষয়ে বলা যায় অপিতি অপিতি নিদ্রা যাইতেছে ) তাহার বিষয়েই বলা যাইতে পারে 'অম্ অপীতঃ' ( অর্থাৎ সে স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে )

( ৩ ) পাঠান্তর—এই খণ্ডে সর্বত্র 'সোম্য' হলে 'সৌম্য' ।

যত্র এতৎ পুরুষঃ ইত্যাদি—এই অংশের দুই প্রকার অবয়ব হইতে পারে— ( ক ) যত্র এতৎ + পুরুষঃ অনিশ্চয়িত্তি নাম = যখন এই পুরুষ সূচ্যর্থ হয় ; 'নাম' বাক্যালঙ্কারে । ( খ ) যত্র পুরুষঃ অনিশ্চয়িত্তি এতৎ + নাম = যখন পুরুষ 'অনিশ্চয়িত্তি' ( সূচ্যর্থ হয় ) এই নামযুক্ত হয় । ( ৬।৮।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য ) "অশনায়"—অশ-নায়ঃ' হলে 'অশনায়' ; বিসর্গ লোপ বৈদিক । এই হলে অশনায় = অশ + নায় = অশনের নায় অর্থাৎ খাদ্যের 'নায়' ; নায় = নেতা । কিন্তু সাহিত্যে বা ব্যাকরণে এইপ্রকার অর্থ গৃহীত হয় নাই । ৩৫ যথা বিষয়ে ৪।১৬।১ মন্তব্য দ্রষ্টব্য ।



৬।৮।৫। তৎ যথা—৪।১৬।৩ এর মন্তব্য। ‘যত্র এতৎপুরুষঃ পিপাসতি নাম’—এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে (ক) যত্র এতৎ+পুরুষঃ পিপাসতি নাম=যখন এই পুরুষ পিপাসিত হয় ‘নাম’ বাক্যলঙ্কারে। (খ) যত্র পুরুষঃ পিপাসতি এতৎ+নাম=যখন পুরুষ ‘পিপাসতি’ (=পিপাসিত হয়) এই নামবৃত্ত হয়।  
 ৬. ‘উদত্তা’—শব্দ বলেন স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ বৈদিক। উদত্তা=উদত্তম্=উদকনার=উদকের নেতা। কিন্তু ভট্টিকাব্যে (৩।৪০) ‘উদত্তা’ শব্দের প্রয়োগ আছে।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে নবম খণ্ড

মধুক্ষে ও জীববৈচিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি।

১। যথা (যে প্রকার) সোম্য! মধু ( -।১ ) মধুকৃতঃ (মধু মক্ষিকাগণ) নিস্তিষ্ঠন্তি (নিঃ+হা; =প্রস্তুত করে) নানা+অত্যয়া-নাম্ (নানাগতি সম্পন্ন=নানাবিধ ভণ্ডী; অত্যয়=অতি+ই, ইধাতু প্রতিশ্লুচক) বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষ সমূহের) রসান্ (রস সমূহকে) সম+অবহারম্ (সম্+অব+হ+ণমূল, সংগ্রহ করিয়া) একতাম্ (একতাব, -২।১) রসম্ (রসকে) গময়ন্তি (প্রেরিত করায়)।

১। হে সোম্য! মধুকর সমূহ যেমন নানা বৃক্ষের রস আহরণ করিয়া সেই রস সমূহকে এক ভাবাপন্ন করে, এবং তখন যেমন রস সমূহের এই বিবেক থাকে না যে ‘আমি মধুক বৃক্ষের রস।’

২। তে যথা তত্র ন বিবেকঃ লভন্তেহমুখ্যাহং বৃক্ষস্ত্য রসো-  
হম্ম্যমুখ্যাহং বৃক্ষস্য রসোহম্মৌত্যেবমেব খলু সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ  
প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ।

৩। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা  
কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যন্তবন্তি তদা  
ভবন্তি ।

২। তে ( তাহারা ) যথা ( যেমন ) তত্র ( সেইস্থানে ) ন ( না ) বিবেকম্  
( জ্ঞান, পার্থক্যবোধ ) লভন্তে ( লাভ করে ) 'অমুখ্য ( + বৃক্ষস্ত্য = অমুক বৃক্ষের )  
অহম্ ( আমি ) বৃক্ষস্ত্য ( বৃক্ষের রসঃ অস্মি ( হই ) ' ইতি এবম্ এব  
খলু ( এই প্রকারই ) সোম্য ! ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ ( এই সমুদয়  
প্রাণী ) সতি ( সং ৭।১ = সংস্বরূপে ) সম্পদ্য ( মিলিত হইয়া )  
ন বিদুঃ ( জানে ) 'সতি সম্পদ্যামহে ( মিলিত হইয়াছি ) ।

৩। তে ( তাহারা ) ইহ ( ইহলোকে ) ব্যাঘ্রঃ বা, সিংহঃ বা,  
বৃকঃ বা, বরাহঃ বা, কীটঃ বা, পতঙ্গঃ বা, দংশ বা, ( ডাঁশ ),  
মশকঃ বা—যৎ যৎ ( যাহা যাহা ) ভবন্তি ( = হইবে ; ছিল ), তৎ  
( তাহা ) আভবন্তি ( পুনর্বার হইবে ) ।

২। তেযনি হে সোম্য ! সমুদয় প্রাণী ( সৃষ্টি সময়ে ) সং  
স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেনা যে 'আমরা সং স্বরূপকে  
প্রাপ্ত হইয়াছি ।'

৩। ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক  
—ইহারা ইহলোকে ( সৃষ্টির পূর্বে ) যে যে ভাবে ছিল, ( সৃষ্-  
টির পর আশ্রিত হইলেও ) সেই সেই ভাবে প্রাপ্ত হয় ।

৪। স য এষোহনিমিতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স'আত্মা  
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ত্বয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি  
তথা সোম্যেতি হোবাচ ।

৪। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি ৩।৮।৪ অষ্টব্য ।

৪। এই যে ক্ষুদ্রতম সংবক্ত, ইহাই এই সমুদায় জগতের  
আত্মা; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।  
শ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন’।  
পিতা বলিলেন—‘তাহাই হউক’।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে দশম খণ্ড

নদীর উৎপত্তি বিলয় ও জীববৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা (৩)

১। ইমাঃ সোম্যনদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্তন্দন্তে পশ্চাৎ,  
প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাণিয়ন্তি সমুদ্র এব ভবতি তা যথা  
তত্র ন বিহুরিয়মহমস্মীরমহমস্মীতি । এবমেব খলু সোম্যেমাঃ  
সৰ্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিহুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ।

১। ইমাঃ (নদ্যঃ—এই নদীসমূহ) সোম্য (নদী-  
সমূহ) পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে) প্রাচ্যঃ (প্রাচ্য দেশস্থ) স্তন্দন্তে

১। হে সোম্য! পূর্বদেশস্থ নদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়,  
পশ্চিম দেশস্থ নদী সমূহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, তাহারা সমুদ্র

২। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা  
কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যন্তবন্তি  
তদা ভবন্তি।

৩। স য এবোহনিমৈতদাখ্যামিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা  
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ন্তি  
তথা সোম্যেতি হোবাচ।

(প্রবাহিত হয়); পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) প্রতীচ্যঃ (পশ্চিম দেশস্থ)  
তাঃ (তাহারা) সমুদ্রাঃ (সমুদ্র হইতে 'উৎপন্ন হইয়া') সমুদ্রম্ এব  
(২।১, সমুদ্রেই) অপিরন্তি (অপি+চ, গমন করে) সঃ (সে)  
সমুদ্রঃ এব (সমুদ্রেই) ভবতি (হয়); তাঃ (তাহারা) যথা তত্র  
ন বিদুঃ (জানেন), 'ইয়ম্ (এই অহম্) আমি (অস্মি) হই  
(ইয়ম্ অহম্ অস্মি' ইতি এবম্ এব খলু সোম্য! ইমাঃ সর্বাঃ  
প্রজাঃ সতঃ (সৎ হইতে) আগম্য (আসিয়া) ন বিদুঃ 'সতঃ  
আগচ্ছামহে) আসিয়াছি)' ইতি। পাঠান্তর—(১) এই খণ্ডে সর্বত্র  
'সোম্য' স্থলে 'সোম্য'। (২) 'ভবতি' স্থলে 'ভবন্তি'।

২। তে ইহ ইত্যাদি—৬।২।৩।

৩। সঃ যঃ অস্মিমা ইত্যাদি—৬।২।৪। ভ্রষ্টব্য।

হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার সমুদ্রেই গমন করে এবং সমুদ্রেই হইয়া  
যায়। তখন তাহারা যেমন জানিতে পারেনা যে 'আমি এই নদী' 'আমি  
এই নদী'—তেমনি হে সোম্য! এই সমুদ্রের প্রজা সংস্করণ হইতে  
আসিয়া জানিতে পারেনা যে 'আমরা সংস্করণ হইতে আসিয়াছি'।

২। ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক ইহারা  
ইহলোকে (স্থষ্টির পূর্বে) যে বে ভাবে ছিল, (স্থষ্টির পর  
আগ্নে হইলেও) সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।

৩। এই বে সৃষ্টির সংস্করণ, ইহাই এই সমুদ্রের অগতির আত্মা,

তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে ষেতকেতো ! তুমিই তিনি।

ষেতকেতু বলিল—‘ভগবান পুনর্বার আমাকে উপদেশ দি’।

পিতা বলিলেন—‘তাহাই হউক’।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

২ বৃক্ষের জীবনমৃত্যুর দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। অশ্ব সৌম্য মহতো বৃক্ষস্ত যো মূলেহভ্যাহন্যাজ্জীবন্  
অবেদ্যো মধ্যোহভ্যাহন্যাজ্জীবন্ অবেদ যোহগ্রেহভ্যাহন্যা-  
জ্জীবন্ অবেৎ স এষ জীবেনাশ্বনানু প্রভূতঃ পেপীয়মানো  
মোদমানস্তিষ্ঠতি।

১। অশ্ব (বৃক্ষস্ত) সৌম্য ! মহতঃ বৃক্ষস্ত (অশ্ব+ঃ =  
এই মহান্ বৃক্ষের) যঃ (যে কেহ মূলে অভ্যাহন্যাজ্জীবন্ (অতি+আ

১। হে সৌম্য ! এই মহান্ বৃক্ষের মূলদেশে যদি কেহ আঘাত  
করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস করণ করে; যদি

২। অশ্রু যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি  
দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি  
সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতি ।

+হন্ ; = আঘাত করে ), জীবন্ ( জীব শত্ = জীবন ধারণ করিয়া )  
অবেৎ ( অ+বিধি, যাৎ = রস করণ করে ) । যঃ মধ্যে অভ্যাহস্তাৎ  
জীবন্ অবৎ । সঃ এবঃ ( সেই বৃক্ষ ) জীবেন আত্মনা ( জীবিত  
আত্মা দ্বারা, জীবাত্মা দ্বারা ) অহুপ্রভূতঃ ( অহুব্যাপ্ত হইয়া )  
পেপৌষমানঃ ( পা, ষড্, শানচ্ ; ক্রমাগত রস পান করিয়া ) মোদমানঃ  
( হর্ষযুক্ত হইয়া ) তিষ্ঠতি অবস্থান করে ) ।

২। অশ্রু ( এই বৃক্ষের ) যৎ ( যখন ) একাম্ শাখাম্ ( এক  
শাখাকে ) জীবঃ জহাতি ( হা ; ত্যাগ করে ), অথ সা ( সেই  
শাখা ) শুষ্যতি ( শুষ্ক হয় ) ; দ্বিতীয়াং ( দ্বিতীয় শাখাকে ) জহাতি  
অথ সা শুষ্যতি ; তৃতীয়াং ( তৃতীয় শাখাকে ) জহাতি, অথ সা  
শুষ্যতি ; সর্বম্ ( সমুদয়কে ) জহাতি, সর্বঃ ( সমুদয় বৃক্ষ )  
শুষ্যতি ।

কেহ মধ্যভাগে আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই  
রস করণ করে ; যদি কেহ অগ্রভাগে আঘাত করে, তবে সে  
বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস করণ করে । এই বৃক্ষ জীবাত্মা কর্তৃক  
অহুব্যাপ্ত হইয়া ক্রমাগত রস পান পূর্বক হর্ষযুক্ত হইয়া অবস্থান  
করে ।

২। যদি জীব এই বৃক্ষের এক শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেই  
শাখা শুষ্ক হইয়া যায় ; যদি দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করে, তবে

৩। এবমেব খলু সোম্য বিদ্বীতি হোবাচ জীবাপেতং  
বাব কিলেদং ত্রিম্বতে ন জীবো ত্রিম্বত ইতি স য এষোহপি-  
মৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো  
ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি  
হোবাচ ।

৩। 'এবম্ এব (এই প্রকারই) খলু সোম্য! বিদ্বি-  
(জানিও)' ইতি হ উবাচ (বলিয়াছিলেন)—

'জীব+অপেতম্ (জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত 'হইয়া'; অপেত=  
অপ+ই+ক্ত, চলিয়া যাওয়া) বাব কিল ইদম্ (এইদেহ) ত্রিম্বতে  
(মৃত হয়); ন (না) জীবঃ ত্রিম্বতে' ইতি—

সঃ যঃ এবঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ (৩।৮।৭)

দ্বিতীয় শাখাও শুদ্ধ হয়; যদি তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করে,  
তবে তৃতীয় শাখাও শুদ্ধ হয় এবং যদি সমুদায় বৃক্ষ পরিত্যাগ  
করে, তবে সমুদায় বৃক্ষই শুদ্ধ হয়।

৩। হে সোম্য! "এই প্রকার ইহাও জানিবে" পিতা এইরূপ  
বলিলেন। 'জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এই দেহ মৃত হয়, কিন্তু  
জীব মৃত হয় না।'

এই যে 'হৃদয়তম বক্তা, ইহাই সমুদায় অগতের আত্মা। তিনিই  
সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিলেন—'ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন'।

পিতা বলিলেন 'হে সোম্য! তাহাই হউক'।



নবম্য

৬।১।১। টীকায় 'অবেৎ' শব্দকে সন্ধক অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার কৰ্ম 'রস' উহ। প্রাচীন সাহিত্যে এবং আধুনিক সাহিত্যেও সন্ধক 'অ' ধাতুর প্রয়োগ আছে। যেমন রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডে 'কধিরম্ পরি শূশ্রাব' (৬৭।১২), 'শূশ্রাব কধিরম্ বহ' (৭০।৫৬), 'শূশ্রাব কধিরম্ মুখাৎ' (৭০।১৬) ইত্যাদি।

শব্দর অন্ধক অর্থে 'অ' ধাতু গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মতে জীবন্—বৃক্ষ জীবন ধারণ করে; অবৎ—রস করিত হয়।

পাঠান্তর—এই খণ্ডে 'সোম্য' হলে 'সোম্য'।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

অগ্রোধ বৃক্ষবীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা

'তৎত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। অগ্রোধকসমত আহরেতীঃ ভগব ইতি ভিক্ষীতি ভিন্নঃ ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যস্মা ইবেমা ধান্না ভগব ইত্যাগাম-  
শৈক্যাং ভিক্ষীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি।

১। অগ্রোধকসম (২।১) অতঃ (এই বৃক্ষ হইতে) আহর (আ+হ্র; আহরণ কর) ইতি।

১। উদালক বলিলেন—“এই অগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটা ফল আহরণ কর”। যেতকেতু বলিল “ভগবন্! এই আনিয়াছি”।

২। তং হোবাচ যং বৈ সোমৈতন্ননিমানং ন নিভালয়স  
এতন্ম বৈ সোমৈয়াবোহগ্নিঃ এবং মহান্যাগ্নোহস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধংস্ব  
সৌম্যেতি ।

ইদম্ ( এই ) ভগবঃ ! ইতি ।

‘ভিদ্ধি’ ( ভিদ্; ভাঙ ) ইতি ।

‘ভিদ্ম ( ভাঙা হইয়াছে ) ভগবঃ’ ইতি ।

কিম্ ( কি ) অত্র ( এখানে ) পশ্যস ( দেখিতেছ ) ইতি ।

অগ্নাঃ ইব ( অগ্নী ১।৩; = অগ্নুঃ স্তায়; অতি সূক্ষ্ম ) ইমাঃ ধানঃ  
( এই বীজ সমূহ ) ভগবঃ ইতি ।

আসাম্ ( এই ‘ধানা’ অর্থাৎ বীজ সমূহের; ধান্য জ্ঞীং ) অত্র  
( অব্যয়, সম্বন্ধ ) একাম্ ( একটি বীজকে ) ভিদ্ধি ইতি ।

ভিদ্মা ( ভাঙা হইয়াছে ) ভগবঃ ভাত ।

কিম্ অত্র পশ্যসি ? ভতি ।

ন কিম্+চন ( কিছুই না ) ভগবঃ ইতি ।

২। তম্ ( তাহাকে পুত্রকে ) হ উবাচ ( বলিলেন )—‘যম্ ( যাহাকে )  
বৈ সোম্য । এতম্ অনিমানম্ ( এই অণু পরিমাণকে ) ন ( না )

‘ইহা ভাতিয়া ফল’ ।

‘ভগবন্! ভাঙা হইয়াছে ।’

‘এখানে কি দেখিতেছ ?’

‘ভগবন্! অগ্নুঃ স্তায় বীজ সমূহ ।’

‘ইহাদিগের একটি ভাতিয়া ফল ।’

‘ভগবন্! ভাঙা হইয়াছে ।’

‘এখানে কি দেখিতেছ ?’

‘ভগবন্! কিছুই না ।’

২। উদালক বলিলেন— ( ইহার মধ্যে ) যে সূক্ষ্মতম অংশ

৩। স য এবোহপিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স  
আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্  
বিস্তাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

নিভালয়সে (নি+ভল্; দেখিতেছ), এতন্ত (+অণিঃ=এই  
অণুপরিমাণের) এবম্ (এই প্রকার) মহান্তগ্রোধঃ তিষ্ঠতি  
(বর্তমান আছে)। অত্ৱংব (অৎ+ধা; অত্ৱা যুক্ত হও) সোমা।' ইতি।

৩। সঃ যঃ এবঃ ইত্যাদি (৬।৮।৭ ব্রঃ)। পাঠান্তর—(১)  
এই খণ্ডে 'সোম্য' স্থলে 'সোমা'। (২) 'মহান্তগ্রোধঃ' স্থলে  
'মহান্য়গ্রোধঃ'।

আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। এই সূক্ষ্মতম অংশেই এই মহা  
ন্তগ্রোধ বৃদ্ধ রহিয়াছে। (এই বাক্যে) অত্ৱাবুক্ত হও।

৩। এই যে অণিমা, ইহাই সমুদ্রর অগভের আত্মা। তিনিই  
সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! 'তুমিই তিনি'।

শ্বেতকেতু বলিল 'ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন'।  
পিতা বলিলেন হে সোমা! 'তাহাই উক্ত'।

### মন্তব্য

৬.১২.১। (১) 'ভগবঃ' প্রাচীন প্রয়োগ; বর্তমান প্রয়োগ 'ভগবন্'।

(২) স্তগ্রোধ = স্তক্ + রোধ। নি+অক্ + কিপ্ = স্তচ্; 'অক্' ধাতু গতিসূচক। ক্রধ+ঘঞ্ = রোধ। কেহ কেহ মনে  
করেন এই ক্রধ ধাতু ক্রহ ধাতুরই রূপান্তর। অথেষ্টে এই অর্থে  
'রোধতি' শব্দের প্রয়োগ আছে (৮।৪৩।৬)। বট বৃক্ষের শাখা  
হইতেও শিকড় নির্গত হইয়া নিম্নদিকে গমন করে; এই অস্ত  
ইহার নাম স্তগ্রোধ।

'বাধা' অর্থ প্রকাশক 'ক্রধ' ধাতু হইতেও 'রোধ' শব্দ নিস্পন্ন করা  
যাইতে পারে। শাখা হইতে যে শিকড় বাহির হয় তাহাটী বাধা'রূপ  
হইয়া ঐ শাখাকে উচ্চ'রাখে এই অস্ত বৃক্ষের নাম 'স্তগ্রোধ'।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

লবণাক্ত জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা।

১। লবণেনতদুদকেহবধায়াথ মা প্রাতরূপসীদথা ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ বন্দোষা লবণমুদকেহবাধা অত্র তদাহ-  
রেতি তদ্বাবমুশ্চ ন বিবেদ ।

১। লবণম্ এতৎ (এই লবণকে) উদকে (জলে) অব-  
ধায় (অব+ধা; নিক্ষেপ করিয়া) অথ মা (২।১, আমার নিকট)  
প্রাতঃ উপসীদথা: (বৈদিক প্রয়োগ; = উপসীদ কিংবা উপসীদেঃ  
= আসিও) ইতি। সঃ (সেতকেতু) হ তথা (সেই প্রকার)  
চকার (করিল)। তম্ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন)—  
‘যৎ (+লবণম্—যে লবণকে) দোষা (অব্যয়; রাস্ত্রিতে) লবণম্  
(লবণকে) উদকে অবধাঃ (অব+ধা লুঙ, স; নিক্ষেপ করিয়া-  
ছিলে) অত্র (হে ‘পুত্র’) তৎ (২।১, তাহা) আহর (আ+হ্র; আন-  
য়ন কর) ইতি। তৎ (তাহাকে) হ অবমুশ্চ (অব+মুশ্চ;  
অহুসন্ধান করিয়া) ন (না) বিবেদ (বিদ্ লিট; প্রাপ্ত হইল;  
শব্দের মতে ‘অবগত হইল’) যথা (যেহেতু) বিলীনম্ এব  
(বিলীনই হইয়াছিল)।

১। উদ্ধালক বলিলেন—‘এই লবণখণ্ড জলে রাখিয়া পরে প্রাতে  
আমার নিকট আসিবে। সেতকেতু তাহাই করিল। উদ্ধালক  
তাহাকে বলিলেন ‘রাস্ত্রিতে জলে যে লবণ রাখিয়াছিলে, তাহা  
আন।’ সেতকেতু অহুসন্ধান করিয়া তাহা পাইলনা, যেহেতু তাহা  
জলে বিলীন হইয়াছিল।

২। যথা বিগীনমেবান্যাস্যাস্তাদাচামেতি কথমিতি লবণ-  
মিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যাস্তাদাচামেতি কথমিতি  
লবণমিত্যভি প্রাট্ট্যতদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছ  
শ্বং সংবর্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভা-  
লয়সেহৈব কিলেতি।

২। অত্র ( হে 'বৎস' ) অত্র ( ইহার ) অস্তাং ( অস্তভাগ  
হইতে ; উপরিভাগ হইতে ) আচাম্ ( আ+চম্ ; পান কর ) ইতি ।  
কথম্ ( কিপ্রকার ) ? ইতি । 'লবণম্' ইতি । 'মধ্যাং ( মধ্যভাগ  
হইতে ) আচাম্' ইতি । 'কথম্' ? ইতি । 'লবণম্' ইতি । 'অস্তাং  
( অস্তভাগ হইতে ; নিম্নভাগ হইতে ) আচাম্' 'ইতি কথম্ ?' ইতি 'লবণম্'  
ইতি । অভিপ্রাণ ( অভি+প্র+অস্, লাপ=নিবেশ করিয়া ) এতৎ  
( ইহাকে ) অথ যা ( আমার নিকট ) উপসীদথাঃ ( বৈদিক প্রয়োগ ; =  
উপসীদ বা উপসীদেঃ = আসিও ) ইতি । তৎ হ ( তাহা, ২।১ ;  
কিংবা তদনন্তর ) তথা ( সেই প্রকার ) চকার ( করিল ) । তৎ  
( তাহা, সেই লবণ ) শ্বং ( নিত্যই ) সংবর্ততে ( বিদ্যমান রহি-  
য়াছে ), তম্ ( তাহাকে ) হ উবাচ ( বলিলেন ) অত্র ( এখানে,  
এই দেহে ) বাব কিল সৎ ( ২।১, বিদ্যমান থাকিলেও ; কিংবা  
সংস্করণকে ) সোম্য ! ন নিভালয়সে ( ৬।১২।২ ত্রঃ ; দেখিতেছ )  
অত্র এব কিল ইতি । যন্তব্য ( ১ ) পাঠান্তর—'অভিপ্রাট্ট্যতৎ  
শ্বং 'অভিপ্রাট্ট্যতৎ' 'অভিপ্রাট্ট্যনৎ' এবং ( ২ ) 'সোম্য' স্থলে  
'সোম্য' ।

২। উদ্ধালক বলিলেন—'ইহার উপরিভাগ হইতে জলপান কর' ।  
( যেতকৈতু জলপান করিল, তৎপর পিতা বিজ্ঞাসা করিলেন )

৩। স য এযোহির্নিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা  
তদ্ব্যমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিত্তি  
তথা সোম্যেতি হোবাব।

৩। সঃ যঃ পূৰ্ণবৎ ( ৬।৮।৭ ) জঃ।

‘কিরূপ’ ? শ্বেতকেতু বলিল ‘লবণাক্ত’। উদ্ভালক বলিলেন ‘ইহার  
মধ্যভাগ হইতে পান কর’। ‘কিরূপ’ শ্বেতকেতু বলিল ‘লবণাক্ত’।  
উদ্ভালক বলিলেন ‘ইহার নিম্ন ভাগ হইতে পান কর’। ‘কিরূপ’ ?  
শ্বেতকেতু বলিল ‘লবণাক্ত’। উদ্ভালক বলিলেন ‘এই জল ফেলিয়া  
দিয়া আমার নিকট এস’। শ্বেতকেতু তাহাই করিল। উদ্ভালক  
বলিলেন ‘লবণ ইহার মধ্যে নিতাকালই আছে। হে সোমা !  
এইরূপ এই দেহে সংস্করণকে দেখিতে পাইতেছ ন’, কিন্তু তিনি  
নিশ্চয়ই বর্তমান রহিয়াছেন।

৩। এই যে অণিমা, ইহাই এই সমুদয় অগতের আত্মা ; তিনিই  
সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো ! তুমিই তিনি। শ্বেতকেতু  
বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন’। পিতা বলিলেন—  
‘হে সোমা ! তাহাই হউক।’

---

## ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

দক্ষ্যকর্তৃক বন্ধচক্ষু গন্ধারদেশীয় পথিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা  
'তৎতুমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা

১। যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোহভিনন্ধাক্ষমানীয় তং  
ততোহভিজনে বিস্বজেৎ স যথা তত্র প্রাড্ বোদড্ বাধরাং বা  
প্রত্যড্ বা প্রখায়ীতাভিনন্ধাক্ষ আনীতোহভিনন্ধাক্ষে। বিস্বষ্টেঃ।

১। যথা (যেমন) সোম্য! পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) গন্ধারেভ্যঃ (গন্ধার হইতে) অভিনন্ধ + অক্ষম্ (বাহার চক্ষু বাধা হইয়াছে; অভিনন্ধ = আবদ্ধ, নহঁদাতু) আনীয় (আনিয়া) তম্ (তাহাকে) ততঃ (অনন্তর; কিংবা তাহা অপেক্ষাও) অভিজনে (বিজ্ঞান স্থানে) বিস্বজেৎ (পরিত্যাগ করে), সঃ যথা (যেমন, ৪।১৬.৩ মন্তব্য) তত্র (সেইস্থানে) প্রাড্ বা, (পূর্বাভিমুখ 'হইয়া') উদড্ বা (উত্তরাভিমুখ 'হইয়া') অধরাড্ বা (দক্ষিণাভিমুখ 'হইয়া') প্রত্যড্ বা (পশ্চিমাভিমুখ 'হইয়া') প্রখায়ীত (প্র+খা+বিধিঃ ইত্যৈবৈদিক প্রয়োগ; বর্তমান প্রয়োগ প্রথমেৎ-চীৎকার করে), অভিনন্ধাক্ষঃ আনীতঃ (চক্ষু বাধিয়া - আমাকে আনা হইয়াছে) অভিনন্ধাক্ষঃ বিস্বষ্টেঃ (পরিত্যক্ত 'হইয়াছি')।

২। হে সোম্য! যেমন কোন পুরুষের চক্ষু বন্ধন করিয়া তাহাকে (যদি) কোন বিজ্ঞান স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, -সে যেমন পূর্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ, বা দক্ষিণাভিমুখ বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে "চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে, চক্ষু বন্ধন করিয়া আমাকে এখানে ফেলিয়া দিয়াছে।"



২। তস্ম যথাভিনয়নং প্রমুচ্য প্রক্ৰিয়াদেতাং দিশং গচ্ছার  
এতাং দিশং ব্ৰজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী  
গচ্ছারানেনোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্ম  
তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেত্থ সম্পৎস্ত ইতি ।

২। তস্ম ( তাহার ) যথা ( যেমন ) অভিনয়নম্ ( চক্ষুর  
বন্ধন, ২।১ ) প্রমুচ্য ( মোচন করিয়া ) প্রক্ৰিয়াং ( কেহ বলে ),  
এতাম্ দিশম্ ( ২।১ এইদিকে ) গচ্ছারাঃ ( গচ্ছার দেশ ) ;  
এতাম্ দিশম্ ব্ৰজ ( গমন কর ) ইতি—সঃ গ্রামাৎ ( একগ্রাম  
হইতে ) গ্রামম্ ( ২।১ ) পৃচ্ছন্ ( জিজ্ঞাসা করিয়া ) পণ্ডিতঃ  
( উৎকৃষ্টবান্ 'হইয়া' ) মেধাবী ( মেধাবী অর্থাৎ বিচার সমর্থ  
'হইয়া' ) গচ্ছারান্ এব ( ২।৩, গচ্ছার প্রদেশেই ) উপসম্পদ্যেত ( উপস্থিত  
হয় ),—এবম্ এব ( এই প্রকারই ) ইহ ( এই পৃথিবীতে ) আচার্য্য-  
বান্ পুরুষঃ বেদ ( জানেন )—"তস্ম ( = তস্ম যম = সেই আমার  
তাবৎ এব ( তত দিনই ) চিরম্ ( বিলম্ব ) যাবৎ ( যত দিন ) ন  
( না ) বিমোক্ষ্যে ( দেহ হইতে বিমুক্ত হইব ) । অথ ( অনন্তর )  
সম্পৎস্তে ( সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইব ) ।

২। তখন যেমন কেহ তাহার চক্ষুবন্ধন মোচন করিয়া বলে  
—"এইদিকে গচ্ছার, এইদিকে গমন কর" সে যেমন (তখন) গ্রাম  
হইতে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং ( অভিজ্ঞলোকের উপ-  
দেশে পথ বিষয়ে ) পণ্ডিত ও মেধাবী হইয়া গচ্ছার প্রদেশেই উপ-  
স্থিত হয়—তিনি আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন যে—"যে পর্য্যন্ত  
আমি দেহ হইতে মুক্ত না হইব, সেই পর্য্যন্ত আমার বিলম্ব ; তাহার  
পর আমি সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইব।"

৩। স য এষোহপিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা  
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা  
সোমোতি হোবাচ ।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ৬।৮।৭ দ্রষ্টব্য।

৩। এই যে অগ্নিমা, ইহাই এই সমুদায় ভগতের আত্মা।  
তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।  
শ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন।’  
পিতা বলিলেন—‘হে সোম্য! তাহাই হউক।’

### মন্তব্য

৬।১৪।১। ( ১ ) ‘প্রখ্যায়ীত,—( ক ) কেহ কেহ বলেন এখানে  
কর্মবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহার অর্থ “নিকৃষ্ট হইয়াছে”। এ মত  
গ্রহণ করিলে এ প্রয়োগকে বৈদিক বলিতে হয় না। (খ) কেহ বলেন  
প্র+খা ধাতুর অর্থ এখানে ইতস্ততঃ গমন কর। ( ২ ) এই খণ্ডে  
‘সোম্য’ স্থলে ‘সৌম্য’। ( ৩ ) ‘উদঙ্ বা’ এর পরে একটি ‘প্রখ্যায়ীত’ ;  
‘অধরাঙ্ বা’ এর পরে আর একটি ‘প্রখ্যায়ীত’।

“পণ্ডিত মেধাবী”—কেহ কেহ অর্থ করেন ( যদি = সে পণ্ডিত  
ও মেধাবী (হয়) অর্থাৎ যদি সে বুদ্ধিমান হয়।

৬।১৪।২। এবম্ এব আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ তন্ত তাবৎ এব  
চিরম্ ইত্যাদি। শব্দর এই অংশের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—

এবম্ এব আচার্য্যাবান্ পুরুষঃ বেদ=সেই প্রকার আচার্য্যাবান্ পুরুষ (সংস্করণ আত্মাকে) জানেন। তন্তু তাবৎ এব চিরম্, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে ; অথ সম্পৎস্ত্র=তাহার তত দিন বিলম্ব, যত দিন দেহ হইতে মুক্ত না হয় ; তাহার পর সে সংস্করণকে প্রাপ্ত হইবে।

বিমোক্ষ্যে=আমি মুক্ত হইব ; সম্পৎস্ত্র=আমি সংস্করণকে প্রাপ্ত হইব। উভয়স্থলেই উত্তম পুরুষ। শব্দ বলেন উভয় স্থলেই পুরুষ-বাচ্য, প্রথম পুরুষ স্থলে উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে ; অর্থাৎ বিমোক্ষ্যে=বিমোক্ষ্যতে এবং সম্পৎস্ত্র=সম্পৎস্ত্রতে। অন্যান্য ভাষাকার এবং যোক্ষমূল্য-প্রমুখ অনেক পণ্ডিত শব্দেরই অশুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এস্থলে বৈদিক প্রয়োগ বলা অনর্থক। পূর্বোক্ত অংশের সরলার্থ এই—

সেই প্রকার আচার্য্যাবান্ পুরুষ জানেন ‘যত দিন দেহ হইতে বিমুক্ত না হইব তত দিনই আমার বিলম্ব, তাহার পর আমি ত্রুণ লাভ করিব’।

এই স্থলে অনেকে এই আপত্তি করিবেন—তন্তু=তাহার, কিন্তু এস্থলে ইহার অর্থ ‘আমার’ করা হইয়াছে।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই—

তস্য=‘তন্তু মম’ ; ‘মম’ শব্দ উক্ত। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার এবং বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে ‘সঃ অহম্’, ‘এষঃ অহম্’ ‘সঃ অম্’ ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে প্রথম বিভক্তিতেই এই প্রকার ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, অন্যান্য বিভক্তিতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে, যেমন তস্য মে (বৃহঃ উঃ ৬।১।১৩, ১৪), তন্মিন্ অহি (ঐতঃ উঃ ১।৪।৪), তম্ মা (ছাঃ উঃ ৭।১।৩) ইত্যাদি। আবার অনেক

স্থলে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ উহা থাকে, কেবল প্রথম পুরুষই ব্যবহৃত হয়, যেমন তে যুয্ম স্থলে তে (বৃ: উ: ১।৩।১৮) স: স্বম্ স্থলে স: (বৃ: উ: ৪।১।১, ৩, ৪; ছা: ৩।১৬.৭; তৈ: উ: ১।৪।৪), 'এষ: অহম্' স্থলে এষ: (ছা: ২।২৪।৫, ৬) 'তে বহম্' স্থলে 'তে' (বৃ: উ: ৩।৩।১), 'স: অহম্' স্থলে 'স:' (বৃ: উ: ৩।৩।১)। ছান্দোগ্যের এই স্থলেও তেমনি 'তশ্চ মম' বা 'তশ্চ মে' স্থলে কেবল 'তশ্চ' ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য্যবান্ পুরুষ বলিতে পারেন আমি গন্ধার দেশীয় ঐ ব্যক্তির স্তায়। এরূপ স্থলে প্রথমার এক বচনে ব্যবহৃত হইবে 'স: অহম্' = 'সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমি।' সঙ্গী বিভক্তিতে হইবে "তশ্চ মম" অর্থাৎ "সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমার।"

এই প্রকার অর্থ করিলে 'বিমোক্ষ্যে' এবং 'সম্প্রাপ্ত্যে' এই দুটোকে বৈদিক প্রয়োগ বলিতে হয় না এবং 'বেদ' ক্রিয়ার কণ্ঠ্যকেও উহা বলা আবশ্যক হয়না।

তশ্চ তাবৎ এবম্ ইত্যাদি।

এস্থলে তশ্চ = তশ্চ মম = সেই প্রকার অবস্থাপন্ন আমার।

ইহার অব্যবহিত পূর্বেই গন্ধার দেশের একজন লোকের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য হইয়াছে। ইহার অবস্থা যে প্রকার, ধর্মজীবনে প্রত্যেক লোকের অবস্থাই সেই প্রকার। যত কণ চক্ষুর বন্ধন থাকে, তত কণ কেশ পথ চিনিতে পারে না। চক্ষুর বন্ধন উন্মোচিত হইলে এবং উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিলেই সে গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারে।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

যুযুর্ ও মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। পুরুষঃ সোম্যোতোপতাপিনঃ জ্ঞাতয়ঃ পরম্পরাস্তে  
জানাসি মাং জানাসি মামিতি তন্ত্ৰ যাবন্ন বাঅনসি সম্পদ্যতে  
মনঃ প্রাণে প্রাণন্তেজসি তেজঃ পরম্মাং দেবতায়াম্ তাবজ্জা-  
নাতি ।

১। পুরুষম্ ( কোন পুরুষকে ) সোম্য ! উত উপতাপিনম্ (+  
পুরুষম্—রোগসন্তপ্ত পুরুষকে ) জ্ঞাতয়ঃ ( জ্ঞাতিগণ ) পরি+উপাসতে  
( পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে ) ‘জানাসি ( চিনিতেছ, চেন )  
মাম্ ( আমাকে ) ‘জানাসি মাম্ ইতি ; তন্ত্ৰ ( তাহার ) যাবৎ ( য  
পর্যন্ত ) ন ( না ) বাক্ মনসি ( মনে ) সম্পদ্যতে ( সম্+পদ্ ;  
মিলিত হয়, বিলীন হয় ), মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি ( তেজে )  
তেজঃ পরম্মাম্ দেবতায়াম্ ( পরম দেবতাতে ), তাবৎ ( সেই পর্যন্ত )  
জানাতি ( চিনিতে পারে ) ।

১। হে সোম্য ! জ্ঞাতিগণ রোগ সন্তপ্ত পুরুষকে বেষ্টন করিয়া  
জিজ্ঞাসা করে ‘তুমি কি আমাকে চেন ?’ ‘তুমি কি আমাকে  
চেন ?’ তাহার বাক্ যত ক্ষণ মনে লীন না হয়, মন প্রাণে লীন  
না হয়, প্রাণ তেজে লীন না হয়, তেজ পরম দেবতাতে লীন না  
হয়, ততক্ষণ সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে ।

২। অথ যদাস্ত বাস্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণ-  
স্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ।

৩। স ব এযোহনিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা  
তদ্ব্যমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়দ্বিতি তথা  
সোম্যেতি হোবাচ ।

২। অথ (অনন্তর) যদা (যখন) অস্ত (এই ব্যক্তির) বাক্  
মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্তাম্ দেব-  
তায়াম্, অথ ন জানাতি (১ত্রঃ) ।

৩। সঃ যঃ এষঃ ইত্যাদি ভাচ্যত্রঃ ।

২। পরে যখন বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ  
তেজে লীন হয়, এবং তেজ পরম দেবতাতে লীন হয়, তখন  
সেই পুরুষ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না ।

৩। এই যে অপিমা ইহাহ এই সমুদায় জগতের আত্মা ।  
তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা । হে শ্বেতকেতো ! তুমিই তিনি ।

শ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে উপদেশ দিন।’

পিতা বলিলেন—‘হে সোম্য ! তাহাই হউক ।’

### মন্তব্য

৬।১৫।১। পশু্যপাসতে = পরি + উপাসতে । উপাসতে = উপ + আস  
+ লট্ অস্তে আস্ = উপবেশন করে । পাঠান্তরঃ—‘সোম্য’ স্থলে  
‘সোম্য’ ।

## ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

তপ্ত পরশুম্পর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা

‘তৎত্বমসি’ বাক্যের ব্যাখ্যা

১। পুরুষঃ সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যাপহার্ষীং শ্বেয়ম-  
কার্ষীং পরশুমস্মৈ তপতেতি। স যদি তস্য কর্তা ভবতি তত  
এবানৃতমাআনং কুরুতে, সোহনৃত্যভিসন্ধোহনৃত্তেনাআনমন্ত্যায়  
পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্নাতি স দহতেহথ হন্যতে।

১। পুরুষম্ (কোন পুরুষকে) সোম্য! উত তপ্ত গৃহীতম্  
(+পুরুষম্=হাত ধরিয়া কোন পুরুষকে; হস্ত গৃহীতম্=যাহার  
হাত ধরা হইয়াছে, বা বাধা হইয়াছে তাহাকে) আনয়ন্তি (আন-  
য়ন কবে), অপহার্ষীং (বৈদিক প্রয়োগ; =অপাহার্ষীং=অপ+  
অহার্ষীং=অপহরণ করিয়াছে; অপ+হ, লুঙ্), শ্বেয়ম্ (চৌর্য্য,  
২।১) অকার্ষীং (কু, লুঙ্; করিয়াছে); পরশুম্ (২।১) অস্মৈ  
(ইহার জন্য) তপত (উত্তপ্ত কর) ইতি। সঃ (সে) যদি অস্ত  
(ইহার, চৌর্য্যের) কর্তা ভবতি (হয়), ততঃ (তাহা হইলে)  
এব (নিশ্চয়ই) অনৃতম্ (২।১, অসত্য) আআনম্ (আপনাকে)  
কুরুতে (করে); সঃ অনৃত্যভি সন্ধঃ (অসত্যমনা; অভিসন্ধা=  
শাক্য, প্রতিজ্ঞা, অভিসন্ধি) অনৃত্তে (অসত্য দ্বারা) আআনম্  
(আপনাকে) অনৃত্তায় (আজ্ঞাদান করিয়া; অনৃত্তঃ+খা) পরশুম্  
তপ্তম্ (উত্তপ্ত কুঠারকে) প্রতিগৃহ্নাতি (গ্রহণ করে), সঃ দহতে  
(দগ্ধ হয়), অথ (অনন্তর) হন্যতে (হত হয়)।

১। ‘হে সোম্য! যদি কোন পুরুষের হস্ত বন্ধন করিয়া আনা  
হয় এবং বলা হয় ‘এ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, এ ব্যক্তি চুরি করি-



২। অথ যদি তস্মাকর্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাবিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশ্চ তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স ন দহতেহথ মুচ্যতে ।

৩। স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্ত বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ।

২। অথ যদি তস্মৈ অকর্তা ভবতি, ততঃ এব সত্যম্ আত্মানম্ কুরুতে । সঃ সত্যাবিসন্ধঃ (সত্যমনা) সত্যেন আত্মানম্ অন্তর্ধায় পরশ্চ তপ্তম্ প্রতিগৃহ্ণাতি ; সঃ ন দহতে অথ মুচ্যতে (মুক্ত হয়) । (১মঃ ভ্রঃ) ।

৩। সঃ (সে) যথা (যেমন) তত্র (সেই স্থলে) ন অদাহ্যেত (দগ্ধ হয়না) :—

‘ত্রৈতদাত্মাম্’ ইত্যাদি পূর্ববৎ (৬।৮।৭, ভ্রঃ) ।

যাছে, ইহার জন্য পরশ্চ উত্তপ্ত কর’—সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহা হইলে সে আপনাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে । সেই অসত্যমনা অসত্য দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তপ্ত পরশ্চ গ্রহণ করিবে, দগ্ধ হইবে এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ।

২। যদি সে ব্যক্তি সে কার্য্য না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে ; সেই সত্যাবিসন্ধ পুরুষ আপনাকে সত্য দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, সে দগ্ধ হইবে না এবং অবশেষে মুক্তি লাভ করিবে ।

৩। সেই ব্যক্তি যেমন এইস্থলে দগ্ধ হয়না এবং সে মুক্ত হয়, তেমনি সত্যপরায়ণ ব্যক্তি পরলোকে পাপদগ্ধ হয় না । সে মুক্তি লাভ করে ও সত্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হয় ।

এই যে অগ্নিমা, ইহাই সমুদায় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য,  
তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি।

শ্বেতকেতু বলিল—‘ভগবান্ পুনর্বার আমাকে শিক্ষা দিহু।

পিতা বলিলেন—‘হে সোম! তাহাই হউক।

### মন্তব্য

৬ ১৬।১। পাঠান্তর :—‘সোম’ স্থলে ‘সৌম্য’।

‘অপাহার্ষীৎ’ স্থলে ‘অপহার্ষীৎ’। বৈদিক সাহিত্যে এবং রামায়ণে

৭ মহাভারতে এই প্রকার ‘অ’ লোপ বহুল দৃষ্ট হয়।

---

## সপ্তম অধ্যায়

### সপ্তমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ—ভূমাত্ত্ব—

ঋষেদাদি সমুদায় বিদ্যা ই নামমাত্র

১। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং  
হোবাচ যদেথ তেন মোপসীদ ততস্ত উর্কং বক্ষ্যামীতি ।

১। অধীহি ( বৈদিক প্রয়োগ : = অধ্যাপয় = অধ্যয়ন করান )  
ভগবঃ ( প্রাচীন প্রয়োগ = ভগবন্ ! ) ইতি হ উপসসাদ ( উপ +  
সদ্ লিট্ ) সনৎকুমারম্ ( ২।১ ) নারদঃ । তম্ ( তাহাকে ) হ উবাচ  
( বলিলেন ) — “যৎ ( ২।১, যাহা ) বেথ ( জান, বিদ্ লিট্ ২।১ ) তেন  
( তাহার সহিত, তাহা বলিয়া ) যা ( আমার নিকট ) উপসীদ  
( উপস্থিত হও ; উপ + সদ্ লোট্ ২।১ ) । ততঃ ( তাহা অপেক্ষা )  
তে ( তোমাকে ) উর্কম্ ( অধিক, অতিরিক্ত ) বক্ষ্যামি ( বলিব )  
ইতি । সঃ ( তিনি অর্থাৎ সনৎকুমার ) হ উবাচ ( বলিলেন ) ।

১। নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘হে  
ভগবন্ ! আমাকে শিক্ষা দিও’ । সনৎকুমার বলিলেন “তুমি যাহা  
জান, তাহা প্রথমে বল ; তৎপর তাহার অতিরিক্ত বলিব” ।

২। স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি যজুর্বেদং সামবেদ-  
মাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং  
রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং  
ভূতবিদ্যাং ঋত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদুগ-  
হোহধ্যোমি ।

২। ঋগ্বেদম্, ভগবঃ ( প্রাচীন প্রয়োগ ; = ভগবন্ ) অধ্যোমি  
( জানি ; অধি + ই, লট্ ১।১ ; পরৈশ্বপদ, বৈদিক এবং প্রাচীন প্রয়োগ)  
যজুর্বেদম্, সামবেদম্, আথর্বণম্ চতুর্থম্ ( চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ),  
ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্ ( ইতিহাসপুরাণ নামক পঞ্চম বেদকে )  
বেদাণাম্ বেদম্ ( বেদসমূহের বেদকে = ব্যাকরণকে ) পিত্র্যম্ ( পিতৃ-  
পুরুষদিগের শ্রদ্ধা বিষয়ক তত্ত্বকে ), রাশিম্ ( গণিত শাস্ত্রকে ) দৈবম্  
( দৈব উৎপাত সমূহের বিদ্যাকে ), নিধিম্ ( কালতত্ত্বকে, বা ধন  
তত্ত্বকে ) বাকোবাক্যম্, একায়ণম্, দেববিদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্  
( ভূতযোনিসংক্রান্ত বিদ্যা ) ঋত্রবিদ্যাম্ ( যজুর্বেদকে ), নক্ষত্র-  
বিদ্যাম্ ( জ্যোতির্বিদ্যাকে ) সর্প-দেবজন-বিদ্যাম্ ( সর্পবিদ্যা ও  
দেবজন বিদ্যাকে )—এতৎ ( এই সমুদয়কে ) ভগবঃ অধ্যোমি ।

২। নারদ বলিলেন—হে ভগবন্ ! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ,  
চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, ইতিহাসপুৰাণ নামক পঞ্চম বেদ, বেদসমূহের  
বেদ ( অর্থাৎ ব্যাকরণ ), শ্রদ্ধাতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব উৎপাত-সংক্রান্ত  
বিদ্যা, কালতত্ত্ব, বাকোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূত-  
বিদ্যা, যজুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজনবিদ্যা,—হে ভগবন্ !  
আমি এই সমুদয় অবগত আছি ।

৩। সোহং ভগবো মদ্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব  
মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিত্তি সোহং ভগবঃ  
শোচামি তং মা ভগবাক্ষোকস্ত পারং তারয়ত্বিত্তি তং হোবাচ  
যদৈ কিংচৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ ।

৩। সঃ অহম্ ( এমন যে আমি এত বিদ্যা লাভ করিয়াও আমি )  
ভগবঃ ! ( প্রাচীন প্রয়োগ ; = ভগবন্ । ) মদ্রবিৎ এব ( কেবল মদ্র-  
বিৎই ) অস্মি ( হই ) ; ন আত্মবিৎ ( আত্মবিৎ নই ; আত্মা কি  
জানিনা ) । শ্রুতম্ ( যে + ; আমি শুনিয়াছি ) হি এব মে ( = যথা =  
আমাকর্তৃক ) ভগবৎ + দৃশেভ্যঃ ( ভগবৎ সদৃশ লোকের নিকট ) 'তরতি  
( উত্তীর্ণ হয় ) শোকম্ ( ২।১ ) আত্মবিৎ' ইতি । সঃ অহম্ ভগবঃ !  
শোচামি ( শোক অনুভব করিতেছি ) । তম্ মা ( সেই আমাকে )  
ভগবান্ ( ১।১ ) শোকস্য পারম্ ( ২।১, শোকের পরপারে ) তারয়তু ( তু,  
গিচ্ ; উত্তীর্ণ করুন )' ইতি । তম্ হ উবাচ—যৎ বৈ কিম্ + চ এতৎ  
( যাহা কিছু ) অধ্যগীষ্ঠাঃ ( অধ্যয়ন করিয়াছ ) নাম এব ( নামমাত্র )  
এতৎ ( ইহা ) ।

৩। এই প্রকার বিদ্বান্ হইয়াও আমি কেবল মদ্রবিৎ, কিন্তু আত্ম-  
বিৎ নহি । ভগবদ্ সদৃশ লোক সমূহের নিকটই শুনিয়াছি যে  
আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয় । আমি শোকময় ; ভগবান্ আমাকে  
শোকের পরপারে লইয়া যাউন ।' সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—  
“তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নাম ( অর্থাৎ বাক্য )  
মাত্র ।”

৪। নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণশ্চতুর্থ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্বাক্যোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্র-বিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্মামোপাস্মেতি ।

৫। স যো নাম ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবন্মামো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি নাম্নো বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

৪। নাম বৈ ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ আথর্বণঃ চতুর্থঃ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ, বেদানাম্ বেদঃ, পিত্র্যঃ রাশিঃ, দৈবঃ, নিধিঃ বাক্যোবাক্যম্, একায়নম্, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-দেবজন-বিদ্যা,—নাম এব এতৎ ( এ সমুদয় নামই ) । নাম ( নামকে ) উপাস্ব ( উপাসনা কর ) ( ২য়ঃ ) ।

৫। সঃ যঃ ( সেই যে কোন ব্যক্তি ) নাম ( নামকে ) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে ( উপাসনা করে ) যাবৎ ( যে পর্যন্ত ) নাম্নঃ ( নামের ) গতম্ ( গতি ), তত্র ( সেই নাম বিষয়ে ) অস্য ( ইহার ) যথাকামচারঃ ( স্বেচ্ছা-চরণ ) ভবতি ( হয় ) যঃ ( যিনি ) নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে ( চিকিৎসিত ) । অস্তি ( আছে ) ভগবঃ নাম্নঃ ( নাম অপেক্ষা ) ভূয়ঃ ( অধিক, শ্রেষ্ঠ ) ? ইতি । 'নাম্নঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি । তৎ ( ২।১, তাহা ) মে ( আমাকে ) ভগবান্ ( ১।১ ) ব্রবীতু ( বলুন ) ইতি ।

৪। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থতঃ অথর্ব বেদ, পঞ্চমতঃ ইতিহাস ও পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রীদ্ধতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, দৈব উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, কালবিদ্যা, বাক্যোবাক্য, নীতিশাস্ত্র, নিকরু, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্র-বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও দেবজন বিদ্যা,—এ সমুদয়ই নাম । নামের উপাসনা কর ।

৫। যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—নামের গতি যত দূর,

তত দূর তাঁহার কামচরণ (অর্থাৎ বথেক্কা গমন) হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন ‘হে ভগবন্! নাম অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?’ সনৎকুমার বলিলেন—‘নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’ (এমনবস্তু) নিশ্চয়ই আছে।’ নারদ বলিলেন ‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

### মন্তব্য

৭।১।১। অধীহি = অধি + ই + লোট্ হি। পরস্মৈপদ ব্যবহার বৈদিক। প্রচলিত প্রয়োগ অধীশ্ব। প্রাচীনকালে অধি + ই পরস্মৈপদে বহুল ব্যবহৃত হইত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অধীহি ( ৩।১।১, ৩।২।১ ও ৩।৩।১, ৩।৪।১, ৩।৯।১ ) বেতাখতর উপনিষদে অধীমঃ ( ১।৫ ) মহাভারতে অধীহি ( শাঃ ২৭৫।৬৮, ২৯৩।১১, ৩৩৩।৩ ইত্যাদি ), অধীমাতৃ ( বনঃ ২০৯ ও ২১০ ) অধ্যোতু ( অমুঃ ১৪২।৬৩ ) ইত্যাদি পরস্মৈপদ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

অধীহি অর্থ ‘অধ্যয়ন করুন’। কিন্তু এই মন্ত্রে ইহা নিজন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধীহি = অধ্যাপয় = অধ্যয়ন করান = শিক্ষা দিও। মহাভারতেও এ প্রকার প্রয়োগ আছে যেমন ‘অধ্যাপয়’ অর্থে ‘অধীশ্ব’ ( ৪০।১২, বনঃ ২৭১।২৩ শান্তিপর্ব ) স্মরণ করা অর্থে অধি + ই ধাতু পরস্মৈপদী হইতে পারে। এখানেও নিজন্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অধীহি = স্মরণ করান। কিন্তু এস্থলে স্মরণ করা অর্থ সঙ্গত হইবে না। নারদ বাহা শিখিতে গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানিতেন না। সুতরাং গুরু তাঁহাকে কি স্মরণ করাইবেন?

৭।১।২। ১। ‘অধ্যোমি’র ব্যবহার বিষয়ে ১ম মন্ত্রের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২। “আথর্বণম্” :—

পানিনির মতে ‘অথর্বন্’ শব্দ হইতে আথর্বণিক হইয়াছে ( অথর্বন্ + ঠক্ পাঃ ৪।২।৬৩ )। অথর্বা একজন ঋষি; অথর্বদৃষ্ট মন্ত্রে যাহারা পারদর্শী, তাঁহাদিগের নাম আথর্বণিক। আথর্বণিক + অণ্ = আথর্বণ; যাহা আথর্বণিকদিগের তাহাই আথর্বণ ( পাঃ



৪।৩।১৩৬)। ইহা অথর্ষবেদেরই একটি প্রাচীন নাম। 'অথর্ষানিরস' নামেও ইহা অভিহিত হইত ( ৩।৪।১ যথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৩। 'ইতিহাস-পুরাণম্' :—

ইতিহাস = ইতি + হ + আস্। ইতি = এই প্রকার ; 'হ' নিশ্চয়া-  
র্থক অব্যয়। 'ইতিহ' = এই প্রকারই। আস = অস্ + নিট, প্রাচীন  
প্রয়োগ ; = ছিল। ইতি + হ + আস = এই প্রকার ছিল, এই প্রকার  
ঘটিয়াছিল। এই প্রকার অর্থ হইতেই বর্তমান ইতিহাস অর্থ আসিয়াছে।  
ইতিহাস একটি বাক্য, কিন্তু কালক্রমে 'ইতি' বিশেষ্যপদ রূপে ব্যবহৃত  
হইয়াছে। ভাষায় 'ইতিহ' শব্দেরও প্রয়োগ আছে। 'ঐতিহ' শব্দ  
'ইতিহ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন।

'পুরা' শব্দ হইতে 'পুরাণ' শব্দের উৎপত্তি। পুরাণ = পুরাকালের  
কথা। মহাভারতে বহুস্থলে দ্বিতীয়াঃ একবচনে 'ইতিহাসন্ পুরা-  
তনম্' ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাতন ইতিহাস এবং পুরাণ একই  
শ্রেণীর কথা। উভয়ের পার্থক্য কোথায় তাহা বলা কঠিন।

ছানোগ্য উপনিষদে ( ৩।৪।১, ২ ; ৭।১।২, ৪ ; ৭।২।১ ; ৭।৭।১ )  
এবং শতপথ ব্রাহ্মণে ( ১১।৫।৩৮ ) 'ইতিহাস পুরাণ' শব্দ ব্যবহৃত  
হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহা একটি শব্দ। কিন্তু বহু স্থলে  
ইহার পৃথক পৃথক ব্যবহার পাওয়া যায়। অথর্ষবেদ ( ১৫।৬।৪,  
দুইবার ), শতপথ ব্রাহ্মণ ( ১৩।৪।৩।১৩ ), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ( ২।৪  
১০ ; ৪।১।২ ; ৪।৫।১১ ) তৈত্তিরীয় আরণ্যক ( ২।৯ ), জৈমিনীয়  
উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ( ১।৫৩ ) ইত্যাদি গ্রন্থে একই স্থলে ইতিহাস এবং  
পুরাণ শব্দ পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণ  
( ১।১০ ) এবং শাঙ্খ্যায়ণ শ্রৌত সূত্রে ( ১৬।২।২১।২৭ ) উভয়কেই  
পৃথক পৃথক রূপে বেদে বলা হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাস এবং  
পুরাণ এতদূতরের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা যে এক বিষয়  
নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সর্গ, প্রতिसর্গ, বংশ যন্ত্রস্তর  
ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত গ্রন্থকে যে পুরাণ বলা হয়, ইহা  
আধুনিক মত।

৪। দৈবম্ = দৈব উৎপাত সমূহের জ্ঞান (শকর ও যোক্ষমূলার)।  
কেহ কেহ 'দৈবম্' পদকে 'নিধিম্' পদের বিশেষণ বলিয়া মনে করেন।

৫। নিধিষ্=মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র (শব্দর); the science of time (ম্যাকমুলার)। ‘নিধি’ শব্দের মৌলিক অর্থ ‘সম্পত্তির আধার’; পরে ইহা ‘সম্পত্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইস্থলে ‘নিধি’ ধন অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

৬। বাকোবাক্য=তর্কশাস্ত্র (শব্দর ও ম্যাকমুলার) Macdonell এবং Keith বলেন এ অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত। ইতালিগের মতে, “বেদের যে অংশ কথোপকথনক্ষেত্রে লিখিত তাহাই “বাকোবাক্য”। Monier Williams এর অভিধানে ইহার দুই অর্থ দেওয়া হইয়াছে— (১) কথোপকথন; (২) বেদের নির্দিষ্ট কোন অংশ।

৭। একায়নম্=এক+অয়ন; অয়ন=পথ, গতি। ভিন্ন ভিন্ন লোক ইহার এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন:—

(ক) নীতিশাস্ত্র (শব্দর), Ethics (ম্যাক); (খ) The only way or manner of conduct অর্থাৎ আচরণের একমাত্র পথ; worldly wisdom, সাংসারিক জ্ঞান (Mon. Will. অভিধান)। (গ) The doctrine (অয়ন) of unity (এক) অর্থাৎ একত্ববাদ; monotheism অর্থাৎ একেশ্বরবাদ।

৮। দেববিদ্যা=নিরুক্ত (শব্দর); Etymology (Maxmuller) কেহ কেহ অর্থ করেন “দেবতা-সংক্রান্ত-বিদ্যা।”

৯। ব্রহ্মবিদ্যা=শিক্ষাকল্পাদি বিদ্যা (শব্দর ও ম্যাকমুলার); Knowledge of the Absolute অর্থাৎ পরব্রহ্মের জ্ঞান (Vedic Index)।

১০। সর্প-দেবজন-বিদ্যা=সর্পবিদ্যা ও দেবজনবিদ্যা। সর্প-বিদ্যা=সর্প ও সর্পবিষসংক্রান্ত বিদ্যা। দেবজন=গন্ধর্ব; দেবজন বিদ্যা=গন্ধর্বদিগের বিদ্যা অর্থাৎ গন্ধর্ব্য প্রস্তুত প্রণালী ও নৃত্য গীতাদি বিদ্যা (শব্দর)। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ “দেব-পুরুষগণের বিদ্যা।”

অধ্যাপীষ্ঠাঃ=অধি+ই+লুট্, ‘ই’ স্থানে ‘গা’ আদেশ। কেহ কেহ বলেন ‘গা’ ধাতু হইতেই এই পদ সিক্ত হইয়াছে। যথাকামচারঃ—শব্দর বলেন—“যথাকামচারঃ কামচরণম্ রাজ্যঃ ইব এবিষয়ে ভবতি—নিজ রাজ্যে রাজ্যের যেমন কামচরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা, সেই প্রকার। Monier Williams এর মতে ‘Actions according to pleasure or without control.’

## সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

### নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ

১ । বাধাব নাম্নো ভূয়সী বাথা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিঃ দৈবং নিধিঃ বাকোবাক্যমেকাগ্রনং দেববিদ্যাঃ ত্র্যম্ববিদ্যাঃ ভূতবিদ্যাঃ ক্ষত্রবিদ্যাঃ নক্ষত্রবিদ্যাঃ সর্পদেবজন-বিদ্যাঃ দিবঃ চ পৃথিবীঃ চ বায়ুঃ চাকাশঃ চাপঃ চ তেজঃ চ দেবাঃ চ মনুষ্যাঃ চ পশুঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতী জ্ঞাপ-দাক্ষাকৌটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্যং চাধর্ম্যং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদৈব বাড্‌নাতবিষ্য ধর্ম্মে নাসাধর্ম্মে ন্যজ্ঞাপিষ্যন্ত সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্মেতি ।

১ । বাক্ নাম নাম্নো ( নাম অপেক্ষা ) ভূয়সী ( শ্রেষ্ঠ ) । বাক্ বৈ ঋগ্বেদম্ ( ২।১ ) বিজ্ঞাপয়তি ( জানায় ) ; যজুর্বেদম্ সামবেদম্, আথর্ব-ণম্ চতুর্থম্, ইতিহাস-পুরাণম্ পঞ্চমম্, বেদানাম্ বেদম্, পিত্র্যম্, রাশিম্, দৈবম্ নিধিম্, বাকোবাক্যম্, একাগ্রনম্, দেববিদ্যাম্, ত্র্যম্ব-বিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্ ক্ষত্রবিদ্যাম্ নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্পদেবজনবিদ্যাম্ ( ৭।১২ ভ্রঃ ), দিবম্ চ ( ছান্দোলোকে ), পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ, আকাশম্ চ, অপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ ( দেবগণকে ), মনুষ্যান্ চ ( মনুষ্যগণকে ), পশূন্ চ, ( পশুগণকে ), বয়াংসি চ ( পক্ষিগণকে, বয়স্—পক্ষী ) তৃণ-বনস্পতীন্ ( তৃণ ও বনস্পতি সমূহকে ) জ্ঞাপদানি ( জিহ্বাশব্দাদিগণকে ) অাকৌট-পতঙ্গ-পিপীলকম্ ( কৌট, পতঙ্গ, পিপীলিকা পর্যন্ত সমুদয়

১ । বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, আত্মতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র,

২। স যো বাচং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবহাচো গতং তত্রাস্য  
যথাকামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহন্তি ভগবো বাচো  
ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োহন্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি।  
প্রাণীকে) ধর্ম্ম চ, অধর্ম্ম চ, সত্যম্ চ, অনৃতম্ চ, সাধু চ (ভুত বিষয়কে),  
অসাধু চ (অসাধু বিষয়কে), হৃদয়জম্ চ (মনোরম ২।১), অহৃদয়জম্ চ  
(অপ্রীতিকর বিষয়কে)। যৎ (যদি) বৈ বাক্ ন অভাবম্  
(খাকিত), ন ধঃ, ন অধর্ম্মঃ, ব্যজ্ঞাপদ্ব্যং (বি+জ্ঞা+নিচ্  
= লঙ = আপনাকে জানাইত) ন সত্যম্, ন অনৃতম্, ন সাধু ন  
অসাধু, ন হৃদয়জঃ, ন অহৃদয়জঃ। বাক্ এব এতৎ সর্ব্বম্ (এই  
সমুদয়কে) বিজ্ঞাপয়াত। বাচম্ (বাক্কে) উপাস্ম (উপাসনা কর)।  
পাঠান্তর—‘পিপীলিকম্’ স্থলে ‘পিপীলিকম্’।

২। সঃ যঃ বাচম্ ‘ব্রহ্ম’ ইতি উপাস্তে, যাবৎ বাচঃ (বাক্যের)  
গতম্, তত্র অত্র যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ বাচম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে।  
‘অন্তি ভগবঃ বাচঃ ভূয়ঃ?’ ইতি। ‘বাচঃ বাব ভূয়ঃ অন্তি’ ইতি।  
‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি (৭।১।৫)।

দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, বাতাবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা,  
ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সপ ও দেবজনবিদ্যা, দ্যৌ,  
পৃথিবী, বাবু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগুণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ,  
পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, স্থাপদগণ, কীটপতঙ্গ ও পিপীলিকা  
পর্ষাস্ত সমুদয় প্রাণী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু,  
প্রীতিকর (বিষয়) ও অপ্রীতিকর (বিষয়)—এসমুদয়কেই বাক্  
বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। যদি বাক্ না থাকিত, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম,  
সত্য ও অসত্য, সাধু ও অসাধু, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর,—  
কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না। বাক্ই এই সমুদয়কে বিজ্ঞাপিত করে।  
বাক্কেই উপাসনা কর।

২। যিনি বাক্কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, বাক্যের যত দূর গতি

তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ ( অর্থাৎ বধেচ্ছ গমন ) হইয়া থাকে ।  
 নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! বাক্ অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?”  
 সনৎকুমার বলিলেন—“বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এমন বস্তু নিশ্চয়ই  
 আছে ।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন ।”

## সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

### বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ

১। মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ বে বামলকে দ্বে  
 বা কোলে দ্বৌ বাক্কৌ মুষ্টিরমুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনো-  
 হমুভবতি, স যদা মনসা মনস্ততি মদ্রানধীয়ীয়েত্যধীতে  
 কৰ্ম্মাণি কুব্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চৈছেয়েত্যেচ্ছত  
 ইমং চ লোকমমুং চৈছেয়েত্যেচ্ছতে, মনো হ্যাত্মা মনো হি  
 লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্মেতি ।

১। মনঃ বাব বাচঃ ( বাক্ অপেক্ষা ) ভূয়ঃ ( শ্রেষ্ঠ ) । যথা  
 বৈ বে বৈ বামলকে ( দুইটি আমলক ফলকে ) দ্বে বা কোলে  
 ( দুইটি বদরী ফলকে ), দ্বৌ বা বাক্কৌ ( দুইটি অক্ষ ফলকে ;  
 অক্ষ=বিভীতক, বহেড়া ), মুষ্টিঃ ( হস্তের মুষ্টি ), অমুভবতি ( ধারণ  
 করে, অস্তিত্ব করে, অমুভব করে ), এবম ( এই প্রকার ) বাচম্  
 চ ( ২।১ ) ‘নাম চ ( নামকে ) মনঃ অমুভবতি । সঃ ( যাত্ম ) যদা  
 ( যখন ) মনসা ( মনদ্বারা ) মনস্ততি ( নাম ধাতু ‘মনস্’ হইতে ;

২। মন বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । হস্তের মুষ্টি যেমন দুইটি  
 আমলক ফলকে, বা বদরী ফলকে, বা বিভীতক ফলকে ধারণ

২। স যো মনো ব্রহ্মেতুপাস্তে যাবদ্ব্যনসো গতাং তত্রাস্য  
যথাকামচারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেতুপাস্তেহস্তি ভগবো  
মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্  
ব্রবীষিতি ।

=মনন করে), 'মদ্বান্ (মদ্র সমূহকে) অধীয়ায় (অধি+ই, বিধি  
=অধ্যয়ন করি)' ইতি, অথ অধীতে (অধ্যয়ন করে)। কৰ্ম্মাণি  
(কৰ্ম সমূহকে) কুৰ্ব্বীষ (করি)' ইতি অথ কুরুতে (করে)।  
পুত্রান্ চ (পুত্রসমূহকে), পশূন্ চ (পশু সমূহকে) ইচ্ছেয় (আত্ম  
নেপদ প্রয়োগ বৈদিক=ইচ্ছেয়ম্=ইচ্ছা করি) ইতি, অথ ইচ্ছতে  
বৈদিক প্রয়োগ=ইচ্ছতি=ইচ্ছা করে, লাভ করে); ইমম্ চ লোকম্  
(এই লোককে) অমুম চ (ঐ লোককে, পরলোককে) ইচ্ছেয়  
ইতি অথ ইচ্ছতে। মনঃ হি আত্মা; মনঃ হি লোকঃ; মনঃ হি ব্রহ্ম।  
মনঃ (২।১) উপাসম্ব (উপাসনা কর) ইতি।

২। সঃ যঃ মনঃ (২।১) 'ব্রহ্ম' ইতি উপাস্তে, যাবৎ মনসঃ

করে, তেমনি মন, বাক্ ও নামকে ধারণ করিয়া থাকে। কারণ  
মন যখন স্থির করে যে 'আমি অধ্যয়ন করি, তখন সে অধ্যয়ন  
করে; যখন স্থির করে যে 'আমি কার্য করি' তখন কার্য করে,  
যখন স্থির করে যে 'আমি পুত্র ও পশু সমূহ পাইতে ইচ্ছা করি'  
তখন (পুত্র ও পশুসমূহ) লাভ করিয়া থাকে; যখন স্থির করে  
যে 'আমি ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা করি', তখন  
(তাহা) লাভ করে (অর্থাৎ মানুষ প্রথমে মন দ্বারা 'একটি বিষয়  
স্থির করে, তাহার পর সেই বিষয় সম্পন্ন করে)। মনই আত্মা,  
মনই লোক, মনই ব্রহ্ম। মনকেই উপাসনা কর।

২। যিনি মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের গতি ব্রহ্ম



(মনের) গতম্, তত্র অস্ত যথা কামচারঃ ভবতি, যঃ মনঃ ত্রক্ষ ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি ভগবঃ মনসঃ (মন অপেক্ষা) ভূঃ’ ? ইতি। ‘মনসঃ বাব ভূঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্ ত্রীতু’ ইতি (৭.১।৫)।

দূর, তত দূর পর্যাস্ত তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগবন্! মন অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?” মনঃকুমার বলিলেন—‘মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।’ নারদ বলিলেন—“ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন।”

### মন্তব্য

৭।৩।১। ইচ্ছতে, ইচ্ছে ইত্যাদি। প্রাচীনকালে ‘ইচ্’ ধাতু আত্মনেপদীতেও ব্যবহৃত হইত। অথেনে ইচ্ছসে (৮।২।১৩), ইচ্ছস্ব (১০।১।১০) ইচ্ছমানঃ (১।১২৩।১, ১৭৯।৬; ২।১৮।৩; ৬।৬।১; ৬।৫৮।৩ ইত্যাদি), ইচ্ছমানাঃ (৩।৩৩।৭, ৪।৪।১।২; ৭।২৩।৩ ইত্যাদি); অথর্ববেদে (৮।৬।৪), ইচ্ছস্ব (১৮।১।১১) ইচ্ছত (১২।৮।১৩), ইচ্ছস্ব (১০।৮।৫), এবং মহাভারতে বহুবার ইচ্ছামহে (আদি ১।১৪, ৫৯।৪, সভা ৬।৪; ১২৬.৬ ইত্যাদি) ইচ্ছতে (শাঃ ১১১।৬৪; ১২৭।৮৪ ইত্যাদি); ইচ্ছে (ভাঃ ৬৭।১, শাঃ ১২৭।৮৬ ইত্যাদি), ইচ্ছত (বিঃ ৫৪।১০, শাঃ ১৬৫।২২ ইত্যাদি) ইচ্ছস্ব (আখঃ ৫৫।২৩) ইচ্ছসে ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীনকালে “ইচ্” ধাতু পরস্মৈপদ এবং আত্মনেপদ উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইত।



## সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

### মন অপেক্ষা সকল শ্রেষ্ঠ

১। সকলো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সকলয়তেহথ.  
মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তাম্ নামীরয়তি নামি যত্রা একং  
ভবন্তি যন্ত্রেষু কর্ম্মানি ।

২। তানি হ বা এতানি সকলৈকায়নানি সকলায়কানি  
সংকলৈ প্রতিষ্ঠিতানি সমক্১পতাং জ্বাপৃথিবী সমকলৈতাং  
বায়ুশ্চাকাশং চ সমকলস্তাপশ্চ তেজশ্চ তেবাং সংক্১শৈশ্চ  
বর্ষং সংকলতে বর্ষস্য সংক্১শ্চ। অন্নং সংকলতেহন্নস্য সংক্১শৈশ্চ  
প্রাণাঃ সংকলন্তে প্রাণানাং সংক্১শৈশ্চ যজ্ঞাঃ সংকলন্তে যজ্ঞা-  
নাং সংক্১শৈশ্চ কর্ম্মানি সংকলন্তে কর্ম্মণাং সংক্১শৈশ্চ লোকঃ  
সংকলতে লোকস্য সংক্১শৈশ্চ সর্বং সংকলতে স এব সংকলঃ  
সংকলমুপাশ্বেতি ।

১। সকলঃ বাব মনসঃ (মন অপেক্ষা) ভূয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)।  
যদা (যখন) বৈ সকলয়তে (সংকল করে), অথ মনস্ততি (চিন্তা  
করে), অথ বাচম্ (২।১) ঈরয়তি (ঈর্ষ; প্রেরণ করে), তাম্  
(সেই বাক্যকে) উ নামি (নামে) ঈরয়তি, নামি যত্রাঃ (যত্র  
সমূহ) একম্ ভবন্তি (হয়), যন্ত্রেষু (যন্ত্র সমূহে) কর্ম্মানি (কর্ম্মসমূহ)।

২। তানি হ বা এতানি (সেই সমুদয় অর্থাৎ মন, বাক্, নাম,

১। সকল মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমে মন সকল করে, পরে চিন্তা করে,  
পরে বাগ্নিপ্রিয়কে পরিচালিত করে, তাহার পর ইহাকে নাম উচ্চারণে  
প্রেরণ করে। নামে যন্ত্র সমূহ এবং যন্ত্রে কর্ম্মসমূহ একীভূত হয়।

৩। সকলোই এ সমুদয়ের গতি, সকলই এ সমুদয়ের আত্মা, সক-

যজ্ঞ ও কৰ্ম ) সকল+একায়নানি ( সকলে বাহাদিগের সম ) সকল-  
 আকানি ( সকলে বাহাদিগের উৎপত্তি ) সকলে প্রতিষ্ঠিতানি ( প্রতি-  
 ঠিত ) । সমকুপতাম্ ( সম্+কুপ্, লুঙ্, পরস্মৈপদ পা: ১।৩।২১ ;  
 সকল করিয়াছিল ) দ্যাৱাপৃথিবী ( বৈদিক শব্দ দ্যৌ এবং  
 পৃথিবী, বন্দ্য সমাস ) ; সমকল্লতাম্ ( সম্+কুপ্, লুঙ্ ; সকল  
 করিয়াছিল ) বায়ুঃ চ আকাশম্ চ ( বৈদিক প্রয়োগ ; = আকাশঃ )  
 সমকল্লন্ত আপঃ চ ( ১।৩ ; কল ) তেজঃ চ । তেভ্যাম্ ( তাহাদিগের )  
 সংকুট্টো ( সংকুট্টি ৪।১, = সকলের নিমিত্ত ) বর্ষম্ ( বৃষ্টি )  
 সকলতে ( সকল করে ), বর্ষন্ত ( বৃষ্টির ) সংকুট্টো সংকল্লবশতঃ ;  
 অন্নম্ শকোর সহিত সন্ধিতে মূলমত্রে 'ঐ' কার স্থলে 'অ্য' )  
 অন্নম্ সকলতে ; অন্নন্ত ( ৬।১ ) সংকুট্টো প্রাণাঃ ( ১।৩ )  
 সকলতে ( সকল করে ) ; প্রাণানাম্ ( প্রাণসমূহের ) সংকুট্টো মন্ত্রাঃ  
 ( ১।৩ ) সকলতে ; মন্ত্রাণাম্ ( ৬।৩ ) সংকুট্টো কর্ম্মাণি ( ১।৩ )  
 সকলতে ; কর্ম্মণাম্ ( ৬।৩ ) সংকুট্টো লোকঃ ( স্বর্গাদিলোক )  
 সকলতে ; লোকন্ত ( স্বর্গাদি লোকের ) সংকুট্টো সর্বম্ ( সমুদয়ই )  
 সকলতে ; সঃ ( সেই ) এষঃ ( এই প্রকার ) সকলঃ । সকলম্ ( ২।১ )  
 উপাস্ম ( উপাসনা কর ) ।

।  
 ছোট এ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত । দ্যৌ ও পৃথিবী সকল করিয়াছিল ; বায়ু  
 ও আকাশ সকল করিয়াছিল ; 'কল ও তেজ' সকল করিয়াছিল ।  
 ইহাদিগের সকলেই বৃষ্টি সকল করে ( অর্থাৎ নিজ কৰ্ম সম্পন্ন করে )  
 বৃষ্টির সকলেই অন্ন সকল করে ; অন্নের সকলেই প্রাণ সমূহ সকল  
 করে ; প্রাণ সমূহের সকলেই মন্ত্রসমূহ সকল করে ; মন্ত্র সমূহের  
 সকলেই কর্ম্মসমূহ সকল করে ; কর্ম্মসমূহের সকলেই ( স্বর্গাদি ) লোক  
 সকল করে ; এবং ( স্বর্গাদি ) লোকের সকলেই, সকলেই সকল করে ।  
 সেই সকল এই প্রকার । ( এই ) সকলকে উপাসনা কর ।

৩। স যঃ সঙ্কল্পঃ ব্রহ্মৈতু্যপাস্তে সংকুপ্তান্ বৈ স  
লোকান্ ঋবান্ ঋবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোহব্যথমানা-  
নব্যথমানোহভিসিধ্যতি। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তদ্রাস্য  
যথাকামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পঃ ব্রহ্মৈতু্যপাস্তেহস্তি ভগবঃ  
সঙ্কল্পাভূয় ইতি সঙ্কল্পাধাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি।

৩। সঃ যঃ ( ৩।১১।২ মন্তব্য ) সঙ্কল্পম্ ( ২।১ ) 'ব্রহ্ম' ইতি  
উপাস্তে কুপ্তান্ ( লোকান্ লোক সমূহকে ) বৈ সঃ লোকান্  
ঋবান্ ( ঋবলোক সমূহকে ) ঋবঃ ( 'স্বয়ং' ঋব 'হইয়া' ), প্রতি-  
ষ্ঠিতান্ ( + লোকান্ = প্রতিষ্ঠিত লোক সমূহকে ) প্রতিষ্ঠিতঃ ( 'স্বয়ং'  
প্রতিষ্ঠিত 'হইয়া' ) অব্যথমানান্ ( + লোকান্ = ব্যথা রহিত লোক-  
সমূহকে ) অব্যথমানঃ ( 'স্বয়ং' ব্যথা রহিত 'হইয়া' ) অভিসিধ্যতি  
( প্রাপ্ত হয়েন )। যাবৎ সঙ্কল্পস্ত গতম্, তদ্র অস্ত যথাকামচারঃ  
ভবতি, যঃ সঙ্কল্পম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। 'অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাৎ  
( ৫।১ ) ভূঃ' ইতি। 'সঙ্কল্পাৎ বাব ভূঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে  
ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি ( ৭।১৫ টীকা )। পাঠান্তরঃ—'কুপ্তান্' স্থলে  
'সঙ্কল্পান্'।

৩। যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সমুদয়  
লোক সঙ্কল্প করেন, সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হন; নিজে ঋব হইয়া  
ঋবলোক লাভ করেন; স্বয়ং হুপ্রতিষ্ঠ হইয়া হুপ্রতিষ্ঠিত লোক  
প্রাপ্ত হন এবং স্বয়ং ব্যথানুভূ হইয়া ব্যথারহিত লোক সমূহ  
লাভ করেন।

যিনি সকলকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, সকলের যত দূর গতি, তত দূর তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে।" নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্! সকল অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?” সনৎকুমার বলিলেন—“সকল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

### মন্তব্য

৭।৪।১। সকলৈকায়নানি ইত্যাদি :—

( ক ) সকলৈকায়নানি = সকল + একায়নানি = সকলে যাহাদিগের লয় ; ( খ ) সকল্লায়কানি = সকলে যাহাদিগের উৎপত্তি ; ( গ ) সকলৈ প্রতিষ্ঠিতানি = সকলে ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা (শব্দ)। এই সমুদয়ের অন্য অর্থও হইতে পারে ; অয়ন = ই + অনট্, ‘ই’ বাত্ গতি-মূলক ; = পথ, গতি, আশ্রয়। সকলের পথ, গতি, আশ্রয় বা মিলনের স্থল যাহা তাহাই ‘একায়ন’। সকল যাহাদিগের একায়ন সেই সমুদয় ‘সকলৈকায়নানি’। সকল যাহাদিগের আত্মা বা স্বরূপ সেই সমুদয় সকল্লায়কানি।

অনেক হস্তলিপিতে ‘সমকলস্ত’ স্থলে ‘সমকলস্তায়’ পাঠ আছে। ‘সমকলস্তায়’ পাঠও পাওয়া যায়। অনেকে এ সমুদয় পাঠকে হস্তলিপিলেখকের ক্রমাদ বলিয়াই মনে করেন। কোন হস্তলিপিতেই ‘সমকলস্ত’ পাঠ নাই ; কিন্তু ইহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া মনে হয়। আনন্দাশ্রম সংস্করণে এই পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

## সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

### সকল অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ

১। চিত্তং বাব সকলান্দুয়ো যদা বৈ চেতয়তেহথ সকলয়তে-  
তথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তাম্ নামীরয়তি নামি মন্তা একং  
ভবন্তি মন্ত্রেষু কৰ্ম্মাণি ।

২। তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে  
প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্ যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মন্তীভ্যে-  
বৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেখমচিত্তঃ স্যাদিতি । অথ  
যদ্বল্লবিচ্ছিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রামন্তে চিত্তংহেবৈষা-  
মেকায়নং চিত্তমাখ্যা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্থেতি ।

১। চিত্তম্ বাব সকলান্ ( ৫।১ ) ভূঃ । যদা ( যখন বৈ  
চেতয়তে ( চিত্ত, গিত্ ; অনুভব করে, বুঝিতে পারে ) অথ সকলয়তে  
( সকল করে ), অথ মনস্ততি অথ বাচম্ ঈরয়তি, তাম্ উ নামি  
ঈরয়তি, নামি মন্তাঃ একম্ ভবন্তি, মন্ত্রেষু কৰ্ম্মাণি ( ৭।৪।১ টীঃ ) ।

২। তানি হ বৈ এতানি ( এই সমুদায় ; সকল, মন, বাক্,  
নাম, মন্ত্র ও কৰ্ম্ম ) চিত্ত-একায়নানি ( চিত্ত বাহাদিগেব একায়ন, ৭।৪।  
২৩ঃ ) চিত্তাত্মানি ( চিত্তই বাহাদিগের আত্মা ) চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি

১। চিত্তং সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মাহুয অগ্রে অনুভব করে,  
তৎপরে সকল করে, তাহার পরে মনন করে, তাহার পর বাগি  
জিয়কে নিযুক্ত করে, তৎপরে তাহাকে নাম উচ্চারণ করিতে  
প্রেরণ করে । নামে মন্ত্রসমূহ এবং মন্ত্রে কৰ্ম্মসমূহ একীভূত হয় ।

২। চিত্তেই সকলাদি সমুদয়ের গতি, চিত্তই ইহাদিগের আত্মা  
এবং চিত্তই ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা । মাহুয যদি বহুবিধ কর—সে

৩। স যশ্চিৎতং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে চিত্তান্ বৈ স লোকান্  
 ক্রবান্ ক্রবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোহব্যথমানানব্যথমানোহভি-  
 সিধ্যতি যাবচ্চিত্তস্য গতং তদ্রাস্য যথাকামচারো ভবতি  
 যশ্চিৎতং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবশ্চিৎতাদুয় ইতি চিত্তাদ্ বাব  
 'হুয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

( চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত ) । তস্মাৎ ( সেইজন্য ) যদ্যপি বহুবিৎ ( বহুজ্ঞ )  
 অচিত্তঃ ( বিবেচনারহিত ) ভবতি ( হয় )—‘ন ( না ) অয়ম্  
 ( এই ব্যক্তি ) অস্তি ( আছে )’ ইতি এব এনম্ আহঃ ( বলিয়া  
 থাকে )—যৎ অয়ম্ বেদ ( এব্যক্তি যতই জাহুক না কেন )  
 যৎ ( যদি ) তৈব অয়ম্ বিদ্বান্ ( জানিত, বিদ্বৎ+কহ শত্বলেন ) ন ( না )  
 ইথম্ ( ইদম্+থম্, পাঃ ৫।৩।২৪,৪ = এপ্রকার ) অচিত্তঃ ( চিত্তবিহীন )  
 স্মাৎ ( হইত ) ইতি । অথ ( আর ) যদি অল্পবিৎ ( অল্পজ্ঞ ) চিত্তবান্  
 ( বিবেচনাশীল ) ভবতি ( হয় ), তন্মৈব ( তাহাকে ) এব উত  
 শুক্রবস্তে ( অ, সন্; শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে ) । চিত্তম্ হি এব  
 এবাম্ ( ইহাদিগের ) একায়নম্ ( একমাত্র গতি ) চিত্তম্ আত্মা  
 চিত্তম্ প্রতিষ্ঠা । চিত্তম্ উপাস্ব ইতি ( ৭।৪।২ টীকা ।

৩। সঃ বঃ ( ২।১।১২ মন্তব্য ) চিত্তম্ ( ২।১ ) ‘ব্রহ্ম’ ইতি

যতই জাহুক না কেন—তাহার যদি বিবেচনা শক্তি না থাকে, তাহা  
 হইলে লোকে বলে, “এব্যক্তি ( থাকিয়াও ) নাই” ; সে যদি বিদ্বান  
 হইত, তাহা হইলে এপ্রকার চিত্ত বিহীন হইত না ।” আর অল্প-  
 বিৎও যদি চিত্তবান্ হয়, তবে সকলেই তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা  
 করে । চিত্তই এসমুদয়ের একায়ন ; চিত্তই ( এসমুদয়ের ) আত্মা,  
 এবং চিত্তই ( এসমুদয়ের ) প্রতিষ্ঠা । ( এই ) চিত্তেরই উপাসনা কর ।

৩। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি যে সমুদয়  
 লোকের বিষয় অন্তরে বিবেচনা করেন, সেই সমুদয় লোক লাভ

উপান্তে, চিত্তান্ (+লোকান্—বে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে) বৈ সঃ লোকান্ (লোক সমূহকে; চিত্তান্+), ঋবান্ ঋবঃ, প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতঃ, অব্যথমানান্ অব্যথমানঃ অভিনিধ্যতি। যাবৎ চিত্তস্ত (৬।১) গতম্, তত্র অস্ত যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ চিত্তম্ 'ব্রহ্ম' ইতি উপান্তে। 'অস্তি ভগবঃ চিত্তাৎ (চিত্ত অপেক্ষা) তূয়ঃ' ইতি। 'চিত্তাৎ যাব তূয়ঃ অস্তি' ইতি। 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫৬ঃ)।

করেন। তিনি ঋব হইয়া ঋবলোকসমূহকে, সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া সুপ্রতিষ্ঠ লোকসমূহকে, ব্যাপারহিত হইয়া ব্যাধারহিত লোকসমূহকে লাভ করেন। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—চিত্তের যত দূর গতি, তত দূর তাহার কামচরণ হয়। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগবন্! চিত্ত অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?” সনৎকুমার বলিলেন—“চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

### মন্তব্য

৭।৫।২। ‘যৎ অয়ম্ বেদ’ এই অংশ পূর্ব বাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে, পরবাক্যের সহিতও যুক্ত হইতে পারে। পূর্ববর্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে ‘এব্যক্তি যতই জামুক না কেন।’ পরবর্তী বাক্যের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হইবে—‘এব্যক্তি যদি জানিত’।

৭।৫।৩। শব্দ বলেন—চিত্তান্—উপচিত্তান্—যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে, তাহাকে। চতুর্থ খণ্ডে শব্দের উপকীৰ্ত্তন করা হইয়াছে এবং



ইহার তত্ব মতে 'কৃশ্মান্ লোকান্' লোকের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এইখানে ( ৭৫ ) চিত্তের মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে এবং এখানে 'চিত্তান্ লোকান্' লোকের বিষয় বলা হইতেছে। উক্ত অংশ তুলনা করিলেই বুঝা যাউবে যে 'কৃশ্মান্'এর সহিত সকলের যে সম্বন্ধ, 'চিত্তান্'এর সহিতও চিত্তের সেই সম্পর্ক। কৃশ্ম, কশ্ম, স্কশ্ম, এই ধাতু হইতে নিম্পন্ন; 'চিত্তান্' 'চিত্ত'ও সেইরূপ এক ধাতু হইতে নিম্পন্ন। সুতরাং চিত্তান্ লোকান্—যে সমুদয় লোকের বিষয় বিবেচনা ( চিত্ত ) করা হইয়াছে, সেই সমুদয় লোককে।

## সপ্তমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

### চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ

১। ধ্যানং বাব চিত্তাস্তুয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবা-  
স্তুরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ক্যাস্তীবাপো ধ্যায়তীব পর্বতা ধ্যায়-  
তীব দেবমনুষ্যাস্তন্যাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহতাং প্রাপ্নুবন্তি  
ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যেন্নাঃ কলহিনঃ পিশুনা  
উপবাদিনস্তেহথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি  
ধ্যানমুপাস্মেতি ।

১। ধ্যানম্ বাব চিত্তাৎ (চিত্ত অপেক্ষা) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) । ধ্যায়তি.  
( ধ্যান করিতেছে ) ইব ( যেন ) পৃথিবী ; ধ্যায়তি ইব অস্তুরিক্ষম্ ;  
ধ্যায়তি ইব দ্যোঃ ; ধ্যায়ন্তি ( ধ্যান করিতেছে ) ইব আপঃ ( ১৩,  
জল ) ; ধ্যায়ন্তি ইব পর্বতাঃ, ধ্যায়ন্ত হব দেবমনুষ্যাঃ । তন্যাৎ  
( সেইজন্য ) যে ( ব্যহারী ) ইহ ( এই পৃথিবীতে ) মনুষ্যাণাম্ ( মনুষ্য  
গণের মধ্যে ) মহতাম্ ( মহতকে ; 'মহতা' শব্দ ) প্রাপ্নুবন্তি ( লাভ

১। ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে  
অস্তুরিক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, স্থানলোক যেন ধ্যান করিতেছে ;

২। স যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবক্ষ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তুি ভগবো ধ্যানাদুয় ইতি ধ্যানাদ্ বাব ভূয়োহস্তুীতি তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীহিতি ।

করে ) ধ্যানাপাদাংশাঃ ( ধ্যান + আপাদ + অংশাঃ = ধ্যানফলের অংশী, ১।৩; আপাদ ফল লাভ ) ইব এব তে ভবন্তি ( হয় )। অথ যে অগ্নাঃ ( ১।৩, ক্ষুদ্রচেতা ) কলহিনঃ ( কলহপ্রিয়, ১।৩ ) ) পিণ্ডনাঃ ( ১।৩, ক্র, খল ) উপবাদিনঃ ( ১।৩, কুংসাশ্রিয় বা চাটুকায় ; উপ + বদ্ আত্মনেপদ স্তুতিকরা পাঃ ১।৩।৪৭ ), তে ( তাহারা ; ইহার ক্রিয়া 'ধ্যান ফলের অংশী হয়' উহ )। অথ যে শ্রেষ্ঠাঃ ( শ্রেষ্ঠ, ১।৩; শ্রেষ্ঠ ) ধ্যানপাদাংশাঃ ইব তে ভবন্তি । ধ্যানম্ উপাস্মহ ইতি ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১২ মন্তব্য ) ধ্যানম্ ( ২।১ ) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ ধ্যানস্ত ( ধ্যানের ) গতম্, তত্র অস্ত যথাকামচারঃ ভবতি—য ধ্যানম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে । 'অস্তুি ভগবঃ ধ্যানাৎ ( ধ্যান অপেক্ষা ) ভূয়ঃ' ৭ ইতি 'ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তুি' ইতি । 'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি ।

দেব এবং মনুষ্যাগণও যেন ধ্যান করিতেছে। মনুষ্যাগণের মধ্যে যিনি মহত লাভ করেন, তিনি যেন ধ্যানফলেরই অংশী হন। আর যাহারা ক্ষুদ্র, কলহপ্রিয়, পিণ্ডন এবং উপবাদী তাহারাও ( যেন ধ্যান-ফলেরই অংশ লাভ করে )। যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহারা যেন ধ্যান-ফলের অংশী। এই ধ্যানের উপাসনা কর ।

২। যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ধ্যানের যত দূর গতি, তত দূর তাহার কামচরণ হইয়া থাকে ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্! ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?’ ‘সনৎকুমার বলিলেন—“ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।”

### মন্তব্য

৭।৩।১। ঋগ্বেদে (৭।১০৪।২০) এবং অথর্ববেদে ‘পিশুন’ শব্দের ব্যবহার আছে। সায়নের অর্থ ‘কপট’; Whitney and Lanman “treacherous ones” অর্থ করিয়াছেন। এই উপনিষদের অনুবাদে মোক্ষমূলার “abusive” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। Vedic Indexএ এই শব্দের অর্থ traitor করা হইয়াছে। শব্দের মতে পিশুনাঃ— পরদোষোদ্ভাসকাঃ—যাহারা পরের দোষ কীৰ্ত্তন করে।

## সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

### ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ

১। বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাস্তুয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞানাতি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য-মেকায়নং দেববিদ্যাং তক্ষবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্র-বিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশুংশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পত্যীক্সাপদাক্সাকৌটপতঙ্গপিপালকং ধর্ম্যং চাধর্ম্য চ সত্যং চানৃত্যং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চাক্ষু চ রসং চেমং চ লোকময়ুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজ্ঞানাতি বিজ্ঞানমুপাসুংস্বতি ।

১। বিজ্ঞানম্ বাব ধ্যানাং ( ধ্যান অপেক্ষা ) ভূয়ঃ। বিজ্ঞানেন

১। বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান দ্বারা ঋগ্বেদ, অবগত

২। স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মত্বাপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকাঃ  
জ্ঞানবতোহভিসিধ্যতি যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো  
ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মত্বাপাস্তেহস্তি ভগবো বিজ্ঞানাত্ময়  
ইতি বিজ্ঞানাত্মাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীহিতি ।

( বিজ্ঞান দ্বারা ) বৈ ঋগ্বেদম্ বিজ্ঞানাতি ( জানে, 'মানব' ইহার  
কর্তা, উহা ), যজুর্বেদম্, সামবেদম্, অথর্কবেদম্ চতুর্থম্, ইতিহাস-পুরাণম্  
পঞ্চমম্, বেদানাম্ বেদম্, পিত্রাম্ রাশিম্, দৈবম্, নিধিম্, বাকো-  
বাক্যম্, একায়নম্, দেবাবদ্যাম্, ব্রহ্মবিদ্যাম্, ভূতবিদ্যাম্, ক্ষত্রবিদ্যাম্  
নক্ষত্রবিদ্যাম্, সর্প-দেবজন-বিদ্যাম্, দিবম্ চ, পৃথিবীম্ চ, বায়ুম্ চ,  
আকাশম্ চ, আপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ, পশূন্ চ,  
ব্যাংগি চ, তৃণবনস্পাতীন্, শাপদানি, আকাট-পতঙ্গ-পিপীলিকম্, ধর্মম্ চ,  
অধর্মম্ চ, সত্যম্ চ, অনৃতম্ চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়ম্ চ, অহৃদয়ম্ চ  
অগ্নম্ চ, রসম্ চ, ইমম্ চ লোকম্, অমুম্ চ, বিজ্ঞানেন এব বিজ্ঞানাতি ।  
বিজ্ঞানম্ উপাস্মহ ইতি । ( ৭।১।২ ; ৭।২ ১৮ঃ ) । পাঠান্তর - পিপীলিকম্  
স্থলে 'পিপীলিকম্' ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।২ ; মন্তব্য ) বিজ্ঞানম্ ( ২।১ ) 'ব্রহ্ম' ইতি

হওয়া যায় এবং যজুর্বেদ, সামবেদ চতুর্থ অথর্কবেদ, পঞ্চম ইতিহাস-  
পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্রা, রাশি, দৈব, নিধি, বাক্যবাক্য, নীতিশাস্ত্র,  
দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্প ও  
দেবজনবিদ্যা, দ্যৌ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জলসমূহ, তেজ, দেবগণ,  
মনুষ্যাগণ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, শাপদ, কোট-পতঙ্গ-পিপী-  
লিকা পর্য্যন্ত ( সমুদয় প্রাণী ), ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্য,  
শুভ ও অশুভ, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর অগ্ন, রস, ইহলোক ও পরলোক  
—(এ সমুদয়ই) বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায় । এই বিজ্ঞানকে উপাসনা কর ।

২। যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞানমহ

উপাস্তে, বিজ্ঞানবতঃ ( + লোকান্ = বিজ্ঞানসম্পন্ন লোকসমূহকে )  
 বৈ সঃ লোকান্ ( লোকসমূহকে ), জ্ঞানবতঃ ( + লোকান্ = জ্ঞান-  
 সম্পন্ন লোকসমূহকে ) অভিনিধাতি ( প্রাপ্ত হয় ) । যাবৎ বিজ্ঞানস্ত  
 ( বিজ্ঞানের ) গতম্, তত্র অস্ত যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ বিজ্ঞানম্  
 ‘ব্রহ্ম’ ইতি উপাস্তে । ‘অস্তি, ভগবঃ বিজ্ঞানাৎ ( বিজ্ঞান অপেক্ষা )  
 ভূয়ঃ’ ? ইতি । ‘বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি । ‘তৎ মে  
 ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি । ( ৭.১৫ ব্রঃ )

ও বিজ্ঞানময় অগৎ প্রাপ্ত হন । যিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা  
 করেন, বিজ্ঞানের যত দূর গতি, তত দূর তাহার কামচরণ হইয়া থাকে ।  
 নারদ বলিলেন—‘ভগবন্ ! বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে ?’  
 সনৎকুমার বলিলেন—‘বিজ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ।’  
 নারদ বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন ।’

### মন্তব্য

বিজ্ঞান = শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের জ্ঞান ।

জ্ঞান = সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান ( শব্দ ) ।

---

## সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

### বিজ্ঞান অপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ

১। বলং বাব বিজ্ঞানাদুয়োহপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো  
বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোখাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্  
পরিচরিতা ভবতি পরিচরনুপসত্তা ভবতু্যপসীদনুদ্রষ্টা ভবতি  
শ্রোতা ভবতি মস্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কৰ্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা  
ভবতি বলেন ঐ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনাস্তুরিক্ষং বলেন চৌর্ক্বলেন  
পৰ্ব্বতা বলেন দেবমন্মুখ্যা বলেন পশবন্ত বয়াংসি চ তৃণবন-  
স্পত্যয়ঃ আপদাণ্যাকৌটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বল-  
মুপাসুশ্বেতি ।

১। বলম্ বাব বিজ্ঞানাং ( বিজ্ঞান অপেক্ষা ) ভূয়ঃ । অপি হ  
শতম্ ( ২।১ ) বিজ্ঞানবতাম্ ( বিজ্ঞানবান্দিগের ) একঃ বলবান্  
আকম্পয়তে ( কম্পিত করে ) । সঃ যদা বলী ভবতি ( হয় ), অথ  
উখাতা ( যে উখিত হইতে পারে ; মতান্তরে—উদ্যমশীল ) ভবতি ;  
উত্তিষ্ঠন্ ( উখিত হইয়া বা উদ্যমশীল হইয়া ) পরিচরিতা ( পরিচরিত  
১।২, পরিচর্যাপরায়ণ ) ভবতি ; পরিচরনু ( পরিচর্যা করিয়া ) উপসত্তা  
( উপসত্ত, ১।১ ; উপ+সদৃ+তৃচ্=যে নিকটে উপবেশন করে ;

১। বল বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । একজন বলবান্ ব্যক্তি শত  
বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও কম্পিত করিতে পারে । মানুষ যদি বলী  
হয়, তবে সে উদ্যমশীল হইতে পারে, উদ্যমশীল হইয়া ( গুরু  
প্রভৃতির ) পরিচর্যা করিতে পারে, পরিচর্যা করিয়া ( তাঁহাদিগের )  
সমীপে উপবেশন করিতে পারে, সমীপে উপবেশন করিয়া দর্শন  
করিতে পারে, শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে, ব্যাখ্যাত

২। স যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে বাবহলস্য গতং তত্রাস্য  
যথাকামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তুি ভগবো  
বলাদুয় ইতি বলাদ্বাব ভূয়োহস্তুীতি তস্মৈ ভগবান্ ব্রৌহিতি ।

ব্রৌহীত্যর্থঃ) ; উপদৌদন্ ( উপ + সদ্ শত্ ; সমীপে উপবেশন করিয়া )  
দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ( মননকর্তা ) ভবতি, বোদ্ধা  
( যে বুঝিতে পারে, সেই বোদ্ধা ) ভবতি । কর্তা ( যে করে সেই  
ব্যক্তি, অকুষ্ঠাতা ) ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি । বলেন ( বল দ্বারা ) বৈ  
পৃথিবী তিষ্ঠতি ( অবস্থান করে ), বলেন অস্তরিকম্, বলেন দ্যৌঃ  
বলেন পৰ্ব্বতাঃ ( ১।৩ ), বলেন দেবমহুয়াঃ ( ১।৩ ), বলেন পশবঃ চ  
( পশুগণও ), বয়ান্গি চ ( পক্ষিগণও ) তৃণবনস্পত্যঃ ( তৃণ ও  
বনস্পতিসমূহ ) আপদানি ( হিংস্রকৃত্তসমূহ ) আকৌটপতকপিপীলকম্  
( কৌট, পতক ও পিপীলিকা পর্যন্ত ), বলেন লোকঃ ( স্বর্গাদি  
লোক ) তিষ্ঠতি । বলম্ উপাস্ব ইতি । পাঠান্তরঃ—( ১ ) ‘দৌ-  
বলেন’ অংশের পর ‘আপো বলেন’ সংযুক্ত করা হইয়াছে । ( ২ )  
‘পিপীলকম্’ স্থলে ‘পিপীলিকম্’ । ( ৩ ) ‘লোকতিষ্ঠতি’ স্থলে  
‘লোকাতিষ্ঠতি’ ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।২ মন্তব্য ) বলম্ ( ২।১ ) ‘ব্রহ্ম’ ইতি উপাস্তে,

৫

পারে, কর্ম করিতে পারে ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে । বলবশতঃই  
পৃথিবী অবস্থান করিতেছে ; বলবশতঃই অস্তরিক, বলবশতঃই দ্যৌঃ,  
বলবশতঃই পৰ্ব্বতসমূহ, বলবশতঃই দেব ও মহুয়াগণ, বলবশতঃই পশু ও  
পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, আপদ, কৌট পতক পিপীলিকা পর্যন্ত  
সকলেই এবং ( স্বর্গাদি ) লোক অবস্থিতি করে । ( এই ) বলেরই  
উপাসনা কর ।

২। যিনি বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বলের গতি যত দূর,



বাবৎ বলন্ত গন্তম্, তত্র তন্ত বধাকামচারঃ ভবতি—বঃ বলম্ 'ব্রহ্ম' ইতি উপাঙ্গে । 'অস্তি ভগবঃ বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ ?' ইতি । 'বলাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি' ইতি । 'ভৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু' ইতি (৭।১।৫ ব্রঃ) ।

তত দূর পৰ্য্যন্ত তাঁহার কামচরণ । নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! বল অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে ?” সনৎকুমার বলিলেন—“বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন ।”

## সপ্তমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

### বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ

১ । অন্নং বাব বলান্তু যন্তুস্মাদ্ যদ্যপি দশরাত্রীর্নাশ্রীয়াদ্-  
যদু্যহ জীবৈদথবাহ্ দ্রষ্টা শ্রোতা মস্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞাতা  
ভবত্যথা হ্নস্ত্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মস্তা ভবতি বোদ্ধা  
ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্থেতি ।

১ । অন্নম্ বাব বলাৎ (বল অপেক্ষা) ভূয়ঃ । তস্মাৎ (সেই  
জন্ত) যদ্যপি দশরাত্রীঃ (দশরাত্রী ২।৩; দশরাত্রি, অর্থাৎ দশ রাত্রি  
ও দশ দিন) ন (না) অশ্রীয়াৎ (আহার করে) যদি উ হ (যদিও)  
জীবৈঃ (জীবিত থাকে, অথ (তখন) বা (নিশ্চয়ই) অদ্রষ্টা, অশ্রোতা,  
অমস্তা (যে মনন করিতে পারে না) অকর্তা, অবিজ্ঞাতা, ভবতি  
(হয়) । অথ অন্নম্ (অন্নের) আয়ে (লাভে), দ্রষ্টা ভবতি,  
শ্রোতা ভবতি, মস্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা  
ভবতি ইতি । অন্নম্ উপাস্থ (৭।৮।১ ব্রঃ) ।

১ । অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেইজন্য যদি কেহ (দশ দিন ও)  
দশ রাত্রি অন্নগ্রহণ না করে, সে যদি জীবিতও থাকে, তাহা হইলেও

২। স যোহন্নঃ ব্রহ্মত্বাপাস্তেহন্নবতো বৈ স লোকান্-  
পানবতোহভিসিদ্ধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো  
ভবতি যোহন্নঃ ব্রহ্মত্বাপাস্তেহন্তি ভগবোহন্নাতুয় ইত্যন্নাদ্বাব  
ভূয়োহন্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীষিতি ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১২ মন্তব্য ) অন্নম্ ( ২।১ ) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে,  
অন্নবতঃ ( + লোকান্ = অন্নবান্ লোকসমূহকে ) বৈ সঃ লোকান্  
( লোকসমূহকে ) পানবতঃ ( + লোকান্ = পানযুক্ত লোকসমূহকে )  
অভিসিধ্যতি ( লাভ করে )। যাবৎ অন্নত ( অন্নের ) গতম্, তত্র  
অস্ত যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘অন্তি  
ভগবঃ অন্নাতু ( অন্ন অপেক্ষা ) ভূয়ঃ’ ইতি। ‘অন্নাতু বাব ভূয়ঃ  
অন্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি ( ১।১।৫ জঃ )।

সে দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, মনন করিতে পারে না,  
বুঝিতে পারে না, কৰ্ম করিতে পারে না, জানিতে পারে না। কিন্তু  
অন্ন গ্রহণ করিলে, দর্শন করিতে পারে, শ্রবণ করিতে পারে, মনন  
করিতে পারে, বুঝিতে পারে, কৰ্ম করিতে পারে, জ্ঞানলাভ করিতে  
পারে। এই অন্নের উপাসনা কর।

২। যিনি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নযুক্ত ও পান-  
যুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন। যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা  
করেন, অন্নের গতি যত দূর, তত দূর তাঁহার কামচরণ হইয়া থাকে ?  
নারদ বলিলেন—‘ভগবন্! অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে?’  
সনৎকুমার বলিলেন—‘অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।’ নারদ  
বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

মন্তব্য

৭।২।১। (১) ‘অথ বা’ ইত্যাদি। “যদ্যপি দশরাজীঃ ন অশ্রীয়াৎ যদি উ হ জীবৎ অথ বা অদ্রষ্টা.....ভবতি” এই অংশকে শঙ্কর দুই বাক্যে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—“যদ্যপি দশরাজীঃ ন অশ্রীয়াৎ”। ইহার অর্থ—“যদি দশরাজি ভোজন না করে, (তাহা হইলে মরিয়া যায়)”। “তাহা হইলে মরিয়া যায়” অংশটি উক্ত দ্বিতীয়—“যদি উ হ জীবৎ অথবা অদ্রষ্টা.....ভবতি।”

(২) “অরস্ত আঠৈ” ইত্যাদি—

শঙ্কর ‘আঠৈ’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলেন ‘আঠী’ হলে ‘আঠৈ’ ব্যবহৃত হইয়াছে। আঠ=কাড়; যাহার আর আছে সেই ‘আঠী।’ কিন্তু ‘আঠৈ’ পাঠও সমর্থন করা যায়। ঈ+কিপ্ =ঈ; ইহার চতুর্থীর একবচনে ‘ঈ’; ‘আ’+ই=আঠৈ=আরবশতঃ লাভবশতঃ। শঙ্কর বলেন ‘অরস্ত আঠা’ হইলেও এই অর্থই হইবে। কোন কোন সংস্করণে ‘আঠঃ’ পাঠও আছে।

## সপ্তমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

### অন্ন অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ

১। আপো বাবাস্তু ত্বস্মাদ্যদাঃ সৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধো-  
যন্তে প্রাণা অন্নং কনীরো ভবিষ্যতীত্যথ যদা সৃষ্টির্ভবত্যা-  
নন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাং এবমা মূর্তা যেয়ং  
পৃথিবী যদন্তুরিকং যদ্ দ্যৌর্যং পর্বতা যদেবমশুশ্যা যৎ পশবন্ত  
যয়াংসি চ তৃণবনস্পত্যঃ স্থাপদান্ধাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ  
এবেমা মূর্তা অপ উপাসূয়েতি।

১। আপঃ (১।৩, জল) বাব অন্নং (অন্ন অপেক্ষা) ত্বস্মাদ্যদাঃ

১। জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যখন সৃষ্টি না হয়

২। স যোহপো ব্রহ্মৈতু্যপাস্তু আপ্নোতি সর্বান কামাং-  
স্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি  
যোহপো ব্রহ্মৈতু্যপাস্তুহস্তি ভগবোহস্ত্যো ভূয় ইত্যস্ত্যো বাব  
ভূয়োহস্তীতি তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীহিতি ।

(কুশী, ত্রীং ১৩, শ্রেষ্ঠ)। তস্মাৎ (সেইজন) যদা (যখন)  
স্রবষ্টিঃ ন ভবতি (হয়), ব্যাধীযন্তে (বি+আ+ধা, বর্ধা;  
দুঃখিত হয়) প্রাণাঃ (১৩) ‘অন্নম্ কনীয়ঃ ভবিষ্যতি’ (অন্ন অন্ন  
হইবে এই ভাবিয়া; কনীয়ঃ=(অন্ন+ঈৎস্, ‘অন্ন’ স্থানে ‘কন্’ পাঃ  
৫।৩।৬৪; -অন্নতর)। অথ যদা স্রবষ্টিঃ ভবতি, আনন্দিনঃ (১৩,  
হই) প্রাণাঃ ভবন্তি ‘অন্নম্ বহু ভবিষ্যতি’ ইতি (বহু অন্ন হইবে এই  
ভাবিয়া)। আপঃ এব ইমাঃ (এই সমুদয়) মূর্ত্তাঃ (বিবিধ মূর্ত্তি-  
রূপে পরিণত)—যা ইম্ (এই) পৃথিবী, যৎ (এই যে) অস্ত-  
রিকম্, যৎ দ্যৌঃ, যৎ পৰ্ব্বতাঃ, যৎ দেবমহুযাঃ যৎ পশবঃ চ, যয়াংসি চ  
তৃণবনস্পত্যয়ঃ, খাপদানি আকীট-পতক-পিপীলিকম্—আপঃ এব ইমাঃ  
মূর্ত্তাঃ। অপঃ (২.৩, জলকে) উপাসম্ব ইতি (৭।৮।১ ভ্রঃ)।

২। সঃ যঃ (২।১।১২ মন্তব্য) অপঃ (২.৩, জলকে) ‘ব্রহ্ম’

তখন অন্ন অন্ন উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ দুঃখিত হয়; আর যখন  
স্রবষ্টি হয়, তখন বহু অন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণ আনন্দিত হয়। এ  
সমুদয়ই জলের মূর্ত্তি;—এই যে পৃথিবী, এই যে অস্তরিক, এই যে  
দুালোক, এই যে পর্ব্বতসমূহ, এই যে দেব ও মহুযাগণ, এই যে  
পশু, পক্ষী, ‘তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, খাপদগণ, এবং কীট পতক পিপী-  
লিকা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণী—এ সমুদয়ই জলের মূর্ত্তি। এই জলেরই  
উপাসনা কর।

২। যিনি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমুদয়

ইতি উপাশ্বে, আগ্রোতি (প্রাপ্ত হই) সর্কান্ কামান্ (সমুদয় কর্তৃনাকে) তৃপ্তিমান্ ভবতি (হয়)। বাবৎ অগাম্ (৬।৩, জলের) গতম্, তত্র অস্ত্র যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ অগঃ ত্রক্ষ ইতি উপাশ্বে। ‘অস্তি ভগবঃ অস্তাঃ (৫।৩, জল অপেক্ষা) ভূঃ?’ ইতি। ‘অস্তাঃ বাব ভূঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ যে ভগবান্ ত্রবীতু’ ইতি। (৭।১।৫ টীকা)।

কাম্যবস্ত্র লাভ করেন এবং পরিচরিত হন। যিনি জলকে ত্রক্ষরূপে উপাসনা করেন, জলের গতি যত দূর, তত দূর পর্যন্ত তাঁহার বাধীন আচরণ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্! জল অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?’ সনৎকুমার বলিলেন—‘ভগবন্! জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই কিছু আছে।’ নারদ বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

### মন্তব্য

৭।১।১। (১) ‘যৎ’ শব্দ ক্রীতলিঙ্গ, একবচন, কিন্তু অনেক স্থলে সর্কলিঙ্গে এবং সর্কবচনেই ব্যবহৃত হয়। দ্বোঃ ক্রীতলিঙ্গ, পর্কতাঃ পলবঃ ইত্যাদি পুংলিঙ্গ বহুবচন; এ সমুদয়ের পূর্বেই ‘যৎ’ ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) পাঠান্তর—(ক) ‘বাবান্নাৎ’ স্থলে ‘বা অন্নাৎ’ (=বৈ অন্নাৎ)। (খ) ‘পিপীলকম্’ স্থলে ‘পিপীলিকম্।’

## সপ্তমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

### জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ

১। তেজো বাবাহ্যো ভূয়ন্তুহা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভি-  
কৃপতি তদাহনির্শোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ  
পূর্বং দর্শয়িত্বাহথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ  
বিদ্যন্তিরাত্নানান্চরন্তি তস্মাদাহর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা  
ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাহথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস-  
য়েতি ।

১। তেজঃ বাব অহ্ভাঃ ( ৫.৩, জল অপেক্ষা ) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) ।  
তৎ ( সেইজন্য ) বৈ এতৎ বায়ুমাগৃহ্য ( অবলম্বন কারয়া ) আকাশম্  
অভিতপতি ( উত্তপ্ত করে ) । তদা ( তখন ) আহঃ ( 'লোকে' বলে )  
নিশোচতি ( নি + শুচ্ ; = উত্তাপ দিতেছে , দৃষ্ট করিতেছে ) নিতপতি  
( সন্তপ্ত করিতেছে ) বর্ষিষ্যতি ( বর্ষণ করিবে ) বৈ ইতি । তেজঃ  
এব তৎ ( এই সমুদয় অবস্থাকে ) পূর্বম্ ( প্রথমে ) দর্শয়িত্বা ( দেখাইয়া )  
অথ ( পরে ) অপঃ ( ২।৩, জলকে ) সৃজতে ( সৃষ্টি করে ) । তৎ  
এতৎ ( + আহ্বানাঃ = মেঘধ্বনি সমুদয় ; মন্তব্য দ্রষ্টব্য ) উর্দ্ধাভিঃ  
চ, তিরশ্চীভিঃ চ বিদ্যন্তঃ ( উর্দ্ধগতিবিশিষ্ট এবং তিষ্ঠ্যকগতি  
বিশিষ্ট বিদ্যৎগণের সহিত ) আহ্বানাঃ ( মেঘধ্বনিসমূহ ) চরন্তি  
( বিচরণ করে ) । তস্মাৎ ( সেইজন্য ) আহঃ বিদ্যোততে ( বিদ্যৎ  
প্রকাশ পাইতেছে ) স্তনয়তি ( গর্জন করিতেছে ) বর্ষিষ্যতি বৈ  
ইতি । তেজঃ এব তৎ পূর্বম্ দর্শয়িত্বা অথ অপঃ সৃজতে । তেজঃ  
( ২।১ ) উপাস্থ ( উপাসনা কর ) ইতি ।

১। তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেইজন্য এই তেজ বায়ুকে  
আশ্রয় করিয়া আকাশকে উত্তপ্ত করে ; তখন লোকে বলে 'অভিতপ্ত  
করিতেছে, সন্তপ্ত করিতেছে, ( এখন ) বর্ষণ হইবে।' তেজ প্রথমে

২। স যন্তোজো ব্রহ্মতুপাস্তে তেজসী বৈ স তেজস্বতো  
লোকান্ ভাস্বতোহপহততমস্কানভিসিদ্ধ্যতি যাবন্তোজসো গতং  
তত্রান্ত যথাকামচারো ভবতি যন্তোজো ব্রহ্মতুপাস্তেহস্তি ভগব-  
ন্তোজসো ভূয় ইতি তেজসো বাব ভূয়োহস্তীতি তস্মৈ ভগবান্  
ব্রবীষিতি ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১২, মন্তব্য ) তেজঃ ( ২।১ ) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে  
তেজসী বৈ সঃ তেজস্বতঃ লোকান্ ( তেজোময় লোকসমূহকে )  
ভাস্বতঃ ( + লোকান্ = প্রকাশবান্ বা দীপ্তিমান্ লোকসমূহকে অপহত-  
তমস্কান্ ( + লোকান্ = যে সমুদয় লোকের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে,  
সেই সমুদয় লোকে ; তমস্ব = তমস্ + ক = অন্ধকার ) অভিসিধ্যতি  
( লাভ করে )। যাবৎ তেজসঃ পতম্, তত্র অন্ত যথাকামচারঃ  
ভবতি—যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি ভগবঃ তেজসঃ  
( তেজ অপেক্ষা ) ভূয়ঃ ১’ ইতি। ‘তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি।  
‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি।

এই অবস্থা দেখাইয়া পরে জল সৃষ্টি করে। সেইজন্য মেঘগর্জন  
উর্দ্ধগামী ও তিষ্ঠাকৃগামী বিদ্যাত্তের সহিত বিচরণ করে। সেইজন্য  
লোকে বলিয়া থাকে ‘বিদ্যাৎ প্রকাশ পাইতেছে, গর্জন হইতেছে,  
( এখন ) বর্ষণ হইবে।’ তেজ পূর্বে এইরূপ দেখাইয়া পরে জল  
সৃষ্টি করে। ( এই ) তেজেরই উপাসনা কর।

২। যিনি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজোময়,  
প্রকাশবান্, এবং অন্ধকাররহিত লোকসমূহকে লাভ করেন। যিনি  
তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন,—তেজের গতি যত দূর  
তত দূর পর্যন্ত তাঁহার কামচরণ। নারদ ক্রিয়াসা করিলেন—



‘ভগবন্। তেজ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?’ সনৎকুমার বলিলেন—‘তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নিশ্চয়ই আছে।’ নারদ বলিলেন—‘ভগবান্ তাহা আমাকে বলুন।’

### মন্তব্য

৭।১।১। টীকায় ‘এতৎ’কে ‘আহ্বাদাঃ’র বিশেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে অর্থ অতি স্বাভাবিক হয়। ইহার পূর্বেও ‘তৎ এতৎ বায়ুম্’ ইত্যাদি অংশে ‘এতৎ’কে কর্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে ‘এতৎ’ কর্তার বিশেষণ। ইহার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই :— এতৎ ক্রীঃ ১।১, কিন্তু আহ্বাদাঃ পুং ১।৩। এই বিঘ্নে বক্তব্য এই :—এপ্রকার ব্যবহার বহুল পাওয়া যায়। আর বিশেষভাবে ‘যৎ’ ‘এতৎ’ ইত্যাদির ব্যবহার বৈদিক ও অবৈদিক উভয় সাহিত্যেই রহিয়াছে। স্বয়ং আছে “ভূর্গহা এতৎ (২।১।৮।২); ভূর্গহা—ভূর্গহানি বহুবচন। উপনিষদের ও অনেক স্থলে এই প্রকার ব্যবহার আছে। তৎ যত্র এতৎ ‘সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (ছাঃ ৮।৬।৩) এই স্থলে পুংলিঙ্গ ‘এষঃ’ ব্যবহার না করিয়া ‘এতৎ’ ব্যবহার করা হইয়াছে। ৮।৬।৪ ও ৮।৬।৫ অংশেও ঠিক এইরূপ। ৭।১।১ অংশে ‘যৎ’ সর্কলিঙ্গে ও সর্কবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুসংহিতাতে (২।২০৬) আছে—‘বিদ্যাশুকসু এতৎ এব নিত্য। বৃত্তিঃ।’ এইস্থলে ‘এতৎ’ ক্রীলিঙ্গ ‘বৃত্তিঃ’ শব্দের বিশেষণ।

এই অংশের অন্তপ্রকার অন্বয়ও করা বাইতে পারে :—(ক) ‘এতৎ’ ক্রিঃবিং; = এইরূপে; এপ্রকার প্রয়োগ বহুল দৃষ্ট হয়। (খ) তৎ এতৎ.....আহ্বাদাঃ চরন্তি = তৎ এতৎ, (যৎ).....আহ্বাদাঃ চরন্তি = যেধরনি যে বিচরণ করে, ইহা (এতৎ) এইজন্ত (তৎ)।

## সপ্তমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

### তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ

১। আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্য্যচন্দ্র-  
মসাবুভৌ বিদ্যন্নকত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যা-  
কাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশেন রমত আকাশে  
জায়ত আকাশমভিজায়ত আকাশমুপাস্মেতি ।

১। আকাশঃ বাব তেজসঃ ( তেজ অপেক্ষা ) ভূয়ান্ ( শ্রেষ্ঠ ) ।  
আকাশে বৈ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ( সূর্য্য ও চন্দ্রমা, সমাগে সূর্য্যের শেষ  
'অকার' স্থলে 'আ' ; পাঃ ৬।৬।২৬ ) উভৌ ( এই উভয় ) বিদ্যাৎ  
নকত্রাণি ( নক্ষত্রসমূহ ) অগ্নিঃ । আকাশেন ( আকাশ দ্বারা ) আহ্বয়তি  
( আহ্বান করে ) ; আকাশেন শৃণোতি ( শ্রবণ করে ) আকাশেন প্রতি-  
শৃণোতি ( প্রত্যুত্তর দেয় ), আকাশে রমতে ( রমণ করে ), আকাশে  
ন রমতে, আকাশে জায়তে ( উৎপন্ন হয় ), আকাশম্ অভিজায়তে  
( আকাশের অভিমুখে উৎপন্ন হয় ; বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া আকাশের  
অভিমুখে উত্থিত হয় ) । আকাশম্ ( আকাশকে ) উপাস্ম ইতি ।

২। আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আকাশেই চন্দ্র ও সূর্য্য  
এই উভয়, বিদ্যাৎ, নকত্রসমূহ এবং অগ্নি ( অবস্থান করিতেছে )  
আকাশের সাহায্যে মানুষ আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যে শ্রবণ  
করে, আকাশের সাহায্যে প্রত্যুত্তর দেয় । আকাশেই আনন্দ লাভ  
করে এবং আকাশেই দুঃখ ভোগ করে । আকাশেই সকলের অন্য  
এবং আকাশের অভিমুখেই ( অক্ষুয়াদি ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । ( এই )  
আকাশেরই উপাসনা কর ।

২। স য আকাশং ব্রহ্মত্ব্যপাস্তু আকাশবতো বৈ স  
লোকান্ প্রকাশবতোহসংবাধানুরূপায়বতোহভিসিধ্যতি যাবদা-  
কাশস্ত গতং তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মে-  
ত্ব্যপাস্তেহস্তি ভগব আকাশাত্ম্য ইত্যাকাশাদ্ভাব ভূয়োহস্তীতি  
ভগ্নে ভগবান্ ব্রবীহিতি ।

২। সঃ যঃ ( ২।১।১২ যন্তব্য ) আকাশম্ ( .১।১ ) ব্রহ্ম ইতি  
উপাস্তে, আকাশবতঃ ( + লোকান—আকাশবান্ অর্থাৎ বিস্তারযুক্ত  
লোকসমূহকে ) সঃ লোকান্ ( লোকসমূহকে প্রকাশবতঃ ( +  
লোকান্—প্রকাশবান্ অর্থাৎ উজ্জ্বল লোকসমূহকে ) অসংবাধান  
( + লোকান্=বাধারহিত লোকসমূহকে ) উরূপায়বতঃ ( + লোকান্—  
বিস্তার লোকসমূহকে ) অভিসিধ্যতি ( প্রাপ্ত হইয়া ) । যাবৎ আকাশস্য  
( আকাশের ) গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি— যঃ  
আকাশম্ ব্রহ্ম ই উপাস্তে । ‘অস্তি ভগবঃ আকাশাৎ ( আকাশ  
অপেক্ষা ) ভূয়ঃ ?’ ইতি । ‘আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি ।  
‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি । ( ৭।১।৫ টীকা ) ।

২। যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি আকাশবান্,  
প্রকাশবান্, বাধাবিহীন এবং বিস্তারযুক্ত লোকসমূহ লাভ করেন ।  
যিনি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, আকাশের গতি যত দূর,  
তত দূর তাঁহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে । নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—  
—‘আকাশ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ?’ মনৎকুমার বলিলেন—  
‘আকাশ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ।’ নারদ বলিলেন—‘ভগবান্  
তাহা আমাকে বলুন’ ।

### যন্তব্য

৭।১২।১। প্রতিশ্রুণোতি = প্রতি + শ্রু = শ্রুতি = প্রত্যক্ষের দ্বারা । অতরূপ  
সূত্রান্ত—ভগবঃ ইতি হ প্রতিশ্রুতাব ( ৪।৪।১, ৪।৫।২; ৪।৬।২ ইত্যাদি )

—‘ভগবন্’ এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল ; প্রতিশ্রুতি—প্রতি + শ্র + লিট্ অ) । বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে—“স ভো ইতি প্রতিশ্রুতিঃ ।”

৭।১২।২। ‘অসংবাহান্’—‘সংবাহ’ শব্দের দুই অর্থ :—(ক) পরস্পরের গীড়া উৎপাদন ( খ ) সংকীর্ণ স্থান । স্থান সংকীর্ণ হইলেই পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে পারে এবং পরস্পরের গীড়া উৎপাদন করিতে পারে । সুতরাং অর্থ বিভিন্ন হইলেও এখানে উভয়ের ভাবার্থ একই ।

‘উক্ৰগায়বতঃ’ ইত্যাদি । যাক্ষ ঋষেদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন উক্ৰ—বিস্তীর্ণ ; উক্ৰগায়—বিস্তীর্ণ পদবিক্ষেপ ( নিঃ ২।৭ ) । ‘গায়’—‘গা’ ধাতু হইতে, এই ধাতুর অর্থ ‘গতি’ । উক্ৰগায়বৎ—যে স্থলে বিস্তীর্ণ পদবিক্ষেপ করা যায় ।

## সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

### আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ

১ । অরো বাবাকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপি বহব আসীরন্-  
স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ন্ মন্বীরন্ বিজানীরন্ যদা বাব  
তে স্মরেয়ুর্থ শৃণুয়ুর্থ মন্বীরন্ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান  
বিজানাতি স্মরেণ পশুন্ স্মরমুপাসুস্মেতি ।

১। স্মরঃ ( স্মৃতি ) বাব আকাশঃ ( আকাশ অপেক্ষা ) ভূয়ঃ  
( বৈদিক প্রয়োগ, পুংলিঙ্গ স্থলে ক্লীবলিঙ্গ ; = ভূয়ান্ = শ্রেষ্ঠ ) ।  
তস্মাৎ ( সেই জন্য ) যদ্যপি বহবঃ ( বহুলোক ) আসীরন্ ( আস্ বিধি,  
ঈরন্ = উপবেশন করে, একত্র হইয় ), ন ( না ) স্মরন্তঃ ( স্মরণ করিয়া )  
ন এব তে ( তাহারা ) কন্ + চন ( কোন বিষয়কে বা ব্যক্তিকে )  
শৃণুয়ুঃ ( শ্র ; শুনিতে পারে ), ন মন্বীরন্ ( মন্, ঈরন্ — মনন

১। স্মৃতি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেইজন্য যদি স্মৃতি না থাকে, তবে বহু লোক একত্র হইলেও তাহারা কোন বিষয় শুনিতে পারে না, মনন করিতে পারে না এবং জানিতে পারে না । আর যদি

২। স যঃ স্মরং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবৎ স্মরন্ত গত্য তত্রাস্য  
যথাকামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহস্তি ভগবঃ  
স্মরাত্ম্য ইতি স্মরাহাব ভূয়োহস্তীতি তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

করিতে পারে ) ন বিজানীরন্ ( বি + জ্ঞা + ইরন্ আত্মনে, পাঃ  
৬।৩।৪৫ = জানিতে পারে ) । যদা ( যখন ) বাব তে ( তাহার )  
স্মরেয়ুঃ ( স্ম ; স্মরণ করিতে পারে ), অথ শৃণুয়ুঃ, অথ মন্বীরন্, অথ  
বিজানীরন্, স্মরেণ বৈ ( স্মৃতি দ্বারা ) পুত্রান্ ( পুত্রগণকে )  
বিজানাতি ( জানে ), স্মরেণ পশুন্ ( পশুগণকে ) । স্মরন্ ( স্মৃতিকে )  
উপাস্ স্ব ( উপাসনা কর ) ইতি । পাঠান্তরঃ—‘বাবা কাশাৎ’ স্থলে  
‘বা আকাশাৎ’ (—বৈ আকাশাৎ)

২। সঃ যঃ স্মরন্ ( স্মরণকে ) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ স্মরন্ত  
( স্মৃতির ) গতম্ তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—যঃ স্মরন্ ব্রহ্ম ইতি  
উপাস্তে । ‘অস্তি ভগবঃ স্মরাৎ ( স্মৃতি অপেক্ষা ) ভূয়ঃ ?’ ইতি ।  
‘স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি । ‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু’ ইতি  
( ৭।১।৫ জঃ ) ।

তাহারা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রবণ করিতে সমর্থ  
হয়, মনন করিতে সমর্থ হয় এবং জানিতে সমর্থ হয় । স্মৃতির  
সাহায্যে পুত্রগণ ও পশুগণকে জানা যায় । ( এই ) স্মরণকেই উপাসনা  
কর ।

২। যে ব্যক্তি স্মরণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, স্মরণের  
গতি যত দূর, তত দূর তাহার আধীন আচরণ হয় । নারদ  
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভগবন্ ! স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে ?’  
সনৎকুমার বলিলেন—‘স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ।’ নারদ  
বলিলেন—‘ভগবান তাহা আমাকে বলুন ।’

## সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

### স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ

১। আশা বাব অরাদ্ধুয়স্তাশেদ্বো বৈ অরো মদ্বানধীতে  
কর্মানি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চৈচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চৈচ্ছত  
আশামুপাস্মেতি ।

২। স য আশাং ব্রহ্মেতুপাস্ত আশয়াস্ত সর্ব্ব কামাঃ  
সমুখ্যন্ত্যমোঘা হ্যস্তাশিবো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য  
যথাকামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেতুপাস্তেহস্তি ভগব আশায়া  
ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োহস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

১। আশাঃ ( অগ্ৰাণ্ড বস্ত্র পাইবার আকাজক্ষা ) বাব অরাদ্ধু  
( স্মৃতি অপেক্ষা ) ভূয়সী ( শ্রেষ্ঠ ) । আশা + ইচ্ছাঃ ( আশা দ্বারা উদ্দীপিত  
হইয়া ; ইচ্ছা—ব্রজ্জাসিত, ইচ্ছা ধাতু বৈ অরঃ ( স্মৃতি ) মদ্বান্ ( মদ্ব-  
সমূহকে ) অধীতে ( অধি+ই ; অধ্যয়ন করে ), কর্মানি ( কর্ম  
সমূহকে ) কুরুতে ( করে ), পুত্রান্ চ ( পুত্রগণকে ), পশুান্ চ ( পশু  
সমূহকে ) ইচ্ছতে ( অক্সনেপদ বৈদিক, = ইচ্ছতি = ইচ্ছা করে )  
ইমং চ লোকান্ ( এই লোককে ) অমুং চ ( ঐ লোককে, পরলোককে )  
ইচ্ছতে । আশাম্ ( আশাকে ) উপাস্ম ( উপাসনা কর ) ইতি ।  
'ইচ্ছতে' বিষয়ে—৭।১।৩ মন্তব্য দেখ ।

২। সঃ যঃ আশাম্ ( ২।১ ) ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, আশয়া ( আশা

১। আশা স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আশা দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া স্মৃতি  
( অর্থাৎ স্মৃতিমান্ পুরুষ ) মদ্বসমূহ অধ্যয়ন করে, কর্মের অনুষ্ঠান করে,  
পুত্র ও পশুসমূহ কামনা করে, ইহলোক ও পরলোক লাভ করিতে ইচ্ছা  
করে । ( এই ) আশারই উপাসনা কর ।

২। যিনি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, আশা দ্বারাই তাঁহার

যারা ) অস্য (ইহার) সৰ্ব্বকামাঃ (সমুদয় কামনা) সমুদ্যন্তি (সম্ +  
 ঋধ্; = বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), অমোঘাঃ (অব্যর্থ; মোঘ = নিষ্ফল) হ অস্য  
 আশিষঃ (আ + শাস্ হইতে, প্রার্থনা, ইচ্ছা), ভবন্তি (হয়)।  
 যাবৎ আশায়াঃ (আশার) গন্তম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি—  
 যঃ আশাম্ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে। ‘অস্তি ভগবঃ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষা)  
 ভূয়ঃ’ ? ইতি ‘আশায়াঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি’ ইতি। ‘তৎ মে ভগবান্  
 ব্রবীতু’ ইতি ( ৭।১।৫ টীকা )।

কামনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রার্থনা সকলতা লাভ করে। যিনি  
 আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, আশার গতি যত দূর, তত দূর  
 তাঁহার যথেষ্ট গমন হইয়া থাকে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“আশা  
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি কিছু আছে ? সনৎকুমার বলিলেন—“আশা অপেক্ষা  
 নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ কিছু আছে।” নারদ বলিলেন—“ভগবান্ তাহা আমাকে  
 বলুন।”

## সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চদশ খণ্ড

### আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ

১। প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্‌বথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা  
 এবমগ্নিন্‌ প্রাণে সর্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ  
 প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা  
 প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বমা প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ।

১। প্রাণঃ বৈ আশায়াঃ (আশা অপেক্ষা) ভূয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ)।  
 ‘বথা (যেমন) বৈ অরাঃ (‘অর’সমূহ; অর—চাকার কেন্দ্র হইতে

১। প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (বথচক্রের) অর সমূহ যেমন



২। স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্যং  
বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভূশমিব প্রত্যাহ ধিক্ হ্যস্তিত্যেবৈনমাহঃ  
পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা  
বৈ ত্বমস্মাচার্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ।

পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত শব্দক।) নাভৌ ( চাকার নাভিতে ; নাভি—  
কেন্দ্রস্থিত কাষ্ঠ, এই কাষ্ঠে ‘অর সমূহের এক দিক্ প্রবিষ্ট হইয়া  
থাকে’); সমর্পিতাঃ ( নিহিত হইয়া থাকে’)—এবম্ ( এই প্রকার )  
অস্মিন্ প্রাণে ( এই প্রাণে ) সৰ্বম্ ( সমুদয় ) সমর্পিতম্ ( নিহিত ) ।  
প্রাণঃ প্রাণেন ( প্রাণদ্বারা ; শরক্তি দ্বারা ) যাতি ( গমন করে, )  
শ্রীর কার্য্য করে ) ; প্রাণঃ প্রাণম্ দদাতি ( দান করে ), প্রাণায়  
( প্রাণকে, প্রাণের উদ্দেশ্যে ) দদাতি । প্রাণঃ হ পিতা, প্রাণঃ মাতা ;  
প্রাণঃ ভ্রাতা ; প্রাণঃ স্বসা ( ভগিনী ), প্রাণঃ আচার্য্য ; প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ ।  
পঠান্তর—‘বা আশায়াঃ’ স্থলে “বাবাহশায়াঃ” ।

২। সঃ ( কেহ ) যদি পিতরম্ বা ( পিতাকে ), মাতরম্ বা  
( বা মাতাকে ), ভ্রাতরম্ বা ( বা ভ্রাতাকে ), স্বসারম্ বা ( বা  
( স্বধের ) নাভিতে নিহিত থাকে, তেমনি সমুদয়ই এই প্রাণে প্রতি-  
ষ্ঠিত আছে । প্রাণদ্বারাই প্রাণ কার্য্য করে, প্রাণই প্রাণকে দান  
করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশ্যে দান করে । প্রাণই পিতা, প্রাণই  
মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই  
ব্রাহ্মণ ।

২। যদি কেহ পিতা, বা মাতা, বা ভ্রাতা, বা ভগিনী বা  
আচার্য্য, বা ব্রাহ্মণকে, সম্মান না দেখাইয়া যেন (রক্তভাবে) প্রত্যাশ্রয়  
করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে বলি “তোমাকে ধিক্, তুমি  
পিতৃহতা, তুমি মাতৃহতা, তুমি ভ্রাতৃহতা, তুমি ভগিনীহতা, তুমি  
আচার্য্যহতা, তুমি ব্রাহ্মণহতা ।

৩। অথ যদ্যপোনাশুৎক্রাস্তপ্রাণাঙ্গুলেন সমাসং ব্যতি-  
ষন্দহৈমৈবৈনং ক্রয়ুঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসীতি  
ন স্বশ্বহাসীতি নাচার্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি ।

সমাসকে), আচার্য্যাম্ বা (বা আচার্য্যাকে) ব্রাহ্মণম্ বা (বা ব্রাহ্মণকে)  
কিম্+চিৎ (কিছু) ভূগম্ ইব (যেন ক্রুদ্ধভাবে; শব্দ বলেন—  
এখানে 'তুমি' কিংবা এইপ্রকার কোন অসুচিত বাক্যপ্রয়োগের  
কথা বলা হইয়াছে) প্রতি+আহ (প্রত্যুত্তর করে); 'ধিক্  
ত্বা (তোমাকে) অস্ত (হউক)' ইতি বা এনম্ (ইহাকে) আহঃ  
(বলিয়া থাকে) 'পিতৃহা (পিতৃহস্তা) বৈ ত্বম্ (তুমি) অসি (হও),  
মাতৃহা (মাতৃহস্তা) বৈ ত্বম্ অসি, ভ্রাতৃহা (ভ্রাতৃহস্তা) বৈ ত্বম্  
অসি, স্বশ্বহা (ভগিনীহস্তা) বৈ ত্বম্ অসি, আচার্য্যহা (আচার্য্যহস্তা)  
বৈ ত্বম্ অসি, ব্রাহ্মণহা (ব্রাহ্মণহস্তা) বৈ ত্বম্ অসি ইতি ।

৩। অথ যদি+অপি এনান্ (ইহাদিগকে) উৎক্রাস্তপ্রাণান্  
(মৃতদেহকে; যাহাদিগের প্রাণ উৎক্রমণ করিয়াছে অর্থাৎ চলিয়া  
গিয়াছে তাহাদিগকে) শূলেন (শূল দ্বারা) সমাসম্ (সম্+অস্+  
ণমূল—একত্র করিয়া) ব্যতিষন্ (বৈদিক প্রয়োগ; —ব্যত্যাসম্=বি  
+অতি+অস্+ণমূল=খণ্ড খণ্ড করিয়া) দহেৎ (দগ্ধ করে), ন  
এব এনম্ (ইহাকে) ক্রয়ুঃ (বলিয়া থাকে)—'পিতৃহা অসি' ইতি  
ন (না, ইহাকে বলিবেনা) 'মাতৃহা অসি' ইতি; ন, 'ভ্রাতৃহা অসি'  
ইতি; ন 'স্বশ্বহা অসি' ইতি; ন 'আচার্য্যহা অসি' ইতি ।

৩। কিন্তু ইহাদিগের প্রাণ উৎক্রাস্ত হইলে (অর্থাৎ ইহাদিগের মৃত্যু  
হইলে) যদি কেহ শূলদ্বারা (দেহের অবশবসমূহকে) একত্র করিয়া  
এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলেও কেহ বলেনা  
—'তুমি পিতৃহস্তা, তুমি মাতৃহস্তা, তুমি ভ্রাতৃহস্তা, তুমি স্বশ্বহস্তা,  
তুমি আচার্য্যহস্তা, তুমি ব্রাহ্মণহস্তা ।'

৪। প্রাণো হেবৈতানি সৰ্ব্বানি ভবতি স বা এষ এবং  
পশ্যন্তেবং মদ্বান এবংবিজ্ঞানন্তিবাদী ভবতি তং চেদ্ ক্রয়ুরতি-  
বাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি ক্রয়ান্নাপহুৱীত ।

৪। প্রাণঃ হ এষ এতানি সৰ্ব্বানি ভবতি ( এই সমুদয় হয় ) । সঃ  
বৈ এষঃ ( সেই প্রাণবিৎ ব্যক্তি ) এবম্ ( এই প্রকার ) পশ্যন্  
( দেখিয়া ), এবম্ মদ্বানঃ ( মনন করিয়া ) এবম্ বিজ্ঞানন্ ( জানিয়া )  
অতিবাদী ভবতি ( হন ) । তম্ ( তাহাকে ) চেৎ ( যদি ) ক্রয়ুঃ  
( কেহ বলে ) ‘অতিবাদী অসি ( হও )’ ‘অতিবাদী অস্মি ( হই )’  
ইতি ক্রয়াৎ ( বলিবে ) । ন অপ হুৱীত ( অপ + হু + ইত ; অস্বীকার  
করিবে না ; গোপন করিবে না ) ।

৪। প্রাণই এই সমুদয় । যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই  
প্রকার মনন করেন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি  
‘অতিবাদী’ হন । যদি কেহ তাহাকে বলে ‘তুমি অতিবাদী’,  
তিনি ( ইহার উত্তরে ) বলিবেন ‘হাঁ আমি অতিবাদী’ ; ইহা তিনি  
গোপন করিবেন না ।

### মন্তব্য

৭।১৪।৩। পাঠান্তর—‘ব্যতিষন্দহেৎ’ স্থলে ‘ব্যতিসন্দহেৎ’ ।

‘সমাসম্’—দুই প্রকারে এই পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে—( ক )  
‘সম্ + অস্ + ণমূল = একত্র করিয়া ; পুঙ্খকৃত করিয়া ( আনন্দগিরি ) ।  
‘সমাসম্’ পদ দ্বারা ‘একত্র করা’ এবং ব্যতিষম্ (= ব্যত্যষম্) পদদ্বারা  
‘খণ্ড খণ্ড করা’ অর্থ বুঝাইতেছে । উভয়টাই ‘অস্’ ধাতু হইতে  
নিপ্পন্ন ; প্রথমটির উপসর্গ ‘সম্’ ; দ্বিতীয়টির উপসর্গ বি + অতি । এই  
উপসর্গের অন্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ বিপরীত হইয়াছে । ( খ ) সম্ +  
আস্ + ণমূল = নিক্ষেপ করিয়া ।

ব্যতিষন্দহেৎ = ব্যতিষম্ + দহেৎ । ব্যতিষম্ শব্দে প্রাকৃত ভাষার  
প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে । পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার সন্ধিতে

অনেক স্থলে পরবর্তী শব্দের গোপ হইয়া থাকে, যেমন ইতি+অপি ইতিপি। সংস্কৃত সাহিত্যেও এ প্রকার দৃষ্টান্ত আছে যেমন মহাভারতে ( আ: ৭৫।৪৪ ) তে+আজ্ঞয়া=তেজ্ঞয়া ; ভাগবতে ( ৮।২২।২ ) মে+ঈরিতম্=মেরিতম্। পানিনিও স্বগবিশেষে এইপ্রকার সন্ধি স্বীকার করিয়াছেন ( ৬।১।১০৭, ১০৮ )। ব্যতিষম্ শব্দেও এই প্রকার হইয়াছে ; বি+অতি+অস্=ব্যতিস্ ‘স’ স্থলে ‘ষ’ বৈদিক। সাধারণ নিয়মানুসারে ‘ব্যত্যস্’ হওয়া উচিত। শব্দর বলেন—ব্যতিষন্দহেৎ=ব্যত্যস্ত সন্দহেৎ। ব্যত্যস্ত=অবয়বান্ বিভজ্য=দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া (আনন্দগিরি)। ব্যত্যস্ত=বি+অতি+অস্+ল্যপ্। স্মৃতরাং ইহারও ‘ব্যতিষম্’ শব্দকে ‘ব্যত্যস্ত’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বি+অতি+অস্+লমূল হইতেই ‘ব্যতিষম্’ নিষ্পন্ন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অন্য প্রকারেও ‘ব্যতিষন্দহেৎ’ নিষ্পন্ন করা যায়। ব্যতিষম্ =বি+অতি+যো+ড, ২।১, ক্রিঃ বিং। ‘যো’ ধাতুর অর্থ নষ্ট করা। স্মৃতরাং ব্যতিষন্দহেৎ=দেহ বিনাশ করিয়া বা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দণ্ড করে।

ব্যতিসন্দহেৎ পাঠ গ্রহণ করিলে ঠোঁট নিষ্পন্ন করা অতি সহজ হয়। ব্যতিসন্দহেৎ=বি+অতি+সন্+দহেৎ=সম্পূর্ণরূপে দণ্ড করে। ‘ব্যতিষন্দহেৎ’ও এইরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে বলিতে হয় ‘স’ স্থানে ‘ষ’ বৈদিক প্রয়োগ।

শব্দ দাহ করিবার সময় বর্তমান সময়েও অনেক স্থলে কাঁচা বাঁশ দ্বারা বা কাঁচা কাঠ দ্বারা দেহকে উলট পালট করিয়া দেওয়া হয়, অনেক সময়ে ইহার দ্বারা দেহকে বিদ্ধ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করা হয়। এই কার্যের জন্য এখানে শূলের ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।

৭।১৪।৪। ‘নামই ব্রহ্ম’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘আশাই ব্রহ্ম’ এই পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অনেক জানেন। কিন্তু ‘প্রাণই ব্রহ্ম’ এই জ্ঞান পূর্বোক্ত সত্য অগ্রোক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পূর্ব পূর্ব সত্যকে অতিক্রম করিয়া নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জানেন এবং অতিরিক্ত বলেন ; তাঁহার নাম

‘অতিবাদী’। অতি = অধিক ; বাদী = বক্তা। অতিবাদী = অধিক তত্ত্বের বক্তা। ‘মৈত্রায়ণ’ উপনিষদে ( ৪।৫ ) ‘অতিবাদী’ শব্দের উল্লেখ আছে ( সম্ভবতঃ অর্থ একই )। ‘অতিবাদী’ শব্দের একটা অর্থ ‘যে বেশী কথা বলে’। নিন্দাচ্ছলে অনেক স্থলে এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। যুক্তকোপনিষদে ( ৩।১।৪ ) এই শব্দের ব্যবহার আছে।

## সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শ খণ্ড

### প্রাণবিৎ ও সত্যবিদের প্রভেদ

১। এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি। সত্যং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। এষঃ ( এই ব্যক্তি ) তু বৈ অতিবদতি ( অতিবাদী হন ) যঃ ( যিনি ) সত্যেন ( সত্যদ্বারা, সত্যস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া ) অতিবদতি। সঃ অহম্ ( এমন যে আমি ) ভগবঃ ! সত্যেন অতিবদানি ( অতি + বদ, লোট্ ; অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি ) ইতি। সত্যম্ তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ( বি + জ্ঞা + সন্ ; বিশেষরূপে জ্ঞানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে ) ইতি। সত্যম্ ( সত্যকে ) ভগবঃ ! বিজিজ্ঞাসে ( জিজ্ঞাসা করিতেছি ) ইতি।

১। কিন্তু যিনি সত্যস্বরূপকে জ্ঞানিয়া অতিবাদী হন, তিনিই ( প্রকৃতপক্ষে ) অতিবাদী। নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! আমি সত্যস্বরূপকে জ্ঞানিয়া অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।”, সনৎকুমার বলিলেন—“সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জ্ঞানিবার অস্ত ইচ্ছা করা উচিত।” নারদ বলিলেন—“হে ভগবন্ ! আমি সত্যস্বরূপকে বিশেষরূপে জ্ঞানিবার ইচ্ছা করিতেছি।”

## মন্তব্য

‘প্রাণই ব্রহ্ম’ এই পর্য্যন্ত অনিয়াই নারদ পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন আমি অভিবাদী হইয়াছি, আমি শ্রেষ্ঠ সত্য লাভ করিয়াছি। এইজন্য তিনি আর এ প্রকার প্রশ্ন করিলেন না—‘ভগবন্! প্রাণ অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?’ নারদের এই তুল বিবাস দূর করিবার জন্য সনৎকুমার নিজেই উপদেশ দিতে লাগিলেন, আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার উপদেশ ৭।১৬ হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত। (শব্দর)।

## সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ড

## ২. সত্যস্বরূপের বিজ্ঞান

১। যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্তেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা (যখন) বৈ বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে) অথ (তখন) সত্যম্ (২।১) বদতি (বলে); ন নাবিজানন্ (অ+জা+শত্, বিশেষরূপে না জানিয়া) সত্যম্ বদতি। বিজানন্ এব (বিশেষরূপে জানিয়াই) সত্যম্ বদতি। বিজ্ঞানম্ (২।১) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্। বিজ্ঞানম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৬শ্লঃ)।

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন যাহুব বিশেষরূপে জানে, তখনই সত্য বলে, বিশেষরূপে না জানিয়া সত্য বলে না। বিশেষরূপে জানিলেই সত্য বলে। এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।’ নারদ বলিলেন—‘আমি বিজ্ঞানকেই জানিতে ইচ্ছা করি।’



## সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড

### বিজ্ঞান মননসাপেক্ষ

১। যদা বৈ মনুতেহথ বিজ্ঞানাত্তি নামহা বিজ্ঞানাত্তি মত্বেব বিজ্ঞানাত্তি মতিস্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি । মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যদা বৈ মনুতে (মনন করে) অথ বিজ্ঞানাত্তি ; ন অমহা (মনন না করিয়া) বিজ্ঞানাত্তি । মহা এব (মনন, করিয়াই) বিজ্ঞানাত্তি । মতিঃ (মনন, তর্ক—শব্দ) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি । মতিম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি ( ৭।১৭ ) ।

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন মানুষ মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জানে, মনন না করিলে জানিতে পারেনা । এই মননকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত ।’ নারদ বলিলেন—‘আমি মননকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ।’

## সপ্তমাধ্যায়ে একোনবিংশ খণ্ড

### মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ

১। যদা বৈ শ্রদ্ধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্ধম্ননুতে শ্রদ্ধদেব মনুতে শ্রদ্ধা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যদা বৈ শ্রদ্ধাত্তি (শ্রদ্ধা ; মন্তব্য বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তখনই



হয়), অথ যজুতে। ন অশ্রদ্ধধৎ (ন, অশ্র, ধা+শত্; অশ্রদ্ধাশ্রু  
না হইলে) যজুতে। অশ্রদ্ধধৎ এব (অশ্রদ্ধাশ্রু হইয়াই) যজুত অশ্রদ্ধাতু  
এব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ইতি। অশ্রদ্ধাম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি।  
( ৭।১৭-১৮ )।

মনন করিতে পারে। অশ্রদ্ধাশ্রু না হইলে মনন করিতে পারে না।  
অশ্রদ্ধাশ্রু হইলেই মনন করিতে পারে। (এই) অশ্রদ্ধাকেই বিশেষ-  
রূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।' নারদ বলিলেন—'হে ভগবন্!  
আমি অশ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

## সপ্তমাধ্যায়ে বিংশ খণ্ড

### শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ

১। যদা বৈ নিশ্চিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধাশ্রুতি নানিশ্চিষ্ঠশ্রদ্ধাশ্রুতি  
নিশ্চিষ্ঠেন্নেব শ্রদ্ধাশ্রুতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি নিষ্ঠাং  
ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।

১। যদা বৈ নিশ্চিষ্ঠতি (নিঃ+স্থ। লট=‘গুরুতে’ নিষ্ঠাবান্  
হয়) অথ শ্রদ্ধাশ্রুতি। ন অনিশ্চিষ্ঠন্ (নিষ্ঠা না থাকিলে) শ্রদ্ধাশ্রুতি।  
নিশ্চিষ্ঠন্ এব (নিষ্ঠা থাকিলেই) শ্রদ্ধাশ্রুতি। নিষ্ঠা (নিঃ+স্থ।;  
নিশ্চিতরূপে স্থিতি) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ইতি। ‘নিষ্ঠাম্ ভগবঃ  
বিজিজ্ঞাসে’ ইতি ( ৭।১৭—১৯ )।

১। যামুখ যখন ( গুরুতে ) নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান্

হইয়া থাকে । নিষ্ঠাবান্ না হইলে অন্ধাবান্ হইতে পারে না । নিষ্ঠাবান্ হইলেই অন্ধাবান্ হইতে পারে । এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে । নারদ বলিলেন—‘এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ।’

## সপ্তমাধ্যায়ে একবিংশ খণ্ড

### নিষ্ঠা কৰ্ম্মসাপেক্ষ

১ । যদা বৈ কৰোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকুহা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিত্বৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১ । যদা বৈ কৰোতি ( ‘কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম’ করে ), অথ নিস্তিষ্ঠতি ন অকুহা ( কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম না করিয়া ) নিস্তিষ্ঠতি । কুহা এব ( করিয়াই ) নিস্তিষ্ঠতি । কৃতিঃ ( কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্ম ) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি । কৃতিম্ ( কৰ্ম্মকে ) ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে ইতি ( ৭।১৭—৭।২০ ) ।

১ । সনৎকুমার বলিলেন—‘যখন লোকে কৰ্ম্ম সম্পাদন করে, তখনই নিষ্ঠাবান্ হয় ! কৰ্ম্ম না করিলে নিষ্ঠাবান্ হয় না, কৰ্ম্ম করিলেই নিষ্ঠাবান্ হয় । এই ‘কৃতি’কেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত ।’ নারদ বলিলেন—‘হে ভগবন্ ! এই ‘কৃতি’কেই আমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ।’

### মন্তব্য

কৃতিঃ—ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন ( শব্দ ) । এই স্থলে একচারীর কৰ্ত্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে ।

## সপ্তমাধ্যায়ে দ্বাবিংশ খণ্ড

### কৰ্ম স্বখসাপেক্ষ

১। যদা বৈ স্বখং লভতেহথ কৰোতি নাস্বখং লক্ণা কৰোতি  
স্বখমেব লক্ণা কৰোতি স্বখং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স্বখং  
ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যদা বৈ স্বখম্ লভতে ( লাভ করে ), অথ কৰোতি ( কৰ্ম  
করে ) । ন অস্বখম্ লক্ণা ( স্বখ লাভ না করিয়া ) কৰোতি ।  
স্বখম্ এব লক্ণা ( লাভ করিয়া ) কৰোতি । স্বখম্ তু এব বিজিজ্ঞাসি-  
তব্যম্ ইতি । ‘স্বখম্ ভগবঃ বিজিজ্ঞাসে’ ইতি ( ৭।১৭—২১ ) ।

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যদি মানুষ স্বখ লাভ করে, তবেই  
কৰ্ম করে । স্বখ লাভ না করিলে কৰ্ম করে না ; স্বখ লাভ  
করিলেই কৰ্ম করে । এই স্বখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা  
করা উচিত ।’ নারদ বলিলেন—‘হে ভগবন্ ! এই স্বখকেই বিশেষ-  
রূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ।’

## সপ্তমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ খণ্ড

### ভূমাই স্বখস্বরূপ

১। যো বৈ ভূমা তৎস্বখং নাম্নে স্বখমস্তি ভূম্যেব স্বখং ভূমা  
হেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

১। যঃ বৈ ভূমা ( বহু + ইমন্, পাঃ ৬।৪।১৫৮ = মহান্ ) তৎ ( তাহা )

১। সনৎকুমার বলিলেন—‘যাহা ভূমা, তাহাই স্বখ ; যাহা অম

স্বখম্ । ন অল্পে (সীমাবিশিষ্ট বস্তুতে) স্বখম্ অতি (আছে) ।  
ভূমা এব স্বখম্ । ভূমা তু এব বিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি । ভূমানম্  
(ভূমাকে) ভগবঃ বিজ্ঞাসে ইতি (৭।১৭—৭।২২) ।

তাহাতে স্বখ নাই । ভূমাই স্বখ । এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে  
ইচ্ছা করিবে ।' নারদ বলিলেন—‘এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা  
করিতেছি ।’

## সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্বিংশ খণ্ড

### ভূমার লক্ষণ

১। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স  
ভূমাহ্ব্য বত্রাণ্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ  
ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি  
শ্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নোতি ।

১। যত্র (যে স্থলে) ন (না) অন্তঃ (২।১, অন্তবস্তুকে)  
পশ্যতি (দেখে), ন অন্তঃ শৃণোতি (শ্রবণ করে), ন অন্তঃ  
বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে) সঃ ভূমা (মহান) । অথ (আর)  
যত্র অন্তঃ পশ্যতি, অন্তঃ শৃণোতি, অন্তঃ বিজানাতি, তৎ অল্পম্ ।  
যঃ (যাহা) বৈ ভূমা, তৎ (=তাহা) অমৃতম্ ; অথ যৎ অল্পম্,  
তৎ মর্ত্যম্ (মরণশীল) । সঃ (সেই ভূমা) ভগবঃ ! কস্মিন্  
প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । শ্বে মহিম্নি (দ্বিজের মহিমাতে ; শ্বে=স্ব,  
৭।১ ; মহিম্নি=মহিমাতে), যদি বা (অথবা) ন মহিম্নি ইতি ।

১। যাহাতে অন্ত কিছু দেখা যায় না, অন্ত কিছু শুনা যায়

২। গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং  
ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচাশ্রো  
হৃশ্বশ্বিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ।

২। গো-অশ্বম্ ( গো ও অশ্বকে ; সম্বন্ধে অশ্বের 'অ' লুপ্ত  
হয় নাই পাঃ ৯।১।১২২ ) ইহ ( এই পৃথিবীতে ) মহিমা ইতি আচ-  
ক্ষতে (১।৩, বলে), হস্তীহিরণ্যম্ ( হস্তী ও স্ত্রবর্ণকে ) দাসভার্য্যম্ ( দাস  
ও ভার্য্যাকে ) ক্ষেত্রাণি ( ক্ষেত্রসমূহকে ) আয়তনানি ( বাসস্থান  
সমূহকে ) ইতি । ন ( না ) অশ্বম্ ( আমি ) এবম্ ( এই প্রকার )  
ব্রবীমি ( বলি ) ব্রবীমি ইতি হ উবাচ । অশ্রুঃ ( অশ্রুবস্ত্র ) হি  
অশ্বশ্বিন্ ( অশ্রুবস্ত্রতে ) প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । পাঠান্তর—'হস্তিহিরণ্যম্  
দাসভার্য্যম্' স্থলে 'হস্তিহিরণ্যাদাসভার্য্যম্' ।

২

না, অশ্রু কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূম্বা । আর যাহাতে অশ্রু  
কিছু দৃষ্ট হয়, অশ্রু কিছু ক্রত হয়, অশ্রু কিছু বিজাত হয়—তাহাই  
অশ্রু । যাহা ভূম্বা, তাহাই অশ্রুত, আর যাহা অশ্রু, তাহাই মরণশীল ।'  
নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভগবন্ ! সেই ভূম্বা কোথায় প্রতিষ্ঠিত' ?  
সনৎকুমার বলিলেন—'( তিনি ) শ্রীমহিমাতে ( প্রতিষ্ঠিত ) অথবা  
( শ্রীমহিম ) মহিমাতেও ( প্রতিষ্ঠিত ) নহেন ।'

২। লোকে এই ভগবতে গো ও অশ্ব, হস্তী ও হিরণ্য, দাস  
ও ভার্য্য, ক্ষেত্র ও বাসগৃহ সমূহকে 'মহিমা' বলে । কিন্তু আমি  
এ প্রকার ( মহিমার কথা ) বলিতেছি না ( কিংবা আমি ইহা বলি  
না ) ; কারণ ইহাদিগের মধ্যে এক অপর বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ।

### ০ মন্তব্য

৭।২৪।১। ভূম্বা নিজেই নিজেতে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থে বলা হইয়াছে  
তিনি শ্রীমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত । ইহা শুনিয়া হত নারদ মনে

করিতে পারিতেন ‘ভূমারও আশ্রয় আবশ্যক’ এবং ইহাও হৃদয় মনে হইত যে ‘ভূমা অন্য ও ভূমার মহিমা অন্য এবং ইহাদিগের মধ্যে এক অপরে প্রতিষ্ঠিত’। এই প্রকার সন্দেহ দূর করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন—‘ভূমা নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন’ অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠাবিহীন, তিনি নিরালস্য ।’

## সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ খণ্ড

### ভূমা সর্বময়—ভূমাবিদেব স্বরাজ্য

১। স এবাধস্তাং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাং স পুরস্তাং স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবৈদং সর্বমিতি । অথাতোহহকারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্ঠাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতো-হহমুত্তরতোহহমেবেদং সর্বমিতি ।

১। সঃ ( সেই ভূমা ) এব অধস্তাং ( অধোদেশে ) সঃ উপরিষ্ঠাং ( উর্দ্ধদেশে ), সঃ পশ্চাং ( পশ্চাৎভাগে ) সঃ পুরস্তাং ( পুরোভাগে ), সঃ দক্ষিণতঃ ( দক্ষিণদিকে ), সঃ উত্তরতঃ ( বামদিকে )—সঃ এব ইদম্ সর্বম্ ( এই সমুদয় ) ইতি ।

অথ + অতঃ ( এখন, তাহার পর ) অহম্ + কার + আদেশঃ ( ‘অহম্’ এই দৃষ্টিতে উপদেশ ; অহম্ = আমি, অহকার = ‘আমি’ এই ভাব ) এব—অহম্ এব অধস্তাং, অহম্ উপরিষ্ঠাং, অহম্ পশ্চাং, অহম্ পুরস্তাং, অহম্ দক্ষিণতঃ, অহম্ উত্তরতঃ—অহম্ এব সর্বম্ ।

১। তিনিই অধোভাগে, তিনিই উর্দ্ধভাগে, তিনিই পশ্চাৎভাগে তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে—তিনিই এই সমুদয় । এখন ‘অহম্’ দৃষ্টিতে উপদেশ :—আমিই অধোভাগে, আমিই উর্দ্ধভাগে আমিই পশ্চাৎভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে—আমিই এই সমুদয় ।

২। অথাত আত্মাদেশ এবাঐত্ববাস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা  
পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মবেদং সর্ব-  
মিতি । স বা এষ এবং পশ্যন্নৈবং মন্বান এবং বিজ্ঞানম্নাত্ম-  
রতিরাত্মক্ৰীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স শ্বরাড়্ ভবতি, তন্ত  
সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি । অথ যেহুত্বং হতো বিহু-  
রন্যরাজানন্তে ক্ষয়ালোকা ভবন্তি ; তেষাং সর্বেষু লোকেষু  
কামচারো ভবতি ।

২। অথ অতঃ ( ইহার পর ) আত্মাদেশঃ ( আত্ম + আদেশঃ ;  
আত্মদৃষ্টিতে, উপদেশ ) এবঃ—আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা  
উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা  
উত্তরতঃ—আত্মা এব ইদম্ সৰ্বম্ ইতি ( ১মঃ ) । সঃ বৈ এষঃ  
( সেই সাধক ) এবম্ ( এই প্রকারে ) পশ্যান্ ( দেখিয়া ) এবম্  
মন্বানঃ ( মনু শানচ ; মনন করিয়া ) এবম্ বিজ্ঞানন্ ( জানিয়া )  
আত্মরতিঃ ( আত্মাতে যাহার রতি তিনি ), আত্মক্ৰীড়ঃ ( আত্মাতে যিনি  
ক্ৰীড়া করেন ), আত্মমিথুন ( আত্মাতে যাহার মিথুনভাব ), আত্মানন্দঃ  
( আত্মাতে যাহার আনন্দ ) ; সঃ শ্বরাট শ্ব + রাজ্ ১।১, = আশ্বশ্বর ;  
শ্বাধীন ) ভবতি । তন্ত সর্বেষু লোকেষু ( সমুদয় লোকে ) কামচারঃ  
( স্বাধীন আচরণ ) ভবতি । অথ বে ( যাহারা ) অন্যথা ( অন্যপ্রকার )  
অতঃ ( ইহা অপেক্ষা ) বিহুঃ ( জানে ) অন্যরাজানঃ ( পরাধীন ; অন্য  
ব্যক্তি যাহাদের রাজা ) তে ( তাহারা ) ক্ষয়ালোকাঃ ( যাহাদিগের  
স্বর্গাদি লোক ক্ষয়শীল ; ক্ষয় = ক্ষয়শীল পাঃ ৬।১।৮১ ) ভবন্তি ( হয় )  
তেষাম্ ( তাহাদিগের ) সর্বেষু লোকেষু অকামচারঃ ( পরাধীনতা ) ভবতি ।

২। অনন্তর আত্মদৃষ্টিতে উপদেশ—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই  
উর্ধ্বভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে,  
আত্মাই বামে—আত্মাই এই সমুদয় । যিনি এই প্রকার দর্শন করেন,



এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্ম-  
রতি, আত্মক্রোধ, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনিই স্বরাট হন।  
আর যে ইহা অপেক্ষা অন্তরূপ জানে, সে অগ্নের অধীন হয়, এবং  
ক্ষয়শীল লোক লাভ করে। সমুদয় লোকে তাহার পরাধীনতা।

### মন্তব্য

৭২৫।১। অধর, উর্ধ্ব, অপর এবং পূর্ব—এই কয়েকটি শব্দের উত্তর  
সপ্তমার্থে অস্তাং প্রত্যয় করিয়া অধস্তাং, উপরিষ্টাং, পশ্চাং এবং পুরস্তাং  
পদ সিদ্ধ হইয়াছে ( পাঃ ৫।৩।৩১, ৩২, ৪০ ত্রঃ )। দক্ষিণা ও উত্তর শব্দের  
উত্তর সপ্তমার্থে ‘অতন্’ প্রত্যয় করিয়া দক্ষিণতঃ ও উত্তরতঃ হইয়াছে  
( পাঃ ৫।৩।২৮ )।

পশ্চাং=	দেহের	পশ্চাৎভাগে ;	পৃথিবীর	পশ্চিমদিকে।
পুরস্তাং=	„	পুরোভাগে ;	„	পূর্বদিকে।
দক্ষিণতঃ=	„	দক্ষিণভাগে ;	„	দক্ষিণদিকে।
উত্তরতঃ=	„	বামভাগে ;	„	উত্তরদিকে।

সম্ভবতঃ প্রথম অর্থই যৌলিক। সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকে পুরোভাগে  
করিয়া বাঁড়াইলে বাহা সমুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম হয়, তাহাই বথাক্রমে  
পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক বলিয়া পবিচিত্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যাকারগণ কেহ প্রথম অর্থ, কেহ বা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ  
করিয়াছেন।

৭২৫।২। স্বরাট—স্ব+রাজ্ ধাতু; রাজ্ ধাতুর অর্থ রাজত্ব করা, দীপ্তি  
পাওয়া। স্বরাট্=যিনি স্বাধীন, যিনি আপনি আপনার রাজা; কিংবা  
যিনি আপনাতে আপনি বিরাজমান।

## সপ্তমাধ্যায়ে ষড়বিংশ খণ্ড

ভূমাত্ত্ববিৎ সমুদায় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন

১। তস্ম হ বা এতশ্চৈবং পশ্যত এবং মদ্বানশ্চৈবং বিজ্ঞানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতত্ত্বজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাত্মতোহন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতচিন্তমাত্মতঃ সংকল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কৰ্ম্মাণ্যাত্মত এবৈদং সৰ্ব্বমিতি ।

১। তস্ম হ বৈ এতস্ম (এই প্রকার ব্যক্তির) এবম্ পশ্যতঃ (এই প্রকার জ্ঞেয়), এবম্ মদ্বানস্ম (এই প্রকার মননকারীর) এবম্ বিজ্ঞানতঃ (এই প্রকার বিজ্ঞাতার) আত্মতঃ (আত্মা হইতে) প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ ( স্মৃতি ), আত্মতঃ আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মতঃ আপঃ, আত্মতঃ আবির্ভাব-তিরোভাবৌ ( আবির্ভাব ও তিরোভাব ), আত্মতঃ অন্নম্, আত্মতঃ বলম্, আত্মতঃ বিজ্ঞানম্, আত্মতঃ ধ্যানম্, আত্মতঃ চিন্তম্, আত্মতঃ সংকল্পঃ, আত্মতঃ মনঃ, আত্মতঃ বাক্, আত্মতঃ নাম, আত্মতঃ মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কৰ্ম্মাণি আত্মতঃ এব ইদম্ সৰ্ব্বম্ ইতি ।

১। এই প্রকার জ্ঞেয়, এই প্রকার মননকারী, এই প্রকার বিজ্ঞাতার নিকটে, আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব । আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিন্ত, আত্মা হইতে সংকল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে কৰ্ম্মসমূহ, আত্মা হইতে এই সমুদয়ই উৎপন্ন হয় ।

২। তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো যত্ন্যঃ পশ্যতি ন রোগঃ  
নোত দুঃখতাং সৰ্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সৰ্ব্বমাপ্নোতি সৰ্ব্বশ ইতি  
স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুন-  
শ্চৈকাদশ স্মৃতঃ শতং চ দশ চৈকশ্চ সহস্রানি চ বিংশতিঃ ।  
আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ক্রবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলাভে সৰ্ব-  
গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তন্মৈ মূদিতকষায়ায় তমসম্পারং দর্শয়তি  
ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্বন্দ ইত্যচক্ষতে তং স্বন্দ ইত্যচক্ষতে ।

২। তৎ (সে বিষয়ে) এবঃ (এই) শ্লোকঃ— ‘ন পশ্যঃ  
(দর্শনকারী) যত্ন্যম্ পশ্যতি (দেখে), ন রোগম্ ন উত  
দুঃখতাম্ (দুঃখকে)। সৰ্ব্বম্ (২১) হ পশ্যঃ পশ্যতি, সৰ্ব্বম্  
আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্ব+শম্; সৰ্ব্বদা, সৰ্ব্বত্র সম্পূর্ণ-  
রূপে বা সৰ্ব্বপ্রকারে) ইতি। সঃ একধা (‘সৃষ্টির পূর্বে’ এক)  
ভবতি; ত্রিধা (তিন প্রকার; তেজ, অপ ও অন্ন) ভবতি, পঞ্চধা  
(পাঁচ প্রকার), সপ্তধা (সাত প্রকার), নবধা (নয় প্রকার) চ  
এব; পুনঃ চ একাদশঃ স্মৃতঃ (একাদশ বলিয়া কথিত হন), শতম্  
চ দশ চ (—১১০), একঃ চ সহস্রানি চ বিংশতিঃ (—১০২০)।

২। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছেঃ—তত্ত্বদর্শী যত্ন্যদর্শন করেন না,  
রোগ দর্শন করেন না, এবং দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সমুদয়ই  
দর্শন করেন, এবং সৰ্ব্বদা সমুদয়ই লাভ করেন। তিনি সৃষ্টির পূর্বে এক,  
তৎপরে তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার, নয় প্রকার হন; পুনশ্চ  
তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ এবং একহাজার বিশ বলা হয়।  
আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়; সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিষ্কল

আহারভুঙ্কো (আহারভুঙ্কি হইলে) সমুভুঙ্কিঃ (সমুভুঙ্কিঃ) ; সমুভুঙ্কো (সমুভুঙ্কি হইলে) ঐবা (নিশ্চয়) শ্রুতিঃ, শ্রুতিলভে (শ্রুতিলাভ হইলে; লভ = লভ্ + ঘঞ্) সৰ্ব্বগ্রন্থীনাম্ (সমুদয় বন্ধনের; গ্রহি = বন্ধন) বিশ্রমোকঃ (বিশেষরূপে মুক্তি)। তৈশ্চ (সেই, ৪।১) মূদিতকষায়ায় (৪।১ : বাহার মলিনতা দূর হইয়াছে, তাহাকে; মূদিত = বিনিষ্ট, বিদূরীত; মূদ্ ধাতু হইতে। কষায় = মলিনতা) তমসঃ (অন্ধকারের) পারম্ (অপর পার, ২।১) দর্শয়তি (দেখাইলেন) ভগবান্ সনৎকুমারঃ। তম্ (সনৎকুমারকে) জ্ঞানঃ ইতি ('জ্ঞান' এই নাম; জ্ঞান = জানৌ) আচকতে (বলিয়া থাকে), তম্ জ্ঞানঃ ইতি আচকতে (বিকৃতি সমাপ্তিসূচক)। পাঠান্তর—(১) 'তদেষ ন্নোকো' স্থলে 'তদপোষ ন্নোকো'। (২) 'একধা' স্থলে 'একধেব'। (৩) 'তমসম্পারম্' স্থলে 'তমসঃ পারম্'। (৪) 'সনৎকুমারঃ' স্থলে 'সনৎকুমারম্'।

হয়; শ্রুতিলাভ হইলে সমুদয় গ্রন্থির বিমোচন হয়। ভগবান্ সনৎকুমার নারদের সমুদয় মলিনতা বিদূরীত করিয়া, তাহাকে অন্ধ-কারের পরপার দেখাইয়াছিলেন। (পণ্ডিতগণ) সনৎকুমারকে জ্ঞান (অর্থাৎ পরম জানৌ) বলিয়া থাকেন।

### মন্তব্য

৭।৬।২। 'পশ্চঃ' = দৃশ্ + শ্, পাঃ ৩।১।১৩৭; ৭।৩।৭৮। সম্ভবতঃ প্রাচীন-কালে 'পশ্' নামক একটা ধাতুই ছিল। পালিতাক্ষর পশুপিস্পতি (= পশিস্যতি, পশুসিস্যামি (পশিস্যামি) প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ আছে।

আহারভুঙ্কি বিষয়ে শব্দর এইরূপ বলেন—'বাহা আহরণ করা যায়, তাহাই আহার। বাহুব শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করে,

সুতরাং বিষমোপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানও আহার। রাগদ্বৈবাদি এই বিজ্ঞানের মূল। সুতরাং জ্ঞান যদি রাগদ্বৈবাদি বিরহিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আহারও বলা যাইতে পারে।’

সত্যবুদ্ধি—সত্যের বিত্ত্বতা; সত্য বা সত্য। শব্দের মৌলিক অর্থ অস্তিত্ব বা আত্মার স্বভাব। শব্দের মতে সত্য—অন্তঃকরণ। মুণ্ডকোপনিষদে ( ৩।১।৮ ) ‘জ্ঞান প্রসাদেন বিত্ত্বসত্যঃ’ আছে। এখানে সত্যঃ—অন্তঃকরণ। কঠোপনিষদে আছে ‘মনসঃ সত্যম্ উত্তমম্’ ( ২।৩।৭ ) ; এখানে সত্য—বুদ্ধি।

---

## অষ্টমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড

দহরবিদ্যা—বিশ্বাত্মা ও জীবাশ্মার একত্বজ্ঞান ও তৎফল

১। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম  
দহরোহস্মিন্মন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসি-  
তব্যমিতি ।

২। তং চেদ্ ক্র্যুর্ষ্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং  
বেশ্ম দহরোহস্মিন্মন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে যদশ্বেষ্টব্যং  
যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ।

১। অথ ( অনন্তর ) যৎ ইদম্ ( + বেশ্ম = এই যে গৃহ ) অস্মিন্  
ব্রহ্মপুরে ( এক্ষে ব্রহ্মপুরে = শরীরে ) দহরম্ ( অন্ন ) পুণ্ডরীকম্ ( পদ্ম )  
বেশ্ম ( বেশ্মন্ ১।১ = গৃহ )। দহরঃ অস্মিন্ ( ইহাতে ) অন্তরাকাশঃ  
( অভ্যন্তরস্থ আকাশ ; কিংবা অন্তঃ = অভ্যন্তরে ) ; তস্মিন্ ( তাহাতে )  
যৎ ( যাহা ) অন্তঃ ( অন্তর্ভুক্তো ; মধ্যে ), তৎ ( তাহা ) অশ্বেষ্টব্যম্  
( অশ্বেষণ করিতে হইবে ), তৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ( বিশেষরূপে  
জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে ) ।

২। তম্ ( আচার্য্যকে ) চেৎ ( যদি ) ক্র্যুঃ ( যদি বলে, ৩।৭ )  
—‘যৎ ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্  
অন্তঃ আকাশঃ, কিম্ ( কি ) তৎ ( তাহা ) অত্র ( এখানে ) বিদ্যতে  
( আছে ), যৎ ( যাহা ) অশ্বেষ্টব্যম্ যৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ? ইতি  
—সঃ আচার্য্য ক্র্যাৎ ( বলিবেন ) ( ১মঃ ) :—

১। ‘অনন্তর এই ( দেহরূপ ) ব্রহ্মপুরে এই যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ,  
ইহার মধ্যে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। ইহার মধ্যে যাহা, তাহাকে  
অশ্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা  
করিতে হইবে।’

২। ( ইহা শুনিয়া যদি শিষ্যগণ ) আচার্য্যকে বলেন—‘এই ব্রহ্ম-

৩। সক্রাদ্ধাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তুর্দয়  
আকাশ উভে অগ্নিন্ দ্যাবাপৃথিবী অস্তরেব সমাহিতে উভাব-  
গ্নিস্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যামনকত্রানি যচ্চাস্যোহাস্তি  
যচ্চ নাস্তি সর্বং তদগ্নিন্ সমাহিতমিতি ।

৩। যাবান্ ( যে পরিমাণ ) বৈ অয়ম্ ( এই ) আকাশঃ, তাবান্  
( সেই পরিমাণ ) এসঃ ( এই ) অস্তঃ ( অভ্যস্তরে ) হৃদয়ে আকাশঃ ।  
উভে ( + দ্যাবা পৃথিবী ; = উভয় ) অগ্নিন্ ( ইহাতে ) দ্যাবাপৃথিবী  
( বৈদিক শব্দ ; = দ্যাবাপৃথিবী = দ্যৌ ও পৃথিবী ) অস্তঃ এব  
সমাহিতে ( ১। ; সমাহিত ) উভৌ ( উভয় ) অগ্নিঃ চ বায়ুঃ চ,  
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ( সূর্য্য ও চন্দ্র ; সমাসে 'সূর্য্য' শব্দে 'অ' ) উভৌ,  
বিদ্যাৎ + নকত্রানি ( বিদ্যাৎ ও নকত্রসমূহ ), যৎ চ ( যাহা ) অস্ত  
দেহবান্ আত্মার ) ইহ ( ইহলোকে ) অস্তি ( আছে ), যৎ চ  
ন অস্তি—সর্বম্ তৎ ( সে সমুদয় ) অগ্নিন্ ( ইহাতে ) সমাহিতম্ ইতি ।

পুরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র যে আকাশ—ইহার  
মধ্যে এমন কি আছে যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং বিশেষ-  
রূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? তাহা হইলে আচার্য্য বলিবেন—

৩। এই বহিঃস্থ আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়ের অভ্যস্তরস্থ  
আকাশও সেই পরিমাণ । দ্যৌ ও পৃথিবী এই উভয়েই ইহার  
অভ্যস্তরে নিহিত ; অগ্নি ও বায়ু উভয়ই, সূর্য্য ও চন্দ্র এতদুভয়ও,  
বিদ্যাৎ ও নকত্রসমূহ, এবং এই দেহবান্ আত্মার ইহলোকে যাহা  
আছে এবং যাহা নাই—এ সমুদয়ই ইহাতে নিহিত ।



৪। তং চেদ্ ক্রয়ুরশ্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সৰ্ব্বং সমাহিতং সৰ্ব্বানি চ ভূতানি সৰ্ব্বে চ কামা যদৈতজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোহতিশিষ্যত ইতি ।

৫। স ক্রয়ান্নাস্য জরয়েতজ্জীৰ্য্যতি ন বধেনাস্য হন্তত এতৎসত্যং ব্রহ্মপুরমশ্মিন্‌কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্যুঃ বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পো যথা হেবেহ প্রজা অস্বাবিশন্তি যথামুশাসনং যং যমন্তুমতিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপ-জীবন্তি ।

৪। তম্ (ঋচাচার্য্যকে) চেৎ (যদি) ক্রয়ুঃ (শিবাগণ বলেন) অশ্মিন্ ( + ব্রহ্মপুরে = এই ব্রহ্মপুরে ) চেৎ ইদম্ ( + সৰ্ব্বম্ = এই সমুদয় ) ব্রহ্মপুরে সৰ্ব্বম্ সমাহিতম্, সৰ্ব্বানি চ ভূতানি (সমুদয় ভূত) সৰ্ব্বে চ কামাঃ (সমুদয় কামনা),—যদা (যখন) এতৎ (ইহা; এই শরীর, ১।১) জরাঃ (২।৩, বার্কিক্যদশাৎ) বা আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) প্রধ্বংসতে বা (কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)—কিম্ (কি) ততঃ (তখন; কিংবা ইহা হইতে ‘পৃথক্’) অতিনিষ্যতে (অতি + শিষ্ কৰ্ম্মবা = অবশিষ্ট থাকে) ইতি । পাঠান্তর—‘যদৈতজ্জরা’ স্থলে ‘যদৈনজ্জরা’ ।

৫। সঃ (তিনি) ক্রয়াৎ (বলিবেন)—‘ন (না) অস্ত (ইহার অর্থাৎ দেহের) জরয়া (জরা দ্বারা) এতৎ (ইহা, জন্মস্থ আকাশ) জীৰ্য্যতি (জ ; জীর্ণ হয়), ন বধেন বনাশ দ্বারা) অস্ত (ইহার, দেহের) হন্ততে

৬। শিবাগণ যদি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন ‘এই ব্রহ্মপুরে যদি সৰ্ব্বভূত, সৰ্ব্বকামনা—এই সমুদয়ই নিহিত থাকে, তাহা হইলে এই দেহযখন জরাগ্রস্ত হয়, কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন কি অবশিষ্ট থাকে ?’

৭। (ইহার উত্তরে) আচার্য্য বলিবেন—‘দেহের জরা হইলে, অস্তরহ আকাশ জীর্ণ হয় না; দেহ নষ্ট হইলে, ইহা বিনাশপ্রাপ্ত

৬। তদ্ যথেষ্ট কৰ্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র  
পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য  
ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সৰ্বেষু লোকেষুকামচারো  
ভবতি। অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্  
কামাংস্তেষাং সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

(ইন্, কৰ্মবা ; হত হয়)। এতৎ (ইহা) সত্যম্ ব্রহ্মপুৰম্। অশ্মিন্ (ইহাতে)  
-কামাঃ (কামনাসমূহ) সমাহিতাঃ (নিহিত)। এবঃ (এই) আত্মা ; অপহত  
পাপ্য। (যাহার পাপ বিপত হইয়াছে ; পাপ্য। = পাপ, দুঃখ, পাপান্ শব্দ  
১।১), বিজরঃ (জরারহিত), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুবহিত), বিশোকঃ  
(শোকরহিত) বিজিঘৎসঃ (ভোক্তনেচ্ছারহিত ; জিঘৎসা = ভোজন  
করিবার ইচ্ছা ; ঘস্ ধাতু, সন্) অপিপাসঃ (পিপাসারহিত)  
সত্যকামঃ (সত্য যাহার কামনা) সত্যসকলঃ (সত্য যাহার সকল)।  
যথা (যেমন) হি এব ইহ (ইহলোকে) প্রজাঃ (মানবগণ)  
অনু+আবির্ভাঙি (অনুবর্তন করে) যথা+অনুশাসনম্ (ক্রিঃ বিং ;  
রাজশাসনানুসারে) যন্ যন্ অস্তম্ (যে যে এদেশকে ; কিংবা নিকটস্থ  
যে যে বস্তুকে) অতিকামাঃ ভবন্তি (কামনা করে) — যন্ জনপদম্  
(যে কোন জনপদকে), যন্ ক্ষেত্রভাগম্ (যে কোন ক্ষেত্রকে) —  
তন্ তন্ এব (সেই সেই বস্তুকে) উপজীবন্তি (উপভোগ করিয়া থাকে)।

৬। তৎ যথা (যেমন, ৪।১৬.৩ স্রঃ) ইহ (এই জগতে) কৰ্ম-  
হুয় না। ইহাই সত্যব্রহ্মপুৰ। ইহাতেই সমুদয় কামনা নিহিত  
রহিয়াছে। ইনিই আত্মা এবং ইনিই পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যু-  
রহিত, শোকরহিত ও ক্ষুধারহিত, সত্যকাম ও সত্যসকল। এই  
পৃথিবীতে যদি মানব রাজার আদেশানুসারে কার্য করে, তাহা হইলে সে  
যে যে বস্তু কামনা করে—যে যে জনপদ, যে যে ক্ষেত্র (লাভের)  
ইচ্ছা করে,—(রাজার অনুগ্রহে) সে সেই সেই বস্তু লাভ করে।

৬। কিন্তু কৰ্মলব্ধ এই সমুদয় বস্তু অর্থাৎ ক্ষেত্রজনপদাদি

জিতঃ (কর্মসক্ ; রাজসেবাদি কর্মদ্বারা লব্ধ) লোকঃ (ক্ষেত্রাদি) কৌষতে (কর্মপ্রাপ্ত হইয়া), এবম্ এব (এই প্রকার) অমূহ (অদস্ + অ, 'অদস্' স্থানে 'অম্' ; = পরলোকে) পুণ্যজিতঃ (অগ্নিহোত্ৰাদি এবং দানাদি দ্বারা লব্ধ) লোকঃ (বর্গাদি) কৌষতে। তৎ যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ (আত্মাকে) অনহুবিদ্যা (না জানিয়া ; লাভ না করিয়া ; অহুবিদ্যা = জানিয়া বা লাভ করিয়া) ব্রজন্তি (পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়), এতান্ চ সত্যান্ কামান্ (এই সমুদয় সত্য কামনাকে), তেষাম্ (তাহাদিগের) সর্বেষু লোকেষু (সর্বলোকে) অকামচারঃ (পরাধীনতা) ভবতি (হয়)। অথ (আর) যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ অহুবিদ্যা ব্রজন্তি, এতান্ চ সত্যান্ কামান্, তেষাম্ সর্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাধীনতা) ভবতি।

যেমন বিদ্যাশীলপ্রাপ্ত হইয়া, তেমনি পরলোকে ও পুণ্যার্জিত লোক বিনিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্বলোকে পরাধীন হয় ; আর যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে জানিয়া চলিয়া যান, সর্বলোকে তাহার স্বাধীন আচরণ হইয়া থাকে।

### মন্তব্য

৮ ১ ১। ব্রহ্মপুরে = ব্রহ্মের পুরে। ব্রহ্মন্ ও পুর শব্দের সমাসে 'ব্রহ্মপুর', হইতে পারে। ব্রহ্মন্ ও পুর শব্দের সমাস করিলেও ঐ পদ সাধিত হয় (পাঃ ৫।৪।৭৪)।

৭।১।৪। কাহারও কাহারও মতে 'যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি' = যদা + এতৎ + জরা + বা + আপ্নোতি = যখন জরা দেহকে প্রাপ্ত হয়। এখানে জরা ১।১ এবং এতৎ ২।১। আমরা যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে এতৎ ১।১, কর্তা এবং জরাঃ (২।৩) কর্ম। 'জরাবাপ্নোতি = জরা + যবাপ্নোতি'ও হইতে পারে।

কোন কোন গ্রন্থে ‘এতৎ’ স্থলে ‘এনৎ’ পাঠ আছে। এনৎ (২।১), সুতরাং এই পাঠ গ্রহণ করিলে ‘অরাঃ’ স্থলে ‘অরা’ (২।১) গ্রহণ করিতে হইবে।

৭।১।৫। ‘যম্ যম্ অস্তম্’, ‘যম্ জনপদম্’, ‘যম্ ক্ষেত্রভাগম্’, এই কয়েকটির একাধিক অর্থ হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন ‘অস্তম্’ কথাটি ‘জনপদম্’ এবং ‘ক্ষেত্রভাগম্’ এই দুইটির বিশেষণ ; ইহার অর্থ নিকটহ। কাহারও কাহারও মতে এখানে ‘অস্তম্’ ‘জনপদম্’ ও ‘ক্ষেত্রভাগম্’ এই তিনটি বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে ; ইহাদিগের মতে অস্তম্—প্রদেয়। আবার কেহ বলেন, ‘অস্তম্’ কথাটিকেই ‘জনপদম্’ ও ‘ক্ষেত্রভাগম্’ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এহলে অস্তম্—নিকটহ বস্তু বা প্রদেয়। তাহা হইলে অর্থ হইবে এই—“যে যে বস্তু কামনা করে, তাহা জনপদই হউক বা ভূমিখণ্ডই হউক।”

এই স্থলে ‘যথা’ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বাক্যটি আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু ‘তথা’ ব্যবহার করিয়া ইহা শেষ করা হয় নাই। ‘উপমান’ আছে ‘উপমেয়’ নাই। উহু অংশসহ সমুদয় বাক্য এই প্রকার হইতে পারে—যেমন এই পৃথিবীতে যদি.....বস্তু লাভ করে, ( তেমনি যে ব্যক্তি হৃদয়নিহিত সত্যস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার সমুদয় কামনার পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে )। বহু-  
নীর অভ্যাসে যে অংশ তাহাই উহু। আমরা এখানে অন্তর্গতকার অর্থ করিয়াছি। পঞ্চম মন্ত্রে ‘যথা’ আছে, ষষ্ঠমন্ত্রে ‘তৎযথা’ দ্বারা বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানে ‘তৎযথা’তে পঞ্চম মন্ত্রের ‘যথা’ পুনরুক্ত হইল। বাংলা অনুবাদে আমরা প্রথম ‘যথা’ পরি-  
ভাগ করিয়াছি। এপ্রকার করায় আমাদিগকে বলিতে হইল না যে কিছু উহু থাকিল।

৭।১।৬। পাঠান্তর—‘কর্মজিতো’ স্থলে ‘কর্ম্যচেতো’ ; ‘পুণ্যজিতো’ স্থলে ‘পুণ্যচিতো’।

‘তৎ যে’ ইত্যাদি। ‘তৎ’ সর্কুলিঙ্গে এবং সর্কবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ( ৭।১০।১, ৭।১১।১ মন্তব্য ত্রুটব্য )। পরবর্তী শব্দের অর্থ দৃঢ় করিবার জন্য ‘তৎ’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য ৫ম যজ্ঞের শেষ অংশ এবং ৬ষ্ঠ যজ্ঞের প্রথমাংশকে পৃথক পৃথক দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পঞ্চম যজ্ঞের শেষ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—প্রজাগণ যাহাকে প্রভু বলিয়া মনে করে, তাহার শাসনের অধীন হইয়া অনপদ ক্ষেত্রভাগাদি ভোগ করিয়া থাকে। এখানে প্রজার যেমন স্বাধীনতা নাই, তেমনি পুণ্যফলভোগেও মাহুযের স্বাধীনতা নাই। শঙ্করাচার্য্য বলেন এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পুণ্যফলভোগের অস্বাভাব্য-দোষ দেখান হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ যজ্ঞে অন্য একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কর্মফলের ক্ষয় হইয়া থাকে।

## অষ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ড

### পরলোকে জ্ঞানীর কামনাপূরণ

১। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্করাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

১। সঃ যদি পিতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্করাৎ এব (সঙ্কর হইবা-মাঝে) অস্ত (ইহার) পিতরঃ (পিতৃপুরুষগণ) সম্+উৎ+তিষ্ঠন্তি (পুরোভাগে উপস্থিত হন)। তেন পিতৃলোকেন (সেই পিতৃলোকের সহিত) সম্পন্নঃ (সম্+পদ্; যুক্ত হইয়া) মহীয়তে (মহি ধাতু; পূজনীয় হন, মহিমাযুক্ত হন)।

১। তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, সঙ্করমাঝে পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান হন।

২। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য  
মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠতি । তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

৩। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য  
ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠতি । তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

৪। অথ যদি স্বশ্লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য  
স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠতি । তেন স্বশ্লোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

২। অথ যদি মাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র মাতরঃ  
(মাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠতি, তেন মাতৃলোকেন (মাতৃগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

৩। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র ভ্রাতরঃ  
(ভ্রাতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠতি, তেন ভ্রাতৃলোকেন (ভ্রাতৃগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

৪। অথ যদি স্বশ্লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র স্বসারঃ  
(ভগিনীগণ) সমুত্তিষ্ঠতি; তেন স্বশ্লোকেন (সেই ভগিনীগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ) ।

২। আর তিনি যদি মাতৃলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই মাতৃগণ  
তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি মাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া  
মহীয়ান্ হন ।

৩। আর তিনি যদি ভ্রাতৃলোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই ভ্রাতৃ-  
গণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ভ্রাতৃলোকসম্পন্ন  
হইয়া মহীয়ান্ হন ।

৪। আর যদি তিনি স্বশ্লোককাম হন, সঙ্কল্পমাত্রই স্বশ্লগণ  
তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি স্বশ্লোকসম্পন্ন হইয়া  
মহীয়ান্ হন ।



৫। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাবেবাস্য  
সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৬। অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য  
গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৭। অথ যদি অন্নপানলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য  
অন্নপানে সমুত্তিষ্ঠতন্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৫। অথ যদি সখিলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র সখায়ঃ  
(সমুদয় সখা) সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন সখিলোকেন (সখাদিগের সহিত)  
সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

৬। অথ যদি গন্ধমাল্য-লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র  
গন্ধমাল্যে (১২, গন্ধ ও মাল্য) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন  
গন্ধমাল্যলোকেন (গন্ধমাল্যরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে  
(১মঃ)।

৭। অথ যদি অন্নপান-লোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্ত্র  
অন্নপানে (অন্ন ও পানীয়) সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন  
অন্নপান-লোকেন (অন্নপানরূপ লোকের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে।

৫। আর যদি তিনি সখিলোককাম হন, সঙ্কল্পযাটাই সখীগণ  
ঊহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি সখিলোকসম্পন্ন হইয়া  
মহীমান্ হন।

৬। আর যদি তিনি গন্ধমাল্যরূপ লোক পাইবার অভিলাষ  
করেন, সঙ্কল্পযাটাই গন্ধমাল্যরূপ লোক ঊহার নিকট উপস্থিত হয়  
এবং তিনি গন্ধমাল্যলোকসম্পন্ন হইয়া মহীমান্ হন।

৭। আর যদি তিনি অন্নপান-রূপ-লোক কামনা করেন, সঙ্কল্প-  
যাটাই অন্নপান-রূপ-লোক ঊহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি  
অন্নপানলোকসম্পন্ন হইয়া মহীমান্ হন।



৮। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পা-  
দেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গীতবাদিত্রলোকেন  
সম্পন্নো মহীয়তে।

৯। অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য  
দ্বিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠতি। তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।

১০। যং যমন্তুমতিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে,  
সোহস্মৈ সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি। তেন সম্পন্নো মহীয়তে।

৮। অথ যদি গীত-বাদিত্র-লোককামঃ (বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র বা  
বাদ্য) ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্মৈ গীতবাদিত্রে (গীত ও বাদিত্র)  
সমুত্তিষ্ঠতঃ (উপস্থিত হয়); তেন গীত-বাদিত্র লোকেন (গীত ও  
বাদিত্রের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)। পাঠান্তর—(১) 'বাদিত্র'  
স্থলে 'বাদিত'; (২) 'বাদিত্রে' স্থলে 'বাদিতে'।

৯। অথ যদি স্ত্রীলোককামঃ ভবতি, সঙ্কল্পাৎ এব অস্মৈ দ্বিয়ঃ  
(নারীগণ) সমুত্তিষ্ঠতি (সমীপে উপস্থিত হয়); তেন স্ত্রীলোকেন  
(নারীগণের সহিত) সম্পন্নঃ মহীয়তে (১মঃ)।

১০। যম্ যম্ অস্মৈ (যে যে বিষয়ের প্রতি; বা যে যে  
প্রদেশের প্রতি; 'অতি' যোগে দ্বিতীয়া) অতিকামঃ (অভিলাষী)

৮। আর যদি তিনি গীতবাদিত্র-লোক কামনা করেন, সঙ্কল্প  
মাত্রই গীতবাদিত্র লোক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি  
গীতবাদিত্রলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

৯। আর যদি তিনি নারীলোককাষ হন, সঙ্কল্পমাত্রই নারী লোক তাঁহার  
সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি নারীলোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান্ হন।

১০। তিনি যে যে বিষয় (বা প্রদেশ) অভিলাষ করেন,  
যে কাম্যবস্ত কামনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই তাহা তাঁহার নিকট  
উপস্থিত হয়, তিনি তাহা লাভ করিয়া মহীয়ান্ হন।

ভবতি, যন্ কামন্ (যে যে কামনাকে) কাময়তে (কামনা করে)  
সঃ (তাহা) অস্ত সন্ধরাৎ এব সমুদ্ভিষ্টতি; তেন (তাহার সহিত)  
সম্পন্নঃ মহীয়তে (ঃমঃ)।

### মন্তব্য

৮।২।১। 'পিতৃলোক' অর্থ 'পিতৃপুরুষগণের লোক' নহে। এস্থলে পিতৃপুরুষগণকেই লোক বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—“পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে সুখ প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহারাও আমাদিগের ভোগ্য বস্তু। এইজন্য ইহাদিগকেও লোক বলা হইয়াছে।” মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক প্রভৃতিরও এই ব্যাখ্যা।

## ২ অষ্টমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড

অসত্য দ্বারা আচ্ছাদিত সত্য কামনা—

‘সত্য’ ও ‘হৃদয়ে’র নিরুক্ত

১। তইমে সত্যাঃ কামা অনূতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং  
সতামনূতমপিধানং যো যো হৃস্যোতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায়  
লভতে।

১। তে ইমে (১।৩, সেই এই) সত্যাঃ কামাঃ (সত্য কামনা-সমূহ) অনূত+অপিধানাঃ (অসত্য বাহাদিগের আবরণ; অনূত = অসত্য; অপিধানাঃ—আচ্ছাদনসমূহ, অপি+ধা ধাতু)। তেষাম্ সত্যানাম্ (সেই সত্যকামনাসমূহের) সতাম্ (আত্মাতে বর্তমান, ৬.৩; সৎ, ৬।৩) অনূতম্ (অসত্য) অপিধানম্ (আচ্ছাদন)। যঃ যঃ (যে-যে ‘আত্মীয়’) হি অস্ত (ইহার) ইতঃ (এই পৃথিবী হইতে) প্রৈতি (চলিয়া যায়), ন (না) তন্ (তাহাকে) ইহ (এই পৃথিবীতে) দর্শনায় (দর্শন করিবার জন্য) লভতে (লাভ করে)।

১। কিঙ্ক এই সমূহের সত্যকামনা অসত্য আবরণে আবৃত।

২। অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্ছান্দিচ্ছন্ন  
লভতে সৰ্ব্বং তদত্র গতা বিন্দতেহত্র হ্যসৈতে সত্যাঃ কামা  
অনৃতাপিধানাঃ। তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিঃ নিহিতমক্কেত্রজ্ঞা  
উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা  
অহরহগচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ।

২। অথ যে চ (বাহারা) অশ্র (ইহার; শব্দের মতে বিদ্যান  
জীবের) ইহ জীবাঃ (জীবিত) যে চ প্রেতাঃ (য+ই+ক্ত=  
যে দূরে গমন করে=মৃত), যৎ চ অশ্র (২।১; অশ্র যে সমুদয়  
বস্ত) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) ন লভতে (প্রাপ্ত হয়)—সৰ্বম্ তৎ  
(সেই সমুদয়) অত্র (এই স্থানে) গতা (গমন করিয়া) বিন্দতে  
(লাভ করে)। অত্র হি অশ্র এতে সত্যাঃ কামাঃ অনৃত+অপি-  
ধানাঃ (১মঃ)। তৎ+যথা (যেমন, ৪।১৬।৩ যন্তব্য' দ্রষ্টব্য) অপি  
(সঞ্চরন্তঃ+)-হিরণ্যনিধিম্ (স্বর্ণরূপ ধনকে) নিহিতম্ অক্কেত্রজ্ঞাঃ  
(১।৩, কেক্রে নিহিত ধনের বিষয় বাহারা জানে না) উপরি+উপরি  
(বারংবার) সঞ্চরন্তঃ (+অপি=বিচরণ করিয়াও) ন (না) বিন্দেয়ুঃ  
(বিদ্; লাভ করিতে পারে),—এবম্ এব (এই প্রকার) ইমাঃ সৰ্বাঃ  
প্রজাঃ (এই সমুদয় প্রাণী) অহঃ+অহঃ (প্রতিদিন) গচ্ছন্ত্যঃ  
(গচ্ছন্তী ১।৩; গমন করিয়া) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মলোককে)  
ন বিন্দন্তি (লাভ করে) অনৃতেন (অসত্য দ্বারা) প্রত্যাঢ়া (প্রতি  
+উহ্; আচ্ছাদিত)।

এই সমুদয় সত্যকামনা আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও, অসত্য দ্বারা  
আচ্ছাদিত। সেইজন্য ইহার (অর্থাৎ অজ্ঞান ব্যক্তির) কোন  
আত্মীয় যদি ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে তাহাকে আর পৃথিবীতে  
দেখিতে পার না।

২। আর ইহার যে সমুদয় আত্মীয় জীবিত রহিয়াছে ও যে সমুদয়  
আত্মীর মৃত্যু হইয়াছে এবং মানুষ ইচ্ছা করিয়াও যে সমুদয় বস্ত লাভ

৩। স বা এষ আত্মা হৃদি তৈশ্চতদেব নিরুক্তং হৃদ্যরমিতি  
তস্মাক্ হৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং গোকমেতি ।

৪। অথ য এষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ স্মৃথায় পরং  
জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্নেন রূপেণাভিনিম্পদ্যত এষ আত্মেতি  
হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মাণো  
নাম সত্যমিতি ।

৩। সঃ বৈ এষঃ ( সেই এই ) আত্মা হৃদি ( হৃদয়ে ) ; তস্মা  
( তাহার ) এতদ্ এব ( ইহাই ) নিরুক্তম্ ( নিঃ+উক্তম্=ব্যাখ্যা-  
মৌলিক অর্থ )—‘হৃদি অয়ম্’ ইতি ; তস্মাৎ ( সেইজন্য ) হৃদয়ম্  
( হৃদয় এই নাম ) । অহঃ+অহঃ বৈ এবম্+বিৎ ( এই প্রকার  
জ্ঞানসম্পন্ন ) স্বর্গম্ লোকম্ ( ২১, স্বর্গলোকে ) এতি ( গমন করে ) ।

৪। অথ যঃ এষঃ ( এই যে ) সম্প্রসাদঃ ( সম্+প্র+সদ্+ঘঞ্ ।

করিতে পারে না—এ সমুদয়ই সেই হৃদয়াকাশে গমন করিয়া লাভ করে ।  
যাহুবের সমুদয় সত্যকামনাই এই স্থলে বর্তমান ; কিন্তু সে সমুদয়  
অসত্য আবরণ দ্বারা আবৃত । অকেন্দ্রক ব্যক্তি যেমন কেন্দ্রের  
উপরে উপর্যুপরি বিচরণ করিয়াও কেন্দ্রনিহিত সূর্যধন লাভ  
করিতে পারে না, তেমনি সমুদয় প্রাণী অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন  
করিয়াও ( সত্য বস্তু ) লাভ করিতে পারে না, কারণ তাহারা অসত্য  
দ্বারা আচ্ছাদিত ( বা বহির্ভাগে চালিত ) ।

৩। এই আত্মা হৃদয়ে । তাহার নিরুক্ত এই :—

অয়ম্ ( অর্থাৎ ইহা ) হৃদি ( অর্থাৎ হৃদয়ে ) এইজন্য ইহার নাম হৃদয়ম্  
( = হৃদি+অয়ম্ ) । যিনি এই প্রকার জ্ঞানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে  
গমন করেন ( অর্থাৎ সৃষ্টিকালে হৃদয়াকাশে ব্রহ্মলাভ করেন ) ।

৪। আর এই যে সম্প্রসাদ ( অর্থাৎ প্রসাদযুক্ত, গুণপ্রাপ্ত

৫। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীরমিতি, তদ্ যৎ  
সত্তদমৃতমথ' যন্তি তন্মার্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে  
যচ্ছতি তন্মাদ্ যমহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ।

প্রসঙ্গভাব। প্রসাদ গুণযুক্ত বলিয়া সুসুপ্ত আত্মার নাম সম্প্রসাদ )  
অস্মাৎ শরীরাত্ ( এই শরীর হইতে ) সমুখাৎ ( উখিত হইয়া )  
স্বেন রূপেণ ( ৩।১, স্বরূপে ) অভিনিন্দ্যতে ( প্রকাশিত হয় ) ।  
এবঃ ( ইনিই ) আত্মা, ইতি হ উবাচ ; এতৎ ( ইহা ) অমৃতম্,  
অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি । তত্ত হ বৈ এতন্ত ব্রহ্মণঃ ( সেই এই  
ব্রহ্মের ) নাম সত্যম্ ইতি ।

৫। তানি হ বৈ এতানি ত্রীণি ( সেই এই তিন ) অক্ষরাণি  
( অক্ষর সমূহ ) সতীরম্ ( —স+তী+রম্ ; স, ত এবং যম্ এই  
তিনটি অক্ষর ; 'তী'র 'ঈ' উচ্চারণের জন্য ) ইতি । তৎ যৎ ( সেই  
যে ; কিংবা তৎ—সেই স্থলে ) 'সৎ' ( 'সৎ' এই অক্ষর ; কিম্বা 'স' অক্ষর  
'ৎ' উচ্চারণার্থ ( তৎ ( তাহা ) অমৃতম্ ; অথ ( তাহার পর ) যৎ  
( যে ) তি ( 'ত' এই অক্ষর, 'ই' উচ্চারণের জন্য ), তৎ মর্ত্যম্  
( মরণশীল ) ; অথ যৎ যম্ ( 'যম্' এই অক্ষর ), তেন ( তাহার দ্বারা )  
উভে ( ২।২ ; ঊভয়কে অর্থাৎ 'স' এবং 'ত' এই দুই অক্ষরকে )  
যচ্ছতি ( যম্ ; নিয়মিত করে, কর্তা ( উহ ) । যৎ ( যেহেতু ) অনেন  
( ইহা দ্বারা ; 'যম্' অক্ষর দ্বারা ) উভে যচ্ছতি, তন্মাত্ ( সেইজন্য )  
যম্ ( ইহার নাম 'যম্' ) । অহরহঃ বৈ এবম্বিৎ ( এই প্রকার  
জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ) স্বর্গম্ লোকম্ ( ২।১, স্বর্গলোকে ) এতি ( গমন)  
করে ) । পাঠান্তর—'সতীরম্' স্থলে 'সতিয়ম্' এবং 'সত্তীরম্' ।

পুরুষ )—যিনি শরীর হইতে উখিত হইয়া পরম জ্যোতিসম্পন্ন হইয়া  
স্বরূপে প্রকাশিত হন—ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত ও অভয় ;  
ইনিই ব্রহ্ম ; এই ব্রহ্মের নামই সত্য" ( আচার্য্য এই কথা বলিলেন ) ।

৫। ( সত্যম্ এই শব্দের ) এই তিনটি অক্ষর—সৎ ( বা স ),  
তি, যম্ । এই যে 'সৎ' অক্ষর, ইহা অমৃত । আর যে 'তি'

অক্ষর তাহা মর্ত্য। ‘যম্’ অক্ষর দ্বারা এই উভয়কে ( অর্থাৎ ‘সৎ’ ও ‘তি’কে অথবা অমৃত ও মর্ত্যকে ) নিয়মিত করা হয়। যেহেতু ইহা দ্বারা এতদুভয়কে নিয়মিত করা হইল, এইজন্য ইহার নাম যম্। যিনি ইহা জানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন।

### মন্তব্য

৮।৩।২। এই হৃদয়াকালে বিশ্বচরাচর নিহিত। সুষুপ্তির সময়ে সকলেই এই স্থলে ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়; এই সময়ে সকলেই বিশ্বচরাচর সহ ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে। তবে যে ইহা জানিতে পারে না তাহার কারণ অজ্ঞানতা। পাঠান্তর—‘কামঃ’ স্থলে ‘কামাস্ত’ ( = কামাঃ + তে, অক্ষর পরে থাকায় ‘তে’র ‘এ’ লোপ )।

৮।৩।৩। এখানে ‘নিকৃক্’ একটি সাধারণ শব্দ; অনেকেই মনে করেন ‘নিকৃক্’ নামক গ্রন্থ বহু পরে রচিত হইয়াছিল। (২) হৃদয়ম্ = হৃদি + অয়ম্ = ইনি হৃদয়ে। ‘হৃদয়ম্’ এবং ‘হৃদম্’ এই দুইটির উচ্চারণ প্রায় এক। ঋষি বলিতেছেন—“ইনি ( ইদম্ ) অর্থাৎ ব্রহ্ম হৃদয়ে ( হৃদি ), এইজন্য তাহার বিষয় বলা হয় ‘হৃদয়ম্’। সূত্রায়ং হৃদয়ম্ = হৃদয়েই ব্রহ্ম।

৮।৩।৫। ‘সতাম্’ এবং ‘সতীষম্’ এই দুইটি শব্দের উচ্চারণ প্রায় একই; সূত্রায়ং মনে করিয়া লইতে হইবে এ দুইটি একই কথা। (২) শব্দর ও আনন্দগিরি বলেন—এইমধ্যে একস্থলে ‘তী’ অপসৃত স্থলে ‘তি’। ‘সতীষম্’ শব্দে ‘তী’; এস্থলে ‘ত’ অক্ষরে ‘ঈ’। ‘যৎ তি’ অংশে ‘তি’; এ স্থলে ‘ত’ অক্ষরে ‘ই’। সূত্রায়ং বুঝিতে হইবে, এই ‘ঈ’ এবং ‘ই’ কেবল উচ্চারণের জন্য, ইহাদিগের অন্য কোন অর্থ নাই। সূত্রায়ং সতীষম্ = স + ত + ষম্। (৩) মোক্ষমূলার বলেন ‘সতীষম্’ পাঠ গ্রহণ না করিয়া ‘সন্তীষম্’ পাঠ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সন্তীষম্ = সৎ + তী + ষম্। এই শব্দের পরে প্রথমে ‘সৎ’ শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সতীষম্ পাঠ হইলে ‘স’ বর্ণের ব্যাখ্যা দেওয়া হইত। (৪) বৃহদারণ্যক



উপনিষদে 'সত্যম্' শব্দের 'সঃ' 'ত' এবং 'যম্' এই তিন অক্ষরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানেও যথেষ্ট 'ত' স্থলে 'তী' ব্যবহৃত হইয়াছে (৫।৫।১)। (৫) তৈত্তিরীয় উপনিষদে সত্য = 'শ্রুত' এবং ত্যত (২৬)।

## অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড

ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ—ব্রহ্মলোকের বর্ণনা (১)

১। অথ ব আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেবাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাশ্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন স্কৃকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্বৈ পাপ্যানোহতো নিবর্তন্তে অপহতপাপ্যা হেয ব্রহ্মলোকঃ।

১। অথ (অনন্তর) যঃ (যিনি) আত্মা, সঃ (তিনি) সেতুঃ, বিধৃতিঃ (ধারণকর্তা) এষ স্ লোকানাম্ (এই স্বর্গাদি লোক সমূহের) অসংভেদায় ( = অ + সম্ + ভেদায় = ভিন্ন না হইয়া যায় এইজন্য )। ন এতম্ সেতুম্ (এই সেতুকে) অহোরাশ্রে (১।২. দিবস ও রাত্রি) তরতঃ ( তৃ লট্ ৩২; পার হইয়া যায় ); ন জরা, ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন স্কৃকৃতম্, ন দুষ্কৃতম্। সর্বৈ পাপ্যানঃ ( সমুদয় পাপ পাপান্ শব্দ ) অতঃ ( ইহা হইতে ) নিবর্তন্তে ( ফিবিয়া আইসে )। অপহত-পাপ্যা ( বিগত-পাপ ) ঃ এষঃ ( এই ) ব্রহ্মলোকঃ ( ব্রহ্ম-রূপ লোক )।

১। অনন্তর এই যে আত্মা, ইনি সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ বাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়, এইজন্য ইনি বিধৃতি ( হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন )। অহোরাশ্র এই সেতু পার হইতে পারে না; না জরা, না মৃত্যু, না শোক, না স্কৃকৃতি, না দুষ্কৃতি, ( কেহই ) ইহা পার হইতে পারে না। সমুদয় পাপ ইহা হইতে অতিনিবৃত্ত হয় ( কারণ ) এই ব্রহ্মলোক পাপবিহীন।



২। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীৰ্হাহন্ধঃ সন্ননকো ভবতি বিদ্ধঃ  
সন্নবিদ্ধো ভবতুপতাপী সন্নুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং  
তীৰ্হাপি নকুমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সন্ধুদ্বিভাতো হোবৈষ ব্রহ্ম-  
লোকঃ।

৩। তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যোগানুবিদন্তি তেষা-  
মেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

২। তস্মাৎ ( সেইজন্য ) বৈ এতম্ সেতুম্ ( এই সেতুকে )  
তীৰ্হা ( পার হইয়া ) অন্ধঃ সন্ ( অন্ধ চইলেও ) অনন্ধঃ ( চক্ষুশ্চান্,  
অন্ধ নয় এমন ) ভবতি ( হয় ) ; বিদ্ধঃ সন্ ( বিদ্ধ বা আহত হইলেও )  
অবিদ্ধঃ ( বিদ্ধ নয় এমন ) ভবতি ; উপতাপী সন্ ( সন্তপ্ত হইলেও )  
অনুপতাপী ( সন্তাপবিহীন ; উপতাপী নয় এমন ) ভবতি। তস্মাৎ  
বৈ এতম্ সেতুম্ তীৰ্হা, অপি নকুম্ ( রাজিও ) অহঃ এব ( দিন  
রূপেই ) অভিনিষ্পদ্যতে ( প্রকাশিত হইয়া থাকে ) ; সন্ধুং বিভাতঃ  
( নিত্য বিভাসিত ) হি এব এষঃ ( এই ) ব্রহ্মলোকঃ।

৩। তৎ+যে ( যাহারা ) এব এতম্ ব্রহ্মলোকম্ ( এই ব্রহ্ম-  
লোকে ) ব্রহ্মচর্যেণ ( ব্রহ্মচর্য দ্বারা ) অনুবিদন্তি ( লাভ করেন )  
তেষাম্ এব ( তাহাদিগেরই ) এষঃ ( এই ) ব্রহ্মলোকঃ ; তেষাম্  
সৰ্বেষু লোকেষু ( সমুদয় লোকে ) কামচারঃ ভবতি ( হয় )।

২। সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে অন্ধ চক্ষুশ্চান্ হয়, বিদ্ধ  
ব্যক্তি আর বিদ্ধ থাকে না এবং সন্তাপযুক্ত ব্যক্তির সন্তাপ দূরীভূত  
হয়। সেইজন্য এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে, রাজিও দিন হয়, কারণ  
এই ব্রহ্মলোক চিরজ্যোতিমান।

৩। যাহারা ব্রহ্মচর্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তাহাদিগেরই  
এই ব্রহ্মলোক ; সমুদয় লোকে তাহাদিগের কামচরণ।

মন্তব্য

৮।৪।১ সেতু শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ—( ক ) দুই ক্ষেত্রে পৃথক রাখিবার জন্য যে 'আলি' দেওয়া হয় তাহার নাম সেতু। ( খ ) জলাভূমির মধ্যদ্বারা যে বাধ দেওয়া হয় কিংবা জলের এক পার হইতে অপর পারে যাইবার জন্য যে 'সাঁকো' প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম সেতু। এখানে প্রশ্ন এইঃ—এখানে সেতুকে পৃথক রাখিবার হেতু বলা হইয়াছে, না সংযোগের হেতু বলা হইয়াছে? অনেকেই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর যুক্তিস্কৃত বলিয়া মনে হয়। ইহার পরের মত্রেই বলা হইয়াছে যে এক-নোকে যাইতে হইলে এই সেতুই পার হইয়া যাইতে হয়। সুতরাং এই মত্রে 'সেতু'কে সংযোগেরই হেতু বলিতে হইবে।

( ২ ) অসন্তোদায় = অ + সম্ + ভেদায়। ভেদ = ভিদ্ + ঘঞ্ চতুর্থীর একবচনে ভেদায়। ভেদ করিয়া, প্রবেশ করা, ভিন্ন করা, বিস্তারণ করা ইত্যাদি অনেক অর্থে ভিদ্ থাকু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং 'অসন্তোদায়' শব্দেরও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে (১) মিশ্রিত না হইয়া যাওয়া এই অর্থ। (২) ভিন্ন না হইয়া যায় এই অর্থ। (৩) বিদৌৰ্ণ না হইয়া যায় বা বিনষ্ট না হইয়া যায় এই অর্থ। ( শব্দর )।

যাহারা সেতুকে পৃথক রাখিবার হেতু বলেন তাঁহারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন; আর যাহারা সংযোগের হেতু বলেন তাঁহারা দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৮।৪।২। কেহ কেহ 'সকৃৎ' স্থলে 'অসকৃৎ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অভি-নিষ্পদ্যতে + অসকৃৎ = অভিনিষ্পদ্যতে সকৃৎ, সন্ধিতে অকারের লোপ। ইহারা বলেন সকৃৎ = একবার; অসকৃৎ = নিত্য। কিন্তু, 'নিত্য' অর্থে 'অসকৃৎ' ব্যবহৃত হইতে পারে কি না সন্দেহ, 'অসকৃৎ' শব্দের অর্থ 'বহুবার'। যাহা বহুবার ঘটে, তাহা অবশ্যই নিত্য নহে। মুসিংহো-ত্তরতাপনায় উপনিষদে 'স্ববিতাতম্ সকৃৎবিতাতম্' ( ৯ ), মুক্তিকো-পনিষদে 'পরম্ সকৃৎবিতাতম্' (২।৭১), এবং মৌড়পাদ কারিকাতে

‘সকৃৎবিভাতম্’ (৩৩৬, ৪৮১) এর ব্যবহার আছে। এসমুদয় স্থলে সকৃৎ = নিত্য। চাঃ উঃ ৩।১১৩ অংশে ‘সকৃদ্বিবা’ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলেও সকৃৎ = নিত্য।

৮।৪৩ ‘তৎ য়ে’ বিষয়ে ৮।১৬ যন্তব্য দ্রষ্টব্য। তেহ কেহ বলেন ‘তৎ’ = এই বিষয়ে, কিংবা ‘এই বিষয়ে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলে।’

## অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্মচর্য্যরূপে নানা বস্তুর উল্লেখ — ব্রহ্মলোকের বর্ণনা(২)

১। অসি যৎ যজ্ঞ ইত্যাক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যোণ হোব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেহথ যদিষ্টমিত্যাক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যোণ হোবেষ্টা। আনমন্যুবিন্দতে।

১। অথ যৎ (যাহাকে) ‘যজ্ঞঃ’ ইতি আচক্ষতে (‘লোকে’ বলে) ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ (তাহা)। ব্রহ্মচর্য্যোণ হি এব (ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা) যঃ জ্ঞাতা (যিনি জ্ঞান) তম্ (তাহাকে, ব্রহ্মলোকে)। বিন্দতে (লাভ করে)। অথ যৎ ‘ইষ্টম্’ (ইষ্ট = যজ্ঞ, যজ্ঞ দ্বারা হইতে; অর্থ পূজা করা) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যোণ হি এব ইষ্টা (ইষ্ + কৃ, অনুপ্রস্থান করিয়া) আনমন্য (আন্যাকে) অনুবিন্দতে (লাভ করে)।

১। যাহাকে ‘যজ্ঞ’ বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ যিনি জ্ঞাতা (যঃ জ্ঞাতা), তিনি ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যাহাকে ‘ইষ্ট’ বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য; কারণ ব্রহ্মচর্য্য সহকারে অনুপ্রস্থান করিয়াই (ইষ্টা) আন্যাকে লাভ করা হয়।

২। অথ যৎ সজ্জায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হোব সত আত্মনপ্রাপং বিন্দতেহথ যন্মোনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হোবাআনমনুবিদ্যা মনুতে ।

৩। অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদেষ হ্যাআন নশ্চতি যৎ ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে । অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈ গ্যশ্চাৰ্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়শ্চামিত্তো দিবি । তদৈদ্রং মদীয়ং সরস্তুদশ্বথঃ সোমসবন-স্তুদপরাভিত্তা পূব্রক্ষণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ।

২। অথ যৎ 'সজ্জায়ণম্' ( সজ্জ + অয়নম্ ; সজ্জ = যজ্ঞ ; অয়ন = গতি । দীর্ঘচালবাপৌ যজ্ঞ বিশেষ ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ । ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব সতঃ ( সংস্করূপ হইতে ) আত্মনঃ ( জীবাত্মার ) জ্ঞানম্ বিন্দতে । অথ যৎ মোনম্ ( যজ্ঞারম্ভে মৌনভাব ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ । ব্রহ্মচর্য্যেণ হি এব আত্মানম্ অনুবিদ্যা ( লাভ করিয়া, অবগত হইয়া ) মনুতে ( মন করে ) ।

৩। অথ যৎ অনাশকায়নম্ ( অনাশক + অয়নম্ = উপবাসব্রত ) । অথ ভক্ষণে ; ইহা হইতে আশক = ভক্ষণ ; অনাশক = উপবাস ; অয়ন = গতি, পণ ) ইতি আচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ । এবঃ ( এই ) হি আত্মা ন ( না ) নশ্চতি ( বিনিষ্ট হয় ) যম্ ( যে আত্মাকে ) ব্রহ্মচর্য্যেণ ( ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ) অনুবিন্দতে ।

২। যাহাকে 'সজ্জায়ণ' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য ; কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সংস্করূপ হইতে ( সতঃ ) আত্মার জ্ঞান ( আত্মনঃ জ্ঞানম্ ) লাভ করা হয় । যাহাকে 'মৌন' বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য ; কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে অবগত হইয়া 'মনন' করা হয় ।

৩। যাহাকে অনাশকয়ন (= অনুশনব্রত ) বলা হয় তাহাও ব্রহ্মচর্য্য, কারণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যে আত্মাত্মক লাভ করা হয়, তাহার নাশ হয় না ( ন নশ্চতি ) ।

৪। তদ্ব্য এবেতাবরং চ প্যং চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যো-  
ণামুবিদ্যন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু  
কামচারো ভবতি ।

অথ যৎ অরণ্যায়নম্ ( অরণ্য + অয়নম্ = অরণ্যে বাস ) ইতি  
আচক্তে, ব্রহ্মচর্যাম্ এব তৎ । তৎ ( সেখানে ) অরঃ চ ( অর-  
নামক ) বৈ প্যঃ চ ( ও প্য নামক ) অর্ণবৌ ( অর্ণবদ্বয় ) ব্রহ্ম-  
লোকে তৃতীয় শ্রাম্ ( + দিবি = তৃতীয় ছালোকে ) ইতঃ ( ইদম্ +  
তস্ = এই স্থল হইতে ) দিবি ( বর্গে ) তৎ ( সেই স্থলে ঐরম্ +  
মদৌরম্ + ( ঐরমদৌর নামক ; ইরা = অর ; ঐরঃ = ইরাময়, যণ্ড, ঐঃম্  
= যণ্ডপূর্ণ ; মদৌরম্ = মদকর, হর্ষোৎপাদক ; সরঃ ) সরোবর । তৎ  
অশ্বখঃ সোমসবনঃ ( সোমস্রাবী ; কিংবা সোমসবন নামক ) । তৎ  
অপরাজিতা ( অপরাজিতা নামক ; এই অপরাজিতা শব্দের অর্থ  
'যাহা পরাজিত হয় না' ) পূঃ ( পূর্ 'জ্যোঃ ২।১, = পুরী ) ব্রহ্মণঃ  
( ব্রহ্মের ), প্রভুবিমিতম্ ( প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মকর্তৃক নির্মিত 'যণ্ডপ'  
বিমিত = যাহা বিশেষভাবে নির্মিত, এস্থলে যণ্ডপ ) হিরণ্যম্ ( স্তবর্ণময় ) ।

৫। তৎ যে ( যাহারা ) এব এতৌ ( এই দুই ২।২ ) অরম্  
চ প্যম্ চ ( 'অর' ও 'প্য' নামক, ২।১ ) অর্ণবৌ ( অর্ণবদ্বয়কে )  
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যং ( ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ) অনুবিদ্যন্তি ( লাভ করেন ),  
তেষাম্ ( তাহাদিগের ) এব এষঃ ( এই ) ব্রহ্মলোকঃ ; তেষাম্ সর্বেষু  
লোকেষু ( সর্বলোকে ) কামচারঃ ( স্বাধীন আচরণ ) ভবতি ( হয় ) ।

তাহার পর যাহাকে 'অরণ্যায়ন' বলা হয়, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য, কারণ এই  
পৃথিবী হইতে তৃতীয় বর্গে,—ব্রহ্মলোকে—'অর' ও 'প্য' নামক দুই অর্ণব  
আছে । সেইস্থলে 'ঐরমদৌর' নামক সরোবর, সোমস্রাবী অশ্বখবৃক্ষ  
'অপরাজিতা' নামক ব্রহ্মের পুরী এবং 'প্রভুবিমিত' নামক যণ্ডপ আছে ।

৪। যাহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকে 'অর' ও 'প্য' নামক অর্ণবদ্বয়  
লাভ করেন, এই ব্রহ্মলোক তাহাদিগেরই ; সর্বলোকে তাহাদের কামচরণ ।

মন্তব্য

৮।৫।৪। এই যুগে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর সাধক ছিলেন। এক শ্রেণীর সাধক কর্মবাদী ছিলেন, আর এক শ্রেণীর সাধক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কর্মবাদিগণ যাগযজ্ঞ লইয়া থাকিতেন আর জ্ঞানবাদিগণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমাদির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেন। আমাদেরিগের ঋষি কর্মবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানবাদীদিগের যজ্ঞ অস্বীকার করেন; তিনি দেখাইতে চাহেন যে যজ্ঞাদিকেও ব্রহ্মচর্য্য বলা যাইতে পারে। ভাষার সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি নিজমত সমর্থন করিয়াছেন।

(ক) কর্মবাদী বলেন ‘যজ্ঞ’ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়; জ্ঞানবাদী বলেন ‘যঃ জ্ঞাতা’ (= যিনি জ্ঞাতা) তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করেন। যজ্ঞ এবং ‘যঃ জ্ঞাতা’ এতদ্ব্যতীত মধ্যো সাদৃশ্য আছে। ‘যঃ’ শব্দের ‘য’ এবং ‘জ্ঞাতা’ শব্দের ‘জ্ঞ’ লইলেই ‘যজ্ঞ’ হয়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ঋষি বলিতেছেন যজ্ঞই ব্রহ্মচর্য্য।

(খ) ‘ইষ্টা’ শব্দের দুই অর্থ—(১) যজ্ + ক্তৃ = যজ্ঞন করিয়া, পূজা করিয়া। (২) ইচ্ + ক্তৃ = অন্বেষণ করিয়া। ‘ইষ্ট’ কণ্ঠে অর্থাৎ যজ্ঞকণ্ঠে পূজা করিয়া (ইষ্টা) ব্রহ্মলোক লাভ করা হয়; আবার ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া (ইষ্টা) ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। উভয় স্থলেই ‘ইষ্টা’। সুতরাং ইষ্টাই ব্রহ্মচর্য্য।

(গ) ‘সত্যায়ণ’ একটি বিশেষ যজ্ঞ। ‘সত্যায়ণ’ যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করা যায় আবার ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাও ‘সতঃ আত্মনঃ প্রাপম্’ অর্থাৎ সৎস্বরূপ হইতে আত্মার প্রাপ লাভ করা যায়। ‘সত্যায়ণ’ এবং ‘সতঃ আত্মনঃ প্রাপম্’ এতদ্ব্যতীত মধ্যো উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং সত্যায়ণই ব্রহ্মচর্য্য।

(ঘ) যজ্ঞের আরম্ভে ‘মৌন’ অবলম্বন আবশ্যক। আবার ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মাকে মনন করা যায় (মহুতে)। ‘মৌন’ এবং মহুতে উচ্চারণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং মৌনই ব্রহ্মচর্য্য।



( ৬ ) ‘অনাশকায়ন’ শব্দের দুই অর্থ :—( ১ ) অনাশক + অয়ন = উপবাস ব্রত ; অশ্ ধাতু = ভক্ষণ করা ; আশক = ভক্ষণ ; অনাশক = উপবাস । ( ২ ) যাগাতে নাশ হয় না তাহাই অনাশক । এই প্রকার পথের নাম ‘অনাশকায়ন’ । যজ্ঞেও অনাশকায়ন এবং ব্রহ্মচর্যেও অনাশকায়ন । সূত্রবাং যজ্ঞের অনাশকায়নই ব্রহ্মচর্য ।

( ৮ ) অরণ্য শব্দের দুই অর্থ :—( ১ ) বৃক্ষ ; ( ২ ) অগ এবং গ্য নামক অর্ধবসর । কৰ্মপথে অরণ্যায়ন ( অর্থাৎ বনগমন বিধি ) আবার জ্ঞানপথেও অরণ্যায়ন ( অর্থাৎ অর ও গ্য নামক অর্ধবসর লাভ ) । সূত্রবাং অরণ্যায়নই ব্রহ্মচর্য ।

( ২ ) । কৌষীতকি উপনিষদে যে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে ‘অর’ নামক হ্রদ, বিজরা নদী, ইলা বৃক্ষ, সালজ্য নগর, ‘অপব্যাক্তি’ প্রাসাদ, ‘বিভূগ্নমিত’ মণ্ডপ, ‘বিচক্ষণা’ সিংহাসন, ‘অমিক্কোজা’ নামক পর্বত ইত্যাদি সেই ব্রহ্মলোকে বর্তমান রহিয়াছে ।

## অষ্টমাধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ড

নাড়ী ও সূর্য্যরশ্মির সংযোগ—ব্রহ্মলোকের পথ ও দ্বার

১ । অথ না এতা হৃদয়শ্চ নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্তানিহিত্তিষ্ঠন্তি শুক্লশ্চ নীলশ্চ পীতশ্চ লোহিতস্তোত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এব শুক্ল এব নীল এব পীত এব লোহিতঃ ।

১ । অথ যাঃ এতাঃ ( + নাড্যঃ = এই যে নাড়ী সমূহ ) হৃদয়শ্চ ( হৃদয়ের ) নাড্যঃ ( নাড়ীসমূহ ), তাঃ ( সে সমূহ ) পিঙ্গলশ্চ

১ । হৃদয়ের এই যে নাড়ীসমূহ—এ সমূহ পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণের সূক্ষ্মরস দ্বারা পরিপূর্ণ । এই আদিত্যই পিঙ্গল, এই ( আদিত্যই ) শুক্ল, ইহা নীল, ইহা পীত এবং ইহা লোহিত বর্ণ ।



২। তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং  
চৈবমেবৈতা আদিত্যস্ত রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং  
চামুখাদিত্যাং প্রত্যয়ন্তে তা আস্থ নাড়ীষু স্থপ্তা আভ্যো  
নাড়ীভ্যঃ প্রত্যয়ন্তে তেহ্মুশ্মিনাদিত্যে স্থপ্তাঃ।

( পিঙ্গলবর্ণের ) অনিয়ঃ ( অণুপরিমাণ, ৬।১ ) তিষ্ঠন্তি ( রহিয়াছে )  
শুক্লস্ত (শুক্লবর্ণের) নীলস্ত (নীলবর্ণের) পীতস্ত (পীতবর্ণের) লোহিতস্ত  
( লোহিতবর্ণের ) ইতি। অসৌ ( ঐ ) বৈ আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষঃ  
( এই আদিত্য ) শুক্লঃ এষঃ নীলঃ, এষঃ পীতঃ, এষঃ লোহিতঃ।

মন্তব্য—বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও অনুরূপ একটা মন্ত্র আছে (৪।৩.২০)।

২। তৎ যথা ( যেমন; ৪।৬.৩ মন্তব্য দ্রঃ ) মহাপথঃ ( বিস্তীর্ণ  
পথ ) আততঃ ( আ+তন্; বিহৃত ) উভৌ গ্রামৌ ( ২।২, দুই গ্রামে )  
গচ্ছতি ( গমন করে )। ইমম্ চ ( এই গ্রামে, ২।১ ) অমম্ চ ( ঐ  
গ্রামে ) ; এবম্ এব ( এই একাধারেই ) এতঃ “(এই সমুদয়) আদিত্যস্ত  
আদিত্যের রশ্ময়ঃ ( রশ্মিসমূহ, জ্বীং, ঠহার বিশেষণ এতঃ ) উভৌ  
লোকৌ ( ২।২, উভয় লোকে ) গচ্ছন্তি ( গমন করে ) ইমম্ চ  
( ২।১, এইলোকে ) অমম্ চ ( ঐ লোকে )। অমুখাং আদিত্যাং  
( ঐ আদিত্যালোক হইতে ) প্রত্যয়ন্তে ( প্র+তন্ কৰ্ম বা ; বিহৃত  
হয় ), তাঃ ( সেই সমুদয় ) আস্থ নাড়ীষু ( এই সমুদয় নাড়ীতে )  
স্থপ্তাঃ ( প্রবিষ্ট হইয়া ; স্থপ্, ধাতু ), আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ ( এই সমুদয়  
নাড়ী হইতে ) প্রত্যয়ন্তে, তে, তাহারা ; রশ্মিসমূহ পুং ) অমুশ্মিন্  
আদিত্যে ( ঐ আদিত্যে ) স্থপ্তাঃ ( প্রবিষ্ট হইয়া )। পাঠান্তর—  
“আদিত্যস্ত রশ্ময়ঃ” স্থলে “আদিত্যরশ্ময়ঃ”।

২। যেমন এক মহাপথ বিস্তৃত হইয়া উভয় গ্রামে গমন করে—এই  
গ্রামে এবং ঐ গ্রামে ; তেমনি আদিত্যের রশ্মিসমূহ ও উভয় লোকেই  
গমন করে—এই লোকে এবং ঐ লোকে। রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্য-  
হইতে বিহৃত হয় ( এবং বিহৃত হইয়া ) তাহারা এই সমুদয়

৩। তদ যত্রৈতৎ সৃষ্টং সমস্তং সংপ্রসন্নং স্বপ্নং ন বিজানা-  
ত্যান্ন তদা নাড়ীষু সৃষ্টো ভবতি তন্ন কচ্চন পাপুনা স্পৃশতি  
তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি ।

৪। অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা  
আহর্জানাসি মাং জানাসি যামিতি । স বাবদস্মাচ্ছরীরাদমুৎ-  
ক্রাস্তো ভবতি তাবজ্জানাতি ।

৩। তৎ (+এতৎ = সেই এই জীব; ক্রীঃ বৈদিক) যত্র (যখন)  
এতৎ (এই জীব; তৎ+) সৃষ্টং (নির্মিত) সমস্তং (একীভূত)  
সংপ্রসন্নং (সম্যকরূপে প্রসন্নতাপ্রাপ্ত) স্বপ্নং ন বিজানাতি (জানে)  
আহ্ন (+নাড়ীষু = এই সমুদয় নাড়ীতে) তদা (তখন) নাড়ীষু  
(নাড়ীতে) সৃষ্টঃ (প্রবিষ্ট) ভবতি (হয়), তন্ম (তাহাকে) ন  
কঃ+চন্ (+পাপুনা = কোন পাপ) পাপুনা (পাপ; পাপুন্ শব্দ)  
স্পৃশতি (স্পর্শ করে); তেজসা ('সূর্য্যের' তেজের সহিত) হি তদা  
(তখন) সম্পন্নঃ (বৃদ্ধ) ভবতি (হয়) ।

৪। অথ যত্র (যখন) এতৎ (ক্রীঃ বৈদিক = এষঃ = এক জীব)  
অবলিমানম্ (দৌর্জল্য ২।১, অ+অলিনন্, বল শব্দ হইতে) নীতঃ  
ভবতি (প্রাপ্ত হয়), তন্ম অভিতঃ (তাহার চারিদিকে; 'তন্ম'  
নাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার তাহারা এই নাড়ী হইতে বিস্তৃত হয়  
(এবং বিস্তৃত হইয়া) তাহারা ঐ সূর্য্যে প্রবেশ করে ।

৩। জীব নির্মিত হইলে যখন সে একীভূত হয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়  
সমূহ ভোগ্য বিষয় সমূহ ত্যাগ করিয়া একত্ব হয়) ও সম্যক প্রসন্নতা  
লাভ করে এবং স্বর্গ দর্শন করে না, তখন সে এই সমুদয় নাড়ীতে  
প্রবেশ করে, কোন পাপ (তখন) তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না  
এবং সে তেজঃ সম্পন্ন হয় (অর্থাৎ সূর্য্যের তেজের সহিত সংযুক্ত হয়) ।

৪। যখন যাহ্মব (রোগগ্রস্ত হইয়া) অত্যন্ত দুর্বল হয়, তখন

৫। অথ যত্রৈতদশ্মাচ্ছরীরাহুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মি-  
ভিক্রমাক্রমতে স ওমিতি বা হোহা মীয়তে স যাবৎ ক্রিপোন্মন-  
স্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদৈব খলু লোকদ্বারং বিছুষাং প্রপদনং  
নিরোধোহবিছুষাম্।

২।১, অভিতঃ যোগে ) আসীনাঃ ( আসীন হইয়া ) আহঃ ( বলিয়া  
ধাকে 'জানাসি যাম্' ( 'আমাকে কি চেন' ? ) 'জানাসি যাম্' ইতি  
—সঃ ( সে ) যাবৎ ( যে পর্য্যন্ত ) অশ্মাৎ শরীরাত্ ( এই শরীর  
চইতে অহুৎক্রাস্তঃ ) উৎক্রাস্ত না হয়, ভবতি তাবৎ ( সেই পর্য্যন্ত )  
জানাতি ( চিনিতে পারে )।

৫। অথ ( আর ) যত্র এতৎ ( ক্রাঃ বৈদিক ; —এষঃ—এই জীব )  
অশ্মাৎ শরীরাত্ ( এই শরীর হইতে ) উৎক্রামতি ( উৎক্রাস্ত হই )  
অথ ( তখন ) এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ ( এই সমুদয় রশ্মিধারা ) উর্দ্ধম্  
( উর্দ্ধদিকে ) আক্রমতে ( গমন করে ; বা গমন করিতে আরম্ভ  
করে )। সঃ ( সে ) 'ওম্' ইতি ( "ওম্" এই 'অক্ষর ধ্যান করিলে' )  
বা হ ( নিশ্চয়ার্থ অব্যয়—এব ) উৎ ( উর্দ্ধে ) বা ( নিশ্চয়ই ) মীয়তে  
( যুত হয়, মরিয়া চলিয়া যায় )। সঃ ( সে ), যাবৎ ( যে সময় )  
ক্রিপোৎ ( এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে পারে ) মনঃ, তাবৎ  
( সেই সময়ে ) আদিত্যম্ ( ২।১ ) গচ্ছতি ( গমন করে )। এতৎ  
বৈ ( ইহাই ) খলু ( নিশ্চয় ) লোকদ্বারম্ ( ব্রহ্মলোকে যাইবার দ্বার )।  
বিছুষাম্ ( বিদ্বানদিগের ) প্রপদনম্ ( প্রবেশ ) ; নিরোধ ( প্রবেশের  
বাধা ) অবিছুষাম্ ( অবিদ্বানদিগের )।

সকলে তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করে—'আমাকে  
কি চেন ?' 'আমাকে কি চেন ?' সে যে পর্য্যন্ত এই দেহ হইতে  
চলিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত সে ( তাহাদিগকে ) চিনিতে পারে।

৫। যখন এই পুরুষ এই দেহ হইতে উৎক্রাস্ত হয় তখন এই  
রশ্মিসমূহ দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিতে থাকে। 'ওম্' এই অক্ষরের

৬। তদেষ শ্লোকঃ—

শতং চৈকা চ হৃদয়স্যনাড্যস্তাসাং মূর্খানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োৰ্বায়ায়নমৃতত্বমেতি বিষড্ভৃগু উৎক্রমণে ভবন্তি

উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

৬। তৎ ( সে বিষয়ে ) এষঃ ( এই ) শ্লোকঃ,—

শতম্ চ একা চ ( ১০১টি হৃদয়স্থ ( হৃদয়ের ) নাডাঃ ( নাড়ীসমূহ ) ।  
তাসাম্ ( + একা — তাহাদিগের একটি নাড়ী ) মূর্খানম্ অভি ( মূর্খার  
অভিমুখে ; ‘অভি’ যোগে ‘মূর্খানম্’ ২য় ) নিঃসৃতৈকা ( নিঃসৃত হইয়া )  
একা ( একটি নাড়ী ) । তয়া ( সেই নাড়ী দ্বারা ) উৰ্দ্ধম্ আয়ন  
( উৰ্দ্ধদিকে গমন করিয়া ; আয়ন — আ + ই, শত্ ) অমৃতত্বম্ ( ২।১ )  
এতি ( প্রাপ্ত হয় ) । বিষড্ভৃ ( + ভবন্তি ; নানাদিকে গতিবিশিষ্ট  
হয় ) অন্তাঃ ( অন্ত নাড়ীসমূহ ) উৎক্রমণে ( উৎক্রমণ বিষয়ে ) ভবন্তি  
( হয় ) উৎক্রমণে ভবন্তি ( কঠ ৬।১৬ব্রঃ ) ।

ধ্যান করিতে করিতেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে  
নিশ্চয়ই উৰ্দ্ধে গমন করে। এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে  
মনের ষতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ে সে আদিত্যে গমন করে।  
এই আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দ্বার। যাহারা বিদ্বান্, তাহারা প্রবেশ  
করে, আর যাহারা বিদ্বান নহে, তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না।

৬। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছেঃ—

হৃদয়ের ১০১টি নাড়ী আছে; তাহাদিগের একটি মূর্খা পর্যন্ত  
গমন করিয়াছে। যিনি এট নাড়ীদ্বারা উৰ্দ্ধদিকে গমন করেন, তিনি  
অমৃতত্ব লাভ করেন। অপর নাড়ী সমূহ বিভিন্ন দিকে যাইবার  
জন্য ( অর্থাৎ অপর নাড়ীদ্বারা অন্যান্য দিকে যাওয়া যায়, কিন্তু  
তাহাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না ) ।

মন্তব্য

৮।৬২। 'রশ্মি' শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্রীলিঙ্গ উভয়ই।

(২) দুটি গ্রাম যদি একটা পথদ্বারা সংযুক্ত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে যে "পথটি ঐ গ্রাম দুইতে আরম্ভ করিয়া এই গ্রাম পর্যন্ত আসিয়াছে", কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে "পথটি এই গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে।" এই একরূপ ইহাও বলা যায় যে "রশ্মিসমূহ সূর্য্য হইতে বিস্তৃত হইয়া নাড়ীসমূহে আসিয়াছে", কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে "নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যে গিয়াছে।"

(৩) সচরাচর 'পরলোকে যাইবার পথ' বা 'মৃত্যু' অর্থে 'মহাপথ' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রাচীনকালে 'বিস্তীর্ণ পথ' অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত।

৮।৬।৩। সমস্তঃ—সম্ + অস্ + ক্ত। অস্ ধাতুর অর্থ একত্র করা বা সংগ্রহ করা। ভাগ্যৎ অবস্থার ইন্দ্রিয়সমূহ নানা বিষয়ে ধাবিত হয়; সুসুপ্তির সময় তাহারা বিব্রত হইতে প্রত্যাহত হইয়া একীভূত হয়। এখানে এই অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। (২) অচরুপভাব বৃহস্পরপ্যক উঃ ২।১।১২, ৪।৩।১২। পাঠান্তর 'সম্প্রসন্নঃ' স্থলে "সম্পন্ন"। ৮।৬।৫। পাঠান্তর—"উর্দ্ধমাক্রমতে" স্থলে "উর্দ্ধ আক্রমতে (-উর্দ্ধে আক্রমতে)"।

(২) 'সঃ হ ওম্ ইতি বা উৎ বা গৌমতে'—শব্দর বলেন 'বা হ'—এব—নিশ্চয়ই; আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় 'বা' শব্দের অর্থও "নিশ্চয়ই"। সমগ্র অংশের অর্থ এই—সে ওম্ এই (অক্ষরের ধ্যান করিলেই) মরিয়া নিশ্চয়ই উর্দ্ধদিকে যায়।

(৩) শব্দর বলেন—যাহারা অবিদ্বান্, তাহারা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা গমন করিয়া কৰ্ম্মলব্ধ লোক লাভ করে। আর যাহারা বিদ্বান্ তাহারা ওকারের ধ্যান করিতে করিতে করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

(৪) 'সঃ যাবৎ কিণ্যেৎ মনঃ' ইত্যাদি। যোজমূল্য এই

অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—‘while his mind is failing, he is going to the Sun’ অর্থাৎ তাহার মন যত ক্ষণ কৌণ হইতে থাকে, তত ক্ষণ সে সূর্যালোকে বাইতে থাকে। শব্দের অর্থ—এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে বাইতে যানের যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়ে আত্মা সূর্যালোকে গমন করে অর্থাৎ আত্মা কিপ্র সূর্যালোকে গমন করে।

৮৬৬। বিষ'ঙ'ক্তাঃ—বিষাঙ্ + অক্তাঃ (পাঃ ৮।৩।৩২)। বিবু + অক্ + বিচ্ (পাঃ ৩২।৭৫) বিষক্ ইহার দ্বিতীয়ার একবচনে বিষাঙ্; ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত; ভবন্তি ক্রিয়ার বিশেষণ।

শব্দের মতে ইহা ‘অক্তাঃ’ পদের বিশেষণ। ‘অক্তাঃ’ ত্রীলিঙ্গ স্বতরাং বিবুচাঃ অক্তাঃ সমাস করিতে হয়। কিন্তু একরূপ করিলে ‘বিষাঙ'ক্তাঃ’ পদ হয় না। যোক্ষমূলার বলেন—‘বিষাঙ'ঙ্ পাঠ গ্রহণ না করিয়া ‘বিষ্যক্’ পাঠ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

## অষ্টমাধ্যায়ে সপ্তম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ ( ১ )

১। য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোহষেষ্ঠব্যঃ স বিজিহ্বাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ সো কানাপ্রোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যন্তুমাআনমণুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ।

১। যঃ (যে) আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরঃ, বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ, সঃ অষেষ্ঠব্যঃ (তাহাকে

১। প্রজাপতি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—‘যে আত্মা পাপরহিত, অরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অননেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত,



২। তদ্বোক্তয়ে দেবাসুরা অমুবুধিরে তে হোচুর্হন্ত তুমা-  
 জ্ঞানমসিচ্ছামো যমাআনমসিষ্য সর্বাংশ্চ লোকানাংপ্রোতি সর্বাংশ্চ  
 কামানিতীন্দ্রে। হৈব দেবানামভিপ্রবত্বাজ্জ বিরোচনোহসুরাণাং  
 তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপানী প্রজাপতিসকাশমাজ্জঘাতুঃ।

অন্বেষণ করিতে হইবে); সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (বিশেষরূপে জানিবার  
 ইচ্ছা করিতে হইবে); সঃ সর্ভান্ চ লোকান্ (সমুদয় লোককে)  
 আপ্রোতি (প্রাপ্ত হয়), সর্ভান্ চ কামান্ (সমুদয় কামনাকে)  
 যঃ (যে) তম্ আআনম্ (আত্মাকে) অমুবিদ্যা (বিচার করিয়া)  
 বিজানাতি (বিশেষরূপে জানে), ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ  
 (বলিয়াছিলেন; ৮।১।৫ ব্রঃ)।

২। তৎ (সেই উপদেশ, ২।১) হ উত্তরে (উত্তর, বহুবচন)  
 দেবাসুরাঃ (দেবতা ও অসুরগণ) অমুবুধিরে (— অমু+বুধ, লিট্  
 —লোকপরম্পরায় জানিতে পারিয়াছিল; অমু—লোকপরম্পরায়  
 কর্ণগোচর হইয়াছিল এই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য—সকর)। তে  
 (তাহারা) হ উচুঃ (বলিয়াছিল)—‘হন্ত! তম্ আআনম্ (সেই  
 যিনি সত্যকাম ও সত্যসকর, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই  
 বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া  
 অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কামনা লাভ করেন’।

২। দেব ও অসুরগণ উত্তরই লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা  
 শুনিয়াছিলেন। তাহারা বলিলেন “যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে  
 সর্বলোক ও সর্বকাম্যবস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে  
 অনুসন্ধান করিব।” (এই উদ্দেশ্যে) দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং  
 অসুরগণের মধ্যে বিরোচন (প্রজাপতির) অভিযুগে গমন করিলেন।  
 তাহারা পরস্পরকে না জানাইয়া সমিৎপানি হইয়া প্রজাপতির সমীপে  
 উপস্থিত হইলেন।



৩। তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষানি ব্রহ্মচর্যমুষতুন্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছস্তাববাস্তুমিতি তৌ হোচতুর্ধা আত্মাপহতপাপ্য। বিজ্ঞরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহ বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোহবেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ববাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ববাংশ্চ কামান্ যন্তুমাআমমনুবিদ্য বিজ্ঞানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছস্তাববাস্তুমিতি ।

আত্মাকে ) অমু+ইচ্ছামঃ ( অবেষণ করি ), যম্ আত্মানম্ ( যে আত্মাকে ) অম্বিয়া ( অবেষণ করিয়া ) সর্বান্ চ লোকান্ ( সমুদয় লোককে ) আপ্নোতি ( লাভ করে ) সর্বান্ চ কামান্ ( সমুদয় কামনাকে ) ইতি ।

ইন্দ্রঃ হ এব দেবানাম্ ( দেবগণের মধ্যে ) অভি প্রবব্রাজ ( অভি + প্র + ব্রজ্ লিট্ = গমন করিলেন ) । বিরোচনঃ অম্বরূপাম্ ( অম্বরূপের মধ্যে ) । তৌ ( তাহারা দুই জন ) হ অসংবিদানৌ ( অ + সম্ + বিদ্ + পানচ, আত্মানে, পাঃ ১।২।১০ বার্তিক ; — পরস্পরকে না জানাইয়া ) এব সমিৎপালী ( ১।২, সমিধ্ দ্বাহানিগের পাণিতে ; সমিধ্ হন্তে লইয়া ) প্রজাপতিসকাশম্ ( প্রজাপতির নিকটে ) আজগতঃ ( গমন করিয়াছিলেন ) । পাঠান্তর—‘ইন্দ্রো হৈব’ হলে ‘ইন্দ্রো হর্ষে’ ।

৩। তৌ ( তাহারা দুইজন ) হ দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষানি ( ৩২ বৎসর ) ব্রহ্মচর্যম্ উষতুঃ ( ব্রহ্মচর্য অবসান করিয়া বাস করিয়াছিল ; উষতুঃ = ২স্, লিট্ ৩.২ ) । তৌ ( ২।২ ) হ প্রজাপতিঃ উবাচ ( বলিলেন ) — ‘কিম্ ( কি ) ইচ্ছন্তৌ ( ইচ্ছা করিয়া, ইষ্ শত্ ১মা ১২ ) অবাস্তম্ ( বৈদিক প্রয়োগ—অবাস্তম্, বস লুঙ, ২।২ ; দুইজনে বাস করিয়াছে ) ইতি । তৌ ( ১।২ ) হ উচতুঃ ( বলিল ) :—

৩। তাহারা দুইজন ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য আচরণ করিয়া বাস করিলেন । তদনন্তর প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ‘কি ইচ্ছা করিয়া তোমরা দুইজন বাস করিলে ?’ তাহারা বলিলেন,

৪। তৌ হ প্রজাপতিক্রবাচ য এবোহন্ধিনি পুরুষো দৃশ্যত  
এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি । অথ যোহয়ং  
ভগবোহঙ্গু পরিখ্যায়তে যচ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ  
এবৈষু সর্বেষামুপরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ ।

‘যঃ আত্মা অপহতশাপ্ণা, বিহরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ  
অপিপাসঃ, সত্যকামঃ সত্যসঙ্গঃ (৮।১।৫ জঃ), সঃ অশ্বেষ্টব্যঃ, সঃ  
বিজিঘৎসিতব্যঃ । সঃ সর্গান্ চ লোকান্ আপ্রোতি, সর্গান্ চ  
কামান্—যঃ তম্ আত্মানম্ অমুবিষ্ট বিজানাতি’ ইতি (৮।১।১ জঃ)—  
ভগবতঃ বচঃ ( ভগবানের বাক্যকে ; বচস্, ২।১ ) বেদমন্তে ( জ্ঞাপন  
করেন ইহার কৰ্ত্তা ‘জ্ঞানিগণ’ উহ ) । তম্ ( সেই আত্মাকে ) ইচ্ছন্তৌ  
( ইচ্ছা করিয়া ) অবাস্তম্ বৈদিক প্রয়োগ—অবাৎস, বস্ লুঙ ;—বাস  
করিয়াছি ) । ইতি । পাঠান্তর—(১) ‘অমুবিষ্ট’ স্থলে ‘অমুবিষা’  
(২) ‘বিজানাতি ভগবতো’ স্থলে ‘বিজানাতি হ ভগবতো’ ।

৪। তৌ ( সেই দুই জনকে ) হ প্রজাপতিঃ উবাচ :—যঃ এষঃ  
( এই যে ) অন্ধিনি ( বৈদিক প্রয়োগ—অন্ধি বা অন্ধণি, কিন্তু বৈদিক  
ভাষাতে সপ্তমীর একবচনে সচরাচর ‘অন্ধণ’ ব্যবহৃত হয় ; চক্ষুতে )  
পুরুষঃ দৃশ্যতে ( দৃষ্ট হয় ), এষঃ ( ইনি ) আত্মা ইতি হ উবাচ  
( বলিলেন ); এতৎ ( ইনি ) অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম । ইতি ।

ভগবানের বাক্য বলিয়াই ইহা বিদিত যে—“যে আত্মা পাপরহিত,  
জ্বররহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অশ্বশঙ্কারহিত, পিপাসারহিত,  
যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্গ—তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে,  
তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে । যিনি এই আত্মাকে অনুসন্ধান  
করিয়া জানেন, তিনি সর্বলোক ও সমুদয় কার্যাবল্য-লাভ করেন ।”  
সেই আত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা দুইজনে বাস  
করিয়াছি ।

৪। প্রজাপতি সেই দুই জনকে বলিলেন—‘চক্ষুতে এই যে পুরুষ

অথ যঃ অচম্ (এই যে ‘পুরুষ’) ভগবঃ! (প্রাচীন প্রয়োগ—ভগবন্) অপহ্নু (অলে) পরিখ্যায়তে (পরি+খ্যা, কৰ্মবাচ্যে; অহ্নুভূত হই, দৃষ্ট হই), যঃ চ অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে), কতমঃ (কে) এষঃ (এই)? ইতি। এষঃ (এই আত্মা) উ এব এষু সর্কেষু অস্তেষু (এই সমুদয়ের অভ্যন্তরে (পরিখ্যায়তে) ইতি হ উবাচ।

দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। তিনি আরও বলিলেন—‘ইনিই অমৃত অকর, এবং ইনিই ব্রহ্ম।’ তাহার প্রকৃতি কল্পিত করিলেন—‘হে ভগবন্! এই যে পুরুষ অলে দৃষ্ট হই, আর এই যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হই, ইহা কে?’ প্রজাপতি বলিলেন—‘এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হন।’

২

### মন্তব্য

৮।৭।১। শব্দের ভাষ্যে ‘অহুবিদ্যা’ স্থলে ‘অবিদ্যা’ আছে। ইহাতে যেন হয় তিনি যে হস্তলিপি পাইয়াছিলেন, তাহাতে যুলে ‘অবিদ্যা’ই ছিল। আর অবিদ্যা (= অহুসজ্ঞান করিয়া) হইলেই অর্থ সঙ্গত হয়। প্রথমে বলা হইল ‘সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে (অন্বেষ্টব্যঃ), সেই আত্মাকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে (বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ)’। তাহার পর যদি বলা হয় “যিনি অন্বেষণ করিয়া (অবিদ্যা) তাঁহাকে জানেন ইত্যাদি”—তাহা হইলে অর্থ অতি সঙ্গত হয়।

অহুবিদ্যা = অহু + বিদ্ + ল্যপ্। বিদ্ বাতুর অর্থ লাভ করা বিচার করা এবং জানা। যদি ‘জানা’ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ‘অহুবিদ্যা জানাতি’ অংশের অর্থ হয় ‘জানিয়া জানেন’ এ প্রকার অর্থ তেমন সঙ্গত হয় না। তবে এই উপনিষদেরই অহুরূপ বিকৃতি অনেক আছে, যেমন ‘উক্তা উবাচ’ (১।২।৩; ৩।১।৬; ৫।১।৩)।

৮।৭।৪। ‘এষঃ আত্মা’ ইতি হ উবাচ—এহলে কাহারও মতে ‘উবাচ’—আদি বলিয়াছিল।

প্রজাপতি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই:—চক্ষুর মধ্য  
যিনি ত্রুটাক্রমে থাকিয়া দর্শন করেন, তিনিই আত্মা; যোগিগণ চক্ষু  
মুদ্রিত করিয়াও এই ত্রুটাক্রমী আত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু ইন্দ্র  
ও বিরোচন বুঝিয়াছিলেন যে চক্ষুর মধ্য যে প্রতিবিম্বিত মূর্তি দৃষ্ট  
হয়, তাহাই আত্মা (শব্দ)।

## অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টম খণ্ড

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ (২) – আত্মরূপ উপনিষৎ

১। উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তম্বে  
প্রকৃতমিতি। তৌ হোদশরাবেহবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজা-  
পতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি। তৌ হোচতুঃ সর্বমেবেদমাব্যং  
ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিক্রপমিতি।

১। উদশরাবে (উদকপূর্ণ শরাবে; শরাব=পাত্র) আত্মানম্  
(আপনাকে) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) যৎ (যাহা, ২।১) আত্মানঃ (আত্মার)  
ন বিজানীথঃ (না জানিতে পার; ২।২) তৎ (তাহা, ২।১) মে  
(আমাকে) প্রকৃতম্ (বল) ইতি। তৌ (তাহারা দুই জন) হ উদ-  
শরাবে অবেক্ষ্যম্+চক্রাতে (দর্শন করিয়াছিল; অব+ইক্ষ্ হইলে অবেক্ষা  
=দর্শন)। তৌ (২।২) হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ (কি) পশ্যথঃ  
(দেখিলে) ? ইতি। তৌ (তাহারা দুইজন) হ উচতুঃ (বলিল) ‘সর্বম্ এই  
ইদম্ (এই সমুদয়ই, ২।১) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ (প্রাচীন  
প্ররোগ=ভগবান্!) আত্মানম্ (আপনাকে) পশ্যাবঃ (দেখিলাম)  
আলোমভ্যঃ (লোম পর্য্যন্ত) আনখেভ্যঃ (নখ পর্য্যন্ত) প্রতিক্রপম্  
(প্রতিমূর্তিকে) ইতি।

১। প্রজাপতি বলিলেন—‘অলপূর্ণ পাত্রের আপনাকে (দেখ), দেখিয়া  
আত্মার বিষয় যাহা বুঝিবে না, তাহা আমাকে বলিও।’ তাহার। অল-  
পূর্ণ পাত্রের আপনাদিগকে দেখিলেন। (অনন্তর) প্রজাপতি তাহাদিগকে

২। তৌ হ প্রজাপতিক্রবাচ সাধ্বলকৃতৌ সুবসনৌ পরি-  
কৃতৌ ভূছোদশরাবেহবেক্ষ্যামিতি । তৌ হ সাধ্বলকৃতৌ  
সুবসনৌ পরিকৃতৌ ভূছোদশরাবেহবেক্ষ্যচক্রাতে । তৌ হ  
প্রজাপতিক্রবাচ কিং পশ্যথ ইতি ।

৩। তৌ হোচতুর্য্যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলকৃতৌ সুবসনৌ  
পরিকৃতৌ স্ব এবমেবেমৌ ভগবঃ সাধ্বলকৃতৌ সুবসনৌ পরি-  
কৃতাবিত্যেব আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তৌ  
হ শাস্ত্রহৃদয়ো এবব্রজতুঃ ।

২। তৌ ( তাহাদিগকে ) হ প্রজাপতিঃ উবাচ— সাধু+  
অলকৃতৌ ( সুন্দর বেশে অলকৃত ) সুবসনৌ ( সুবসন পরিহিত )  
পরিকৃতৌ ( পরিকৃত ) ভূছা ( হইয়া ) উদশরাবে ( উদকপূর্ণ পাতে ) অবেক্ষ্যাম্  
( অব + ঈক্ষ, লোট্ ; দেখ ) ইতি । তৌ হ সাধু+অলকৃতৌ সুবসনৌ  
পরিকৃতৌ ভূছা উদশরাবে অবেক্ষ্যাম্+চক্রাতে ( ১মঃ ) । তৌ হ  
প্রজাপতিঃ উবাচ—‘কিম্ পশ্যথঃ ?’ ইতি ( ১মঃ ) ।

৩। তৌ ( তাহারা দুই জন ) হ উচুতুঃ ( বলিল )—যথা এব  
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি দেখিলে ?’ তাহারা বলিলেন “হে ভগবন্ !  
আমরা সমগ্র আত্মা—লোম ও নখ পর্য্যন্ত (ইহার) প্রতিকল্প দর্শন  
করিলাম ।”

২। প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—“সুন্দর অলকারে ভূষিত  
হইয়া, সুবসন পরিধান করিয়া, পরিকৃত হইয়া অলপূর্ণ পাতে  
দর্শন কর । তাহারা সুন্দর অলকারে ভূষিত হইয়া সুবসন পরিধান  
করিয়া এবং পরিকৃত হইয়া অলপূর্ণ পাতে দর্শন করিলেন । প্রজাপতি  
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কি দেখিলে ?’

৩। তাহারা বলিলেন—‘হে ভগবন্ ! এই আমরা যেমন সুন্দর

৪। তৌ হাবীক্য প্রজাপতিকৃৎবাচানুপলভ্যা আনমনসুবিদ্যা  
ব্রহ্মতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বাসুরা বা তে  
পরাত্তবিষ্যন্তীতি স হ শাস্ত্রসুদয় এব বিরোচনোহসুরান্ জগাম  
তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাঐবেহ মহায়া আত্মা পরিচর্য্য  
আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববান্নোতীমং  
চামুং চেতি ।

(যেমন) ইদম্ (এই প্রকার) আবাম্ (আমরা দুই জন) ভগবঃ  
(প্রাচীন প্রয়োগ—ভগবন্) সাধু+অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ, পরিষ্কৃতৌ  
(২য়ঃ) স্বঃ (অস্ লট্ ১।২ ; হই), এবম্ এব (এই প্রকারই) ইমৌ  
(জলে দৃষ্ট এই দুই জন) ভগবঃ! সাধুলঙ্কৃতৌ, সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ  
ইতি । এবঃ (এই) আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ (ইহা) অমৃতম্,  
অভয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম ইতি । তৌ (তাহারা দুইজন) হ শাস্ত্রসুদয়ো  
(১।২), শাস্ত্রসুদয় হইয়া প্রবব্রুতুঃ (প্রতিগমন করিল) ।

৪। তৌ (তাহাদিগকে) হ অহু+জ্ঞক্য (নিরীক্ষণ করিয়া)  
প্রজাপতিঃ উবাচ (বলিলেন)—অনুপলভ্যা (লাভ না করিয়া, অনু-  
ভব না করিয়া), আত্মানম্ (আত্মাকে) অনসুবিদ্যা (না জানিয়া, প্রাপ্ত

অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত, হে ভগবন্! তেমনি জলের  
মধ্যে এই দুই জন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরি-  
ষ্কৃত । প্রজাপতি বলিলেন—‘ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয়  
এবং ইনিই ব্রহ্ম ।’ অনন্তর দুইজন শাস্ত্রসুদয় হইয়া প্রতিগমন করিলেন ।

৪। তাহাদিগকে (চলিয়া যাইতে) দেখিয়া প্রজাপতি মনে মনে  
বলিলেন—‘(ইহারা) আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই, আত্মাকে অবগত  
না হইয়াই চলিয়া গেল । ইহাদিগের মধ্যে যে ইহাকেই উপনিষৎ  
(অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান) বলিয়া গ্রহণ করিবে—দেবতাই হউক বা  
অসুরই হউক—সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ।’



৫। তস্মাদপ্যদোহাদানমশ্রদ্ধাধানমযজমানমাহুরানুরো  
বতেত্যনুরাণাং হোষোপনিষৎ শ্রেতস্ত শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনা-  
লঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বস্তোভেন হ্যযুং লোকং জেষ্যন্তো মশ্যন্তে ।  
না হইয়া ) ব্রতঃ ( ৩.২, গমন করিল ) । বতরে ( এই হইএর যথেষ্ট  
যে—দেবগণ বা অশ্বরগণ ; বতর শব্দ, বহুবচন ) এতৎ+উপনিষদঃ  
( বহুব্রীহি সমাস ; এই প্রকার হইয়াছে উপনিষৎ অর্থাৎ বিদ্যা যাহা-  
দিগের ) ভবিষ্যন্তি ( হইবে ), দেবাঃ বা অশ্বরাঃ বা ( দেবগণ বা  
অশ্বরগণ ), তে ( তাহারা ) পরাতভিষ্যন্তি ( বিনষ্ট হইবে, পরাস্তুত  
হইবে ) ইতি ।

সঃ ( সেট ) ঃ শাস্ত্রসূত্রঃ এব বিরোচনঃ অশ্বরান্ ( ২।২,  
অশ্বরগণের নিকট ) অগাম ( গমন করিল ) । তেভাঃ ( তাহাদিগকে )  
হ এতাম্ উপনিষদম্ ( এই উপনিষৎকে, এই তত্ত্বকে ) এ+উবাচ  
( বলিল— আত্মা এব ( এই দেহই ) ইহ ( এই পৃথিবীতে ) মহয়াঃ  
( পূজনীয় ; 'মহয়া' শব্দ মহ্ ধাতু হইতে ), আত্মাপরিচর্য্যঃ ( সেবা ) ।  
আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ ( মহ্ ধাতু ; মহীয়ান্ করিলে ) আত্মানম্  
পরিচরন্ ( পরিচর্যা করিলে ) উভৌ লোকৌ ( উভয় লোককে ) অব+  
আপ্নোতি ( প্রাপ্ত হয় ) ইমম্ চ ( এই লোককে অমুম্ চ ( ঐ  
লোককে ) ইতি ।

৫। তস্মাৎ ( সেইজন্য ) অপি অদ্যা ( অদ্যাপি ) ইহ ( এই পৃথিবীতে )  
অদানম্ ( ন+দা, দানচ্ পাঃ ১.৩.২০ — দানবিহীন লোককে ) অশ্রদ্-  
ধানম্ ( শ্রদ্ধাবিহীন লোককে ) অযজমানম্ ( যজ্ঞবিহীন লোককে )

বিরোচন শাস্ত্রসূত্রে অশ্বরগণের নিকট গমন করিলেন এবং  
তাহাদিগকে এই উপনিষৎ শিক্ষা দিলেন,—‘এই পৃথিবীতে দেহেরই  
পূজা করিবে ও দেহেরই পরিচর্যা করিবে । দেহকে মহীয়ান্ করিলে  
এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক—এই উভয়  
লোকই লাভ করা যায় ।’

৫। এইজন্য অদ্যাপি দানরহিত, শ্রদ্ধাবিহীন ও যজ্ঞরহিত



আহঃ ( বলিয়া থাকে ) ‘আহুরঃ বত’ ইতি ( অহুরবতাবসম্পন্নঃ ; বত = অব্যয় ) । অহুরাপাম্ ( অহুরদিগের ) হি এষা ( এই ) উপনিষৎ—শ্রেয়স্ত ( মৃত ব্যক্তির ) শরীরম্ ভিক্ষয়া ( ভিক্ষা, ৩১ ; গন্ধমালা অন্নপানাদি দ্বারা—শরীর ) বসনেন ( বসন দ্বারা ) অলঙ্কারেণ ( অলঙ্কার দ্বারা ) ইতি সংস্কুর্যন্তি ( ভূষিত করে ) ; এতেন ( এই উপায়ে ) হি অমুম্ লোকম্ ( ঐ লোককে ) জেহ্যন্তঃ ( জি, জতু ; জয় করিবে ) ই যত্ত্বেন ( মনে করে ) ।

ব্যক্তিকে অহুর বলা হয় । ইহাই অহুরগণের উপনিষৎ । তাঁহারা গন্ধ-মালাদি, এবং বসন ও অলঙ্কার দ্বারা দেহকে সজ্জিত করে এবং মনে করে ইহা দ্বারা পরলোক জয় করিবে ।

### যন্তব্য

৮।৮।৪। এখানে আত্মা—দেহ । স্বর্ষদেও ইহা ‘দেহ’ অর্থে ব্যবহৃত হইত ( ১০।১৬।৩৫, ৬ ইত্যাদি ) । এ বিষয়ে ১।২।১৪ যন্তব্য জেহ্যন্তঃ ।

৮।৮।৫। ‘ভিক্ষয়া’ (১) Monier Williams বলেন ‘ভোগ করিবার ইচ্ছা’ অর্থে ‘ভজ্’ ধাতু হইতে ‘ভিক্’ ধাতু হইয়াছে । এই মত গ্রহণ করিলে ‘ভিক্ষা’র একটি অর্থ ‘ভোগ্যবস্তু’ হইতে পারে । তাহা হইলে ভিক্ষয়া—ভোগ্যবস্তুর দ্বারা । ( ২ ) মৃত দেহকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় অনেকে হয়ত ইহার অর্থ গন্ধমালাদি প্রদান করিত ; ইহাকেও ‘ভিক্ষা’ বলা যাইতে পারে । পাঠান্তর—‘তন্মাদপ্যাদোহ’ স্থলে ‘তন্মাদদ্যাপোহ’ (= তন্মাং অদ্যাপি ইহ । ( ২ ) ‘এতেন অমুম্’ স্থলে ‘এতেনামুম্’ ।

## অষ্টমাধ্যায়ে নবম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—দেহাত্মবোধের ভ্রম

১। অথ হেত্বেহপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্বয়ং দদর্শ যথৈব  
অয়মশ্মিধুরীরে সাধ্বলকৃতে সাধ্বলকৃতো ভবতি স্রবসনে স্রবসনঃ  
পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মশ্মিধ্বক্কেহক্কে ভবতি অামে অামঃ  
পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোহষ্টৈব শরীরন্ত নাশমঘেষ নশ্যতি নাইমত্র  
ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

১। অথ হ ইন্দ্রঃ অপ্রাপ্য এন ( না পাইয়া, না যাইয়া ) দেবান্  
( ২।৩, দেবতানিগের নিকট ) এতৎ ভবৎ ( এই শব্দ, ২।১ ) দদর্শ  
( দেখিল )—‘যথৈব এব ( যেমন ) খলু অয়ম্ ( এই, কলে প্রতিবিম্বিত  
দেহ ) অশ্মিন্ শরীরে সাধু + অলকৃতঃ ( এই শরীর সুন্দররূপ অলকৃত  
হইলে ) সাধু + অলকৃতঃ ( সুন্দর অলকৃত ) ভবতি ( হয় ) ; স্রবসনে  
( স্রবসন পরিধান করিলে ) স্রবসনঃ ( স্রবসন-পরিহিত ), পরিষ্কৃতে  
পরিষ্কৃত হইলে ) পরিষ্কৃতঃ, এবম্ এব ( এই প্রকারই ) অয়ম্ অশ্মিন্  
অক্কে ( ইহা অক হইলে ) অক্কে ভবতি, অামে ( খলু হইলে, অামঃ  
( খলু ), পরিবৃক্ণে ( হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে ; পরি + বৃক্ ) পরিবৃক্ণঃ  
অন্ত এব শরীরন্ত ( এই শরীরের ) নাশম্ অমু ( নাশের পর ) এবঃ  
( এই প্রতিবিম্বিত দেহ ) নশ্যতি বিনষ্ট হয় ) । ন অহম্ ( আমি )  
অত্র ( এই উপদেশে ) ভোগ্যম্ ( ২।১, ফল ) পশ্যামি ( দেখিতেছি ) ।

১। অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের নিকট যাইবার পূর্বেই এই শব্দ  
দেখিলেন—“এই দেহ সুন্দর অলকারে সজ্জিত হইলে ( অলঙ্কৃত ) দেহও  
সুন্দর অলকারে সজ্জিত হয়, ( ইহা ) স্রবসনপরিহিত হইলে ( উহাও )  
স্রবসনপরিহিত হয় ; ইহা পরিষ্কৃত হইলে ( উহাও ) পরিষ্কৃত হয় । এই  
প্রকার ( ইহা ) অক হইলে ( উহাও ) অক হয়, ইহা খলু হইলে ( উহাও )

২। স সমিৎপানিঃ পুনরেষায়, তং হ প্রজাপতিকৃবাচ  
মঘবন্ যচ্ছাস্তৃদয়ঃ প্রাজ্ঞাঃ সর্কিং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্  
পুনরাগম ইতি স হোবাচ যথৈব অয়ং ভগবোহশ্বিন্শরীরে সাধ্ব-  
লকৃতে সাধ্বলকৃতো ভবতি স্তবসনে স্তবসনঃ পরিকৃতে পরিকৃত  
এবমেবায়মশ্বিন্শক্কেহক্কো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্-  
ণোহশ্রৈব শরীরস্ত নাশমেষে নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

২। সঃ ( সে ) সমিৎপানিঃ ( ভস্তু সমিৎ লইয়া ) পুনঃ এয়ায়  
( আ+ইয়ায়; ই গিট্, ফিরিয়া আসিল )। তম্ ( তাহাকে ) হ প্রজা-  
পতিঃ উবাচ—মঘবন্! যৎ ( যে, বেহেতু ) শাস্তৃদয়ঃ ( শাস্তৃদয়  
হইয়া ) প্র+অত্রাণী ( প্র+অত্র, লুঙ; গমন করিয়াছিল ) সর্কম্  
বিরোচনেন ( বিরোচনের সহিত ), কিম্ ইচ্ছন্ ( কি ইচ্ছা করিয়া )  
পুনঃ আগমঃ ( আ+গম্, লুঙ, আগমন করিলে )? ইতি । সঃ হ উবাচ—  
যথা এব খলু অহম্ ভগবঃ অশ্বিন্ শরীরে সাধ্বলকৃতে সাধ্বলকৃতঃ ভবতি,  
স্তবসনে স্তবসনঃ, পরিকৃতে পরিকৃতঃ—এবম্ এব অয়ম্ অশ্বিন্ অক্কে-  
অক্কঃ ভবতি, স্রামে স্রামঃ, পরিবৃক্ণে পরিবৃক্কঃ, অশ্র এব শরীরস্য নাশম্,  
অনু এষঃ নশ্যতি, ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি ইতি ( ১মঃ ভ্রঃ ) ।

খঞ্জ হম্, ইহার হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে ( উহারও ) হস্তপদাদি ছিন্ন হম্,  
ইহার বিনাশ হইলে উহারও বিনাশ হম্। এবিদ্ভাতে আমি মঙ্গল  
দেখিতেছি না।

২। ইহু সমিৎপানি হইয়া পুনর্বার ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি  
তাহাকে বলিলেন—‘মঘবন্! তুমি শাস্তৃদয়ে বিরোচনের সহিত  
প্রস্থান করিয়াছিলে,—‘কি ইচ্ছা করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে?’  
ইহু বলিলেন—‘হে ভগবন্! এই শরীর বালকৃত হইলে (জলমধ্যবর্তী)  
শরীরও বালকৃত হয়, ইহার পরিধানে স্তবসন থাকিলে ( উহারও )

৩। এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং খেব তে ভূয়োহমু-  
ব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি । স হাপরাণি  
দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তন্মৈ হোবাচ ।

৩। এবম্ এব (এই প্রকারই) এবঃ (ইহা) মঘবন্ ! ইতি হ  
উবাচ—এতম্ (ইহা, ২।১) তু এব তে (তোমাকে) ভূয়ঃ অমু-  
ব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব) । বস (বাস কর) অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্  
বর্ষাণি (আরও ৩২ বৎসর) ইতি । সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্  
বর্ষাণি উবাস (বাস করিল) । তন্মৈ (তাহাকে) হ উবাচ (বলিলেন,—

পরিধানে স্তবসন হয়, ইহা পরিষ্কৃত থাকিলে উহাও পরিষ্কৃত হয় । এই  
প্রকার (ইহা) অন্ধ হইলে (উহাও) অন্ধ হয়, (ইহা) খন্ড হইলে (উহাও)  
খন্ড হয়, (ইহা) ছিন্নাবয়ব হইলে (উহাও) ছিন্নাবয়ব হয় ; ইহার  
শরীর বিনষ্ট হইলে (উহাও) বিনষ্ট হয় । এবিদ্যাতে আমি মঙ্গল  
দেখিতেছি না ।’

৩। প্রজাপতি বলিলেন—‘হে মঘবন ! ইঁা, এই প্রকারই ।  
তোমার নিকট ইহা পুনরায় ব্যাখ্যা করিব । তুমি পুনরায় ৩২ বৎসর  
বাস কর ।’ ইন্দ্র আরও ৩২ বৎসর বাস করিলেন । তদনন্তর (প্রজাপতি)  
তাঁহাকে বলিলেন :—

### বস্তুবা

৮।৯।১। শব্দের মতে অ্যাম শব্দের দুইটি অর্থ—(১) কাণ অর্থাৎ যাহার  
একটি মাত্র চক্ষু ; (২) যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে ক্রন্দ বহির্গত  
হয় । অথেন্দে ‘অ্যাম’ শব্দের ব্যবহার আছে (৮।৪।৫) :— ‘ইমৈ  
(এই সমুদয়) মা (আমাকে) পীতাঃ (পীত সোমরসসমূহ)  
ব্রথম্ (ব্রথকে) ন (বেমল) গাবঃ (গোচর্মসমূহ) সম্+অনাহ (দৃঢ়  
করন্) পর্কস্ব (সন্ধিহলে) । তে (তাহারা) মা (আমাকে) ব্রকন্ত  
(ব্রক্য করন্) বিপ্রসঃ চরিত্বাৎ (পদখলন হইতে, চরিত্ব=চরণ, চব্

ধাতু হইতে)। উক্ত (এবং) যা অস্মাৎ (খণ্ড হইতে; কিংবা অস্মাৎ চরিত্রাৎ—খণ্ডপদ হইতে) ব্যবহৃত (বন্ধা করন্) ইন্দ্রব (সোম-রসসমূহ)—অর্থাৎ চর্ম যেমন রথকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে, তেমনি এই পীত সোমরস আমার সন্ধিসমূহ দৃঢ় করন্। এই সোম আমাকে পদস্থলন হইতে রক্ষা করন্ এবং খণ্ড হইতে রক্ষা করন্। এই স্থলে ‘স্মা’ অর্থ খণ্ড কিংবা পণ্ড হইলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়। অক্ট এক স্থলে (১।:১৭।১৯) অশ্বিধরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—“স্মাম্ সমূরিণীধঃ।” এস্থলে অনেকে ‘স্মা’ অর্থ ‘হিমা’বদ্বয় করিয়াছেন।

—

## অষ্টমাধ্যায়ে দশম খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—স্বপ্নাবস্থার শুভাশুভ

১। য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেব আশ্রুতি হোবাচৈতদ-  
মৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। স হ শাস্ত্রহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ সহাপ্রাপ্যৈব  
দেবানেতদ্ ভয়ং দদর্শ তদ্ যদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ  
স ভবতি যদি স্মামস্মামো নৈবৈষোহস্ত দোষেণ দূষ্যতি।

১। যঃ এষঃ (এই যিনি) স্বপ্নে মহীয়মানঃ (পূজ্যমান হইয়া)  
চরতি (বিচরণ করেন), এষঃ (ইনিই) আশ্রু ইতি হ উবাচ—এতৎ  
অমৃতম্, অভয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম ইতি (৮।৮।৩ ব্রঃ)। সঃ হ শাস্ত্রহৃদয়ঃ  
প্রবব্রাজ। সঃ হ অপ্রাপ্য এব দেবান্ এতৎ ভয়ম্ দদর্শ (৮।৯।১ ব্রঃ)—  
এতৎ যদি অপি ইদম্ শরীরম্ (১।১) অকৃতম্ ভবতি (হয়), অনন্ধঃ (অন্ধ

১। এই যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই

২। ন বধেনাস্তু হন্যতে নাস্তু অাম্যোঃ অামো স্তিস্তি য়েবৈনং  
বিচ্ছাদয়ন্তীবাগ্নিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং  
পশ্যামীতি ।

নয় এমন, চক্ষুমান্) সঃ ভবতি । যদি অাম্য ( খঞ্জ ) অাম্যঃ ( খঞ্জ  
নয় এমন ) । ন এব অস্য ( এই শরীরের ) দোষেণ ( দোষদ্বারা )  
দূষ্যতি ( দূষিত হয় ) ( চান্দোগ্যঃ )

২। ন বধেন ( বধ দ্বারা ) অস্য ( এই শরীরের ) হন্যতে ( বিনাশ  
প্রাপ্ত হয় ), ( ন অস্য অামেন ) খঞ্জদ্বারা, অামঃ ( খঞ্জ ) । স্তিস্তি ( হনু ;  
বিনাশ করে ) তু এব ( —ইব—যেন ) এনম্ ( ইহাকে ) বিচ্ছাদয়ন্তি  
ইব ( যেন পশ্চাৎ ধাবিত হইবে—শঙ্কর ) আগ্নিয়বেত্তা ইব ( যেন আগ্নিয়  
ঘটনার বেত্তা ; বেত্তা = বেত্ত, ১।১ = যে জানে বা অনুভব করে ) ভবতি  
( হয় ) অপি রোদিতি ইব ( যেন ক্রন্দন করিতেছে ) । ন অত্র  
ভোগ্যম্ ( কল্যাণ ) পশ্যামি ( দেখিতেছি ) ।

আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্ম । তদনন্তর ইন্দ্র শাস্ত্রহৃদয়ে  
চলিয়া গেলেন, কিন্তু দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই  
এই শব্দা দেখিলেন—‘যদিও এই শরীর অস্ত হইলে ( স্বপ্নপুরুষ ) অস্ত  
হয় না, এই শরীর খঞ্জ হইলে, ( উহা ) খঞ্জ হয় না, ইহার শরীরের  
দোষে উহা দূষিত হয় না ।

২। দেহকে বিনাশ করিলে, ইহা বিনষ্ট হয় না, দেহ খঞ্জ হইলে,  
উহা খঞ্জ হয় না—তথাপি ( নিদ্রিতাবস্থায় মনে হয়, এই স্বপ্ন পুরুষকে )  
যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, কেহ যেন ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে,  
যেন এই স্বপ্নপুরুষ দুঃখ অনুভব করিতেছে, যেন রোদন করিতেছে ।  
এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না ।



৩। স সমিৎপানিঃ পুনরেন্নায় তং হ প্রজাপতিক্রবাচ  
মঘবন্ যচ্ছাস্তৃহদয়ঃ প্রাজ্ঞাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স  
হোবাচ তদ্ যদ্ যপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি  
যদি অামমআমো নৈবৈষোহস্ম দোষণে দৃশ্যতি ।

৪। ন বধেনাস্য হৃদতে নাস্য অাম্যেণ আমো ব্রুন্তি  
দ্বৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপিরোদিতীব, নাহ-  
মত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈব মঘবন্মিতি হোবাচৈতং দেব  
তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্যামি বসাহপরানি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি ।  
স হাহপরানি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ।

৩। সঃ সমিৎপানিঃ পুনঃ এয়ায় । তন্ম হ প্রজাপতিঃ উবাচ—  
‘মঘবন্! যৎ শাস্তৃহদয়ঃ প্রাজ্ঞাজীঃ, কিম্ ইচ্ছন্, পুনঃ আগমঃ?’ ইতি  
( ৮।১০।২ ) । সঃ হ উবাচ—‘তৎ যদি অপি ইদম্ ভগবঃ শরীরম্  
অন্ধম্ ভবতি ; অনন্ধঃ সঃ ভবতি ; যদি অামম্, অআমঃ ; ন এব অস্ম  
দোষণে দৃশ্যতি ( ১মঃ ) ।

৪। ন বধেন অস্য হৃদতে, ন অস্য অাম্যেণ আমঃ, ব্রুন্তি তু এব এনম্,  
বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি, অপি রোদিতি ইব । ন অহম্  
অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি’ ইতি ( ২মঃ ) । ‘এবম্ এব এষঃ মঘবন্’ ইতি হ  
উবাচ, ‘এতম্ তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি । বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্  
বর্ষাণি’ ইতি । সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতম্ বর্ষাণি উবাস । তস্মৈ হ উবাচ—

৩। ইন্দ্ৰ সমিৎপানি হইয়া পুনরায় আগমন করিলেন । প্রজাপতি  
তাঁহাকে বলিলেন—‘মঘবন্! তুমি শাস্তৃহদয়ে প্রতিগমন করিয়াছিলে ।  
কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে?’ ইন্দ্ৰ বলিলেন—‘হে ভগবন্! এই  
শরীর অন্ধ হইলে যদিও যন্ত্রাঘাত অন্ধ হয় না, শরীর খণ্ড হইলে যদিও  
ইহা খণ্ড হয় না, শরীরের দোষে ইহা দূষিত হয় না ।

৪। ‘শরীরকে বিনাশ করিলে যদিও ইহা বিনষ্ট হয় না, শরীর খণ্ড



হইলে যদিও ইহা খণ্ড হয় না—তথাপি ( অগ্নে দেখা যায় ) ইহাকে যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, ইহার পশ্চাতে যেন কেহ ধাবিত হইতেছে, ইহা যেন দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং ইহা যেন ক্রন্দন করিতেছে। এই মতে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।” প্রজাপতি বলিলেন—“হে মঘবন্! ইহা এই প্রকারই। তোমার নিকট ইহা আবার ব্যাথা করিব। তুমি পুনরায় ৩২ বৎসর বাস কর। ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর বাস করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন।

### মন্তব্য

শব্দের মতে বিচ্ছাদয়ন্তি—বিদ্রাবয়ন্তি—পশ্চাৎ ধাবিত হয়। মোক্ষমূলার বলেন ‘এই শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘আবরণ উন্মুক্ত কর’, সুতরাং এখানে এ অর্থ সঙ্গত হয় না।’ এই জন্য তিনি ‘বিচ্ছাদয়ন্তি’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সুহৃদারণ্যক উপনিষদেও ( ৪,৩১২০ ) একরূপ স্থলে ‘বিচ্ছাদয়ন্তি’ প্রয়োগ আছে। পাণিনি ৩।১।২৮ অনুসারে বিচ্ছ্ ধাতুর উত্তর ‘আয়’ প্রত্যয় করিয়া বিতক্তি সংযোগ করিতে হয়। এই ধাতুর অর্থ ‘গতি’। সুতরাং এখানে বিচ্ছাদয়ন্তি পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ অসঙ্গত হয় না।

বি+ছদ্, গিচ্ হইতে বিচ্ছাদয়ন্তি হইতে পারে। ‘ছদ্’ ধাতুর অর্থ ‘আচ্ছাদন করা’ বা ‘গোপন করা।’ বি+ছদ্ ধাতুর অর্থ ‘বিশেষ-রূপে আচ্ছাদন’ কিংবা ‘আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা’ উভয়ই হইতে পারে।

## অষ্টমাধ্যায়ে একাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—স্বপ্নে অবস্থার শুভাশুভ

১। তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেব  
আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেতি । স হ শাক্ত-  
হৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপৌব দেবানৈতদ্বয়ং দদর্শ নাহ খল্বয়-  
মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যরমহমস্মীতি, নো এবেম্যানি ভূতানি  
বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

১। 'তৎ (+এতৎ—সেই এই, ক্রীঃ বৈদিক প্রয়োগ) যত্র (যখন)  
এতৎ (ক্রীঃ বৈদিক; এই) সুপ্তঃ, সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ, স্বপ্নং ন বিজানাতি  
(চাঙা৩ টী), এবং আত্মা' ইতি : উবাচ—'এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ  
ব্রহ্ম' ইতি । সঃ শাক্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ । সঃ হ আপ্রাপ্য এব দেবান্  
এতৎ ভদ্রম্ দদর্শ (চাঙা১) —'নাহ (না+হ=নিশ্চয়ই নয়; কিংবা  
ন+অহ; ন=না. গহ=এব=নিশ্চয়ই) খলু অয়ম্ (ইহা) এবম্  
(এই প্রকার) সম্প্রতি (এই সময়ে) আত্মানম্ (আপনকে) জানাতি  
(জানে)—'অয়ম্ (ইহা) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)' ইতি 'নো  
(ন+উ=না) এব ইমানি ভূতানি (এই সমুদয় ভূতসমূহকেও) । বিনাশম্  
এব (বিনাশকেই; কিংবা যেন বিনাশকে, এব=ইব=যেন) অশীতঃ  
(অপি+ই; প্রাপ্ত) ভবতি । ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি (২য়:) ।

১। প্রজাপতি বলিলেন—'এই যে প্রসুপ্ত জীব (নিদ্রিতাবস্থায়)  
একীভূত হয়, প্রসন্নতা লাভ করে; এবং স্বপ্ন দেখে না—ইনিই আত্মা,  
ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।' ইন্দ্র তখন শাক্তহৃদয়ে প্রতি-  
গমন করিলেন । কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই  
শব্দা দেবিলেন—'এই সময়ে ইহা আত্মবিষয়ে এপ্রকার জানিতে পারে  
না যে "ইহাই আমি" এবং ইহা এই ভূতসমূহকেও জানিতে পারে  
না । (এই সময়ে ইহা) বিনাশপ্রাপ্তই হয়' (অথবা ইহা যেন বিনাশ-  
প্রাপ্ত হয়) । এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না ।

২। স সমিৎপাণিঃ পুনরেষায় তং হ প্রজাপতিৰ্বাচ মঘ-  
বন্ যচ্ছাস্তৃহদয়ঃ প্রাত্ৰাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি । স  
হোবাচ নাহ খব্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাশ্বানং জানাত্যয়মহম-  
শ্রীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র  
ভোগ্যং পশ্যামীতি ।

৩। এবমেবৈষ মঘবস্মিতি হোবাচৈতং হেব তে ভূয়োহমু-  
বাখ্যাস্তামি নো এবাশ্রুতৈতশ্বাহসাহপরানি পঞ্চবর্ষাণীতি । স  
হাপরানি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস তান্নেকশতং সম্প্রহরেতত্তদ যদাহু-  
রৈকশতং হ বৈ বর্ষানি মঘবান্ প্রজাপতো ব্রহ্মচর্য্যমুবাস তস্মৈ  
হোবাচ ।

২। সঃ সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায় । তন্ হ প্রজাপতি উবাচ—  
'মঘবন্ ! যৎ শাস্তৃহদয়ঃ প্রাত্ৰাজীঃ, কিম্ ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ ?' ইতি  
(৮।৩।২) । সঃ হ উবাচ—'নাহ খন্ অয়ম্ ভগবঃ এবম্ সম্প্রতি আশ্বা-  
নম্ জানাতি—'অয়ম্ অহম্ অস্মি' ইতি, 'নো এব ইমানি ভূতানি ।  
বিনাশম্ এব অপীতঃ ভবতি । ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি' ইতি  
(৮।৩।৩) । পাঠান্তর—'কিমিচ্ছন্' স্থলে 'কিমিবেচ্ছন্' এবং 'কিমিবেচ্ছন্' ।

৩। 'এবম্ এব এষঃ, মঘবন্ !' ইতি হ উবাচ 'এতম্ তু এব তে

২। (তখন) সমিৎপাণি হইয়া ইহু পুনরায় আগমন করিলেন ।  
প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—“হে মঘবন্ ! তুমি শাস্তৃহদয়ে চলিয়া  
গিয়াছিলে, আবার কি মনে করিয়া কিরিয়া আসিলে ?” ইহু বলিলেন—  
“হে ভগবন্ ! এই সময়ে ইহা নিজের বিষয়েই জানিতে পারে না যে  
‘ইহাই আমি’ এবং ইহা কৃতসমূহকেও জানিতে পারে না । এ সময়ে ইহা  
বিনাশপ্রাপ্তই হয় (অথবা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়) । এ উপদেশে আমি  
ভোগ্য দেখিতেছি না ।

৩। প্রজাপতি বলিলেন—“হে মঘবন্ ! ইহা এই প্রকারই । এ

ভূমঃ অমুখ্যাখ্যাস্তামি ( ৮।২।৩ ) । নো ( = ন + উ = না ) এব অমুখ্য  
( অমু ) এতস্মাৎ ( প্রকৃত আত্মা হইতে ) । বস ( বাস কর ) অপরাণি  
পঞ্চবর্ষানি ( আর ৫ বৎসর ) ইতি । সঃ হ অপরাণি পঞ্চবর্ষানি উবাস  
( বাস করিয়াছিল ) । তানি ( সেই সমুদয় ) একশতম্ ( ১০১ বৎসর )  
সম্প্লভুঃ ( সম্ + পদ্ লিট ; পূর্ব হইয়াছিল ) । এতৎ ( ইহা ) তৎ ( সেই  
জন্ত ) যৎ ( যে ) আহঃ ( লোকে বলে ) ‘একশতম্ হ বৈ বর্ষানি ( ১০১ বৎসর )  
মঘবান্ ( ১।১ ) প্রজাপত্যৌ প্রজাপতির নিকট ) ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস ( ব্রহ্ম-  
চারিক্রমে বাস করিয়াছিল ) । তৈশ্চ ( তাহাকে ) হ উবাচ ( বলিলেন )—

বিষয়ে তোমাকে পুনরায় উপদেশ দিব এবং প্রকৃত আত্মা হইতে ( অমু  
কিছু ব্যাখ্যা করিব ) না । তুমি আরও ৫ বৎসর বাস কর । ইন্দ্র আরও  
৫ বৎসর বাস করিলেন । সমুদয়ে ১০১ বৎসর হইল । এই জন্তই লোকে  
বলিয়া থাকে “মঘবান্ প্রজাপতির নিকট ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
করিয়া বাস করিয়াছিলেন।” ( তখন ) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—

## অষ্টমাধ্যায়ে দ্বাদশ খণ্ড

ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদ—অশরীরী আত্মা

ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা

১ । মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদন্ত্যামৃতন্ত্য-  
শরীরন্ত্যানোহধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন  
বৈ সশরীরন্ত্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরন্ত্যশরীরং বাব সন্তুং  
ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।

১ । মঘবন্ । মর্ত্যম্ বৈ ইদম্ ( এই ) শরীরম্ । আত্মম্ ( আ +  
মা + ক্ত, পাঃ ৭।৪।৪৭ = গৃহীত, গ্রস্ত ) মৃত্যুনা ( মৃত্যু কর্তৃক ) । তৎ ( সেই

১ । “হে মঘবন্ ! এই শরীর মর্ত্য এবং মৃত্যুগ্রস্ত । ( কিহ )

২। অশরীরো বায়ুরভ্রং বিছ্যৎ স্তনয়িত্বুরশরীর্যাণ্যেতানি  
তদ্যথৈতান্মুখাদাকাশাৎ সমুখ্যায় পরং জ্যোতিরূপসম্পাদ্য যেন  
রূপেণাভিনিম্পদ্যন্তে ।

শরীর ) অস্ত্র অমৃতস্ত্র অশরীরস্ত্র আত্মনঃ ( এই অশরীরী অমৃতবরূপ  
আত্মার ) অধিষ্ঠানম্ । আত্মঃ ( গ্রস্ত ) বৈ শরীরঃ ( শরীরী অবস্থায় )  
প্রিয় + অপ্রিয়াভ্যাম্ ( প্রিয় ও অপ্রিয় কর্তৃক ) । ন বৈ শরীরস্ত্র সত্যঃ  
( শরীরী আত্মার ; সত্যঃ = সৎ, ৩।১ ; সৎ = সত্য, সৎবরূপ ) প্রিয় +  
অপ্রিয়য়োঃ ( প্রিয় ও অপ্রিয়ের, ৬।২ ) অপহতিঃ ( অপ + হন্ ; বিনাশ)  
অস্তি ( আছে ) । অশরীরম্ বাব সত্যম্ ( অশরীর আত্মাকে ; সত্যম্ =  
সৎ, ২।১ ) ন প্রিয় + অপ্রিয়ে ( প্রিয় ও অপ্রিয় ) স্পৃশতঃ ( স্পর্শ করে ) ।

২। অশরীরুঃ ( শরীরবিহীন ) বায়ুঃ ; অভ্রম্ ( মেঘ ; মেঘের  
প্রথমাবস্থা ), বিছ্যৎ, স্তনয়িত্বুঃ ( মেঘগর্জন ; স্তন্ = গর্জন করা )  
অশরীর্যাণি এতানি ( এ সমুদয় অশরীর ) । তৎ যথা ( যেমন ৪।১৬।৩  
মন্তব্য ) এতানি ( এ সমুদয় অমুখ্যৎ আকাশাৎ ( ঐ আকাশ হইতে )  
সমুখ্যায় ( উখিত হইয়া ) পরম্ জ্যোতিঃ ( পরম জ্যোতিকে ) উপসম্পাদ্য  
( প্রাপ্ত হইয়া ) যেন রূপেণ ( স্বীয়রূপে ) অভিনিম্পদ্যন্তে ( প্রকাশিত হয় ) ।

ইহাই এই অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান । শরীরী আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-  
সংযোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ; ( অর্থাৎ ইহা প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর সহিত  
সংযুক্ত হইয়া থাকে ) অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে  
পারে না ।

২। বায়ু অশরীর ; অভ্র, বিছ্যৎ, মেঘগর্জন—এ সমুদয়ও অশরীর ।  
এই সমুদয় যেমন আকাশ হইতে উখিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া  
স্বীয় স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয় ( ৮।১২।৩ দেখ ) ।—

৩। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং  
জ্যোতিরূপসম্পদ্য যেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ ।  
স তত্র পৰ্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ জ্যোতির্বা যানৈর্বা  
জ্যোতির্ভির্বা নোপজনঃ স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য  
আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিহরীরে প্রাপো যুক্তঃ ।

৩। এবম্ এব (তেমনি) এবঃ সম্প্রসাদঃ (প্রসন্নতা-প্রাপ্ত এই আত্মা)  
অস্মাৎ শরীরাত্ সমুখায় পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য যেন রূপেণ অভিনি-  
ম্পদ্যতে (৮।৩।৪ টীকা) । সঃ (সেই আত্মা) উত্তমঃ পুরুষঃ (শ্রেষ্ঠ  
পুরুষ) । সঃ তত্র (সেই অবস্থাতে) পৰ্য্যেতি (পরি+এতি, ই ধাতু ;  
= সর্বত্র বিচরণ করে) জক্ষৎ (পাঃ ৭।১।৭৮ ভোজন করিয়া, বা হাস্য  
করিয়া) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিয়া) রমমাণঃ (আনন্দ লাভ করিয়া)।  
জ্যোতিঃ বা (জ্যোলোকের সহিত) যানৈঃ বা (যানের সহিত, যানে আরোহণ  
করিয়া), জ্যোতির্ভিঃ বা (জ্যোতিবর্গের সহিত) ন (ন্য) উপজনম্ (শরীরকে ;  
উপ+জন্ ধাতু) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) ইদম্ শরীরম্ (এই শরীরকে) ।

সঃ যথা (যেমন ৪।১৬।৩ মন্তব্যঃ) প্রয়োগ্যঃ (ব্যবহারিতে বাহা-  
নিগকে যুক্ত করা হয় ; অথ বা বলীবর্দ) আচরণে (ব্যবহারে ; যাহাতে  
লোকে বিচরণ করিতে পারে) যুক্তঃ এবম্ এব (এই প্রকার) অয়ম্  
(+প্রাপঃ ; এই প্রাপ) অস্মিন্ শরীরে প্রাপঃ যুক্তঃ ।

৩। সেই প্রকার এই প্রসাদগুণ প্রাপ্ত আত্মা এই শরীর হইতে  
উৎখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে । (তখন) ইহা  
উত্তমপুরুষ । তখন—জ্যোলোকের সহিতই হউক, বা যানে আরোহণ  
করিয়াই হউক, বা জ্যোতিবর্গের সহিতই হউক—সে আহার করিয়া  
(বা হাস্য করিয়া), ক্রীড়া করিয়া এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ  
করিতে থাকে । যে দেহে তাহার উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন সে ভুলিয়া  
যায় । যেমন অথ (বলীবর্দ) রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি এই প্রাপও  
এই দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে ।



৪। অথ যত্রৈতদাকাশমহুবিষয়ং চক্ষুঃ স চাক্ষুযঃ পুরুষো  
দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিজ্ঞানীতি স আত্মা গন্ধায় জ্ঞান-  
মথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মা ভিব্যাহারায় বাগথ  
যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ।

৪। অথ যত্র ( যে স্থলে ) এতৎ ( + চক্ষুঃ — এই চক্ষু ) আকাশম্  
( চক্ষুর যে কক্ষতার, সেই আকাশ, ২।১ ) অহুবিষয়ম্ ( অহু + বি + নদ, অহুপ্রবিষ্ট ) চক্ষুঃ ( দর্শনেন্দ্রিয় ), সঃ চাক্ষুযঃ পুরুষঃ ( চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ ); দর্শনায় ( দর্শন করিবার জন্য ) চক্ষুঃ । অথ যঃ ( যিনি ) বেদ ( জানেন ) — ‘ইদম্ ( ইহাকে ) জিজ্ঞানি ( জা ; জ্ঞান করিতে পারি )’ ইতি, সঃ আত্মা ; গন্ধায় ( গন্ধ গ্রহণ করিবার জন্য ) জ্ঞানম্ ( জ্ঞানেন্দ্রিয় ) । অথ যঃ বেদ ‘ইদম্ অভিব্যাহরাণি অভি + বি + আ + হ, লোট্ ; কথা কহিতে পারি’ ইতি, সঃ আত্মা ; অভিব্যাহারায় ( বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য ) বাক্ ( বাগিন্দ্রিয় ) । অথ যঃ বেদ ‘ইদম্ শৃণবানি ( শ্রবণ করিতে পারি )’ ইতি, সঃ আত্মা : শ্রবণায় ( শ্রবণ করিবার জন্য ) শ্রোত্রম্ ( শ্রবণেন্দ্রিয় ) । পাঠান্তর—‘শৃণবানি’ স্থলে ‘শৃণানি’ ।

৪। তাহার পর এই দর্শনেন্দ্রিয় ( চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ ) আকাশের ( অর্থাৎ কক্ষ তারকার , যে স্থলে অহুপ্রবিষ্ট হয়, সেই স্থলেই চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ ( বর্তমান ) ; চক্ষু কেবল দর্শন করিবার জন্য ( অর্থাৎ পুরুষই দর্শন করেন, চক্ষু কেবল দেখিবার যন্ত্র মাত্র ) । ( দেহের মধ্যে থাকিয়া ) যিনি বুঝিতেছেন যে ‘আমি ইহা আজ্ঞান করিতেছি’, তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল জ্ঞান করিবার জন্য । যিনি বুঝিতেছেন ‘আমি বাব্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছি’, তিনিই আত্মা ; বাক্ কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য । যিনি বুঝিতেছেন—‘আমি ইহা শ্রবণ করিতে পারিতেছি’, তিনিই আত্মা ; শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্য ।



৫ । অথ যো বেদেদং মন্যনীতি স আত্মা মনোহন্ত দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুযা মনসৈতান্ কামান্ পশ্বন ব্রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে ।

৬ । তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাৎস্তেবাং সৰ্বে চ লোকাঃ আত্মাঃ সৰ্বে চ কামাঃ, স সৰ্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সৰ্বাংশ্চ কামান্ যন্তুমাত্মানমবুবিদ্য বিজানাতি হ প্রজাপতি-  
রুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ।

৫ । অথ যঃ বেদ ‘ইদম্ মন্যনি ( মনন করিতে পারি )’ ইতি, সঃ আত্মা ; মনঃ অন্ত ( ইহার ) দৈবম্ চক্ষুঃ ( দৈব চক্ষু ) । সঃ বৈ এষঃ ( সেই এই পুরুষ ) এতেন দৈবেন চক্ষুযা—মনসা—( মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা ) এতান্ কামান্ ( এই সমুদয় কাম্যবস্তুকে ) পশ্বন ( দেখিয়া ) ব্রমতে ( আনন্দ লাভ করে ) ।

৬ । ‘যে এতে ( এই যে সমুদয় ‘দেবতা’ ) ব্রহ্মলোকে, তম্ বৈ এতম্ ( + আত্মানম্ = সেই এত আত্মাকে ) দেবাঃ ( দেবগণ ) আত্মানম্ ( আত্মাকে ) উপাসতে ( উপাসনা করেন ) । তস্মাৎ ( সেইজন্য ) তেষাম্ ( তাহাদিগের ) সৰ্বে চ লোকাঃ ( সমুদয় লোক ) আত্মাঃ ( আ + ত্মা + ভূ, পাঃ ৭।৪।৪৭ = প্রাপ্ত ) সৰ্বে চ কামাঃ ( সমুদয় কামনা ) । সঃ সৰ্বান্ চ লোকান্ ( সমুদয় লোককে ) আপ্নোতি ( প্রাপ্ত হন ) সৰ্বান্ চ কামান্ ( সমুদয় কাম্য বস্তুকে ), যঃ ( যিনি ) তম্ আত্মানম্ ( সেই আত্মাকে ) অবুবিদ্য ( প্রাপ্ত হইয়া ) বিজানাতি ( জানেন )’ ইতি হ প্রজাপতিঃ উবাচ—প্রজাপতিঃ উবাচ ( বিকল্পিত সমাপ্তিচক ) ।

৫ । আর যিনি এই বুঝিতেছেন যে ‘আমিই ইহা মনন করিতেছি, তিনিই আত্মা ; মন ইহার দৈব চক্ষু । তিনি মনোরূপ, দৈব চক্ষু দ্বারা সমুদয় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করেন ।

৬ । এই যে ব্রহ্মলোকে দেবতাপণ—ইহারা সেই আত্মাকে উপাসনা করেন । সেইজন্য তাহারা সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ

করেন। যিনি এই প্রকারে সেই আত্মাকে লাভ করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন' প্রমাণিত এই কথা বলিলেন।

### মন্তব্য

৮.১২।৩। পাঠান্তর—‘উক্তমঃ পুরুষঃ’ স্থলে ‘উক্তমপুরুষঃ’। ‘অকং’ স্থলে ‘অকন্’।

দেহে আত্মার জন্ম হয় বা উপজন্ম হয়, এইজন্য দেহের নাম ‘উপজন্ম’। শব্দ ইহার দুইটি অর্থ দিয়াছেন; (ক) জীপুংস্রোঃ অন্তোন্তোপগমেন জায়তে ইতি উপজন্মম্; (খ) আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়তে ইতি উপজন্মম্ অর্থাৎ আত্মভাবে—আত্মার সমীপস্থরূপে উপস্থিত হয় এইজন্য পরীক্ষকে উপজন্ম বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে বাহ্য বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই :—বায়ু, অগ্নি, স্নিগ্ধ্যাৎ স্তন্যমিত্ত্ব প্রভৃতির হস্তপদাদি অবস্থান নাই, সুতরাং ইহারা অনশ্বর। এই অনশ্বর বায়ু প্রভৃতির দ্বারা আত্মাও অনশ্বর। কিন্তু বায়ু অগ্নিাদি কখন কখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তখন যেন ইহারা আকাশস্থই প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করা যায় না; লোকে মনে করে কেবল আকাশই রহিয়াছে। আত্মাও এই প্রকার যখন পরীক্ষায় মগ্ন হইয়া থাকে, তখন ইহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করা যায় না, লোকে কেবল দেহই দেখে; ইহার অতিবিক্ত যে আত্মা নামক এক বস্তু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না।

শীতকালে বায়ুদি আকাশে বিলীন হইয়া থাকে। শীতের অবসানে ইহারা আকাশ হইতে উখিত হয় এবং সূর্য্যের কিরণ লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি লাভ করে। তখন ইহারা বায়ু অগ্নি প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই ইহাদিগের স্বরূপ। ইহারা যে রূপ আকাশ হইতে উখিত হইয়া সূর্য্যের উত্তাপ লাভ করিয়া ন ন রূপ লাভ করে, আত্মাও তেমনি দেহ হইতে উখিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মাকেই সত্যসাদ বলা হইয়াছে এবং ইহাই আত্মার স্বরূপ।

৮।১২।৫। ঐষ ঐ ঐষ যন্তে বলা হইতেছে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ কেবল যত্র যাত্র, ইন্দ্রিয়সমূহ দর্শনশ্রবণাদি করে না, দর্শনশ্রবণাদি করেন আত্মা।

৮।১২।৬। কোন কোন সংস্করণে 'যে এতে ব্রহ্ম লোকে' এই অংশকে ঐষ যন্তের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। তাহা হটলে ঐ যন্তের শেষ অংশের এই অর্থ হইবে :—

ব্রহ্মলোকে যে সমুদয় কামনা আছে (যে এতে ব্রহ্মলোকে), তিনি মনোরূপ দৈবচক্ষু দ্বারা সেই সমুদয় কামনা দর্শন করিয়া আনন্দিত হন।

(২) কেহ কেহ বট যন্তের প্রথম অংশের এই প্রকার অর্থ করেন— এই যে দেবতাপণ, ইহারা ব্রহ্মলোকে এই আত্মাকে উপাসনা করেন।

## অষ্টমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ড

সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক গমনের আয়োজন

১। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেহম ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোমুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীর-মকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি।

১। শ্যামাৎ (শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ একাকার ব্রহ্ম হটতে) শবলম্ (বিচিত্র 'ব্রহ্মকে' প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)। শবলাৎ (বিচিত্র ব্রহ্ম হইতে) শ্যামম্ (একাকার ব্রহ্মকে) প্রপদ্যে। অম্বঃ ইব রোমাণি (অম্ব যেমন লোমসমূহকে) বিধূয় (বি+ধু+ল্যপ্—কল্পিত করিয়া, দূর করিয়া) পাপম্ (পাপকে), চন্দ্রঃ ইব (চন্দ্র যেমন) রাহোঃ (রাহুর) মুখাৎ (মুখ হইতে) প্রমুচ্য (প্রমুক্ত হইয়া) ধূত্বা (তাগ করিয়া; ধূত্বাৎ—দূর করা, কল্পিত করা ইত্যাদি)। শরীরম্, অকৃতম্ (+ব্রহ্মলোকম্—অকৃত বা নিত্য ব্রহ্মলোককে) কৃতাত্মা (কৃতকৃত্য হইয়া) ব্রহ্মলোকম্ (ব্রহ্মলোককে) অভিসম্ভবামি (অভি+সম্+ভূ; প্রাপ্ত হই) ইতি—অভিসম্ভবামি ইতি (বিকল্পি সমাপ্তিসূচক)।

১। শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ সূর্য্যহিত তেজরহিত ব্রহ্ম) হইতে বিচিত্রবর্ণে

( অর্থাৎ বিচিত্রতাপূর্ণ ব্রহ্মে ) গমন করি। আবার বিচিত্র হইতে শ্যামবর্ণে গমন করি। অথ যেমন লোম কল্পিত করে, তেমনি পাপকে ( কল্পিত করিয়া ) বিদূরিত করি। চতু যেমন বাহর মুখ হইতে মুক্ত হয়, তেমনি শরীর হইতে মুক্তি লাভ করি। তদনন্তর কৃতাত্মা হইয়া অশ্বষ্টে (অর্থাৎ নিত্য) ব্রহ্মলোক লাভ করি (ব্রহ্মলোকই) লাভ করি।

### মন্তব্য

শব্দের মতে শ্যাম—সুদৃশ ব্রহ্ম। ছুরবর্ণাঙ্ক বলিয়া ইহাকে শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। শবল—বহু কাশনামুক্ত ব্রহ্মলোক।

## অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্দশ খণ্ড

### আকাশরূপ ব্রহ্ম—পুনর্জন্মে অনিচ্ছা

১। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে যশোহহং ভবামি ব্রাহ্মগানাং যশোরাজ্ঞাং যশোবিশাং যশো-  
হহমবুপ্রাপৎসিসহাহং যশসাং যশঃ শ্যেতমদৎকমদৎকং শ্বেতং  
লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্।

১। আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ (নাম ও রূপের) নির্বহিতা (নিঃ+বহ্+তৃচ্=নির্বহিতৃ, ১।১=নির্বাহক, প্রকাশক)। তে যৎ অন্তরা (নাম ও রূপ বাহ্যর অভ্যন্তরে কিংবা বাহ্য নামরূপের অভ্যন্তরে) তৎ (তাহা) ব্রহ্ম, তৎ অমৃতম্, সঃ আত্মা। প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির) সভাম্ বেশ্ম (সভা-গৃহকে; বেশ্ম=বেশ্মন্ ২।১) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই)।

১। আকাশ নামরূপের প্রকাশক; এই নাম ও রূপ বাহ্যর অভ্যন্তরে (কিংবা যিনি এই নামরূপের অভ্যন্তরে), তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত,

যশঃ অহম্ ( আমি ) ভবামি ( হই ) ভ্রাক্ষণানাম্ ( ভ্রাক্ষণগণের ) ; যশঃ  
রাজ্যাম্ ( রাজগণের ), যশঃ বিনাম্ ( বৈশ্যগণের ; বিন্ শব্দের মৌলিক  
অর্থ 'মহুবা' ) । যশঃ ( যশকে ) অহম্ অহুপ্রাপংসি ( অহু+প্র+অপংসি  
=প্রাপ্ত হইয়াছি । অপংসি=পদ্ লুঙ্ ১।১ ) । সঃ হ অহম্ ( সেই  
আমি ) যশনাম্ ( যশসমূহের ) যশঃ । শ্রেতম্ ( রক্তাভ বৈভবর্ণ, ২।১ )  
অদংকম্ ( ন, দংকম্=দস্তবর্তিত, ২।১ ) অদংকম্ ( ভক্ষণশীল ২।১,  
'অদ্' হইতে ) শ্রেতম্ লিন্দু ( পিচ্ছিল, ক্রৈদমর, ২।১ ) মা ( না ) অতিগাম্  
( অতি+ই, লুঙ্ ; = যেন পাই ; অতি+ই লুঙ্ ১।১ = অতি+অগাম্ ;  
মা যোগে 'অগাম্' এর 'অ' লোপ ; 'ই' স্থানে 'গা' পাঃ ২।৪।৪৫ ) ।  
লিন্দু মা অতিগাম্ ( বিকৃতি সমাপ্তিসূচক ) । পাঠান্তর—'শ্রেতম্'  
স্থলে 'বৈভব' ।

তিনিই আত্মা । আমি প্রজাপতির সভাগৃহে গমন করি । আমি ভ্রাক্ষণ-  
গণের যশ, রাজগণের যশ, বৈশ্যগণের যশ আমি বশোলাভ করিয়াছি ।  
সেই আমি যশসমূহের যশ, আমি যেন শোভ, দস্তবিহীন অথচ ভক্ষণ-  
শীল শোভ পিচ্ছিল গৃহে গমন না করি ( অর্থাৎ আমাকে যেন পুনর্বার  
জন্ম গ্রহণ করিতে না হয় ) ।

### মন্তব্য

অতিগাম্—অতি+ই লুঙ্, 'ই' স্থলে 'গা' আদেশ । কেহ কেহ  
বলেন প্রাচীনকালে 'গা' নামক এক ধাতুরই ব্যবহার ছিল ।









